

একটি BHOOTGOYENDA পরিবেশনা

সম্মোহন বিদ্যা

link- bhootgoyenda.blogspot.com

SAMMOHAN VIDYA
OR
A COMPLETE PRACTICAL COURSE
OF
INSTRUCTION
IN
~~HYPNOTISM, MESMERISM, MAGNETIC HEAL-~~
~~ING, PSYCHO-THERAPEUTICS, SUGGESTIVE~~
~~THERAPEUTICS, AUTO-SUGGESTION,~~
~~CONCENTRATION, CLAIRVOYANCE~~
~~AND CRYSTAL GAZING.~~

FOURTH EDITION

BY
PROF. R. N. RUDRA,
Psychical Instructor, Magnetic Healer,
Public Demonstrator etc.

Tuition Fee By Mail Rs. 5/10/-

June—1935

(All rights reserved)

**PRINTED BY
KALACHAND BASAK.**

At the Narayan Machine Press, 134, Nawabpur Road, Dacca.

**Published by the Author from
100/5, Surendranath Banarjee Road, Calcutta.**

সন্ধোহন বিদ্যা

৬

শাখা বিজ্ঞান সমূহ হাতে-কলমে শিখিবার
সরল উপদেশমালা

চতুর্থ সংস্করণ

(সর্ব স্বত্ত্ব সংরক্ষিত)

সন্ধোহন বিদ্যাবিহি
অফেসার(রাজেন্দ্রনাথ)রঞ্জ পণীত

আমাট—১৩৪২

ডাকখাগে শিক্ষার ফি: ৫০/- পাঁচ টাকা দশ আনা মাত্র।

ଶୁଦ୍ଧି ପତ୍ର

ପୃଷ୍ଠାଙ୍କ	ପଂଦି	ଅନୁଷ୍ଠାନ	ଶୁଦ୍ଧ
୫୪	୧୧	କାରଲେ ସ୍ଥଳେ କରିଲେ ହିଲେ ।	
୫୯	୧୨	“ଶିକ୍ଷାର” ଶବ୍ଦେର ପର “ଜୟ” ବସିବେ ଏବଂ “ସମୟ” ଶବ୍ଦ ଲୋପ ପାଇବେ ।	
୬୪	୮	“ବାମପା” ସ୍ଥଳେ	“ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵ” ହିଲେ ।
୬୮	୨	“ପାର୍ଶ୍ଵ”	“ପାର୍ଶ୍ଵ”
୭୯	୬	“ଥବ”	“ଥୁବ”
୮୦	୫ ଓ ୬	”	”
୮୧ ୨ସ ପ୍ରାରାୟ ୧୨		”	”
” ” ” ୧୪	”	“କିଛତେହି”	“କିଛୁତେହି”
” ” ” ”	”	“ଥଲିତେ”	“ଥୁଲିତେ”
୧୧୨ ” ” ୨	”	“ବାଲବେ”	“ବଲିବେ”
୧୨୩	୧୧	“ତମାଓ”	“ସୁମାଓ”
୧୭୦	୧୪	“ସମ୍ପାଦି”	“ସମ୍ପତ୍ତି”
୧୭୪	୧୩	“କୁଣ୍ଡି”	“କୁଣ୍ଡି”
୨୧୦	୧୯	“ମାଠେର”	“ମାଠ” ହିଲେ ଏବଂ ତେପରେ “ବା” ହିଲେ ।
୨୧୪	୬	“ହିପୋଟିଟ୍”	“ହିପୋଟିଟ୍” ହିଲେ ।
୨୨୦	୧୯	“କେଜ୍ଜୀଭୂତ”	“କେଜ୍ଜୀଭୂତ”
୨୨୧	୧୦	“ଶରୀରେର” ଶବ୍ଦେର ପର “କୋନ” ଶବ୍ଦ ହିଲେ ।	
୨୪୨ ୨ସ ପ୍ରାରାୟ ୧୪		“ପାରେର” ସ୍ଥଳେ	“ପାତ୍ରେର” ହିଲେ ।
୨୬୯	୧୦	“କାରଯା”	“କରିଯୁ”
୨୮୦	୧୧	“ଉତ୍ତିଜ୍ଜିତ”	“ଉତ୍ତେଜ୍ଜିତ”
୩୦୪	୧୬	“ଶିକ୍ଷାର”	“ଶିକ୍ଷାର”



Prof. R. N. RUDRA.

চতুর্থ বারের বিজ্ঞাপন

মগলমূর বিধাতার আশীর্বাদে সম্মোহন বিষ্ঠার চতুর্থ সংস্করণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। এতদ্বারা জন সাধারণের মধ্যে এই মহৎপক্ষীর বিষ্ঠা চর্চার আগ্রহ যে দিন দিন বর্দিত হইতেছে, তাহা বিশেষ ভাবে সূচিত হইতেছে। দ্বিতীয় সংস্করণে ইহার যে সকল ক্রটি ছিল, তৃতীয় সংস্করণে সেগুলি সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত হইয়া ইহার আকার বিশুণ বর্দিত করা হইয়াছিল। সেজন্ত বর্তমান সংস্করণে আর ইহার বিশেষ কোন পরিবর্তনের আবশ্যক হইল না; কেবল হই এক স্থানে ষৎসামান্য পরিবর্দ্ধন করা হইল। পূর্ব সংস্করণের ছাপায় যে সকল মুদ্রাকর আমাদ ছিল, সেগুলি যথা সম্ভব সাবধানতার সহিত সংশোধন করা গেল। যদি দুর্ভাগ্য বশতঃ এই বারেও ছাপার ভুল বাহির হয়, তবে পাঠকগণ দয়া করিয়া আমাকে তাহা জানাইলে অত্যন্ত বাধিত হইব। এইবার ইহাকে কাপড় দ্বারা সুদৃশ্য বাধাই করাতে অনেক ব্যয় বাহল্য ঘটা সঙ্গেও দেশের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া পূর্ব মূল্যাই স্থির রাখা গেল।

যাহাতে শিক্ষার্থিগণকে শিক্ষাকালীন আমার নিকট হইতে চিঠি-পত্রে অতিরিক্ত কোন উপদেশের জন্য আর্থী হইতে না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াই ইতিপূর্বে ইহার পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন করা হইয়াছে। স্বতরাং তাহারা মনোযোগের সহিত ইহা পাঠ করিয়া বর্ণিত নিয়ম-প্রণালী-গুলির যথাযথ অনুসরণ করিলেই সমস্ত বিষয় হাতে-কলমে শিক্ষা করিতে পারিবেন এবং তজ্জন্ত আর আমার নিকট হইতে চিঠি-পত্রে কোন উপদেশ লইবার আবশ্যক হইবে না। ছঃখের বিষয় সময় সময় অনেকে পুস্তকখানা

চতুর্থ বারের বিজ্ঞাপন

ভালুকপে না পড়িয়াই, পৃষ্ঠাকে যে সকল বিষয় পরিষ্কারকাপে লিপিবদ্ধ আছে, সেই সকল বিষয় সম্বন্ধেও নানাক্রম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা পূর্বক তিন-চার পৃষ্ঠা ব্যাপী পত্রাদি লিখিয়া থাকেন এবং এই সকল পত্রে অনেক অবাস্তর কথাও থাকে। ঐ সকল অপ্রয়োজনীয় দীর্ঘ পত্রাদির উত্তর দিতে আমাৰ বড়ই সময় নষ্ট হয়। এই নিমিত্ত আমাৰ বিশেষ অহুরোধ এই যে, কোন শিক্ষার্থী যেন একপ পত্রাদি আৱ না লেখেন।

কোন উপদেশ চাহিয়া পত্র লিখিলে যে উত্তরের জন্য অত্যাবশ্যকীয় কাপে ডাক টিকেট দিতে হয়, একথা “নিয়মাবলীতে” অত্যন্ত স্পষ্ট থাক। সম্ভেও অনেকে তাহা পাঠান না। কোন কোন শিক্ষার্থী আবাৰ পত্রে অতি সংক্ষিপ্ত নাম, অস্পষ্ট ঠিকানা ইত্যাদি লিখেন, কেহ কেহ আবাৰ ঠিকানাই দেন না। এসকল পত্রের উত্তর দেওয়া যায় না। কাৰণ শত শত বাস্তিৰ নাম ও ঠিকানা আমাৰ স্মৰণ থাকা সম্ভব নহ। ভবিষ্যতে কেহ একপ পত্রাদি লিখিলে উহার উত্তর পাইতে বঞ্চিত হইবেন। ইতি সন ১৩৪২ সাল, ১৩ই জৈষ্ঠ।

সাধনা কুটিৱ
পোঃ আলমনগুৰ, রংপুৰ }
} প্ৰস্তুকাৰ

সূচিপত্র

প্রথম খণ্ড

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
ভূমিকা	১২
প্রথম পাঠ—সংজ্ঞা ও পরিভাষা	১৭
দ্বিতীয় পাঠ—সিদ্ধির মূল কারণ	২১
তৃতীয় পাঠ—আহার-বিহার	৩১
চতুর্থ পাঠ—মনের দ্বিতীয়ভাব	৩৪
পঞ্চম পাঠ—সম্মোহন আদেশ	৪১
ষষ্ঠ পাঠ—চক্ষুর মোহিনী শক্তি	৪৬
সপ্তম পাঠ—পাসকরণ বা হাতবুলান	৫১
অষ্টম পাঠ—শরীরে শিথিলতা উৎপাদন	৫৫
নবম পাঠ—শিক্ষার প্রণালী	৫৯
দশম পাঠ—জাগ্রদবস্থায় মোহিত করণ	৬৪
একাদশ পাঠ—জাগ্রদবস্থায় সম্মোহিত পাত্রকে অক্রতিশ করণ	৮৩
দ্বাদশ পাঠ—জাগ্রদবস্থায় মোহিত করা সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ	৮৫
ত্রয়োদশ পাঠ—মোহিতাবস্থা কাহাকে বলে ?	৯০
চতুর্দশ পাঠ—পাত্রের মনের সংবেদন।	৯৬
পঞ্চদশ পাঠ—পাত্রকে সম্মোহিত করিবার আধিক্যিক উপদেশ	১০০
ষেষভূশ পাঠ—পাত্রকে নিন্দিত করণ	১০৩

সপ্তদশ পাঠ—পাত্রকে নির্দিত করা সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ	১১১
অষ্টাদশ পাঠ—মোহিতাবস্থা পরীক্ষা করণ	১১৯
উনবিংশ পাঠ—মোহিত ব্যক্তির মনে মায়া জন্মান	১২২
বিংশ পাঠ—মোহিত ব্যক্তির মনে ভ্রম জন্মান	১২৭
একবিংশ পাঠ—মায়া ও ভ্রম উৎপাদনার্থ বিশেষ উপদেশ	১৩০
দ্বাবিংশ পাঠ—মোহিত ব্যক্তিকে প্রকৃতিহীন করণ	১৩৩
অয়োবিংশ পাঠ—পাত্রের শরীরে ক্যাটালেপসী উৎপাদন	১৩৬
চতুর্বিংশ পাঠ—পাত্রের শরীরে বৈধবহিতাবস্থা উৎপাদন	১৪৩
পঞ্চবিংশ পাঠ—আদেশের প্রতি মোহিত ব্যক্তিগণের সাড়া	১৪৬
ষড়বিংশ পাঠ—কঠিন পাত্র মোহিত করণ	১৫০
সপ্তবিংশ পাঠ—স্বাভাবিক নিদ্রা মোহিতাবস্থায় পরিবর্তিত করণ	১৫৪
অষ্টাবিংশ পাঠ—আজ্ঞ-সম্মোহন	১৫৭
উনত্রিংশ পাঠ—পত্র দ্বারা বা টেলিফোনে মোহিত করণ	১৬৫
ত্রিংশ পাঠ—দেখা-মাত্র মোহিত করণ	১৬৬
একত্রিংশ পাঠ—পরবর্তী সম্মোহন আদেশ	১৬৮
দ্বাত্রিংশ পাঠ—কাহারও অজ্ঞাতসারে ঘন পরিবর্তন করণ	১৮৩
অবত্রিংশ পাঠ—অপরের মোহিত পাত্রকে প্রকৃতিহীন করণ	১৮৮
চতুর্স্ত্রিংশ পাঠ—সম্মোহন ক্রীড়া	১৮৯

দ্বিতীয় অঞ্চল

প্রথম পাঠ—মেসমেরিজম্ বা জৈব আকর্ষণি বিদ্যা	২০১
দ্বিতীয় পাঠ—আহার-বিহার, মানসিক গুণাগুণ ইত্যাদি	২০৭
তৃতীয় পাঠ—ক্রিয়া লোক মোহ নিদ্রায় অভিভূত হন? *	২১৪

বিষয়

পৃষ্ঠাক

চতুর্থ পাঠ—মেস্মেরিজমে ব্যবহৃত বিশেষ পাস	২১৭
পঞ্চম পাঠ—মোহ নিদ্রার বিভিন্ন স্তর	২২৪
ষষ্ঠ পাঠ—মেস্মেরাইজ করা সম্বন্ধে প্রাথমিক উপদেশ	২৩৩
সপ্তম পাঠ—পাতকে জাগ্রদবহুয় মেস্মেরাইজ করণ	২৩৪
অষ্টম পাঠ—পাত্রের মোহ নিদ্রা উৎপাদন	২৩৯
নবম পাঠ—মোহ নিদ্রায় মাঝা ও অম উৎপাদন	২৫৬
দশম পাঠ—পাত্রের আভিক শক্তি বিকাশ করণ	২৫৯
একাদশ পাঠ—মোহ নিদ্রা দূরীভূত করণ	২৬৯

তৃতীয় অংশ

অধিম পাঠ—আভিক চিকিৎসা	২৭৩		
বিতীয় পাঠ—মন্ত্রপূত জল বা জলপড়া	২৮৯		
তৃতীয় পাঠ—সমুষ্যেতর প্রাণী মোহিত করণ	২৯১		
চতুর্থ পাঠ—জিষ্টেল গেইজিং	২৯৬		
পঞ্চম পাঠ—সমোহন-শক্তির আরোপিত অনিষ্টকাৰিতা	৩০১		
উপসংহার	৩০৪
পরিশিষ্ট	৩০৪

ভূমিকা

বাল্যকাল হইতেই গুপ্ত বিদ্যাদি শিক্ষার জন্য আমার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। এজন্য আমি কিছুদিন তান্ত্রিক ঘটকস্মাদি শিক্ষার প্রয়োগ পাইয়াছিলাম, কিন্তু অভিজ্ঞ গুরুর অভাবে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। উহাতে বিফল মনোরথ হইয়া আমি ইং ১৯০২ সালে “পাশ্চাত্য বৌদ্ধিকরণ বিদ্যা” (হিপ্নোটিজম্, মেসমেরিজম্ ইত্যাদি) শিক্ষার প্রবৃত্ত হই এবং ভগবানের প্রসাদে অল্পকালের মধ্যেই ইহা শিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।

সম্মোহন বিদ্যা ও শাখা বিজ্ঞানগুলি চর্চা করিবার সময় উহাদের কার্যকারিতা দর্শন করিয়া,—উহাদের দ্বারা যে লোকের শরীরিক, মানসিক, নৈতিক, বৈষম্যিক ও আধ্যাতিক বিষয়ের প্রভৃতি সাধিত হইতে পারে, বহুল পরিমাণে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া উহাদের কার্যকলাপ জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার জন্য আমার অত্যন্ত আগ্রহ জনিয়াছিল এবং তরিমিত ইং ১৯০৫ সালে আমি ক্রীড়া প্রদর্শকের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলাম। তদানৌসন্দন মৎ প্রদর্শিত সম্মোহন ও চিষ্ঠা-পঠন ক্রীড়া (Hypnotic and Thought-Reading Demonstrations) দর্শন করিয়া কয়েকটি সন্তুষ্ট ব্যক্তি এই বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন এবং ইহা তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিয়ার জন্য তাঁহারা আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনুরোধে অর্থম আমি এই বিদ্যা ও শাখা বিজ্ঞানগুলি শিক্ষার উপর্যোগী একখানা

ভূমিকা

পাঞ্জুলিপি রচনা করিয়াছিলাম। তাহারা তৎকালে ঐ পাঞ্জুলিপির নকল লইয়া এবং আবগ্নক মত আমার মৌখিক বা চিঠি-পত্রে উপদেশ পাইয়া এই বিষয় গুলি হাতে-কলমে শিক্ষা করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে উক্তক্রপে অনেক শিক্ষার্থী এই বিষয়গুলি শিক্ষা করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

উক্ত সময় হইতে ইং ১৯১৮ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ চতুর্দশ বৎসর কাল সম্মোহন ও চিন্তা-পঠন কৃড়া প্রদর্শকরূপে ভারতবর্ষের বহু স্থান, ব্রহ্মদেশ, পারস্য, ইরাক প্রভৃতি দেশ অবগুণ করতঃ নানাদেশীয় ও নানাজাতীয় অন্যন ১৬০০০ হাজার লোক সম্মোহিত করিয়া এবং ৪০০ শতের অধিক বাস্তিকে এই বিজ্ঞান গুলি হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহার ফলে উক্ত পাঞ্জুলিপি সংশোধিত হইয়া “সম্মোহনবিদ্যা” নামে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

যাহারা এই গুপ্ত বিদ্যা ও শাখা বিজ্ঞানগুলি হাতে-কলমে শিক্ষা করিবার অভিলাষী অথচ আমার নিকট উপস্থিত থাকিয়া শিক্ষা করিতে অসমর্থ বিশেষভাবে তাহাদের জগ্নই এই পুস্তক সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে এবং তজ্জন্য ইহাতে কেবল উৎকৃষ্ট নিয়ম-প্রণালীই প্রদত্ত হইয়াছে। এই নিয়ম-প্রণালীগুলি উৎকর্ষ সম্মুখে বোধ হয় ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আমি স্বয়ং উহাদের সাহায্যে সহস্র সহস্র লোক মোহিত করিয়াছি এবং আমার বহু সংখ্যক ছাত্র ও উহাদিগকে প্রয়োগ করিয়া কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন। অতএব আমার ভৱসা আছে যে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই এই পুস্তকের সাহায্যে এবং আবগ্নক মত আমার নিকট হইতে চিঠি-পত্রে উপদেশাদি লইয়া বিষয়গুলি

ভূমিকা

শিক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন। যাহাদের শিক্ষার আন্তরিক স্পৃহা আছে, তাহারা উপযুক্ত যত্ন, চেষ্টা ও পরিশ্রমের জটি না করিলে বাড়ী বসিয়া, যথা সন্তুষ্ট অল্প সময়ের মধ্যে, এই বিষয়গুলি হাতে-কলমে শিক্ষা করিতে পারিবেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। যে সকল শিক্ষার্থী এই পুস্তকের বিষয়গুলি উভয়রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত নিয়ম-প্রণালীগুলির অমুসরণ করিবেন, তাহারা আমার নিকট হইতে চিঠি-পত্রে স্বতন্ত্র উপদেশ না লইয়া, কেবল নিজের চেষ্টাতেই শিক্ষা করিতে পারিবেন। শিক্ষার্থীর জ্ঞাতব্য ধারণার বিষয়ই যথা সন্তুষ্ট সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, স্মৃতিরাং চতুর শিক্ষার্থিগণ আমার নিকট উপদেশ প্রার্থী না হইয়াও শিক্ষায় সাফল্য লাভ করিতে পারিবেন। তথাপি যদি কেহ এই পুস্তকের কোন বিষয় পরিষ্কারকরণে বুঝিতে না পারেন, তবে আমার নিকট পত্র লিখিলেই (উভয়ের জন্য পাঁচ পয়সা ডাক টিকিট সহ) আমি তাহা সরল ভাবে বুঝাইয়া দিব। এই বিষয়ে শিক্ষার্থিগণের নিকট আমার বিশেষ অনুরোধ এই যে, তাহারা যেন ঘনোযোগের সহিত পুস্তকখানা না পড়িয়া কোন উপদেশের জন্য পত্র না লেখেন। কারণ যে সকল বিষয় পুস্তকেই লিপিবদ্ধ রহিয়াছে সেগুলি পুনরায় হাতে লিখিয়া জানাইবার অবকাশ আমার নাই। আর যদি কেহ আমার নিকট উপস্থিতি থাকিয়া শিক্ষা করিতে ইচ্ছুক হন, তবে আমি তাহাকে সমস্ত বিষয়গুলি স্মৃতিরূপে হাতে-কলমে শিখাইতে—অর্থাৎ যাহাকে Practical training বলে তাহা দিতেও প্রস্তুত আছি।

এই পুস্তক একবার মাত্র পাঠ করিয়াই সকল বিষয় শিক্ষা করা যাইবে, কোন শিক্ষার্থী একপ আশা করিবেন না। সে প্রত্যক্ষটি পাঠ বিশেষ

ভূমিকা

অনোনিবেশ সহকারে পড়িয়া এবং উহার অর্থ উত্তরক্ষণে উপলক্ষ করিয়া শিক্ষার প্রবৃত্ত হইবে। কোন বিজ্ঞানের ব্যবহারিক অংশ শিক্ষা করিতে হইলে যে, যথোপযুক্ত যত্ন, চেষ্টা ও পরিশ্রম করিতে হয়, ইহা প্রত্যোক শিক্ষাধারকেই বিশেষক্ষণে অবগত রাখিতে হইবে। কেহ কেহ পুস্তক ধানা ছই-একবার পাঠ করিয়া কৌতুহল নিরুত্তি হইলেই ফেলিয়া রাখে, আবার কেহ কেহ বা কদাচিত ছই-একজন লোকের উপর চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইলেই নিরাশ হইয়া পড়ে। এরূপ গ্রন্থত্বের লোকেরা কখনও এই সকল গুণ বিষয়া শিক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। অকৃত শিক্ষালাভাকাঙ্গী উপদেশগুলিকে বিশ্বাস ও সততার সহিত অঙ্গসরণ করিবে এবং প্রথম প্রথম ছই-একবার অকৃতকার্য হইলেও ধৈর্যের সহিত উপর্যুপরি কয়েকবার চেষ্টা করিবে। যদি তাহাতেও সে বিফলমনোরধ হয়, তবে সে উহা আমাকে লিখিয়া জানাইলে, আমি তৎসম্বন্ধে যথোপযুক্ত উপদেশ প্রদান করিব। শিক্ষার্থিদিগের কোন বিষয় জানিবার আবশ্যক না হইলেও, তাহারা শিক্ষার কিঙ্কুপ অগ্রসর হইতেছেন, তাহা মাঝে মাঝে আমাকে সংবাদ দিবেন; কারণ তাহা প্রত্যোক ব্যক্তির নিকট পত্র লিখিয়া অবগত হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়; যেহেতু আমার সময় নিতান্ত অল্প। তবে কেহ কোন উপদেশ চাহিয়া পত্র লিখিলে সেই পত্রের উত্তর অবিলম্বেই দেওয়া হইয়া থাকে। উপদেশ প্রার্থী সর্বদা সংক্ষেপে তাহার জিজ্ঞাস বিষয় সকল ব্যক্ত করিবেন, অন্তর্থায় তাহার পত্রের উত্তর পাইতে বিলম্ব হইবে।

যে সকল শিক্ষার্থী বিশ্বাস ও সততার সহিত যথাযথক্ষণে এই পুস্তকের অঙ্গসরণ করিবে, আমি তাহাদের প্রত্যোককে এই বিজ্ঞানগুলি হাতে-

ভূমিকা

কলমে শিথাইয়া দিব ; কিন্তু যদি কেহ এই উপদেশগুলির যথার্থতা সম্বন্ধে
সন্দিহান হইয়া অবহেলা পূর্বক বা আলঙ্গ বশতঃ শিক্ষায় যত্নবান না হয়,
তবে তাহার ক্রতকার্য্যতার জন্য আমি কিছুমাত্র দায়ী হইব না । শিক্ষার্থী-
দিগকে ক্রতকার্য্য করিয়া দিবার নিমিত্ত আমি সকল প্রকার সন্তুষ্টবনীয়
উপার্শে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি, তথাপি যদি কেহ উপযুক্ত পরিশ্রম
স্বীকার পূর্বক শিক্ষার প্রয়াস না পায়, তবে তাহার অক্রতকার্য্যতার জন্য
গ্রাম সঙ্গত ক্লপে আমার কোন দায়িত্বই থাকিতে পারে না ।

পরিশেষে ইহা অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে যে, যে
শিক্ষার্থী সহজেশ্চে অনুপ্রাণিত হইয়া এই বিষ্ণু-চর্চা ক্লপ সাধনার প্রযুক্ত
হইবে, সে নিশ্চিতক্লপে তাহার মনঃশক্তি বর্দিত করিয়া নিজের শারীরিক,
মানসিক, বৈষ্ণবিক ও অধ্যাত্মিক উন্নতি লাভে সমর্থ হইবে এবং অপর
লোকেরও বহু প্রকার উপকার করিতে পারিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ
নাই । বঙ্গো, একবার সহজেশ্চের সহিত শিক্ষায় প্রযুক্ত হও, তোমার
সাধনা অবশ্য সিদ্ধ হইবে ।

আলমনগর, বৎপুর
১৬ই বেশাখ, ১৩২৭ সন

প্রকার

ପ୍ରଥମ ଅଂଶ

ପ୍ରଥମ ପାଠ

ସଂଜ୍ଞା ଓ ପରିଭାଷା

ଯେ ବିଷ୍ଟା ବଳେ ମାନୁସକେ ସମ୍ମୋହିତ ବା ବଶୀଭୂତ କରିଯା ତାହାର ଦ୍ୱାରା ଅଭୀନ୍ଵିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ସମ୍ପାଦନ କରା ଯାଏ, ଉହାକେ “ସମ୍ମୋହନ ବିଜ୍ଞାନ” ବା “ସମ୍ମୋହନ ବିଷ୍ଟା” (Hypnotism or Mesmerism) ବଳେ । ଏହି ବିଷ୍ଟା ବାବହାରିକ ମନୋବିଜ୍ଞାନେର (Applied Psychology) ଏକଟି ସମ୍ମର୍ତ୍ତ ଶାଖା ।

ସଂବେଦନୀର ଯେ ଏକଟି ବିଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଉପର୍ମାତ ହଇଯା ମୋହିତ, ସମ୍ମୋହିତ ବା ବଶୀଭୂତ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ମୋହନବିଦେର ଆନ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ସମ୍ପାଦନ କରେ, ଉହାକେ “ମୋହିତ” ବା “ସମ୍ମୋହିତାବଶ୍ଵା” (hypnosis or mesmeric state) ବଳୀ ଯାଏ । ଏହି ଅବଶ୍ଵା ନିଜାର ସାହାଯ୍ୟ ବା ଉହା ବ୍ୟକ୍ତିରେକେ, ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ତ୍ତ୍ବ ଅପର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିର କିମ୍ବା ତାହାର ନିଜେର ଉପର ଉପାଦିତ ହଇଯା ଥାକେ । ଏହି ଅବଶ୍ଵା ମୋହିତ ବ୍ୟକ୍ତିର “ବହିମ୍ନ” (Objective Mind) ଅନ୍ତାଧିକ ପରିମାଣେ ଶୁଣୁ, ନିଶ୍ଚେଷ ବା ନିକ୍ରିୟାବଶ୍ଵାସ

সন্ধোহন বিষ্টা

অবস্থান করে, আর “অন্তর্গত” (Subjective Mind) তাহার স্বাভাবিক ক্রিয়া সম্পাদনে রত থাকে । *

যে ব্যক্তি মাঝুরকে সন্ধোহন করিতে (hypnotise or mesmerise) সমর্থ তাহাকে “সন্ধোহনবিদ” (hypnotist, mesmerist or operator.) বলে । যে ব্যক্তি সর্ব সাধারণে কেবল সন্ধোহন ক্রীড়া (hypnotic or mesmeric demonstrations) অদর্শন করিয়া বেড়ায়, তাহাকে “হিপ্নোটাইজার” বা “মেস্মেরাইজার” (hypnotiser or mesmeriser) বলে ; আর যে বৈজ্ঞানিক ভাবে এই বিষ্টার চর্চা করে, তাহাকে “হিপ্নোটিষ্ট্” বা “মেস্মেরিষ্ট্” (hypnotist or mesmerist) বলিয়া অভিহিত করা হয় ।

হিপ্নোটিজ্ম, মেস্মেরিজ্ম ও য্যানিমেল আণ্টেটিজ্ম (Hypnotism, Mesmerism and Animal Magnetism) :—

হিপ্নোটিজ্ম হইতে মেস্মেরিজ্ম এবং মেস্মেরিজ্ম হইতে য্যানিমেল আণ্টেটিজ্ম প্রাচীনতর বিষ্টা । পাঞ্চাত্য দেশে এই বিষ্টা প্রথম “য্যানিমেল ম্যাণ্টেটিজ্ম” নামে পরিচিত ছিল ; পরে ইহা “মেস্মেরিজ্ম” এবং তৎপরে আবার “হিপ্নোটিজ্ম” নামে আধ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে । বর্তমান সময়ে এই বিষ্টা “মেস্মেরিজ্ম” ও “হিপ্নোটিজ্ম” নামে সর্বত্র পরিচিত ।

হিপ্নোটিজ্ম অপেক্ষা মেস্মেরিজ্ম উন্নত প্রণালীর বশীকরণ বিষ্টা । হিপ্নোটিজ্মে যাহা সম্পন্ন করা যায়, মেস্মেরিজ্মের সাহায্যে তাহা অনায়াসেই সম্পন্ন হইতে পারে । মেস্মেরিজ্মে সচরাচর যে সকল

* চতুর্থ পাঠ জষ্ঠৰ্য

সংজ্ঞা ও পরিভাষা

ইলেক্ট্রোগ্রাহকৰণ (phenomena) যেমন—“দিব্যচূষ্টি”, “চিন্তা-পর্ণন”, “দিব্যাহৃতুতি” ইত্যাদি (Clairvoyance, Thought-transference, Psychometry etc.) বিষয়ক নানা প্রকার ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে, হিপ্পোটিজ্ম থারা তাহা কদাচিং সম্পূর্ণ হয়। এজন্ত হিপ্পোটিজ্ম অপেক্ষা মেস্মেরিজ্ম শ্রেষ্ঠতর সম্মোহন বিষ্ঠা বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। হিপ্পোটিজ্ম সহজেই শিক্ষা করা যায়, কিন্তু মেস্মেরিজ্ম শিক্ষা সম্বৰ সাধেক ; যেহেতু উপযুক্ত সাধনা থারা মনঃশক্তি সমধিক পরিমাণে বৰ্দ্ধিত না হইলে কার্য্যকুশল মেস্মেরিষ্ট হওয়া যায় না।

অস্ত্রিয়া দেশবাসী ডাক্তার এন্টনি মেস্মার (Dr. Anthony Mesmer) নামক একজন চিকিৎসক, জ্যোতির্বিদ ও দার্শনিক “ব্যানিমেল ম্যাথেটিজ্ম” বা “জৈব আকর্ষণী বিদ্যার” চৰ্চা করিতেন। তিনি এই বিষ্ঠা ফাদার হেল (Father Hehl) নামক এক পাদবীর লিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। ফাদার হেলের বহু পূর্বে এই বিষ্ঠা ইঞ্জিনেরী, রোমান ও গ্রীকদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ডাক্তার মেস্মার এই ব্যানিমেল ম্যাথেটিজ্ম বিষ্ঠা বলে কৃপ বাস্তিদিগকে অভিভূত বা সম্মোহিত করিয়া তাহাদের নানা প্রকার রোগ আরোগ্য করিতেন। তিনি এই প্রণালীর চিকিৎসা আরম্ভ করার পর, যখন ইহাতে খুব সাফল্য লাভ করিতে লাগিলেন, তখন তাহার সমবাবস্থায় চিকিৎসক গণ জৰ্বান্বিত হইয়া ঘোরতর কলে তাহার বিকল্পাচরণ করিয়া ছিল এবং এমন কি, তজ্জন্ত তাহারা গবর্নমেন্টের সাহায্যে তাহাকে নির্বাসিত করিতেও ভুট করে নাই। যাহা হউক, তাহাদের শক্তা-চরণ সত্ত্বেও এই বিষ্ঠা চৰ্চায় তাহার অসাধারণ সাফল্য লাভ দেখিয়া

সংশোধন বিষয়া

জন সাধারণ তাঁহার প্রতি অতাক্ষ আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং কয়েক জন সন্মান্ত বাস্তি ইহা শিক্ষার জগ্য তাঁহার শিশুত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় হইতেই তাঁহার শিশু ও অনুসরণকারিগণের দ্বারা এই যানিমেল্ ম্যাথোটিজ্ম বিষয় “মেস্মেরিজ্ম” নামে অভিহিত হয়। উহার পরে আবার ম্যানচেষ্টার নিবাসী ডাক্তার ব্রেড় (Dr. Braid of Manchester) এই বশীকরণ বিষয়কে “হিপ্নোটিজ্ম” নামে আখ্যা প্রদান করেন। কিন্তু ডাক্তার ব্রেইড়ের আবিষ্কৃত হিপ্নোটিজ্ম বিষয়া মেস্মেরিজ্ম বা যানিমেল্ ম্যাথোটিজ্ম এর সদৃশ হইলেও উহা ভিন্ন জিনিষ। কারণ উহাদের সিদ্ধান্ত এবং ব্যবহার প্রণালী হইতে হিপ্নোটিজ্ম এর সিদ্ধান্ত ও ব্যবহার প্রণালী স্বতন্ত্র। ব্রেইড় নিজেও তাহার হিপ্নোটিজ্মকে স্বতন্ত্র বিষয়া বলিয়া স্বীকার করতঃ যানিমেল্ ম্যাথোটিজ্ম বা মেস্মেরিজ্ম এর পার্শ্বে উহার দ্বান নির্দেশ করিব। গিয়াছেন।

যানিমেল্ ম্যাথোটিজ্ম বা জৈব আকর্ষণী বিষয়া সম্বন্ধে সংক্ষেপে ডাক্তার মেস্মারের মত এই যে, একটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তরল পদার্থ, যাহা মহুষ্য শরীর হইতে বিনির্গত হইয়া থাকে, তাহা পাস বা হাত বুলান (pass), মোহিনী দৃষ্টি ও একাগ্রতা দ্বারা মহুষ্য শরীরে নিক্ষিপ্ত হইলে, তাহাকে মোহিত বা বশীভূত করিতে পারে।

নাসীমতবাদিগণ (The School of Nancy) বলেন যে, “আদেশ” বা “ইঙ্গিত”ই (suggestion) মেস্মেরিজ্ম বা হিপ্নোটিজ্ম দ্বারা উৎপাদিত ইঙ্গিয় গ্রাহ ব্যাপার সম্বন্ধের (phenomena) মূল কারণ; এই ইঙ্গিয় গ্রাহ কৃপ সকল যথার্থক্রমে কোন না কোন রূপের মানসিক ক্রিয়ার বিকাশ।

সংজ্ঞা ও পরিভাষা

আর, ডাক্তার চেইড এর মত (The School of Charcot) উপরোক্ত হই মত হইতে স্বতন্ত্র। তিনি বলেন যে, মোহিতাবস্থা ম্যাগেন্টিজ্ম বা আদেশের ফল নহে, ইহা হিটিরিয়া বা মুর্ছার ফায় এক প্রকার রোগ বিশেষ এবং ইহা দুর্বল স্নায়ু বিশিষ্ট লোকের উপরই খুব সহজে উৎপাদিত হইয়া থাকে।

অতএব মোহিতাবস্থা উৎপাদনের নিমিত্ত এই সকল বিভিন্ন মতাবলম্বী সম্মোহনতত্ত্ববিদগণ যে সকল নিয়ম-প্রণালী ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন, শিক্ষাভিলাষীকে এই বিষ্ণা হাতে-কলমে শিক্ষা করিতে উহাদেরই অনুসরণ করিতে হইবে।

অ্যাপ্লেটিক হিলিং, সাইকো-থেরাপিউটিক্স, সার্জেস্টিক্স থেরাপিউটিক্স, স্পিরিচুয়াল হিলিং, ক্রিশিয়ান সায়েন্স, ফেইথ কিউর (Magnetic Healing, Psycho-Therapeutics, Suggestive Therapeutics, Spiritual Healing, Christian Science, Faith Cure) ইত্যাদি বিষয়গুলি রোগ চিকিৎসা বিষয়ক। এই সকল প্রণালী দ্বারা ভেষজ বা ঔষধ ব্যাতিরেকে নানা প্রকার রোগ আরোগ্য করা যায়। এই বিষয়গুলি নামে বিভিন্ন হইলেও মূলতঃ প্রায় একই ব্রকমের চিকিৎসা। ইচ্ছাশক্তি পূর্ণ আদেশ, হাত বুলান ও পাস এই তিনটিই উহাদের মূল বিষয়।

জড় দর্শনেজ্ঞের সাহায্য ব্যাতিরেকে মনশ্চক্ষু দ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের বস্তু বা ঘটনা দর্শন বা প্রতাক্ষ করাকে “দিব্যদৃষ্টি”, “দিব্যদর্শন”, “অতীন্দ্রিয় দর্শন” (Clairvoyance or Second Sight) বলে।

সন্মোহন বিষ্ণা

সকল মনুষ্যের হৃদয়েই প্রকৃতি দণ্ড এই দিব্যদৃষ্টি-শক্তি (clairvoyant power) অন্নাধিক পরিমাণে নিহিত আছে। যাহাদের মধ্যে স্বভাবতঃ ইহার পরিমাণ অধিক তাহারা অন্ন চেষ্টাতেই এই শক্তিকে আবর্ত করিতে পারে। আবার কাহারও বা জ্ঞানের অগোচরে—কেবল প্রকৃতির অনুগ্রহেই ইহা লাভ হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর আত্মিক সংবেদ্য ব্যক্তিগণ (psychically susceptible persons) কোন দক্ষ সন্মোহনবিদের সাহায্যেও এই শক্তিকে সম্মিলিত পরিমাণে বন্ধিত করিয়া লইতে পারে। মিথ্যা-প্রবৃথনা, ছল-চাতুরী, হিংসা-দ্রষ্টব্য ইত্যাদিকে অনভ্যন্ত এবং পবিত্র ও সৎভাবে জীবন যাপনে অভ্যন্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে সচরাচর যাহাদের দৃষ্টি স্বপ্ন সত্ত্ব হয় (অর্থাৎ ফলে), সাধারণতঃ তাঁহাদের হৃদয়েই এই শক্তি অধিক পরিমাণে বর্তমান থাকে। তাঁহারা আহার-বিহার ইত্যাদিতে সংযমী হইয়া উপবৃক্ত প্রণালীতে সাধনা করিতে পারিলে অন্ন সমরের মধ্যেই ইহাকে বিকশিত করিতে পারে। মনের যে সকল নিজস্ব ক্ষমতা (psychic powers) আছে, উহাদের মধ্যে ইহা একটি প্রধান শক্তি। ইহার সাহায্যেই আর্যা-খ্যামিগণ ত্রিকালের সংবাদ বলিতে পারিতেন। দিব্যদৃষ্টির অনেক প্রকার রূপ বা অবস্থা (phases) আছে।

ক্রিস্টেল (Crystal) এক প্রকার উৎকৃষ্ট শ্রেণীর স্বচ্ছ কাচ বিশেষ। “ক্রিস্টেল গেইজিং” (Crystal Gazing) অর্থে একটি নির্দিষ্ট প্রণালীতে উক্ত কাচ খঙ্গের প্রতি দৃষ্টি ক্ষেপন বুঝায়। ইহা ‘অর্থ দর্শণের’ নাম একটি বিষয়। কোন বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে কোন অতীত কালে যাহা কিছু ঘটিয়াছে, বা কোন দূরবর্তী স্থানে বর্তমানে যাহা ঘটিতেছে, কিম্বা কোন ভবিষ্যৎ কালে যাহা সংঘটিত হইবে, উহার চিত্র ক্রিস্টেলে

সংজ্ঞা ও পরিভাষা

প্রতিবিষ্টি হইয়া থাকে। সুতরাং ইহাও দিবাদৃষ্টির মত একটি বিষয়। সকল লোক ক্রিষ্ণে গেইজিং এর অভ্যাসে সফলকাম হয়না। যাহাদের আত্মিক সংবেদনা (psychic susceptibility) স্বভাবতঃ অধিক, কেবল তাহারাই ক্রিষ্ণের মধ্যে নানা প্রকার চিন্তাদি দর্শন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে; অপরাপর ব্যক্তিকা উহাতে কিছুই দেখিতে পায় না। ইহা স্বারা চুরি, ডাকাতি, হত্যা, বাভিচার ইত্যাদি দুর্ঘট্যকারিগণের প্রতিকূলতি বা কোন দুরস্থ রোগী বা ব্যক্তির বর্তমান অবস্থা ইত্যাদি সঠিক্কৃপে প্রতাক্ষ করা যায়।

যে বিজ্ঞান অপরের মনের কথা বা চিন্তা জানিতে বা পাঠ করিতে শিক্ষা দেয়, উহাকে “মাইণ্ড-রিডিং”, “থট-রিডিং”, বা “থট-ট্রান্স-কারেন্স” (Mind-reading, Thought-reading, or Thought-transference) বলে। “বাঙ্গলায়” এই বিজ্ঞানকে “চিন্তা-পঠন বিজ্ঞা” বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। চিন্তা-পঠন হই প্রকার; “স্পর্শ যুক্ত” ও “স্পর্শ হীন”。 স্পর্শ যুক্ত চিন্তা-পঠনকে ইংরাজীতে “মাসল-রিডিং” (Muscle-reading); আর স্পর্শ হীন চিন্তা-পঠনকে “টেলিপ্যাথি” (Telepathy) বা “থট-ট্রান্সফারেন্স” (Thought-transference) বলে। মাসল-রিডিং সহজ কিন্তু টেলিপ্যাথি কঠিন বিষয়। টেলিপ্যাথিতে বহু দূর স্থান হইতে দুই ব্যক্তি পরস্পরের মধ্যে টেলিগ্রাফের স্থান সংবাদ আদান-প্রদান করিতে পারে। এজন্ত কেহ কেহ ইহাকে “মেটেল্‌টেলি প্রেগ্রাফি” (Mental Telegraphy) বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন।

নিদিত্বাবস্থায় ভ্রম করাকে “স্বপ্ন-সংঘরণ” বা “স্বপ্নভ্রমণ” (somnambulism) বলে। উক্তাবস্থা প্রাপ্ত ব্যক্তিকে “স্বপ্নভ্রমণকারী”

সমোহন বিষ্ণা

(somnambulist) বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইহা এক প্রকার রোগ বিশেষ। নির্দ্রাকালীন অত্যধিক মানসিক উত্তেজনা বশতঃ এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তি ঘুমস্থ অবস্থায় শয়া ত্যাগ করতঃ জাগ্রত মানুষের আয় লিখন, পঠন, গান, ভ্রমণ ইত্যাদি কার্য্য করিয়া থাকে এবং জাগ্রত হওয়ার পর তাহার আর উহা স্মরণ থাকে না। এই অবস্থা, মোহিত ব্যক্তির মনে সমোহন আদেশের সাহায্যে অতি সহজে উৎপাদিত হইতে পারে।

জড় শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্য বাতিরেকে কেবল মনঃ শক্তি দ্বারা দূরস্থ কোন লোকের বা পরলোকবাসী স্থুলদেহিগণের কথা-বার্তা শ্রবণ করার শক্তিকে “দিব্যানুভূতি” (Clairaudience) বলে।

মনের যে শক্তি বলে (জড় দ্বারেকে মধ্যবর্তীতায়) কোন পদার্থের অক্ষতি, ইতিহাস ইত্যাদি অবগত হওয়া যায়, উহাকে “দিব্যানুভূতি” (Psychometry) বলা যায়। ইহাও দিবাদৃষ্টির আয় একটি বিষয়। দিবানুভূতি শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ কোন একটি বস্তু স্পর্শ দ্বারা উক্ত কি, কোথায় জন্মিয়াছে, কোথা হইতে আসিল, কাহার নিকট আছে এবং তাহার ধাতু-প্রকৃতি-চেহারা কিরূপ, সে সম্বন্ধে যাবতীয় বিষয় যথার্থক্রমে বর্ণনা করিতে পারে। ইহা দ্বারা লাভ জনক তাত্ত্ব, অঙ্গ, কংগলা ইত্যাদির ধনি আবিষ্কৃত, জটিল রোগ সমূহের কারণ নির্ণীত, আদিগ কালের বা প্রাগৈতিহাসিক যুগের নানা প্রকার জীব-জন্মের আকৃতি-প্রকৃতি এবং আরও অনেকানেক তত্ত্ব প্রকটিত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। এই শক্তি বলে খামে-বক্ত চিঠি-পত্রের সংবাদ কিংবা কৃক্ষ পুস্তকাদির অংশ-বিশেষ কেবল বাহ স্পর্শ দ্বারা অবগত হওয়া যায়।

সংজ্ঞা ও পরিভাব।

পারসনেল ম্যাগেটিজম্ (Personal Magnetism) অর্থে ইহা উপলক্ষি হয় যে, মহুষ্য-শরীরে স্ক্লাতিস্ক্ল বে একটি তরল পদার্থ (odyle- or life-force etc.) বিদ্যমান আছে, উহা দ্বারা এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির বিশ্বাস, বক্তৃত, ভালবাসা ইত্যাদি আকর্ষণ ও তাহার জ্ঞানের অগোচরে তাহার মনের উপর আধিপত্য করিতে পারে। ইহাকে “ব্যক্তিগত আকর্ষণী শক্তি” বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। এই আকর্ষণী শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ স্বীয় স্বীয় কর্মক্ষেত্রে অপরাপর ব্যক্তি অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে সাফল্য লাভে সমর্থ হইয়া থাকে।

“উইল পাওয়ার”, “উইল ফোর্স” (Will-power or Will-Force) বা “ইচ্ছা শক্তি”কে ‘হৃদয়ের গভীরতম আকাঙ্ক্ষা বা কামনা’ বলিয়া অভিহিত করা যায়। এই শক্তির প্রভাব অতি অনুভূত। সাধনা বলে এই শক্তিকে সমধিক পরিমাণে বর্ণিত বা বিকশিত করিতে পারিলে, মাঝুষ ইহা দ্বারা বহু প্রকার কঠিন কার্য, এমন কি অসাধ্যও সাধন করিতে পারে। সকল নর-নারীর হৃদয়েই প্রকৃতি-দৃষ্টি এই শক্তি-ক্ষণ নিহিত আছে এবং উপর্যুক্ত সাধনায় সমর্থ হইলে সকলেই উহাকে অল্প বা অধিক পরিমাণে বর্ণিত করিতে পারে।*

বিশেষ কোন উচ্চারিত বাক্য বা অঙ্গ-ভঙ্গী কিম্বা চিন্তা দ্বারা কাহারও মনে “আবেগ” বা “বিশ্বাস” জ্ঞাপন করার নাম “সাজ্জেস্জন্সন” বা “কমাণ্ড” (Suggestion or Command) এই শব্দগুলকে ষথাক্রমে ‘ইন্সিড’ বা ‘আদেশ’ বলিয়া অনুবাদ করা হইয়াছে; এবং হিপ্নোটিক সাজ্জেস্জন্সনকে (hypnotic suggestion) ‘সন্মোহন আদেশ’ বা

* মৎ প্রণীত “ইচ্ছাশক্তি” পুস্তকে এই শক্তি বর্ণনের সরল গহ্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

সংশোধন বিষ্টা

সংক্ষেপে কেবল ‘আদেশ’ (command) বলিয়া অভিহিত করা

ব্যক্তি বিশেষকে সংশোধিত করিতে বা তাহার কোন রোগ আরোগ্য করিতে তাহার শরীরে যে একটি নির্দিষ্ট নিয়মে ‘হাত বুলাইতে’ হয়, উহাকে “পাস করা” (pass) বা “হাত বুলান” বলে।

বাহাকে হিপ্নোটিজ্ম বা মেসমেরিজমের কোন পরীক্ষায় অভিভৃত অর্থাৎ সংশোধিত বা মোহিত করা হয়, তাহাকে “পাত্র”, “মোহিত ব্যক্তি”, “সংশোধিত,” (subject, sensitive, medium, hypnotee) ইত্যাদি বলে। প্রেতত্ত্ববাদিগণ তাহাকে “অধ্যবর্তী” বা “আবিষ্ট” বলিয়াও অভিহিত করেন।

পরলোকবাসী স্মৃতিরীতিগণের সঙ্গে সংবাদ আদান-প্রদান করিবার জন্য সহায়তা বিশিষ্ট স্বল্প সংখ্যক লোক লইয়া যে একটি সভা করা হয়, উহাকে “বৈঠক” বলে। ইংরাজীতে উহাকে “সার্কেল”, “সিটিং” বা “সিয়ার্জ” (circle, sitting, or seance) বলে।

দ্বিতীয় পাঠ

সিদ্ধির মূল কারণ

গভীর রহস্যপূর্ণ এই আত্মিক বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস, দ্বির সংকলন, অধাবনায় ও সহিষ্ণুতা থাকা আবশ্যক। যে কেহ এই কঠিন মানসিক গুণের সাহায্যে এই গুণ বিষ্টা ও শাখা বিজ্ঞানসমূহ হাতে-কলনে শিক্ষা করিতে সমর্থ। উক্ত গুণগুলির সহায়তার যে, কেবল এই বিষ্টা চর্চায় সাফল্য লাভ করা যায়, তাহা নয়, যথোপযুক্তভাবে প্রযুক্ত হইলে উহারা প্রতোক গৃহীত কার্যেই মাঝুষকে সিদ্ধি দান করিয়া থাকে। ফলতঃ মাঝুষের কর্ম-জীবনের সাফল্য সমাধিক পরিমাণে উহাদের উপরই নির্ভর করে।

শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গে চাই আত্মবিশ্বাস। সে এই বিষ্টা শিক্ষা করিয়া কৃতকার্য হইতে সম্পূর্ণ সমর্থ, একেপ দ্বির ধারণাকেই “আত্ম-বিশ্বাস” বা “আত্ম-প্রত্যয়” বলে। আত্ম-বিশ্বাসো ব্যক্তিগণ অত্যন্ত কঠিন কার্য্যেও সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন; আর স্বীয় ক্ষমতার প্রতি আস্থাশূন্য ব্যক্তি সহজে কার্য্যেও সর্বদা বিফলমনোরথ হয়। সংসারের সকল কর্ম অপেক্ষা নিস্ত্রিত মনঃশক্তিকে জাগ্রত করিতে সর্বাপেক্ষা অধিক আত্ম-বিশ্বাসের প্রয়োজন। এজন্য তাহাকে স্বীয় ক্ষমতার প্রতি দৃঢ়ভাবে আস্থাবান্ত হইয়া শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। তজ্জন্য তাহাকে একেপ একটি ধারণা হৃদয়ে সর্বদা বক্ষমূল রাখিতে হইবে যে, যখন সহশ্র সহশ্র বাক্তি এই

সম্মোহন বিষ্ণা

বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া সাফলকাম হইয়াছে, তখন, সেও ইহা শিক্ষা করিতে পারিবে। দৃঢ় আত্ম-প্রত্যয়ের সহিত সে এই উপদেশ গুলির প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করিবে, অন্যথায় তাহার সিদ্ধি লাভের আশা অতি অন্ধ। চিকিৎসক-প্রদত্ত কোন উব্ধবের প্রতি রোগীর বিশ্বাস না থাকিলে যেমন উহার সাহায্যে, তাহার রোগ আরোগ্য হয় না, সেইরূপ এই উপদেশ গুলির প্রতি আস্থা শূন্য হইলে এই বিষ্ণা শিক্ষায় সেও সাফল্য লাভ করিতে পারিবে না।

তৎপরে সিদ্ধি লাভের নিরিভুত তাহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা চাই। সংকল্পের দৃঢ়তাই সিদ্ধি লাভের আদি কারণ। স্থির সংকল্প ব্যাতীত কেহ কখনও এই অঙ্গুত ক্ষমতা লাভ করিতে সমর্থ হয় না। দুই সপ্তাহে হটক, দুই মাসে হটক অথবা অপেক্ষাকৃত অধিক সময়েই হটক, যে পর্যাপ্ত তাহার অভৈষ্ঠ সিদ্ধি না হইবে, তদবধি সে কখনও সংকল্প ভঙ্গ হইবে না। এ-বিষয়ের কিছু, ও-বিষয়ের কিছু শিক্ষা করা যাহাদের স্বভাব এবং যাহারা একটি কার্য্য আরম্ভ করিয়া উহার স্বসম্পন্ন না হওতেই অপর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে, তাহারা এই সকল শুল্প বিজ্ঞান শিক্ষার উপযুক্ত পাত্র নহে। অতএব, যদি সে এই অঙ্গুত রহস্যপূর্ণ বিষয়টি শিক্ষা করিতে আন্তরিক অভিন্নায়ি হইয়া থাকে, তবে যে পর্যাপ্ত এই শক্তি তাহার আয়তাধীন না হয়, ততদিন সে, “নিশ্চয়ই সিদ্ধি লাভ করিব” বলিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকিবে।

তৎপরে তাহার অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা আবশ্যক। এই কর্মসূচী সংসারে এমন কার্য্য অতি বিবল যাহা অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা বলে সম্পন্ন হয় না। একটি কার্য্য প্রথমে যত কঠিন বলিয়াই বোধ হউক, অধ্যবসায় ও

সিদ্ধির মূল কারণ

সহিষ্ণুতার সহিত চেষ্টা করিলে উহা নিশ্চয় স্থসম্পন্ন করা যায়। এই পৃষ্ঠক যতদূর সন্তুষ্ট সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে, এবং আমি আশা করি যে, শিক্ষার্থী এই নিয়ম-প্রণালীগুলি যথাযথরূপে অনুসরণ করিলে, সে গ্রথম বা দ্বিতীয় চেষ্টাতেই “শারীরিক পরীক্ষাগুলিতে” কৃতকার্য্য হইবে। আর যদি সে শিক্ষার প্রারম্ভে উহাতে দুই-একবার অকৃতকার্য্য হয়, তথাপি নিরাশ হইয়া চেষ্টা পরিত্যাগ করিবে না ; বরং ধৈর্যাবলন পূর্বক দ্বিতীয় উৎসাহের সহিত পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিবে এবং উহাতে সাফল্য লাভ না হওয়া পর্যন্ত চেষ্টায় বিরত থাকিবে না। শিক্ষার্থী শুনিয়া হয়ত আশঙ্কা হইবে যে, আমার শিক্ষার প্রাক্কালীন কোন একটি বিশেষ পরীক্ষায় আমি ৩৮ বার অকৃতকার্য্য হইয়াও চেষ্টা পরিত্যাগ করি নাই। ফলতঃ অকৃতকার্য্যতা হইতে অভিজ্ঞতা জয়ে এবং পরে সেই অভিজ্ঞতাই মানুষকে যথাসময়ে সিদ্ধির পথে পরিচালিত করিয়া থাকে।

শিক্ষার্থী এই পুস্তকখনা সর্বদা গোপনে রাখিবে, এবং উহার এক বর্ণও কাছারো অলস অনুসন্ধিৎসা পরিত্বিপ্তির জন্য কদাপি প্রকাশ করিবেন। কারণ এইটি গুপ্ত বিষয়। গুপ্ত বিষয় গোপনে রক্ষা করার উপরই উহার কার্য্যকরী শক্তি নির্ভর করে। এজন্য সাধু-সন্ন্যাসীদের নিকট হইতে প্রাপ্ত কিস্তি স্বপ্নলক্ষ ঔষধাদির নাম লোকে অপরের নিকট প্রকাশ করে না। ইহার কোন অংশ যদি তাহার সহজ বোধ্য না হয়, তবে সে বরাবর আমার নিকট পত্র লিখিয়া (এক আনার ডাক টিকিট সহ) উহা বুঝিয়া লইবে ; কিন্তু কখনও উহা অপরকে দেখাইয়া বুঝিবার চেষ্টা পাইবে না। আর সে কখনও ইহার নিয়ম-প্রণালীগুলি অপর কোন পৃষ্ঠকের (সেই পৃষ্ঠক তাহার নিকট যতই ভাল

সম্মোহন বিষ্ণা

বলিয়া বোধ হউক) নিয়ম-প্রণালীর সহিত মিশ্রিত করিয়া কার্য্য করিবে না । আমি এই পুস্তকের সাহায্যে তাহাকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের অধ্যে এই বিষ্ণা শিখাইয়া দিব বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছি ; সুতরাং সে তাহার শিক্ষার ভার আমার উপর সম্পূর্ণরূপে গৃহ্ণ রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে । যদি এই নিবেধ সম্বেও কোন শিক্ষার্থী ঐরূপ কোন কার্য্য করে, তবে তাহার ক্রতৃকার্য্যতাৰ জন্য আমি দায়ী হইব না ।

পদাৰ্থ বিজ্ঞানের গ্রাম সম্মোহন বিজ্ঞানেরও ভাল-মন্দ ঢইটা দিক আছে ; এবং সম্মোহন-শক্তি লোকের উপকার ও অপকার এই ঢই ইত্যম কার্য্যেই নিয়োজিত হইতে পারে । এই শক্তি দ্বারা মানুষের যেমন অশেষ প্রকার অঙ্গল সাধন করা যায়, পক্ষান্তরে আবার উহার সাহায্যে তাহার শুভতর অনিষ্টও সাধিত হইতে পারে । এই নিয়িন্ত শিক্ষার্থীৰ নিকট আমার একটি বিশেষ অন্তরোধ এই যে, সে যেন মৎপ্রদত্ত এই উপদেশ-গুলিৰ সাহায্যে শক্তি লাভ করিয়া কদাচিৎ কাহারো কোনৰূপ অনিষ্টেৰ চেষ্টা না পায় । যাহারা হীন স্বার্থেৰ বশবত্তী হইৱা এই শক্তি সাহায্যে লোকেৰ অনিষ্ট কৰিতে প্ৰবৃত্ত হয়, তাহারা সমাজেৰ পৱন শক্তি । তাহারা মানুষেৰ বিচাৰালয়েৰ কৰল হইতে শুক্তি পাইতে পাৰিলৈও পৱন নিয়ন্তাৰ বিচাৰালয়ে তাহাদেৱ ক্রতৃ পাপেৰ সমুচ্চিত দণ্ড পাইবে । শিক্ষার্থী সহদেশে অমূল্যান্বিত হইয়া এই বিজ্ঞান-চৰ্চা কৃপ সাধনাম প্ৰবৃত্ত হইলে, সে অজ্ঞানামেই সিদ্ধি লাভে সমৰ্থ হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ।

তৃতীয় পাঠ

আহাৰ-বিহাৰ

সম্মোহন বিষ্ণা দুই রকমে শিক্ষা কৰা যাইতে প্ৰয়োজন।^১ অথবা প্ৰকাৰ উপযুক্ত সাধনা বলে মনঃশক্তিৰ বিকাশ ও তৎসঙ্গে সম্মোহন কৱিবাৰ কৌশল শিক্ষা কৱিয়া, আৱ বিভীষণ প্ৰকাৰ কেবল উক্ত কৌশল আয়ত্তেৰ দ্বাৰা। মানুষকে মোহিত কৱিবাৰ কৌশল সহজেই আয়ত্ত কৱা থািয়, কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণে মনঃ শক্তি লাভ সাধনা সাধেক। যিনি এই দুই বিষয়ই সুন্দৰ রূপে আয়ত্ত কৱিতে পাৰিয়াছেন, তিনিই যথাৰ্থ “সম্মোহনবিদ” পদ বাচ্য। বাস্তবিক উচ্চশ্রেণীৰ সম্মোহনবিদেৱ সংখ্যা নিতান্ত বিৱল ; কাৰণ অধিকাংশ লোকই উপযুক্ত সাধনা না কৱিয়া বা উহাতে অপাৱগ হইয়া, কেবল কৌশল আয়ত্তেৰ দ্বাৰা আংশিক ভাৱে এই বিষ্ণা শিক্ষা কৱিয়া থাকে।

ষাহাৱা উচ্চশ্রেণীৰ সম্মোহনবিদ হইবাৰ অভিলাষী, তাহাদিগকে শক্তি লাভেৰ নিমিত্ত উপযুক্ত যত্ন, চেষ্টা ও পৱিশ্রম কৱিতে হইবে। আৱ ষাহাদেৱ তজ্জপ উচ্চাকাঙ্গা নাই, তাহাৱা কেবল সম্মোহনেৰ কৌশল আয়ত্তেৰ দ্বাৰা ইহা শিক্ষা কৱিতে পাৰে। মনেৰ অস্তৰ্নিহিত যে শক্তি দ্বাৰা অপ্রতিহতভাৱে, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসাৱে স্তৰীপুৰুষেৰ মনেৰ উপৰ আধিপত্য এবং নিজেৰ শারীৱিক, মানসিক, বৈষম্যিক ইত্যাদি বিষয়েৰ উপত্তি সাধন কৱিতে পাৱা থািয়, শিক্ষার্থী দেই শক্তি লাভেৰ প্ৰয়াসী হইলে তাহাকে বিশেষজ্ঞপে সংঘষণী হইয়া শিক্ষাম্ৰ গ্ৰন্থত হইতে হইবে।

সম্মোহন বিষ্টা

অনিষ্টিকর মনোবৃত্তি সমূহের সংবত প্রয়োগ, সৎবৃত্তি নিচয়ের বিকাশ, ব্রহ্মচর্য, সাধিকাহার, শারীরিক পরিচ্ছন্নতা ও সাধুভাবে জীবন ধাপন এই শক্তি সাধনার প্রধান অঙ্গ। আর যাহারা কেবল কৌশল শিক্ষা দ্বারা এই বিষ্টা আঁড়ত করিবার অভিলাষী তাহাদের আহার-বিহার, চলা-ফেলা ইত্যাদি সংস্কৰণে বাধ্যাবাধি কোন নিয়ম নাই। স্বতরাং তাহারা সুভাবতঃ শেরুপ ভাবে চলা-ফেলা ও সাধারণতঃ যে সকল দ্রব্যাদি আহার করিয়া থাকে, তাহারা সে সমস্তই করিতে পারিবে; আর যাহারা মনঃশক্তি লাভ করিয়া উচ্চশ্রেণীর সম্মোহনবিষ্ট হইতে ইচ্ছুক, তাহাদের জন্ম সংযম-সাধনা, আচার-বিহার, চলা-ফেলা ইত্যাদি বিষয়ে দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তৃত উপদেশ প্রদত্ত হইল; তাহারা তদনুযায়ী শিক্ষা বা সাধনায় অবৃত্ত হইবে।

উচ্চ শ্রেণীর সম্মোহনবিদ্যাগণের শক্তি যথার্থই অসাধারণ। তাঁহারা সংখ্যায় যেমন অধিক পরিমাণে লোক সম্মোহিত করিতে পারেন, সম্মোহন চিকিৎসা (hypnotic or mesmeric treatment) দ্বারাও তেমন নানা প্রকার কঠিন রোগ সকল সহজে আরোগ্য করিতে সমর্থ হয়েন। উপর্যুক্ত পরিমাণে সংবেদ (susceptible) পাত্রগণের দিবাদৃষ্টি, চিন্তা-পঠন, দিব্যানুভূতি ইত্যাদি শক্তি কেবল তাঁহারাই বিকাশ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। তাঁহাদের ব্যক্তিস্ত এমন আকর্ষণী শক্তি বিশিষ্ট বা বিশেষজ্ঞ পূর্ণ যে, উহা দ্বারা সহজেই লোক আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাদের প্রতি বিশ্বাস, বন্ধুত্ব, ভালবাসা ইত্যাদি স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। এতব্যাকীভুত তাঁহারা বিন্দিত মনঃ শক্তি বলে শারীরিক, মানসিক, বৈষম্যিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়েরও প্রভৃতি সাধন করিতে পারেন। আর ‘যাহারা শেষোক্ত

ଆହାର-ବିହାର

ପ୍ରଗାନ୍ଧିତେ ଇହା ଶିକ୍ଷା କରେ, ତାହାରା ସାଧାରଣ ଭାବେ କେବଳ ଅଞ୍ଚ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ମୋହିତ କରିଯା ସମ୍ମୋହନ ଜୀଡାଦି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିତେ ସମର୍ଥ ହୟ; ଇହା ଭିନ୍ନ ଅପରାପର ବିଷୟେ ତାହାରା ତେମନ ସାଫଲ୍ୟ ଲାଭ କରିତେ ପାରେ ନା । ମି: ରାଣ୍ଡଲ୍ (Mr. Randall) ପ୍ରଥମୋତ୍ତ ସମ୍ମୋହନବିଦେର ଶକ୍ତିକେ “ପ୍ରକୃତ” (real) ଆର ଶୈଶ୍ଵରକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶକ୍ତି “କ୍ରତିମ” (artificial) ବଲିଯା ଅଭିହିତ କରିଯାଛେ । ମୁତରାଂ ଏତହୁଭୁରେ ମଧ୍ୟେ ମେଘ ପଥ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବାହିତ ହୟ, ମେ ଉହାରଇ ଅମୁସରଗ କରିବେ ।

চতুর্থ পাঠ

মনের দ্বিভাব

(Duality Of Human Mind)

মানব-মনের বিভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট ছইটি বিশেষ ‘ভাব’ বা ‘অবস্থা’ আছে। কেহ কেহ উহাদিগকে ‘ভাব’ বা ‘অবস্থা’ না বলিয়া ‘বৃত্তি’ বলেন; আবার কেহ কেহ বা উহাদিগকে ছইটি স্বতন্ত্র ‘মন’ বলিয়াই উল্লেখ করেন। আমিও সুবিধার নিমিত্ত ‘মানুষের বিভিন্ন প্রকৃতির বিশিষ্ট ছইটি মন আছে’ বলিয়াই উল্লেখ করিব।

মানুষের মন ছইটি। ইংরাজীতে উহাদের একটিকে “অব্জেক্টিভ্ মাইণ্ড” (Objective Mind)*; আর অপরটিকে “সাব্জেক্টিভ্ মাইণ্ড” (Subjective Mind)† বলে। বাঙ্লায় উহাদিগকে যথাক্রমে “বহির্মন” ও “অন্তর্মন” বলিয়া অভিহিত করা ষাইতে পারে। এই মন ছইটিই মানুষকে প্রতিনিয়ত চালনা করিয়া থাকে। জীবন ধারণের জন্য মানুষ যে সকল কার্য করে, সেইগুলি সমস্তই এই দুই মনের উভেজনার সম্পন্ন হয়। উহাদের উভেজনা ব্যাতিরেকে, মে ইচ্ছাপূর্বক হটক, আর অনিচ্ছাপূর্বক হটক, কোন কার্যাই করিতে পারে না। মৃতরাং

* Conscious Mind, Voluntary Mind, Objective Faculty, Intellect, etc.

† Sub Conscious Mind, Involuntary Mind, Subjective Faculty Subliminal Self, Sleeping-Mind etc.

ମନେର ବିଷକ୍ତିବ

ଏହି ମନ ଛାଇଟିଇ ସର୍ବମୟ କର୍ତ୍ତା ; ମାନୁଷ ତାହାଦେର ଅଞ୍ଜାବହ ଭୂତ ମାତ୍ର । ପ୍ରଭୂର ଆଦେଶ ବାତୀତ ଭୂତ୍ୟ ସେମନ କୋନ କାଥ କରିତେ ସମର୍ଥ ହସନା, ମେଇରିପ ଏହି ଅଭ୍ୟ ଛାଇଟିର ଉତ୍ତେଜନା ବା ପ୍ରୟୁଣି ବ୍ୟତିରେକେ ମାନୁଷ କୋନ କର୍ମିଇ କରିତେ ପାରେନା । ମେ ଜୀଗ୍ରହ ବା ସ୍ଵାଭାବିକ ଅବଶ୍ୟାମ (normal condition) ସେ ମନେର କର୍ତ୍ତ୍ତ୍ଵଧୀନେ ଥାକିଯା ଆପନାକେ ପରିଚାଲିତ କରେ, ଅର୍ଥାଏ ମାନୁଷେର ସ୍ଵାଭାବିକ ଅବଶ୍ୟାମ ସେ ମନ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଉହାକେ “ବହିର୍ମନ” ଆବ ନିର୍ଦ୍ଦିତାବଶ୍ୟାମ ବା ଅଞ୍ଜାତ୍ସାରେ ସେ ମନେର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଲିତ ହୁଏ, ଅର୍ଥାଏ ମାନୁଷେର ଏହି ଅବଶ୍ୟାମ ସେ ମନ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଉହାକେ “ଅନ୍ତର୍ମନ” ବଲେ । ବହିର୍ମନେର ସର୍ବ ପ୍ରଧାନ ଶୁଣ ବା ଧର୍ମ ବିଚାର କରା, ଏବଂ ଉହାର ଇଚ୍ଛା ବା ପ୍ରୟୁଣି ଅନୁସାରେ ମାନୁଷକେ ପରିଚାଲିତ କରା । ଏହି ମନ ଇଞ୍ଜିନିଯରଗଣେର ଏବଂ ଜ୍ଞାନ-ବୁଦ୍ଧି-ବିବେକେର ସାହାଯ୍ୟ ଲହିଯା ଭାଲ-ମନ୍ଦ, ଶାର୍ମ-ଅଶ୍ୟାମ ଇତ୍ୟାଦି ବିଚାର କରିଯା ଥାକେ ; ମୁତ୍ତରାଏ ଉହାକେ ବୁଦ୍ଧି ବା ପ୍ରମାଣେର ବିକଳେ, କୋନ-କିଛୁ ସ୍ଵୀକାର, ବିଶ୍ୱାସ ଅଥବା କୋନ କାଥ କରିତେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରା ଯାଇନା । ସଥିନ ଆମରା କୋନ ପ୍ରକୃତିଶ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତିକେ କୋନ-କିଛୁ ସ୍ଵୀକାର, ବିଶ୍ୱାସ ଅଥବା କୋନ କାଥ କରିତେ ଆଦେଶ କରି, ତଥନ ତାହାର ବହିର୍ମନ ଇଞ୍ଜିନ୍-ଗଣେର ଏବଂ ଜ୍ଞାନ-ବୁଦ୍ଧି-ବିବେକେର ସାହାଯ୍ୟ ଲହିଯା, ଉହା ବିଚାର କରିଯା ଦେଖେ ଯେ, ଆମରା ଯାହା ବଲିତେଛି ତାହା ସତ୍ୟ କିନା ? ଅଥବା ଆମାଦେର ଆଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରା ଉଚିତ କି ନା ? ସଦି ସତ୍ୟ ବା ଉଚିତ ହୁଏ, ତାହା ହିଲେ ମେ ଉହା କରେ, ଆର ମିଥ୍ୟା ବା ଅନୁଚିତ ହିଲେ କରିତେ ସ୍ବୀକୃତ ହୁଏ ନା । ଏହି ନିର୍ମିତ ଆମରା କାହାରେ ଦ୍ୱାରା କୋନ ମିଥ୍ୟା ବା ଅସମ୍ଭତ କଥା ସ୍ଵୀକାର ବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଇତେ, ଅଥବା କୋନ ଅନୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇତେ ପାରି ନା ; କାରଣ ତାହାର ବିଚାର-ବୁଦ୍ଧି ବିଶିଷ୍ଟ ବହିର୍ମନ ତାହାକେ ଉହା କରିତେ ଦେଇନା । ମାନୁଷ

সন্মোহন বিষ্টা

জাগ্রত বা স্বাভাবিক অবস্থার জ্ঞানতঃ ও ইচ্ছাপূর্বক যে সকল
শারীরিক বা মানসিক কার্য্য সম্পন্ন করে, সে শুলি সমন্বয়ে তাহার
বহিমৰ্মনের।

অনুর্মন বিচার শক্তিহীন। এজন্য এই মন বহিমৰ্মনের গ্রাম্য তাল-মন্দ,
গ্রাম-অগ্রাম ইত্যাদি বিচার করিতে পারে না। উহার সর্বপথান গুণ বা
ধর্ম কোনোরূপ আপত্তি না করিয়া আদেশ পালন করা। এবং উহার ইচ্ছা
বা প্রবৃত্তি অনুসারে মানুষকে পরিচালিত করা। এই মন বিচার শক্তিহীন
বলিয়া ইঙ্গিগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভূত বা জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেকের দ্বারা
প্রমাণিত কোন বস্তু বা বিষয়ের বিকল্পেও উহাকে কোন-কিছু স্বীকার
বিশ্বাস অথবা কোন কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত করা যায়। যদি কোন প্রকৃতিস্থ
ব্যক্তিকে একখানা পুস্তক দেখাইয়া, উহাকে বাধ বলিয়া স্বীকার বা বিশ্বাস
করিতে বলা হয়, তবে সে কখনও উহা করিবে না; যেহেতু তাহার বিচার-
শক্তি বিশিষ্ট বহিমৰ্মন উহা করিতে দিবে না। বহিমৰ্মনের ধর্ম বিচার করা,
স্মৃতিরাঙ় এঙ্গে এই মন দর্শনেজ্ঞের সাহায্যে বিচার করিয়া দেখিবে
যে, উহা সত্য নহে, অর্থাৎ উহা বাস নয়,—একখানা পুস্তক। কিন্তু
আবার সেই ব্যক্তিকেই সন্মোহন নিদ্রায় অভিভূত করিয়া ঐ পুস্তকখানাকে
বাধ বলিয়া স্বীকার বা বিশ্বাস করিতে বলিলে, সে তখন তাহাই
করিবে। যেহেতু তখন সে তাহার বিচার-শক্তিহীন অনুর্মন কর্তৃক চালিত
হইতেছে। এই মন বিচার-শক্তিহীন ও বিশ্বস্ত ভূত্যোর গ্রাম্য আজ্ঞা বহ
বলিয়া, সে উহা বিশ্বাস করিবে এবং হঠাৎ বাধ দেখিলে লোক যেকোন
ভীত ও বিচলিত হয়, সে ব্যক্তিও ঐ পুস্তকখানা দেখিয়াই তজ্জপ ভীত ও
পলায়নপূর হইবে। মানুষ স্বাভাবিক ও সন্মোহন নিদ্রায় এবং

ମନେର ସିଦ୍ଧଭାବ

ଅଜ୍ଞାତସାରେ ବା ଅନିଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ସେ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ମେ ଶୁଣି ସମ୍ମନ୍ତରୀ
ତାହାର ଅନ୍ତମନେର ।

ବହିର୍ନ ମଟ୍ଟର ନାର୍ଭ (Motor nerve) ଏବଂ ଅନ୍ତମର୍ନ ଦେନ୍‌ମରି ନାର୍ଭ
(Sensory nerve) ନାମକ ଶ୍ଵାସଗୁଲୀର ଭିତର ଦିଯା ଘାବତୀଯ କାର୍ଯ୍ୟ
ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଥାକେ । ବହିର୍ନ ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନ ଓ କର୍ମ୍‌ଭିନ୍ନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ
କରିତେ ସମର୍ଥ ହିଲେଓ ଅଭ୍ୟାସରୀଣ ସନ୍ତ୍ରଗୁଲିର ଉପର କୋନକୁପ ଆଧିପତ୍ୟ
କରିତେ ପାରେ ନା ; ସେମନ ଆମରା ଜ୍ଞାନତଃ ଓ ଇଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ଚକ୍ରର ପାତା
ଉଠାଇତେ ଓ ନାଗାଇତେ ପାରି, କିନ୍ତୁ ଯକ୍ତ, ପାକଷ୍ଟଲୀ, ହୃଦୟତ୍ୱ ଇତ୍ୟାଦି
ଅଭ୍ୟାସରୀଣ ସନ୍ତ୍ରଗୁଲିକେ ଇଚ୍ଛାମତ ନାଡ଼ା-ଚାଡ଼ା କରିତେ ପାରି ନା । ଆର
ଅନ୍ତମର ଶରୀରରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତ୍ର ଓ ଇନ୍ଡିଯେର ଉପରଇ ସ୍ବୀୟ ଆଧିପତ୍ୟ ବିଭାଗ
କରିତେ ପାରେ । ଆମରା ଦେଖିତେ ପାଇ ସେ, ଆମାଦେର ଅଙ୍ଗ-ପ୍ରତ୍ୟାଙ୍ଗାଦିର
ନାନାବିଧ ସଙ୍କୋଚନ-ପ୍ରସାରଣ-କାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ସମୟ, ଆମାଦେର ଅଜ୍ଞାତସାରେ
ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ ଫୁମଫୁମ, ହୃଦୟତ୍ୱ, ପାକଷ୍ଟଲୀ, ଯକ୍ତ ଇତ୍ୟାଦିର କ୍ରିୟାଓ
ସ୍ଵତଃଇ ସମ୍ପନ୍ନ ହିଁଯା ଥାକେ, ମେଜନ୍ ଆମାଦିଗଙ୍କେ କୋନକୁପ ଇଚ୍ଛା କରିତେ
ହୁଏ ନା । ଶରୀରର ତାଣ୍ଡ ଇନ୍ଡିଯ ଓ ସନ୍ତ୍ରଗୁଲିର ଉପର ଅନ୍ତମନେର ଏଇକୁପ
ଆଧିପତ୍ୟ ବିଭିନ୍ନମାନ ଥାକାତେ, ଆମରା ଉହାର ସାହାଯ୍ୟ ଶରୀର ଓ ମନେର
ବହୁ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆରୋଗ୍ୟ କରିତେ ସମର୍ଥ ହୁଏ ।

ଜୀବନ-ସାତ୍ରା ନିର୍ବାହେର ପ୍ରତିପଦକ୍ଷେପ ମାନୁଷେର ବହିର୍ନ ତାହାର ବଞ୍ଚିର
ଶ୍ଵାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯା ଥାକେ ; କାରଣ ଏହି ମନ ସେମନ ଅଲୁମନ୍‌କିଂସ୍ରୁ ଓ ବିଚାରକ୍ଷମ,
ତେମନି ଆବାର ନିୟତ ଜ୍ଞାଗ୍ରତ ଓ ସତର୍କ । ବାନ୍ତବିକ ଇହାର ସାହାଯ୍ୟ ବାତି-
ରେକେ ଦେ କଥନ ଓ ନିରାପଦେ ତାହାର ବିଷୟ-କର୍ମ ସମ୍ପନ୍ନ କରିତେ ପାରେ ନା ।
ଯାହାର ବହିର୍ନ ଉତ୍ସନ୍ତ ନହେ, ମେ ପଞ୍ଚ ମାତ୍ର ; ସେହେତୁ ମେ ବିଚାର-ଶକ୍ତିହୀନ ।

সম্মোহন বিষ্টা

বিচার-শক্তিহীন মানুষকে যে প্রতিপদে বশীভূত ও লাক্ষিত হইতে হয়, তাহা শিশুদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যাব। অন্তর্মন যদিও অধিকাংশ সময়ে নিজিতাবস্থায় অবস্থান করে, তখাপি আমরা কতকগুলি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া বলে, উহার সহায়তা লাভ করিয়া মানুষের শরীর ও মনের উপর, আমাদের ইচ্ছামূলক অনেক প্রকার কার্য করিতে পারি।—তাহাকে বশীভূত করিয়া প্রায় যদৃচ্ছাক্রমে পরিচালিত করিতে সমর্থ হই। এই মনই শারীরিক-মানসিক-নৈতিক রোগ সকল আরোগ্য করে, মানসিক বৃক্ষিনিচয়কে তীক্ষ্ণ ও উন্নত করে, এবং সম্মোহনবিদের আদেশামূলকে মানুষকে পরিচালিত করে। স্বতরাং মানুষকে বশীভূত করিতে হইলে আমাদিগকে তাহার এই মনের উপরই কার্য করিতে হইবে।

বহির্মন ও অন্তর্মনকে নিয়ন্ত্রণ ভাবে চিত্রিত করিতে পারা যাব। উহারা দুই ভাই ; অন্তর্মন বড় আর বহির্মন ছোট। তাহারা দুই ভাইয়ে একটি ব্যবসায় করিতেছে। বড় ভাই কারবারের মালিক ও গুদামের কর্তা ; আর ছোট ভাই উহার অংশীদার ও একমাত্র পরিচালক—ম্যানেজার। বড় ভাই অস্তর্ক, সরল বিশ্বাসী ও আজ্ঞাবহ বলিয়া ব্যবসায়-বৃক্ষিহীন। সে তাহার খরিদ্দারদিগকে সহজে বিশ্বাস করে, এবং তাহারা যে দুরে মাল-পত্র বিক্রয় করিতে বলে, সে লাভ লোকসানের প্রতি দৃক্ষ্যাত না করিয়া, সেই দুরেই উহা বিক্রয় করিয়া ফেলে ; এজন্ত তাহাকে সর্বদাই ঠকিতে হয়। এই সব কারণে বড় ভাই অনুপযুক্ত হওয়াতে ছোট ভাইই ব্যবসায়ের পরিচালন ভার স্বহস্তে প্রহণ করত : ক্রয় বিক্রয়াদি সমস্ত কার্য অব্যং সমাধা করে। ছোট ভাই বৃক্ষিমান,

ମନେର ଦ୍ୱିତୀୟ

ଶୁଚ୍ଚତୁର, ବିଚାରକ୍ଷମ ଓ ସର୍ବଦା ସତର୍କ ; ଶୁତରାଂ ମେ ବାବସାୟେର ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକ ମନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ମେ ଯେମନ ତାହାର ଧରିଦାରଦିଗେର ନିକଟ ଅଧିକ ଲାଭ ଲାଇଯା ଯାଳ-ପତ୍ର ବିକ୍ରି କରେ, ତେମନି ଆବାର ଯାଳ-ପତ୍ର ଧରିଦ କରିବାର ସମସ୍ତ ଓ ତାଳ ଜିନିଯ ଦୁଇ ପରସା କମ ଦରେ କ୍ରମ କରିତେ ଚେଷ୍ଟା ପାଇଯା ଥାକେ । ବଡ଼ ଭାଇ ଶୁଦ୍ଧମେର କର୍ତ୍ତା ରାପେ ସର୍ବଦା ସରେର ଭିତର ବସିଯା ଥାକେ, ଆର ଛୋଟ ଭାଇ ସ୍ଵର୍ଗ ପ୍ରହରୀ ରାପେ ଦୋକାନେର ସମ୍ମୁଖ ଦରଜାଯ ଦଣ୍ଡାଯମାନ ଥାକିଯା ଅଭ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାଯ ସହିତ ବାବସାୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପଦ କରେ । ସଥନ କୋନ କ୍ରେତା ବା ବିକ୍ରେତା ଆସିଯା ତାହାର ନିର୍ମୋଦ ବଡ଼ ଭାଇଏର ସହିତ କଥା-ବାର୍ତ୍ତା କହିତେ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତଥନଇ ମେ ଉପସ୍ଥିତ ହଇଯା ଉହାତେ ବାଧା ଦେଇ ଏବଂ ତାହାର ମଙ୍ଗେ କ୍ରମ ବିକ୍ରି ସମସ୍ତେ ସ୍ଵର୍ଗ ଆଳାପ କରତଃ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାଧା କରେ, ଏବଂ କୋନ କ୍ରମେଇ ତାହାକେ ବଡ଼ ଭାଇଏର ସମ୍ମାନ ହିତେ ଦେଇ ନା ।

ଏଇକଣ ଆମରା ଆରାତ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟରପେ ବୁଝିତେ ପାରିଲାମ ସେ, ଯତକଣ ଆମରା ଅନ୍ତର୍ତ୍ତଃ କିଛୁକଣେର ଜୟ ଛୋଟ ଭାଇକେ କାର୍ଯ୍ୟ ବିରତ କରିତେ ନା ପାରିବ, ତତକଣ ତାହାକେ ଏଡ଼ାଇଯା ବଡ଼ ଭାଇଏର ମଙ୍ଗେ, ଆମାଦେର ଅଭୀଷ୍ଟ ବିଷୟେ ଆଳାପ କରିତେ ସମର୍ଥ ହିବ ନା । ବଡ଼ ଭାଇଏର ମଙ୍ଗେ କଥା-ବାର୍ତ୍ତା କହିଯା ତାହାକେ ଆଜ୍ଞାଧୀନ କରାଇ ସଥନ ଆମାଦେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତଥନ ଆମରା କି ଉପାରେ ଛୋଟ ଭାଇକେ ହାନାନ୍ତରିତ କରିତେ ପାରିବ, ଆମାଦିଗକେ ଏଥନ ତାହାଇ ଦେଖିତେ ହିବେ । ବହିର୍ମନକେ ଆମରା ତିନଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକିଳ୍ପାର ସାହାଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ, ଶୁଣ ବା ନିଜିଯ କରିତେ ପାରି । ମେହି ତିନଟି ପ୍ରକିଳ୍ପା ଏହି—“ମଞ୍ଚୋହନ ଆଦେଶ”, “ଦୃଷ୍ଟିକ୍ଷେପନ” ଓ “ହାତ-ବୁଲାନ” । ଏହି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକିଳ୍ପା ତିନଟି କାହାରେ ଉପର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମେ ପ୍ରହୋଦ କରିଲେ

সম্মোহন বিষ্ণা

তাহার বহির্ভূকে অল্প বা অধিক সময়ের জন্য নিশ্চেষ্ট ও নিষ্ক্রিয়াবস্থায় আনয়ন করা যায় এবং তখন তাহার অন্তর্ভুক্ত আদেশ পালনে বাধ্য হইয়া থাকে ।

অন্তর্ভুক্তে আমরা যাহা করিতে আদেশ করি, বিশ্বস্ত ভূভোর গ্রাম বিনা আপত্তিতে সে তাহাই করিয়া থাকে ; আমাদের আদেশ সঙ্গত কি অসঙ্গত সে বিষয়ে কিছুমাত্র জ্ঞানে করে না । যদি তাহাকে একেপ আদেশ করা যায় না, সে কুকুর, তাহা হইলে সে তাহাই বিশ্বাস করিবে এবং আপনাকে বাস্তবিক কুকুর বলিয়া মনে করিবে ! যদি তখন তাহাকে কুকুরের ডাক ডাকিতে বলা যায়, তবে সে কুকুরের মতই ‘বেউ ষেউ’ শব্দ করিতে আবশ্য করিবে । তখন তাহাকে বানর বা ভল্লুক বলিয়া নাচাইতে, এক টুকুরা কাগজকে বিস্কৃট বলিয়া, কিছী কতকগুলি পিয়াজ-রশ্মিকে সুস্থান লিচু বলিয়া থাওয়াইতে পারা যায় ইত্যাদি । উক্তরূপে আদেশ দিয়া যেমন তাহার মনে ইচ্ছামত যে কোন প্রকার যাঁয়া ও ভয় জয়াইতে পারা যায়, সেইরূপ তাহার শরীরস্থ অভ্যন্তরীণ ঘন্ট ও মানসিক বৃক্ষিগুলিকেও অল্প বা অধিক পরিমাণে, হায়ী বা অস্থায়ী-রূপে বশে আনিতে পারা যায় । এক কথায়, আমরা তাহাকে প্রায় যদৃচ্ছাক্রমে পরিচালিত করিতে পারি । কিন্তু যে কার্য্যের দ্বারা তাহার নৈতিক চরিত্র দৃষ্টিত হইবার সম্ভাবনা আছে, অন্তর্ভুক্ত সেজুপ কোন কার্য্য করিতে স্বীকৃত হয় না ।

পঞ্চম পাঠ

সম্মোহন আদেশ

যখন আমরা কোন বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে কোন-কিছু বিশেষভাবে বা দৃঢ়রূপে কাহারও হৃদয়ে অঙ্গিত করিবার ইচ্ছার বাক্য প্রয়োগ করি, তখন ঐ সম্পূর্ণ বাক্যটিকে “সম্মোহন ইঙ্গিত” বা “সম্মোহন আদেশ” (hypnotic suggestion) বলে। এই আদেশ যে কেবল বাক্য দ্বারা দিতে হয়, তাহা নহে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশেষ ভাব-ভঙ্গী দ্বারা বা মানসিক চিন্তা দ্বারাও কোন বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে আমরা ভালম্যন্দ যাহা কিছু বলিতে ইচ্ছা করি, তাহাও অন্নাধিক পরিমাণে লোকের মনে অঙ্গিত করিয়া দিতে সমর্থ হই। মানসিক চিন্তা দ্বারা বা মনে মনে যে আদেশ প্রদান করা যায়, উহাকে “মানসিক আদেশ” (mental suggestion) বলে। সুতরাং যখনই আমরা এই তিনি প্রকারের কোন রকমে অর্থাৎ বাক্য, চিন্তা বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভাব-ভঙ্গী দ্বারা কাহাকেও কোন বস্তু বা বিষয়ের বিশেষ কোন দোষ-গুণ স্বীকার বা বিশ্বাস করাইতে কিম্বা কোন কার্য্য করাইবার জন্য প্রবৃত্তি জন্মাইতে চেষ্টা পাই, তখনই উহাকে “ইঙ্গিত” বা “আদেশ” বলিয়া অভিহিত করিতে পারা যায়।

এই আদেশ সম্মোহন বিজ্ঞানের মেঝেও। কারণ বিচার শক্তিবিশিষ্ট মাঝুষকে বশীভূত করিবার জন্য তাহার উপর যে সকল প্রক্রিয়া প্রয়োগ করিতে হয়, তন্মধ্যে এই আদেশই সর্ব প্রধান। মাঝুষকে জাগ্রত (স্বাভাবিক), বা নিম্নিত অবস্থায় হউক, বশীভূত করিতে তাহাকে একটি নির্দিষ্ট নিয়মে আদেশ দিতে হয়। আদেশের ভাষা সাধারণ কথা-বার্তার মত হইলেও উহা একটি নির্দিষ্ট নিয়মে প্রযুক্ত হয় বলিয়া উহার

সম্মোহন বিষ্ণা

কার্যকরী শক্তি অপেক্ষাকৃত আনেক বেশী। কেহ এক বাস্তিকে কোন একটি কাষ করিতে অনুরোধ করিলে, সে উহা করিতে পারে, কিন্তু নাও করিতে পারে; কিন্তু তাহাকে সম্মোহিত করণান্তর আদেশ প্রদান করিলে, সে অবশ্য উহা করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। কাহাকেও কোন একটি বস্তু বা বিষবের দোষ-গুণ স্বীকার বা বিশ্বাস করাইতে হউক, অথবা কঠিন বা সহজ কোন কার্য করাইবার জন্য প্রযুক্তি জন্মাইতে হউক, যথোপযুক্ত ক্লপে আদেশ প্রদান করিতে পারিলে উহা তাহার জাগ্রদবস্ত্রায়নও, কার্যকর হইয়া থাকে। প্রথম আদেশের শক্তি অনিবার্য; আজ বা কাল হউক, অথবা দ্রুই মাস পরেই হউক, উহা নিশ্চিতক্লপে আশানুক্রম কল প্রসব করিয়া থাকে। অতীতকালে যে সকল প্রতিভাশালী বাস্তি কর্ম জগতের কোন বিভাগে বিশেষ প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিলেন, তাহাদের বাস্তিগত গুণ ও ক্ষমতায় মধ্যে প্রথম আদেশ দ্বারা মাঝসকে বশীভূত করিবার শক্তি অত্যধিক পরিমাণে বিস্তুরণ ছিল। বর্তমান যুগেও এইক্লপ শক্তিশালী স্তু-পুরুষের সংখ্যা নিতান্ত অন্ধ নহে, যাহাদের প্রবল ইঙ্গিত বা আদেশে শত শত গোক ঝীড়া-পুতুলীর গ্রাম প্রতিনিয়ত পরিচালিত হইতেছে।

ইতঃপূর্বে বলা হইয়াছে যে, আমরা তিনটি বিভিন্ন প্রণালীতে আদেশ প্রদান করিতে পারি। যথা—বাক্য, চিত্ত ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির বিশেষ ভাবভঙ্গী দ্বারা। যাহার সহিত স্বাধীনভাবে আলাপ করিবার সুবিধা হয়, তাহাকে মৌখিক আদেশ, আর যাহার সহিত কথা-বার্তার কোন সুবিধা নাই, তাহাকে মানসিক আদেশ প্রদান করিতে হয়। মৌখিক আদেশের সহিত মানসিক আদেশ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভাবভঙ্গী পূর্ব

সম্মোহন আদেশ

ইঙ্গিত প্রদান করিলে, সেই আদেশের শক্তি প্রথরতর হয়। এই নিমিত্ত
মৌখিক আদেশের সঙ্গে উক্ত হই প্রকার আদেশও প্রয়োগ করা উচিত।
এই তিনটি বিভিন্ন প্রকার আদেশ একযোগে প্রদান করার অর্থ এই ক্ষে,
কার্যকারক মুখে যাহা বলিবে মনেও তাহাই ভাবিবে এবং তাহার
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশেষ ভাব-ভঙ্গী-ব্যারাও সেক্ষেত্রে ভাবই প্রকাশ করিবে।
মৌখিক আদেশের গ্রাম মানসিক আদেশও স্বাধীনভাবে কার্য করিতে
পারে; কিন্তু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভাব ভঙ্গীপূর্ণ ইঙ্গিত তাহা করিতে পারে না।
সে লোকের সহিত বিষয় কর্তৃর আলাপে অব্যুত্ত হইবার পূর্বে, উক্ত কার্যে
সিদ্ধি লাভের নিমিত্ত তাহাকে যাহা বলা আবশ্যক, সেই কথাগুলি পূর্বেই
মনেনৌত করিয়া লইবে। ঐ কথাগুলি সরল, সংক্ষিপ্ত অথচ তাহার
সম্পূর্ণ অভিপ্রায় প্রকাশক হইবে; এবং বলিবার সময় উদ্দেশ্য সিদ্ধির
সহায়ক শব্দগুলির উপর বিশেষ জোর দিয়া প্রকাশ করিবে। যদি কেহ
দোকানদার ক্রপে কাহারও নিকট একখনা সাবান বা পুস্তক বিক্রি
করিতে ইচ্ছা করে, তবে তাহাকে এই মত কিছু বলা উচিত হইবে;
যথা—“এইখানা খুব উৎকৃষ্ট সাবান,” বা সাবানের মধ্যে “এইখানাই
সর্বোৎকৃষ্ট”; অথবা “এইখানা খুব ভাল বই” বা “এই বিষয়ে
যতগুলি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এইখানাই সর্ববর্ণিত”,
অথবা “এক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট পুস্তকই আপনি চান” ইত্যাদি। অন্ত কোন
জিনিষ বিক্রি করিবার সময়ও সেই জিনিষের উৎকর্ষ বাচক ও তাহার
উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়ক শব্দগুলির উপর উক্তক্রপে বিশেষ জোর দিয়া,
বাক্যটি ধীর, গভীর ও সুস্পষ্ট স্বরে বলিবে। সে ক্ষেত্রা, দশটি
জিনিষ দেখিয়া হয়ত উহাদের মধ্য হইতে একটি পছন্দ করিবে। কিন্তু

সম্মোহন বিষ্টা

তাহার দোকানে যে জিনিষগুলি আছে, ঐগুলিকেই তাহাকে পছন্দ করাইতে হইবে। স্লতরাং যতক্ষণ সে তাহার জিনিষগুলিকে উৎকৃষ্ট বলিয়া তাহাকে বু�াইতে এবং বিশ্বাস করাইতে না পারিবে, ততক্ষণ সে তাহার নিকট উহাদিগকে বিক্রয়ের আশা করিতে পারেন। তাহাকে ঐ জিনিষগুলি পছন্দ করাইবার জন্য উহাদের প্রশংসা করিতে হইবে, কিন্তু তাহা করিতে কেবল কতকগুলি বাজে কথা না বলিয়া, সরল, সুস্পষ্ট, গভীর ও বিশ্বাসোদৌপক স্বরে, উহাদের গুণ বাচক ও তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির, অমুকুল শব্দগুলির উপর ঝোর দিয়া এমন ভাবে কথাগুলিকে ব্যক্ত করিবে, যেন উহাদের উৎকর্ষ সম্বন্ধে তাহার কিছুমাত্র সংশয় না থাকে। যদি সে তাহাকে উক্তরূপ আদেশ প্রদান করতঃ তাহার মন আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হয়, তবে সে নিশ্চয় তাহার আদিষ্ট জ্যোগুলি ক্রম করিতে বাধ্য হইবে। আর যদি সে কোন কারণে আজ চলিয়া যায়, তথাপি তাহার এই আদেশের অনিবার্য শক্তি প্রভাবে, তাহাকে পুনরায় আর এক দিন আসিয়া উহা ক্রম করিতে হইবে। এইরূপে আইন ব্যবসায়ী বিচারককে, বজ্ঞা প্রোত্তমগুলীকে, চিকিৎসক রোগীকে ও নিষ্পত্তি কর্মচারী উর্ক্কতন কর্মচারীকে বশীভূত বা প্রভাবিত করিয়া তাহার দ্বারা স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধি করিয়া দিইতে পারে। ফলতঃ আদেশ যথোপযুক্ত রূপে প্রদত্ত হইলে উহা কখনও নিষ্কল হয় না। যে সকল ব্যবসায়ী আদেশের এই গুণ রহস্য অনবগত, তাহাদের ব্যবসায়-স্থল বিকলতার জীবন-ভূমি।

শিক্ষার্থী যে কথাগুলি আদেশ রূপে ব্যবহার করিবে, সেইগুলিকে পূর্বেই দ্রুই চার বার মনে মনে আওড়াইয়া দিইবে, যেন বলিক্ষণ সময় মুছে না-আটকায়। আদেশগুলিকে খুব একাগ্রচিন্তে প্রদান করিবে এবং

সমোহন আদেশ

বলিবার সময় মনে একপ দৃঢ় বিশ্বাস রাখিবে যে, সে যাহা বলিতেছে তাহা সম্পূর্ণ সত্য। কারণ যদি সে নিজেই তাহার কথার প্রতি আস্থাশূন্য হয়, কিন্তু মুহূর্তের অন্তও তাহার একপ ধারণা হয় যে, “বুঝি সে তাহার কথা বিশ্বাস করিল না”, বা “বুঝি সে তাহার মন আকৃষ্ট করিতে পারিল না”, তাহা হইলে তাহার সেই আদেশের অন্তর্নিহিত কার্যকরী শক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে। সুতরাং তাহাকে যাহা বলিতে হইবে, তাহা সে অত্যন্ত বিশ্বাসীভাবে, আন্তরিক উৎসাহের সহিত বলিবে এবং দৃঢ়তার সহিত মনে একপ বিশ্বাস রাখিবে যে, সে তাহার কথাগুলি কখনও অবিশ্বাস করিতে পারিবে না। একাগ্রতার সহিত গৌরিক আদেশের পুনরাবৃত্তি করিলে উহার শক্তি বৃদ্ধি পায়; এজন্ত একটি আদেশ পুনঃ পুনঃ প্রদান করিলে উহা অধিক নিশ্চয়তার সহিত কার্য করিয়া থাকে। যাহাকে আদেশ প্রদান করিবে, সে যেকপ ভাষা সহজে বুঝে সর্বদা সেইকপ শব্দ ব্যবহার করিবে এবং সে যে ভাষা জানেনা, তাহাতে কখনও তাহাকে আদেশ করিবে না।

আমার বিশ্বাস, আমার মনের ভাবগুলি আমি পরিষ্কারকরণে ব্যক্ত করিতে পারিয়াছি এবং শিক্ষার্থীও উহাদিগকে সমাকৃতরূপে উপজীব্য করিতে সমর্থ হইয়াছে। মানুষকে বশীভূত করিতে যে যে শক্তি আবশ্যিক, তত্ত্বাদ্যে ইহা একটি প্রধান শক্তি; এই নিমিত্ত আমি এই বিষয়টি বিশদরূপে বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছি। সে বৈষম্যিক জীবনে উন্নতি লাভের প্রয়াসী হইলে, প্রতিপদক্ষেপে যে সকল গোকের সংশ্রবে আসিবে, তাহাদিগকে আবশ্যকান্ত্যায়ী আদেশ প্রদান করিয়া স্বীয় অভীষ্ঠ সিদ্ধির চেষ্টা পাইবে।

ষষ্ঠ পাঠ

চকুর মোহিনী শক্তি

উপরূপে সম্মোহন আদেশ প্রদানের ক্ষমতা লাভের সঙ্গে, শিক্ষার্থী তাহার দৃষ্টি বা চাহনিকে স্থির ও প্রথম করিবে। যদিও মানুষকে কেবল আদেশ দ্বারা ও সম্মোহিত করা যায়, তথাপি তাহার সম্মুখীন হইয়া তাহাকে বশীভৃত করিতে, প্রথম সম্মোহন আদেশ শক্তির এবং তৎপরেই চকুর মোহিনী শক্তির সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। ফলতঃ চকুর যে মোহিনী শক্তি আছে, তাহা সর্বত্র স্ববিদিত। কর্মালোকে শিক্ষার্থীকে প্রতিনিয়ত যে সকল লোকের সংস্কৰণে আসিতে হব, তাহাদের মধ্যে স্বভাবতঃ যাহাদের দৃষ্টির এই মোহিনী শক্তি আছে, অর্থাৎ যাহারা স্থির ও অথর দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া আপনাপন বক্তব্য বিষয় ব্যক্ত করিতে পারে, তাহাদের নিকট সে সহজেই বশীভৃত হইয়া পড়ে। একপ ঘটনা সে কথনও লক্ষ্য না করিতে পারে, কিন্তু ইহা সত্য কথা। আর যদি লক্ষ্য করিয়া থাকে, তাহা হইলে হয়ত মনে করিবে যে, তাহার ‘চকুলজ্ঞা’ বশতঃই সে তাহাদের ‘অনুরোধ’ রক্ষা করিতে বাধা হইয়াছে। কিন্তু উহা কি বাস্তবিক ‘চকুলজ্ঞা’? —না মনের ‘চৰ্বলতা’? যে মানসিক দুর্বলতা বশতঃ সে নির্বোধের মত, তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এমন কি, অনেক স্থলে বিবেকের বিরুদ্ধেও তাহাদের আদিষ্ট কৰ্ম্য সম্পাদন

চক্ষুর মোহিনী শক্তি

করিতে বাধ্য হইয়াছে? অনভিজ্ঞ লোকেরা যাহা ‘চক্ষুলজ্জা’ বলিয়া মনে করে, অভিজ্ঞ মনোবিজ্ঞানবিদগণ তাহা ‘মনের দুর্বলতা’ বলিয়া নির্দেশ করেন। আর যাহা সে ‘অনুরোধ’ বলিতে চায়, তাহা ও বাস্তবিক অনুরোধ নহে,— তাহাদের প্রবল আদেশ;— যাহার অন্তর্নিহিত গুপ্তশক্তি তাহাকে বশীভূত করিয়া, তাহাদের অভৌপিত কার্য সম্পাদনে বাধ্য করিয়াছে। যে সকল ব্যক্তি কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিতে পারে না এবং ঘন ঘন চক্ষু বুজে কিম্বা চক্ষুর পাতা উঠা-নামা করে, তাহাদের দৃষ্টির কোন বিশেষত্ব নাই। একপ দৃষ্টি কথনও কাহাকে বশীভূত করিতে পারে না। শুতরাং যথোপযুক্ত অভ্যাস দ্বারা শিক্ষার্থীর দৃষ্টি স্থির ও প্রথর করিতে হইবে।

চক্ষুর মোহিনী দৃষ্টি অনেক প্রকারে বদ্ধিত করা যায়। কেহ কেহ পকেট বা হাত ধড়ির চলন্ত কাটোর উপর, কেহ বা সাদা দেওয়ালে ঝুপার দোঘানীর আকারে একটি কাল বৃন্ত চিত্রিত করিয়া তাহার উপর, আবার কেহ বা হাতের তালুতে খুব চকচকে একটি সিকি বা আঙুলি রাখিয়া উহার উপর ‘দৃষ্টি স্থির করণ’ অভ্যাস করিয়া থাকে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে নিম্নোক্ত প্রণালীটিই আমার সর্বাপেক্ষা ভাল বলিয়া বোধ হয়। যেহেতু, উহা দ্বারা ‘দৃষ্টি স্থির করণ’ এবং ‘অপরের মোহিনী দৃষ্টির কার্য প্রতিরোধ বা বিফল করিবার’ শক্তি লাভ হইয়া থাকে। এজন্য আমি শিক্ষার্থীকে উহা অভ্যাস করিতেই পরামর্শ দিতেছি। অবশ্য, উহা অভ্যাস করিতে যদি কাহারও কোন অনুবিধি হয়, তবে সে, তাহার ইচ্ছামত পূর্ব কথিত প্রণালী সমূহের যে কোন একটি অবলম্বন করিতে পারে।

সম্মোহন বিষ্টা

অমুশীলন

একটি নিভৃত ও নির্জন গৃহে একখানা পুরু আয়না লাইয়া, উহা দেওয়ালের গায়ে, শিক্ষার্থীর মুখের সমান উচুতে, এমন ভাবে ঝুলাইবে, যেন উহার সম্মুখে সরল ভাবে দাঢ়াইয়া দৃষ্টিপাত করিলে সম্পূর্ণ মুখের ছবি উহাতে প্রতিফলিত হয়। তৎপরে শিক্ষার্থী ঐ আয়নার ২৩ ফুট দূরত্বের মধ্যে হাত দুই খানি দুই পাশে ঝুলাইয়া দিয়া সরলভাবে দাঢ়াইবে এবং চক্ষু দুইটি সম্পূর্ণরূপে মেলিয়া ঐ আয়নার প্রতি তাকাইলে যে উহাতে তাহার মুখের প্রতিক্রিতি প্রতিফলিত হইবে, সেই প্রতিক্রিতির নাকের গোড়ায় (জ্বরের মধ্যস্থলের কিঞ্চিৎ নিম্নে) আধ মিনিট বা এক মিনিট সময় দৃষ্টি হিল রাখিবে এবং ঐ সময়ের মধ্যে চক্ষু দুইটিকে কখনও নাড়া চাড়া করিবে না। একবার ত্রুটি করা হইলে, আধ মিনিটের জন্য চক্ষু দুইটিকে একটু বিশ্রাম দিয়া, (আধ মিনিটের স্থলে ১০ বার এবং এক মিনিটের স্থলে ৭ বার) উহার পুনরাবৃত্তি করিবে ও প্রতিবার আধ মিনিট সময় উহাদিগকে বিরাম দিবে। সে ১০ মিনিট কাল প্রতি দিন নিয়ন্ত্রণপে এই অমুশীলনটি অভ্যাস করিবে এবং বিশেষ কোন অস্তরায় উপস্থিত না হইলে কোন দিন অমুশীলন বন্ধ রাখিবে না।

শিক্ষার্থী এই অমুশীলনটি একটি নৌরব ও নির্জন গৃহে দিনের বেলা অভ্যাস করিবে। সকাল, মধ্যাহ্ন বা অপরাহ্নে যখন তাহার অবসর বা স্মৃতিধা হইবে, তখনই সে উহা করিতে পারে; কিন্তু উহা রাত্রিতে অভ্যাস করিবে না। কারণ তাহাতে অপ্টিক নারত্ (optic nerve) নামক স্নায়ুর উপর বেশী চাপ লাগিয়া চক্ষের অনিষ্ট করিতে পারে।

চক্ষুর মোহিনী শক্তি

অভ্যাস করিবার সময় বাহিরের বাতাস তাহার চক্ষে না আগে, অথচ ঘর ও অঙ্ককার না হয়, একপ ভাবে সে ঐ ঘরের দরজা-জানালাগুলি পূর্বে বন্ধ করিয়া দিবে। ইহা অভ্যাস করিবার সময় চক্ষু হইতে জল পড়িলে কিঞ্চিৎ চক্ষু জালা কারিলেও উহাদিগকে রগড়াইবে না ; অমুশীলনটি শেষ হওয়া মাত্র উহাদিগকে শীতল জলে উত্তমরূপে ধূইয়া ফেলিলেই আর কোন জালা-স্ত্রীলা থাকিবে না।

শিক্ষার্থী তাহার সামর্থ্যানুসারে আধ মিনিট বা এক মিনিট সময় লইয়া অভ্যাস আরম্ভ করিবে। যাহার চোখ স্বভাবতঃ দুর্বল, সে আধ মিনিটেরও কম সময় (১৫ বা ২০ মেকেগু), আর যাহার দৃষ্টি স্বল্প সে এক মিনিটেরও অধিক সময় লইয়া প্রথম অভ্যাস আরম্ভ করিতে পারে। দৃষ্টির স্থিরতা সম্বন্ধে উন্নতি বুঝিলে (অর্থাৎ কিছুদিন অভ্যাস করার পর তাহার দৃষ্টি পূর্ণাপেক্ষা বেশীক্ষণ হায়ী ও প্রথর হইয়াছে একপ বোধ করিলে) সে প্রতি ৩:৪ দিন অন্তর আধ মিনিট বা এক মিনিট হিসাবে অভ্যাসের সময় বাড়াইতে পারে। যতদিন সে বিনাক্রেশে স্থির ও সত্ত্বে দৃষ্টিতে ১৫:২০ মিনিট কাল তাকাইয়া থাকিতে সমর্থ না হইবে, ততদিন উক্ত নিয়মে অভ্যাসের সময় বাড়াইতে থাকিবে। এই অমুশীলনটি সে কেবল দশ মিনিট অভ্যাস করিবে ; স্বতরাং যেমন সে ৩:৪ দিন পর পর অভ্যাসের সময় বাড়াইবে, সেই পরিমাণে তাহাকে অভ্যাসের পুনরাবৃত্তির সংখ্যাও কমাইতে হইবে। যে আধ মিনিট লইয়া অভ্যাস করিবে সে ১০ বার, আর যে এক মিনিট লইয়া করিবে, সে ৭ বার উহার পুনরাবৃত্তি করিবে ; কিন্তু যখন সে ২ মিনিট সময় লইয়া অভ্যাস করিতে সমর্থ হইয়াছে, তখন কেবল ৪ বার উহার পুনরাবৃত্তি করিবে। বলা

সশ্রোতন বিষ্ণা

বাছল্য যে, অভ্যাসের সময় বাড়াইবার সঙ্গে তাহাকে উক্ত নিয়মে পুনরায়-
বৃত্তির সংখ্যাও কমাইতে হইবে। সে প্রথম প্রথম ১০ মিনিটের বেশী
সময় লইয়া উহা অভ্যাস করিবে না। কিন্তু কিছুদিন অভ্যাসের পর
তাহার চাহনি পূর্ণাপেক্ষা ছির ও সতেজ হইলে তখন সে ১৫ বা ২০
মিনিট কাল উহা অভ্যাস করিতে পারে।

এই অনুশীলনটি অভ্যাস করিবার সময়, চক্ষের মোহিনী শক্তি লাভ
সম্বন্ধে, শিক্ষার্থী একটি গভীর আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিবে এবং
প্রত্যেক দিনের অভ্যাসেই তাহার উক্ত শক্তি বৃদ্ধিত হইতেছে এরপ ধারণা
করিবে। উক্ত অনুশীলনের সাহায্যে এই শক্তি বৃদ্ধিত করিবা যখন সে
কাহারও নাসিকা-মূলে ছির ও সতেজ দৃষ্টি স্থাপন পূর্বক আদেশ দিবে,
তখন সেই শক্তি প্রায় অনিবার্যাকালে কার্যকরী হইবে সে গভীর
আকাঙ্ক্ষা এবং দৃঢ় বিখ্যাসের সাহিত নিয়মিতকালে অভ্যাস করিলে, নিশ্চয়
এই মোহিনী শক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

সপ্তম পাঠ

পাস করণ বা হাত বুলান

ইংরাজীতে যাহাকে “পাস করণ” কহে, বাঙ্গায় তাহাকে “হাত বুলান” বলা যাব। লোককে সম্মোহিত (hypnotise or mesmerise) করিতে তাহার শরীরে পাস করিতে বা হাত বুলাইয়া দিতে হব। এই হাত বুলান বা পাস (laying on of hands) বিশেষভাবে কেবল রোগ চিকিৎসার জন্মই প্রাচীন এশিয়াতে উভাবিত হইয়াছিল এবং বিভিন্ন জাতি ও সম্পদাধৃত মধ্যে ইহার প্রচলন বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। বর্তমান সময়েও এতদেশে সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে ইহার খুব প্রচলন আছে। এখনও সময় সময় সাধু-সন্নামী, ওঝা-ফকির ইত্যাদি বাঙ্গিগণকে তাহাদের বিশেষ প্রণালীতে “হাত বুলাইয়া” বা “ঝাড়িয়া” (ঝাড়-কুকু করিয়া) অত্যন্ত কঠিন কঠিন রোগ অত্যাশৰ্ধারূপে আরোগ্য করিতে দেখা যাব। এই পাস বা হাত বুলান আমাদের দেশের আবাল-বৃক্ষ-বণিতায় নিকট এত অধিক পরিচিত যে, কাহার শরীরের কোন স্থানে কোন রোগ হইলে বা কোন গ্রাকার আঘাত লাগিলে নিতান্ত অজ্ঞ বাঙ্গিরাও দেই পীড়িত স্থানের উপর হাত বুলাইয়া যন্ত্রণা লাভবের চেষ্টা পাইয়া থাকে। মহায়া যীশু খৃষ্ট এবং তাহার শিষ্য বা অমুসরণকারিগণের মধ্যেও কেহ কেহ হাত বুলাইয়া রোগ আরোগ্য করিতে পারিতেন। খৃষ্ট ধর্ম প্রচারিত হওয়ার পর, বোধ হয় পাদরিগণের ধারাই ইহার ব্যবহার ইউরোপে প্রবর্তিত হইয়াছিল। এতদেশীয় জনসাধারণের মধ্যে এই পাসের বহুল প্রচলন থাকিলেও ইহার প্রকৃত অর্থ বোধহীন খুব কম লোকেরই জানা ছিল।

সম্মোহন বিষ্টা

শাহা হটক, জৈব আকর্ষণী বিদ্যাবিং স্লপ্রসিন্ড ডাক্তার মেসমার ই সর্বপ্রথম ইহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করতঃ মোহিতাবস্থা উৎপাদনের নিমিত্ত নিয়মিতক্রপে ইহার প্রয়োগ আরম্ভ করেন।

ডাক্তার মেসমার মোহিতাবস্থাকে (mesmerised condition) ম্যাগ্নেটিজম্ বা জীবনী শক্তির ক্রিয়ার স্পষ্ট ফল (direct effect) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই জীবনী শক্তি হস্তাঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে নিঃস্ত হইয়া থাকে বলিয়া একটি বিশেষ গ্রাহণীতে অঙ্গুলি চালনা দ্বারা (অর্থাৎ পাস করিয়া বা হাত বুলাইয়া) পাত্রের শরীরে উহা প্রেরণ বন্টন, সঞ্চালন এবং লক্ষ্যাভিযুক্ত পরিচালন, (transmitting, distributing, circulating and directing) ক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারা যায়। অতএব মেসমেরিজমে পাসের ব্যবহার অপরিহার্য।

পঞ্জান্তরে হিপ্নোটিষ্টদের মত এই যে, মোহিতাবস্থা (hypnosis) ম্যাগ্নেটিজম্ এর ফল নয়; ধেনেতু পাস ব্যতিরেকে কেবল আদেশের সাহায্যেও এই অবস্থা উৎপাদন করা যায়। তবে পাস দ্বারা পাত্রের দ্বারুমণ্ডলীর ভিতর আরামপ্রদ একটি কোমল অনুভূতি জন্মে বলিয়া উহা কিয়ৎপরিমাণে তাহার নিদ্রা উৎপাদনের সাহায্য করিয়া থাকে মাত্র। এজন্ত তাহারা সম্মোহন করিতে পাস অপেক্ষা আদেশই অধিকতর প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন এবং বেশী পরিমাণে উহাই প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

পাস অধানতঃ ছই প্রকার ;— “নিম্নগামী”(downward) ও “উর্ক্ষগামী” (upward); উহারা আবার ছই শ্রেণীতে বিভক্ত ; যথা—“স্পর্শযুক্ত” (with contact) ও “স্পর্শহীন” (without contact), সম্মোহনবিং

পাস করণ বা হাত বুলান

যখন পাত্রের শরীর স্পর্শ করতঃ, তাহার মাথার দিক হইতে আরম্ভ করিয়া পা পর্যন্ত পাস করে, তখন উহাকে “স্পর্শযুক্ত নিয়গামী পাস” (downward pass with contact), আর যখন সে তাহার হাত দ্বারা পাত্রের শরীর স্পর্শ না করিয়া (শরীরের এক ইঞ্চি উপর দিয়া) তাহার মাথার দিক হইতে আরম্ভ করতঃ পা পর্যন্ত পাস করে, তখন উহাকে “স্পর্শহীন নিয়গামী পাস” (downward pass without contact) বলে। আবার যখন সম্মোহনবিং পাত্রের শরীর স্পর্শ করিয়া তাহার পা হইতে মাথা পর্যন্ত পাস করে, তখন উহাকে “স্পর্শযুক্ত উর্কংগামী পাস” (upward pass with contact) বলে; এবং যখন পাত্রের শরীর স্পর্শ না করিয়া উক্তক্রমে পাস করে, তখন তাহাকে “স্পর্শহীন উর্কংগামী পাস” (upward pass without contact) বলে। নিয়গামী পাস পাত্রকে মোহিত করিতে, আর উর্কংগামী পাস কে বল মোহিত ব্যক্তিকে প্রক্রিয় করিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পাস করিবার গুণালীঃ—পাত্রকে সম্মোহিত করিতে কার্যকারক উভয় হাতের আঙ্গুলগুলি অন্ন ফাঁক করিয়া হাত দ্রুইখানা কাঁপাইতে কাঁপাইতে তাহার সমস্ত শরীরে বা উহার বিশেষ কোন অংশে, শরীরের উপর দিক হইতে আরম্ভ করিয়া বরাবর নীচের দিকে উহাদিগকে বুলাইয়া দিয়া থাকে। সর্বদাই উভয় হাত দ্বারা পাস করা হয় না; কখনও ডান হাত দ্বারা আবার কখনও বা বাম হাত দ্বারা পাস করিতে হয়; স্মৃতিরাং এ বিষয়ে নির্দিষ্টক্রমে কোন উপদেশ দেওয়া কঠিন। পাত্রকে মোহিত করিবার সমস্ত কখন কিন্তু পাস দিতে হয়, তাহা যথা স্থানে বিবৃত হইয়াছে এবং মেস্মেরাইজ করিতে যে সকল পাস সর্বদা

সম্মোহন বিষ্ণা

ব্যবহৃত হয়, তাহাও বিভিন্ন খণ্ডে বিস্তারিতকরণে শিপিবন্ধ করা গিয়াছে ; স্বতরাং উহাদের সম্বন্ধে বর্তমান পাঠে বিশেষ কিছু বলার আবশ্যিকতা নাই ।

একথানা ইজি চেয়ারে কিঞ্চা বিছানায় একটি লোক শুইয়া আছে, অরূপ কল্পনা করিয়া, সেই কল্পিত মনুষ্য-শরীরের উপর, মাথার দিক হইতে আরম্ভ করিয়া পা পর্যন্ত পাস করিবে, একবার করা হইলে পুনর্বার করিবে এবং ক্রমাগত দশ মিনিট উক্তকরণ পাস দিবে । পাত্রকে ঘূম পাঢ়াইবার আদেশের (যাহা পরে বিবৃত হইতেছে) সহিত এই অমুশীলনটি স্বন্দরকরণে অভ্যাস করিয়া লইলে, শিক্ষার্থী পাত্রকে শীন্দ্র নির্জিত বা সম্মোহন করিতে সমর্থ হইবে । পাস প্রয়োগ না করিয়া কেবল আদেশ এবং মোহিনী-দৃষ্টি ধারা মোহিত করিতে পারা যায় ; কিন্তু তৎসঙ্গে পাস ব্যবহার করিলে, উহাদের সম্মিলিত শক্তি প্রথরতর হইয়া থাকে ।

শিক্ষার্থী এই অমুশীলনটি স্বন্দরকরণে অভ্যাস করিয়া লইবে । যেহেতু অভ্যাস না থাকিলে ক্রমাগত অধিকক্ষণ পাস দেওয়া যায়না— হাত, কোমর ইত্যাদি স্থানে বেদনা হয় এবং তজ্জ্বল অস্থিতি বোধ হয় । মোহিত করিবার সময় অস্বচ্ছতা বোধ কারলে প্রথর ভাবে মনঃ শক্তি প্রয়োগ করা যায়না । এজন্ত ইহাতে তাহার এমন অভ্যাস থাকা চাই, যেন আবশ্যিক হইলে, সে কিছু মাত্র কষ্ট বা ঝাপ্পি বোধ না করিয়া ক্রমাগত ২৫০০ মিনিট কাল পাস দিতে পারে ।

অষ্টম পাঠ

শরীরে শিথিলতা উৎপাদন

শরীরের বিশেষ কোন অংশে বা সমস্ত শরীরে ইচ্ছামত শিথিলতা উৎপাদন, সম্মোহন বিজ্ঞানের ব্যবহারিক অংশের প্রথম পাঠ। যেমন অঙ্গশাস্ত্রে বৃত্তপত্তি লাভ করিতে সর্বাগ্রে সংখ্যা লিখন ও পঠন শিথিতে হয় ; কিন্তু কোন ভাষায় জ্ঞান লাভের ইচ্ছা করিলে, ব্যাকরণের মূল সূত্রগুলি প্রথম উপলক্ষ্য করিয়া লইতে হয়, সেইরূপ এই বিজ্ঞানের ব্যবহারিক অংশে কৃতকার্য্যতা লাভের প্রয়োগী হইলে, শিক্ষার্থীকে বর্তমান পাঠের উপদেশামূলকে শরীরে ইচ্ছামত শিথিলতা-উৎপাদন অনুশীলনটি সর্ব প্রথম অভ্যাস করিয়া লইতে হইবে ।

কয়েকটি যুবককে আহান করিয়া চেয়ারে বসাইবে । তাহারা স্থির ও শান্তভাবে চেয়ারে বসিলে পর, তাহাদের দক্ষিণ তর্জনীগুলি সরল বেঁধার আয় উর্ক মুখে খাড়া করিয়া ঐ হাতের অপর অঙ্গুলিগুলিকে মুষ্টিবক্ত করিতে বলিবে ; তৎপরে তাহাদের দণ্ডায়মান দক্ষিণ তর্জনীগুলির উপর, বামতালুগুলি সম্পূর্ণরূপে শিথিল ও বলশূণ্য করিতে বলিবে । তাহারা প্রতোকেই তাহাদের বামহাতগুলি একপ ভাবে অসার ও বলশূণ্য করিবে, যেন শিক্ষার্থী তাহাদের ডান হাতগুলি সরাইয়া লইবা মাত্র তাহাদের বাম হাতগুলি পড়িয়া যায় । ডান হাতগুলি অপসারিত হইলে বাম হাতগুলি পড়িয়া যাইবার কারণ এই যে, ঐ হাতগুলি সম্পূর্ণরূপে বলশূণ্য ও শিথিল হওয়াতে, উহারা নিরালম্ব অবস্থায় কথনও শুন্ধে ধাকিতে

সম্মোহন বিষ্ণা

পারে না। একপ বলিয়া, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে যে, তাহারা উক্ত উপদেশ মত, তাহাদের বামহাতগুলি বলশৃঙ্খল ও শিথিল করিয়াছে কিনা? তাহারা সম্মতি স্থচক উত্তর দিলে, শিক্ষার্থী তাহাদের এক ব্যক্তির নিকট যাইয়া তাহার ডান হাতখানা হঠাতে টান্ড দিয়া সরাইয়া ফেলিবে। যদি ডান হাত সরাইবার অব্যবহিত পরেই তাহার বাম হাতখানা পড়িয়া যায়, তাহা হইলে সে উক্ত উপদেশ মত কার্য করিতে পারিয়াছে, অর্থাৎ সে তাহার বাম হাতখানা সম্পূর্ণরূপে শিথিল করিতে সমর্থ হইয়াছে; স্মৃতরাং সে এই পরীক্ষায় কৃতকার্য হইল। আর যদি তাহার ডান হাত সরাইয়া লইবার পরেও বাম হাতখানা পড়িয়া না গিয়া থাকে, তবে সে উক্ত উপদেশ মত বাম হাতখানা সম্পূর্ণরূপে বলশৃঙ্খল ও শিথিল করিতে পারে নাই; যেহেতু উহা আশ্রয় হীন হইয়াও শুল্কে অবস্থান করিতেছে! স্মৃতরাং সে এই পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইল। শিক্ষার্থী তাহাকে পরিভ্রান্ত করতঃ অবশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে এক এক করিয়া গ্রন্থপে পরীক্ষা করিবে এবং উহার ফলাফল লক্ষ্য করিবে। যাহারা এই পরীক্ষায় কৃতকার্য হইল, তাহাদিগকে গৃহণ করতঃ অবশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে পরিভ্রান্ত করিবে; কিন্তু যাহারা প্রথম বার অকৃতকার্য হইয়াছে, তাহাদের কেহ পুনর্বার চেষ্টা করিয়া উহাতে কৃতকার্য হইলে পর তাহাকেও পুনর্বর্তী পরীক্ষায় জন্ম গ্রহণ করা যাইতে পারে।

পাত্রদিগের উপর এই পরীক্ষাটি করিবার সময়, তাহারা কোনোরূপ অতিরিক্ত করিতে না পারে, সে বিষয়ে শিক্ষার্থী বিশেষ সতর্ক থাকিবে। কারণ, কেহ কেহ বাম হাত সম্পূর্ণরূপে শিথিল করিতে না পারিয়া, ডান হাত সরাইয়া লইবার সময়, বাম হাতখানা ইচ্ছাপূর্বক ও চতুরুষার সহিত

শরীরে শিথিলতা উৎপাদন

ফেলিয়া দিয়া এক্রম ভাগ করে, যেন তাহার হাত স্বতঃই পড়িয়া গিয়াছে। এক্রম চতুরতা সহজেই ধরা যায়। বাম হাতখানা সম্পূর্ণ শিথিল ও আশ্রয় খৃত্য হইয়া যদি স্বতঃই পড়িয়া যায়, তাহা হইলে উহা কথমও নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে (অর্থাৎ ঐ টুকু উচ্চ হইতে ঐক্রম ভার বিশিষ্ট কোন নিজীব পদার্থের পতনে যতটুকু সময়ের আবশ্যক, তাহার পূর্বে) পড়িতে পারেনা। পক্ষান্তরে ঐ হাত তাহার ইচ্ছার বশবর্তী হইয়া পতিত হইলে, উহা হয় নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে, আর না হয় পরে পড়িবে।

পাত্রদিগের উপর এই পরীক্ষাটি করিতে চেষ্টা পাইবার পূর্বে, শিক্ষার্থী নিজে ইহা স্ফুরক্তপে শিক্ষা করিয়া লইবে যে, কিরূপে দক্ষিণ তর্জনীর উপর বাম হাতের তালু রাখিয়া উহাকে বলশৃঙ্গ ও শিথিল করিতে হয়। কাঁচণ যাহা সে নিজে জানেনা, তাহা সে অপরের হারা সম্পাদন করাইতে পারিবে না। নিয়োক্ত উপদেশানুসারে কার্যা করিলে সে প্রথম বারে না হটক, অন্ততঃ কয়েক বারের চেষ্টার, হাতে শিথিলতা উৎপাদন ক্রিয়াটি স্ফুরক্তপে শিক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। সে সরলভাবে দাঁড়াইবে কিঞ্চিৎ চেয়ারে বসিবে। তৎপরে পূর্বকথিত নিয়মে, তাহার দক্ষিণ তর্জনীটি উর্দ্ধমুখে দাঁড় করাইয়া, ঐ হাতের অপর অঙ্গুলিগুলি মুষ্টিবন্ধ করতঃ উহার উপর বাম তালু স্থাপন করিবে এবং বাম কণ্ঠটিকে শরীরের বাম পার্শ্বের সঙ্গে লাগাইয়া কোমর পর্যন্ত ঝুলাইয়া দিবে। এইক্ষণ সে চোখ বুজিয়া মনোযোগের সহিত চিন্তা করিবে যে, তাহার বাম হাতখানা ক্রমেই বলশৃঙ্গ ও অমার হইয়া পড়িতেছে। এক মিনিট এক্রম চিন্তা করার পর, উপস্থিত কোন বক্তুকে তাহার অজ্ঞাতস্থানে ডান

সম্মোহন বিষ্ণা

হাতখানা হঠাতে টান্‌ দিয়া সরাইয়া ফেলিতে বলিবে। যখন সে ধাক্কি উচ্চরক্ষে ডান হাত সরাইয়া ফেলিয়াছে, তখন সে দেখিতে পাইবে যে, তাহার বাম হাতখানাও আপনা আপনি পড়িয়া গিয়াছে। যদি শিক্ষার্থী দ্রুই-একবার চেষ্টা করিয়া উহা সম্পাদন করিতে না পারে, তবে আরও অধিকবারের চেষ্টায় ইহা শিক্ষা করিয়া লইবে। কাঁরণ সে এই সহজ পরীক্ষাটিতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে পরবর্তী কঠিন পরীক্ষাগুলি সুন্দরক্ষে সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবে না।

শিক্ষার্থী এই অভ্যাসটি সুন্দরক্ষে শিক্ষা করিয়া লইবার পর, যখন বিশেষ কোন শারীরিক কিঞ্চিৎ মানসিক শয়ে তাহার খুব ক্লান্তি বোধ হইবে, তখন সে একখানা ইজি চেয়ারে কিঞ্চিৎ বিছানায় চিংভাবে শুইয়া শরীরের সমস্ত মাংসপেশীগুলিকে সম্পূর্ণরূপে বলশূন্ত ও শিথিল করতঃ দশ মিনিট নির্জীবের আয় পড়িয়া থাকিলে অহুভব করিবে যে, তাহার দ্রুই ঘণ্টা ব্যাপী বিশ্রামের কাষ হইয়াছে। শরীরস্থ মাংসপেশীগুলিকে সর্বদা শক্ত করিয়া রাখা যাহাদের অভ্যাস, তাহারা দ্রুই ঘণ্টা বিশ্রামে যে আরাম অনুভব করিবে, তাহা সে দশ মিনিটেই উপভোগ করিতে সমর্থ হইবে। এই বিজ্ঞানের উচ্চ শাখা ভুক্ত কৃতগুলি কঠিন বিষয় আছে, যথা—দিব্যদৃষ্টি, দিব্যশ্রবণ, দিব্যামূভূতি ইত্যাদি—এই সকল বিষয়ের পরীক্ষা সকল সম্পাদন করিতে তাহাকে আবশ্যকীয়রূপে সমস্ত শরীরে শিথিলতা উৎপাদন করিতে হইবে। স্বতরাং সে সর্বতোভাবে এই অভ্যাসটি সুন্দর ক্ষেত্রে শিক্ষা করিয়া লইবে।

ନବମ ପାଠ

ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଗାଢ଼ୀ

ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପାଠ ସମୁହ ହିତେ ଧାରତୀୟ ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ବିଷୟ ଅବଗତ ହଇଯା ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରବୃତ୍ତ ହିତେ ସମର୍ଗ ହିଲେଓ, ସେ ମସଙ୍କେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠେ ତାହାକେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକ୍ରମେ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରା ହିଲ । ଇତଃପୂର୍ବେ କୟେକଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଭ୍ୟାସିଳନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ଏକଥାନା ତାଲିକା ଚାହିୟା ଆମାକେ ପତ୍ର ଲିଖିଯାଛିଲ ; କିନ୍ତୁ ମେ଱ିପ ତାଲିକା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷେ ପକ୍ଷେ ସୁବିଧା ଜନକ ହିଲେଓ ସକଳେର ପକ୍ଷେ ତାହା ନହେ । କାରଣ ସକଳେର ଅବସର ଓ ସୁଧୋଗ ଏକରୂପ ନନ୍ଦ । କୋନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହସତ ଶିକ୍ଷାର ଜଗ୍ତ ପ୍ରୋଜନାତିରିକ୍ତ ସମୟ ବ୍ୟବ କରିତେ ପାରିବେ, ଆର କାହାରେ ବା ସମୟ ଅଳ୍ପ ବଲିଯା ଦୈନିକ ଦେଡ୍ ବା ଏକ ସଟ୍ଟାର ଅଧିକ ସମୟ ଶିକ୍ଷାୟ ମନୋନିବେଶ କରିତେ ପାରିବେ ନା । ମୁତ୍ତରାଂ ଉଚ୍ଚ ତାଲିକା ଦ୍ୱାରା ସକଳେର ତୁଳ୍ୟକ୍ରମେ ଉପକାର ହେଲାର କୋନ ସନ୍ତୋବନ ନାହିଁ । ତବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକେଇ ପ୍ରତିଦିନ ନିୟମିତକ୍ରମେ ନୂନ ପକ୍ଷେ ଏକ ହିତେ ଦେଡ୍ ସଟ୍ଟା ସମୟ ଶିକ୍ଷାର ସମୟ ବାଯ କରିତେ ହେବେ ଏବଂ ବିଶେଷ କୋନ ଅନ୍ତରାୟ ଉପାସିତ ନା ହିଲେ ସେ କୋନ ଦିନ କୋନ ଅଭ୍ୟାସ ବନ୍ଦ ରାଖିବେ ନା ।

ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରଥମ ହିତେ ଅଞ୍ଚଳ ପାଠେର ବିଷୟଗୁଲି ପରିଷକାରକ୍ରମେ ହୃଦୟକ୍ଷମ କରିଯା ଲାଇବାର ପର ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବେ । ସେ ଶକ୍ତି ବଲେ ମାନ୍ୟ ଅପରେର ଜ୍ଞାତ ବା ଅଜ୍ଞାତସାରେ ତାହାଦେର ମନେର ଉପର ଆଧିପତ୍ୟ ଏବଂ ନିଜେର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ବୈସଗିକ ଇତ୍ତାଦି ବିଷୟେର ଉତ୍ସତି ମାଧ୍ୟମ କରିତେ ପାରେ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦେଇ ଲୁକ୍କାସ୍ତିତ ଶକ୍ତିଲାଭେର ଅଭିଲାଷୀ ହିଲେ, ସେ ଶିକ୍ଷାର ମୁକ୍ତ

সংশোহন বিষ্টা

হইতেই সংস্থ ও সাধনার পথ অবলম্বন করিবে। আর যদি সে কেবল সংশোহনের কৌশল শিক্ষা করিতে ইচ্ছুক হয়, তবে তাহার আহাৰ বিহাৰ সম্বন্ধে কোন নির্যম পালনের আবশ্যকতা নাই। দিনের বেলা কিম্বা রাত্রিতে যখন তাহার মন প্রশান্ত থাকিবে, তখন সে একাগ্রচিত্তে নিষ্ঠোভূত অমূল্যগুলি অভ্যাস করিবে। সে প্রতিদিন নিয়মিতক্রমে ১০ হইতে ১৫ মিনিট দৃষ্টির অমূল্যগুলি, ৫ হইতে ১০ মিনিট পাস করণ বা হাত বুলান, ১০ হইতে ১৫ মিনিট শৰীরে শিথিলতা-উৎপাদন শিক্ষা এবং ৩৫ হইতে ৫০ মিনিট সময় বালক ও যুবকের উপর শারীরিক পরীক্ষা গুলি সম্পাদনের জন্য ব্যয় করিবে। দিবা কিম্বা রাত্রিতে যখন ইচ্ছা সে এই অমূল্যগুলি করিতে পারে, কিন্তু দৃষ্টির অমূল্যগুলিটি দিনের বেলা করাই ভাল ; কারণ তাহাতে চোখের ক্লাস্টি কম বোধ হইবে। কেহ কেহ মোহিনী দৃষ্টি লাভের আশায় স্র্য, চৰ্জ বা প্রদীপের শিখাৰ দিকে হিৱ দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে বলিয়া শোনা গিয়াছে। একে অভ্যাস চক্ষের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর। কোন শিক্ষার্থী কদাপি একথ কোন অভ্যাসের প্রয়াস পাইবে না। দৃষ্টির অমূল্যগুলিটি দাঢ়াইয়া করার ব্যবস্থা আছে; যদি কাহারও তাহাতে অস্বিধা বোধ হয়, তবে সে চেয়াৰ, তক্ষণোপর (চৌকি) অথবা ঘৰেৱ মেঝেতে আসনের উপর বসিয়া অভ্যাস করিতে পারে। উহার প্রধান বিষয় এই যে, শিক্ষার্থী আসনেৱ (যে কোন আসন হউক) উপর মেৰুদণ্ড সংল রেখাৰ গ্রাম ধাড়া কৰিয়া বসিবে, এবং ভূমি হইতে তাহার চক্ষু ঘন্টুৰ উৰ্দ্ধে অবস্থিত, ততন্ত্ৰ উচ্চে তাহার সমুখস্থ দেয়ালেৱ গাঁথে আঘনাৰ্থানা টাঙ্গাইয়া লইবে এবং শৰীৰ নাড়া-চাড়া না কৰিয়া হিৱভাবে বসিয়া অভ্যাস কৰিবে। এক বা তুই সপ্তাহ-

শিক্ষার প্রণালী

কাল পাস করণ ও শিখিলতা-উৎপাদন শিক্ষা করা হইলে, উচাদিগকে আর নিয়মিতরূপে অভ্যাস করার আবশ্যকতা নাই ; কিন্তু যতদিন কোন বস্তুর প্রতি সে ১৫ বা ২০ মিনিট কাল বিনা ক্লেশে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিতে না পারিবে, ততদিন অত্যহ নিয়মিতরূপে উহা অভ্যাস করিবে।

নির্জন গৃহে বা মাঠে আদেশ দেওয়া শিক্ষা করিবে। কোন বাস্তি সমুখে দাঢ়িয়া আছে, এরূপ কলনা করিয়া এই কলিত মূর্তির প্রতি দৃঢ় ও বিশ্বাসোদীপক স্বরে এরূপ আদেশ দিবে—“তোমার হাত অত্যন্ত দৃঢ়রূপে জুড়িয়া গিয়াছে,” “তোমার চোখ খুব কঠিন রূপে বন্ধ হইয়া গিয়াছে,” “তুমি আর চলতে পাছ না,” “তুমি কখনও পার না,” “কিছুতেই পাছ না” ইত্যাদি। যখন লোকের সহিত বিষয়-কর্মের আলাপ করিবে, তখনও অভৈষ্ঠ সিদ্ধির সহায়ক শব্দগুলির উপর বিশেষ জোর দিয়া কথা বলিবে। কিছুদিন এইরূপ অভ্যাস করিলেই সে ধীর, গম্ভীর ও আদেশসূচক স্বরে কথা বলিতে সমর্থ হইবে।

অনেকের ধারণা যে, মনঃ শক্তি বৃদ্ধি না করিয়া কাহাকে ও শারীরিক পরীক্ষায় অভিভূত করা যায় না ; তাহা ভুল। কারণ মাঝে মাঝেরই অন্নাধিক পরিমাণে স্বত্ব-দন্ত সম্বোধন শক্তি আছে, যাহা নির্দিষ্ট অগালীতে প্রয়োগ করিতে পারিলে সামান্য চেষ্টাতেই এই সহজ শারীরিক পরীক্ষাগুলি সম্পাদন করা যায়। সুতরাং সে চক্ষের অনুশীলন, হাত-বুলান, ইত্যাদি শিক্ষার সঙ্গে প্রতিদিন নিয়মিতরূপে বালক ও যুবকদের উপর শারীরিক পরীক্ষাগুলি সম্পাদনের প্রয়াস পাইবে। যে সকল শিক্ষার্থী গোক সংগ্রহ করিতে পারিবে, তাহারা অত্যহ ২৩টি নৃতন লোক

সম্মোহন বিষ্টা

লইয়া চেষ্টা করিলে এক সপ্তাহের মধ্যেই কোন না কোন বাত্তিকে দুই-একটি শারীরিক পরীক্ষার অভিভূত করিতে সমর্থ হইবে। ফলতঃ সে যত অধিক সংখ্যক লোক লইয়া চেষ্টা করিবে, সে তত শৈঘ্র ও সহজে শিক্ষায় সাফল্য লাভ করিতে পারিবে। যাহারা ইতঃপূর্বে এই পুস্তকের সাহায্যে প্রথম চেষ্টাতেই শারীরিক পরীক্ষাগুলিতে কৃতকার্য্য হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। যদি কেহ পরীক্ষার জন্য প্রতাহ নৃতন লোক সংগ্রহ করিতে না পারে, তবে সে একটি বা দুইটি লোকের উপর ক্রমাগত ২৩ দিন চেষ্টা করিবে, যদি উহাতে কৃতকার্য্য না হয়, তবে আবার একটি কি দুইটি নৃতন লোক লইয়া চেষ্টা করিবে। এইরূপে যে পর্যান্ত সে ২০।২১ জন বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের উপর উক্ত পরীক্ষাগুলি সম্পাদনের প্রয়াস না পাইয়াছে, ততদিন সে কখনও চেষ্টা পরিত্যাগ করিবে না।

শিক্ষার্থীদিগের মধ্যে একেবারে লোক অনেক আছে, যাহাদের শিক্ষার আন্তরিক ইচ্ছা আছে, অথচ সামাজ্য একটু কষ্ট স্বীকার পূর্বক লোক সংগ্রহ করিবার তেমন আগ্রহ বা চেষ্টা নাই। তাহাদের পক্ষে এই বিষ্টা হাতে-কলমে শিক্ষা করা কঠিন। চিত্রবিষ্টা শিক্ষা করিতে যেমন জীব-জীবন, গাছ-পালা, নদ-নদী ইত্যাদি আঁকিয়া হাত পাকাইতে হয়, মল্ল বিষ্টা শিখিতে হইলে যেমন ভিন্ন ভিন্ন পালোয়ানের সহিত লড়িয়া ‘পাঁচের’ নানা কৌশল শিক্ষা করিতে হয়, সেইরূপ এই বিষ্টা হাতে-কলমে শিক্ষা করিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোকের উপর এই সকল পরীক্ষা করিতে হয়। জলে না নামিয়া কেবল যৌথিক উপদেশের সাহায্যে যেমন কেহ সাঁতার শিখিতে পারে না, সেইরূপ বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের উপর চেষ্টা

শিক্ষার প্রণালী

না করিলে এই বিদ্যা শিক্ষা করা যায় না। অতএব যদি শিক্ষার্থী এই গুপ্ত বিজ্ঞানগুলি হাতে-কলমে শিক্ষা করিতে যথার্থ অভিলাষী হইয়া থাকে, তবে তাহাকে অবগ্নি পাত্র সংগ্রহ করিয়া তাহাদের উপর চেষ্টা করিতে হইবে।

কিছুদিন পূর্বে কয়েকটি শিক্ষার্থী আমাকে লিখিয়াছিল যে, যদি তাহারা কাহারও উপর কোন শাস্ত্রীয় পরীক্ষা সম্পাদনের চেষ্টা পাইয়া উহাতে অকৃতকার্য্য হয়, তবে তাহাদের প্রতিষ্ঠার হানি হইবে। যদি চেষ্টার বিফলতা পদমর্যাদার হানিকর হইত, তবে বিশেষভাবে চিকিৎসক দিগকে তাহাদের ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে হইত। যাহারা লোকের নিকট অপ্রতিভ হইবার আশঙ্কা করে, তাহারা পাত্রদিগকে লইয়া নির্জনে পরীক্ষা করিবে। আবার কেহ বলিয়া থাকে যে, তাহারা পাত্রের অভাবে শিক্ষার অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। পাত্রের অভাব হওয়ার বিশেষ কোন কারণ নাই; যেহেতু শিক্ষার্থীর আচীম, বন্ধ বা পরিচিত ব্যক্তি অবগ্নি আছে, যাহাদিগকে লইয়া সে অনাদ্যসেই উক্ত পরীক্ষা গুলি সম্পাদনের চেষ্টা পাইতে পারে। যাহার শিক্ষার আন্তরিক আগ্রহ আছে তাহার কখনও পাত্রের অভাব হয় না।

শিক্ষাভিলাষীকে এই বিদ্যা হাতে-কলমে শিক্ষা দিতে আন্তরিক অভিলাষী হইয়া এই পুস্তকে আমি কেবল সর্বোৎকৃষ্ট নিয়ম-প্রণালীই লিপিবদ্ধ করিয়াছি এবং তাহার বাস্তিগত আবগ্নকতামূল্যের বিনা ক্ষিণতে চিঠি পত্রে স্বতন্ত্র উপদেশ দ্বারা সাহায্য করিতেও প্রস্তুত আছি; স্বতরাং শিক্ষাকালীন যত্ন ও চেষ্টার ক্রটি না হইলে, এই পুস্তকের সাহায্যে তাহার সাফল্য লাভ সুনিশ্চিত। কিন্তু যদি সে অবহেলা করিয়া ইহার অনুসরণ না করে, তবে তাহার অকৃতকার্য্যতাৰ জন্য একমাত্র সে নিজেই দায়ী হইবে।

দশম পাঠ

জাগ্রদবস্থায় মোহিত করণ

প্রথম পরীক্ষা—পাত্রকে পশ্চাদ্বিকে ফেলিয়া দেওয়া

যাহার হাত খুব তাড়াতাড়ি পড়িয়া যায়, শিক্ষার্থী তাহাকে পাত্র নির্বাচন করিবে। তাহাকে বেশ সরল ভাবে, পা হই থানা জোড়া করিয়া ও হাত দুইখানা হই পাশে ঝুলাইয়া দিয়া দাঁড় করাইবে। সে ঐরূপে দাঁড়াইয়া, তাহার সমস্ত শরীরটি যথা সম্ভব শিথিল ও বলশৃঙ্খ করতঃ শাস্ত ও গভীর ভাব অবলম্বন করিবে। তৎপরে শিক্ষার্থী পাত্রের পিছনে দাঁড়াইয়া নিজের মুষ্টিবন্ধ ডালহাত তাহার (পাত্রের) বাড়ের নিম্নে (at the base of the brain) এবং নিজের বাম হাতখানা, তাহার (পাত্রের) মাথার বামপার্শ দিয়া প্রসারণ করতঃ ঐ হাতের অঙ্গুলিগুলি তাহার কপালের উপর স্থাপন করিবে। ঐরূপ করা হইলে, পাত্র চকু বুজিয়া ঘনোযোগের সহিত একপ ভাবিতে আরম্ভ করিবে—“আমি পিছনের দিকে পড়িয়া যাইতেছি,—ক্রমেই আমি পিছনের দিকে পড়িয়া যাইতেছি,—ক্রমেই আমার সমস্ত শরীর বলশৃঙ্খ ও শিথিল হইয়া পিছনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে,—আমি কিছুতেই আর অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিব না,—আমি এখনই পড়িয়া যাইব,—আমি নিশ্চয়ই পড়িয়া যাইব।” যখন সে ঐরূপ ভাবিতে আরম্ভ করিবারে, তখন

জাগ্রদবস্থায় মোহিত করণ

শিক্ষার্থী নিজের ডান হাতের মুঠের উপর খুব হিঁর ও সতেজ দৃষ্টি স্থাপন করতঃ একাগ্রতার সহিত এইরূপ চিন্তা করিবে—“তুমি পিছনের দিকে পড়িয়া যাইবে,—তুমি নিশ্চয় পিছনের দিকে পড়িয়া যাইবে,—তোমার সমস্ত শরীর পিছনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে,—তুমি কিছুতেই আর অধিকঙ্কণ দাঢ়াইয়া থাকিতে পারিবেনা,—তুমি এখনই পিছনের দিকে পড়িয়া যাইবে”। সে মিনিট দুই এক্স চিন্তা করিয়া ধীর, গভীর ও আদেশসূচক স্বরে বলিবে—“তুমি পিছনের দিকে পড়িয়া যাইতেছে, —ক্রমেই তোমার সমস্ত শরীর পিছনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে এবং আমি যখন আমার হাত দুইখানা সরাইয়া লইব, তখনই তুমি পিছনের দিকে পড়িয়া যাইবে ;—তখন তুমি আর কিছুতেই দাঢ়াইয়া থাকিতে পারিবেনা।” খুব মনোমোগের সহিত এই আদেশগুলি তিন-চার বার প্রদান করণাত্মক মন হিঁর করিয়া, অপেক্ষাকৃত গভীর ও আদেশসূচক স্বরে পুনর্বার বলিবে,—“এইঙ্কণ তুমি পিছনের দিকে পড়িয়া যাইতেছে ;—এই পড়ে যাচ্ছ—এই পড়ে যাচ্ছ—পড়ে গেলে—পড়ে গেলে—পড়েলে।” এই শেষেক্ষণ আদেশটি প্রদান করিবার সঙ্গে সঙ্গে, শিক্ষার্থী বাম হাতখানা পাত্রের কপালের উপর হইতে, তাহার বাম কাঁগ স্পর্শ না করিয়া (উহার উপর দিয়া) আন্তে আন্তে সরাইয়া লইবে এবং ঠিক সেই সময়ে তাহার ডান হাতের মুঠাটি ও তাহার ঘাড়ের উপর হইতে সরাইয়া ফেলিবে। শিক্ষার্থী হাত দুইখানা সরাইবার সঙ্গে, যখন দেখিতে পাইবে যে, পাত্র বাস্তবিক পিছনের দিকে পড়িয়া যাইতেছে তখন তাহাকে খুব তাঢ়াতাঢ়ি ধরিয়া ফেলিবে, যেন সে পড়িয়া গিয়া কোনরূপ আবাত না

সমোহন বিষ্ণা

পায়। যদি পাত্র উপদেশগুলি যথাযথরূপে পালন করিয়া থাকে, তবে সে নিশ্চয় পিছনের দিকে পড়িয়া যাইবে। কোন কোন পাত্র পিছনের দিকে পড়িয়া যাওয়ার বেঁক পাওয়া সত্ত্বেও, পড়িয়া গিয়া আবাত পাইবার আশঙ্কায় শক্তির গতি রোধ করিয়া স্থির ভাবে দাঢ়াইয়া থাকে। এজন্ত শিক্ষার্থী পূর্বেই পাত্রকে একপ বুঝাইয়া রাখিবে যে, যখন সে পিছনের দিকে পড়িয়া যাইবার বেঁক পাইবে, তখন যেন সে শক্তির গতিরোধ না করিয়া তাহার সম্পূর্ণ শরীরটি পিছনের দিকে পড়িতে দেয়, অর্থাৎ যেন সে পিছনের দিকে পড়িয়া যায়; যেহেতু পড়িয়া যাইবার সময়ই যখন তাহাকে দৃঢ়রূপে ধরিয়া ফেলা হইবে, তখন তাহার পড়িয়া গিয়া আবাত পাওয়ার কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই। আমি আশা করি যে, এই উপদেশগুলি যথাযথরূপে পালন করিয়া চেষ্টা পাইলে শিক্ষার্থী প্রথমবারেই ক্রতকার্য হইবে। যদি সে শিক্ষার প্রারম্ভে ছাই-একবার অক্রতকার্যও হয়, তখাপি সে নিরাশ হইয়া চেষ্টা পরিত্যাগ করিবে না। অধ্যবসায়ই ক্রতকার্যতাৰ মূল। উপযুক্ত অধ্যবসায়ের সহিত বিভিন্ন প্রকৃতিৰ কয়েকটি লোকেৱ উপৱ কয়েকবার চেষ্টা কৰিলেই সে নিশ্চয় ইহা সম্পাদন কৰিতে সমর্থ হইবে। কাহারও উপৱ প্রথম বাব চেষ্টা কৰিয়া অক্রতকার্য হইলে, দ্বিতীয় বাব চেষ্টা কৰিবে এবং আবশ্যক হইলে আট-দশ বাব পর্যন্তও উহা কৰিতে বিৱৰত থাকিবে না।

দ্বিতীয় পৱীক্ষা—পাত্রকে সম্মুখেৰ দিকে ফেলিয়া দেওয়া।

কার্যকাৱক যাহাকে লইয়া পূৰ্ববৰ্তী পৱীক্ষায় ক্রতকার্য হইয়াছে, অর্থাৎ যে থুব তাড়াতাড়ি পিছনের দিকে পড়িয়া যায়, বৰ্তমান পৱীক্ষাটি

জাগ্রদবহুয় মোহিত করণ

সম্পাদনের জগ্য তাহাকেই পাত্র ঘৰোনীত করিবে। তাহাকে পূর্বের গ্রাম পা ছইখানা জোড়া করিয়া এবং হাত ছইখানা ছই পাশে ঝুলাইয়া দিয়া সোজা ভাবে দাঁড় করাইবে। তৎপরে কার্য্যকারক তাহার সম্মুখে মুখামুখি হইয়া দাঁড়াইয়া, তাহার উভয় হাতের অঙ্গুলিগুলি পাত্রের কপালের উভয় পার্শ্বে (at the temples of the fore-head) স্থাপন করিবে এবং তাহাকে বেশ শাস্ত ও গন্তীরভাব অবলম্বন পূর্বক সমস্ত শরীরটি সাধামত বল শৃঙ্গ ও শিথিল করিয়া তাহার (কার্য্যকারকের) দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিতে বলিবে। এই সময় পাত্র তাহার চোখের পাতা উঠা-নামা করিতে কিম্বা চোখ কাঁপাইতে পারিবেনা এবং সে তাহার সাধ্যমত দৃষ্টি স্থির রাখিয়া খুব ঘনোয়েগের সহিত একপ চিন্তা করিবে—“আমি সাম্নের দিকে পড়িয়া যাইতেছি,—আমি সাম্নের দিকে পড়িয়া যাইতেছি,—ক্রমেই আমার সমস্ত শরীর সাম্নের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে,—আমি এখনই সাম্নের দিকে পড়িয়া যাইব—আমি নিচয় পড়িয়া যাইব।” যখন সে উক্তক্রপ চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন শিক্ষার্থী তাহার নাসিকা-মূলে (জু দুয়ের মধ্যস্থলের কিঞ্চিৎ নির্মে) অত্যন্ত স্থির ও প্রথর দৃষ্টি স্থাপন করতঃ একাগ্রতার সহিত নিরোক্তক্রপ ভাবিবে—“তুমি সাম্নের দিকে পড়িয়া যাইবে—তুমি কিছুতেই আর অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবেনা—তোমার সমস্ত শরীর সাম্নের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে—এবং তুমি এখনই সাম্নের দিকে পড়িয়া যাইবে” ইতাদি। সে মিনিট হই একপ চিন্তা করিয়া গন্তীর ও আদেশস্থচক স্বরে বলিবে—“তুমি সাম্নের দিকে পড়িয়া যাইতেছ—তুমি সাম্নের দিকে পড়িয়া যাইতেছ—ক্রমেই তোমার শরীর সাম্নের দিকে

সম্মোহন বিষ্টা

বুঁকিয়া পড়িতেছে এবং তুমি আর কিছুতেই দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবেনা ;—যখন আমি তোমার কপালের পাখ হইতে আমার হাত দুইখানা সরাইয়া ফেলিব, তখন তুমি আস্তে আস্তে সামনের দিকে পড়িয়া যাইবে ।” দুই-তিন বার এইরূপ আদেশ দেওয়ার পর, যখন সে বুঝিতে পারিয়াছে যে, আদেশের প্রতি পাত্রের মনোযোগাক্ষণ্ঠ হইয়াছে, তখন অপেক্ষাকৃত গভীর ও আদেশমুচক শব্দে বলিবে—“এইক্ষণ তুমি সামনের দিকে পড়িয়া যাইতেছ ;—এই পড়ে যাচ্ছ—এই পড়ে যাচ্ছ—পড়ে গেলে—পড়ে গেলে—পড়লো ।” এই আদেশ প্রদান করিবার সঙ্গে সঙ্গে কার্যকারিক পাত্রের কপালের উভয় পার্শ্ব হইতে তাহার হাত দুইখানা সামনের দিকে সরাইয়া আনিবে । যখন সে এইরূপে হাত দুইখানা সরাইয়া লইতেছে, তখন দেখিতে পাইবে যে, পাত্র তাহার হাতের প্রতি আক্ষণ্ঠ হইয়া, সামনের দিকে বুঁকিয়া পড়িয়া ভূপতিত হইবার উপক্রম হইয়াছে । বলা বাহুল্য যে, এই সময়ই তাহাকে দৃঢ়রূপে ধরিয়া ফেলিতে হইবে, অন্যথায় সে পড়িয়া গিয়া কোনরূপ আঘাত পাইতে পারে ।

যথাযথরূপে এই প্রণালীর অনুসরণ করিতে পারিলে শিক্ষার্থী প্রথম চেষ্টাতেই কৃতকার্য হইবে, সন্দেহ নাই । কারণ এই পরীক্ষা দুইটি খুব সহজ । আমার ভরসা আছে যে, যে কোন চতুর ব্যক্তি এই উপদেশ মত দুই-এক বার চেষ্টা করিলেই উক্ত পরীক্ষা দুইটি শুল্লঘনে সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবে । শিক্ষার্থী এই পরীক্ষা দুইটি করিবার সময়, পাত্রের ভূপতিত হইয়া আহত হইবার কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই, একথা তাহাকে পূর্বেই ভালুকরূপে বুঝাইয়া রাখিলে সে, আর শক্তির গতিরোধ করিতে

জাগ্রদবস্থায় মোহিত করণ

ইচ্ছুক হইবে না। সে প্রথম প্রথম একটি নীরব ও জনশূন্য গৃহে পাত্রকে আহ্বান করিয়া এই পরীক্ষাগুলি করিবে এবং যে পর্যন্ত কয়েকটি বিভিন্ন লোকের উপর উহাদিগকে সম্পাদন করিতে সমর্থ না হইবে, ততদিন সে কোন লোকের সম্মুখে উহা করিবার চেষ্টা পাইবেন।

তৃতীয় পরীক্ষা—পাত্রের দুই হাত একত্রে জুড়িয়া দেওয়া

কার্যকারিক যাহাকে লইয়া পূর্বোক্ত পরীক্ষা দুইটিতে ক্রতকার্য হইয়াছে, অর্থাৎ যে খুব তাড়াতাড়ি পিছনের ও সামনের দিকে পড়িয়া যায়, এই পরীক্ষাটি সম্পাদনের অন্ত তাহাকেই পাত্র মনোনীত করিবে।

পাত্রকে সরল ভাবে পা দুইখানা জোড় করিয়া দাঁড় করাইবে এবং তাহাকে তাহার ডান হাতের অঙ্গুলিগুলি বাম হাতের অঙ্গুলিগুলির ফাঁকে প্রবেশ করিয়া দিয়া, একটি দৃঢ় মুষ্টি করিতে বলিবে—অর্থাৎ সে তাহার দক্ষিণ কনিষ্ঠাকে বাম কনিষ্ঠা ও অনামিকার মধ্যে, দক্ষিণ অনামিকাকে বাম অনামিকা ও মধ্যমার মধ্যে, দক্ষিণ মধ্যমাকে বাম মধ্যমা ও তর্জনীর মধ্যে, দক্ষিণ তর্জনীকে বাম বৃক্ষার উপর রাখিয়া উভয় হাতের তালুদ্বয় পরস্পরের গায়ে জোরের সহিত চাপিয়া ধরিয়া, একটি কঠিন মুষ্টি করিবে। ঐরূপ করা হইলে, সে বেশ শাস্ত ও গন্তীরভাব অবলম্বন পূর্বক ষির দৃষ্টিতে কার্যকারিকের চোখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া খুব একাগ্রতার সহিত নিম্নোক্তরূপ ভাবিতে আরম্ভ করিবে। যথা—“আমার হাত দুইখানা পরস্পরের গায়ে জোড়া লাগিয়া যাইতেছে এবং আমি

সশ্রোতন বিষ্ণা

উহাদিগকে আর খুলিতে পারিবনা,—আমার হাত দুইখানা খুব দৃঢ়রূপে
আঁটিয়া থাইতেছে এবং আমি কিছুতেই উহাদিগকে ফাঁক করিয়া খুলিতে
পারিবনা—আমার হাত দুইখানা খুব কঠিন—আরও কঠিনরূপে জোড়া
লাগিয়া থাইতেছে—আমি কখনও খুলিতে পারিবনা। আমি হাত
খুলিতে যতই চেষ্টা করিব, উহারা ততই দৃঢ় ও কঠিনরূপে জোড়া লাগিয়া
থাকিবে।” যখন সে উজ্জ্বল চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন
কার্য্যকারক তাহার নাসিকা-মূলে খুব শ্বিন্দ ও প্রথম দৃষ্টি স্থাপন পূর্বক,
উভয় হাত দ্বারা ঐ মুষ্টিবন্ধ হাত দুইখানার চারি পার্শ্বে পাস করিতে আরম্ভ
করিবে, অর্থাৎ সেই মুষ্টিকে তাহার হাত দ্বারা আন্তে আন্তে বুলাইয়া
দিতে স্বীকৃত করিবে এবং তৎসঙ্গে নিয়োজ্জ্বল চিন্তা করিবে—“তোমার হাত
দুইখানা খুব দৃঢ়রূপে জোড়া লাগিয়া থাইতেছে এবং তুমি কিছুতেই তোমার
হাত খুলিতে পারিবেনা। আমি যতক্ষণ তোমার হাত খুলিতে আদেশ না
করিব, ততক্ষণ তুমি কিছুতেই তোমার হাত খুলিতে পারিবেনা—হাজার
চেষ্টা করিয়াও পারিবেনা—গ্রাগপণ চেষ্টা করিয়াও পারিবেনা।”
কার্য্যকারক মিলিট দুই এইরূপ চিন্তা করার পর, একাগ্রতার সহিত
ধীর, গভীর ও আদেশস্থচক স্বরে বলিবে—“তোমার হাত দুইখানা
একত্রে জোড়া লাগিয়া থাইতেছে—তুমি কখনও তোমার
হাত দুইখানা টানিয়া খুলিতে পারিবেনা—উহারা কর্মেই
দৃঢ়রূপে জোড়া লাগিয়া থাইতেছে এবং তুমি কখনও খুলিতে
পারিবেনা; যতক্ষণ আমি তোমাকে হাত খুলিতে না বলিব,
ততক্ষণ তোমার হাত কিছুতেই খুলিবে না—কখনও খুলিবে না।”
তিন-চার বার এইরূপ আদেশ দেওয়ার পর, যখন তাহার মন আরও

জাগ্রদবস্ত্রায় মোহিত করণ

অধিক একাগ্র হইয়াছে, তখন অত্যন্ত গন্তীর ও আদেশস্মচক স্বরে বলিবে—
“তোমার হাত দ্রুইখানা একেবারে জুড়ে গেছে—তুমি কিছুতেই
আর উহাদিগকে খুলিতে পারিবেনা—তুমি হাত খুলিতে যত
অধিক চেষ্টা করিবে, উহারা ততই শক্ত—দৃঢ় ও কঠিনক্রপে
জোড়া লাগিয়া থাকিবে—তুমি কিছুতেই খুলিতে পারিবে না;
—চেষ্টা কর—চেষ্টা কর—খুব চেষ্টা কর—কিছুতেই পারিবেনা
—হাজার চেষ্টা করিয়াও পারিবেনা—প্রাণগণ চেষ্টা করিয়াও
পারিবেনা।” এই শেষ আদেশটি দেওয়া হইলে, তাহার হাতের মুঠের
উপর পাস দেওয়া বন্ধ করিবে এবং তাহাকে হাত খুলিবার জন্য চেষ্টা
করিতে বলিবে। যদি শিক্ষার্থী যথাযথভাবে এই নিয়মের অনুসরণ
করিয়া থাকে, তবে সে নিজেই দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইবে যে, পাত্রের
হাত দ্রুইখানা বাস্তবিক অত্যন্ত দৃঢ়ক্রপে জোড়া লাগিয়া গিয়াছে এবং সে
সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও উহাদিগকে খুলিতে পারিতেছে না। সে হই-এক
মিনিট চেষ্টা করিয়া হাত খুলিতে না পারিলে, একাদশ পাঠের উপদেশা-
মূল্যারে তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া দিবে—অর্থাৎ তাহার হাত খুলিয়া দিবে।
আর যদি তাহার হাত বন্ধ না হইয়া থাকে, তবে এই নিয়মটি পুজ্ঞামুপজ্ঞানপে
অনুসরণ করতঃ তাহার উপর দ্বিতীয় কিঞ্চ তৃতীয় বার চেষ্টা করিবে।

চতুর্থ পরীক্ষা—পাত্রের চক্ষুর পাতা জুড়িয়া দেওয়া

যাহার হাত খুব তাড়াতাড়ি জুড়িয়া যায়, শিক্ষার্থী তাহার উপরই
নিম্নোক্ত পরীক্ষাটি সম্পাদন করিবার চেষ্টা পাইবে। পাত্রের হাত
দ্রুইখানা দ্রুই পার্শ্বে ঝুলাইয়া দিয়া এবং পা দ্রুইখানা জোড়া করিয়া

সম্মোহন বিষ্ণা

তাহাকে সরল ভাবে দাঢ় করাইবে। তৎপরে তাহাকে চক্র বৃজিয়া খুব
মনোযোগের সহিত নির্মোক্ষনপ চিন্তা করিতে বলিবে। যথা—“আমার
চক্র জুড়িয়া যাইতেছে এবং আমি কিছুতেই উহাদিগকে টানিয়া থুলিতে
পারিবনা”। যখন সে এইরূপ চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন
কার্য্যকারক তাহার সম্মুখে দাঢ়াইয়া, তাহার নাসিকা-মূলে খুব হিঁর ও
প্রথর দৃষ্টি স্থাপন করতঃ উভয় হাত দ্বারা তাহার মেই মুদিত চক্র দুইটির
উপর আন্তে আন্তে পাস করিতে আরম্ভ করিবে এবং তৎসঙ্গে সুস্পষ্ট, গন্তীর
ও আদেশসূচক স্বরে বলিবে—“তোমার চোখের পাতা দৃঢ়রূপে
জোড়া লাগিয়া যাইতেছে,—তুমি আর তোমার চোখের পাতা
টানিয়া থুলিতে পারিবেনা ;—উহারা খুব দৃঢ়রূপে—আরও
কঠিনরূপে জুড়িয়া যাইতেছে এবং তুমি কিছুতেই উহাদিগকে
টানিয়া থুলিতে পারিবেনা ;—তুমি উহাদিগকে থুলিতে যতই
চেষ্টা করিবে, উহারা ততই দৃঢ় ও কঠিনরূপে বক্ষ হইয়া
থাকিবে—তুমি হাজার চেষ্টা করিয়াও উহাদিগকে থুলিতে
পারিবেনা ;—প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও পারিবেনা”। তিন-চার
বার এইরূপ আদেশ দেওয়ার পর, অপেক্ষাকৃত গন্তীর ও আদেশসূচক
স্বরে বলিবে—“তোমার চক্রুর পাতা শুলি একদম জুড়িয়া গিয়াছে
এবং তুমি আর উহাদিগকে টানিয়া থুলিতে পারিবেনা ;—
তুমি যতই চেষ্টা করিবে, উহারা ততই দৃঢ় ও কঠিনরূপে বক্ষ
হইয়া থাকিবে ;—চেষ্টা কর—চেষ্টা কর—আরও চেষ্টা কর—
কিন্তু কিছুতেই পারিবেনা—কখনও পারিবেনা।” তাহার
চক্র বক্ষ হইলে পর তাহাকে একাদশ পাঠের নিয়মে প্রকৃতিষ্ঠ করিয়া
দিবে।

জাগ্রদবস্থায় মোহিত করণ

পঞ্চম পরীক্ষা—পাত্রকে কথা বলিতে অসমর্থ করণ

যাহার হাত ও চক্ষু জুড়িয়া গিয়াছে তাহার উপরই বর্তমান পরীক্ষাটি
করিতে চেষ্টা পাইবে। পাত্রকে পূর্বের আয় সোজা ভাবে দাঢ় করাইয়া
স্থির দৃষ্টিতে কার্য্যকারকের চোখের দিকে তাকাইয়া ধাকিতে বলিবে এবং
যথন মে ত্রুট্য করিয়াছে, তখন কার্য্যকারক নিজের দক্ষিণ বৃক্ষাঙ্কুলি
দ্বারা তাহার গলার উপর (গলার মধ্যে যে একখালি কোণাকার হাড়
আছে—যাহাকে ইংরাজীতে Adam's Apple বলে) পাস করিবে এবং
তৎসঙ্গে তাহার নাসিকা-মূলে স্থির দৃষ্টি স্থাপন করতঃ গম্ভীর স্বরে বলিবে—
“তোমার গলা বন্ধ হইয়া যাইতেছে এবং তুমি তোমার
নাম বলিতে পারিবেনা ;—তুমি ছাজার চেষ্টা করিয়াও
পারিবেনা—প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও পারিবেনা—কখনও
পারিবেনা।” এইক্ষণ কয়েকবার আদেশ দিবার পর অপেক্ষাকৃত
দৃঢ়তার সহিত বলিবে—“এইক্ষণ তোমার গলা বন্ধ হইয়া গিয়াছে,
—তোমার বাক্য সম্পূর্ণরূপে রোধ হইয়া গিয়াছে এবং তুমি
আর তোমার নাম বলিতে পারিবেনা—ছাজার চেষ্টা করিয়াও
পারিবেনা—প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও পারিবেনা ;—চেষ্টা
কর—চেষ্টা কর—আরও চেষ্টা কর—কখনও পারিবেনা—
কিছুতেই পারিবেনা” ইত্যাদি। তৎপরে তাহাকে নাম বলিতে
বলিবে ; যদি সে উহা বলিতে না পারে, তবে উক্ত পাঠের নিয়মানুসারে
তাহাকে প্রতিষ্ঠ করিয়া দিবে।

সম্মোহন বিষ্ণা

ৰ্ষষ্ঠ পৱীক্ষা—পাত্রের হাতে লাঠি জুড়িয়া দেওয়া

শিক্ষার্থী যাহার উপর পূর্ব পৱীক্ষাগুলিতে ক্রতকার্য হইয়াছে, তাহাকেই পাত্র মনোনীত করিবে। সে পূর্বের শাঁয় সরল ভাবে দাঢ়াইবে এবং হির দৃষ্টিতে কার্যকারকের চোখের দিকে তাকাইয়া, উভয় হাত দ্বারা খুব দৃঢ়রূপে একগাছা মোটা লাঠির মধ্যস্থল চাপিয়া ধরিয়া থাকিবে। ঐরূপ করা হইলে, সে মনোযোগের সহিত এরূপ চিন্তা করিবে যে, ঐ লাঠিগাছটা দৃঢ়রূপে তাহার হাতের সঙ্গে জোড়া লাগিয়া যাইতেছে এবং সে কিছুতেই তাহার হাত হইতে ঐ লাঠিগাছটা ফেলিয়া দিতে পারিবে না—কিছুতেই পারিবে না ইত্যাদি। যথন সে উক্তরূপ ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন কার্যকারক তাহার নাসিকা-মূলে হির ও প্রথর দৃষ্টি স্থাপন পূর্বক গন্তীর ও আদেশস্থচক স্বরে বলিবে—“এই লাঠিগাছটা তোমার হাতের সঙ্গে খুব দৃঢ়রূপে জোড়া লাগিয়া যাইতেছে এবং তুমি কিছুতেই উহাকে তোমার হাত হইতে খুলিয়া ফেলিতে পারিবেনা;—তুমি উহাকে ফেলিয়া দিতে যত অধিক চেষ্টা করিবে, উহা তোমার হাতে তত দৃঢ়রূপে লাগিয়া থাকিবে, এবং তুমি হাজার চেষ্টা করিয়াও উহা ফেলিতে পারিবেনা—কখনও পারিবেনা—কিছুতেই পারিবেনা।” তিন-চার বার এরূপ আদেশ দেওয়ার পর আরও অধিক একাগ্রতার সহিত বলিবে—‘লাঠিগাছটা তোমার হাতে অত্যন্ত দৃঢ়রূপে জোড়া লাগিয়া গিয়াছে এবং তুমি আর উহা ফেলিয়া দিতে পারিবেনা—কিছুতেই পারিবেনা—আগপন চেষ্টা করিয়াও

জাগ্রদবন্ধায় মোহিত করণ

পারিবেনা ;—চেষ্টা কর—চেষ্টা কর—আরও চেষ্টা কর” ইত্যাদি। সে উহা ফেলিবার জন্য কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পর তাহাকে অক্ষতিশূ করিয়া দিবে।

সপ্তম পরীক্ষা—পাত্রকে বসিতে অসমর্থ করণ

যাহার উপর পূর্বোক্ত পরীক্ষাঙ্গলি শুন্দরুলপে সম্পাদিত হইয়াছে, তাহাকে পাত্র নির্বাচন করতঃ পূর্বের স্থান তাহার হাত দ্রুইথানি দ্রুই পাশে ঝুলাইয়া দিয়া, সরল ভাবে দাঢ় করাইবে। তৎপরে তাহাকে তাহার পা দ্রুইথানি (গোড়ালী হইতে উকু পর্যন্ত স্থান) খুব কঠিন করিতে বলিবে। ঐরূপ করা হইলে সে, কার্য্যকারকের চোখের দিকে শির দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিয়া, মনোযোগের সহিত একপ চিন্তা করিবে যে, তাহার পা দ্রুইথানা সম্পূর্ণরূপে কঠিন ও শক্ত হইয়া থাইতেছে এবং সে কিছুতেই (তাহার পশ্চাতে স্থাপিত) চেয়ারে বসিতে পারিবেনা ; তাহার পা দ্রুইথানা অত্যন্ত কঠিন হইয়া গিয়াছে সুতরাং সে হাজার চেষ্টা করিয়াও চেয়ারে বসিতে পারিবেনা। তৎপরে কার্য্যকারক তাহার নাসিকা-মূলে শির ও তৌঙ্ক দৃষ্টি স্থাপন করতঃ গভীর ও আদেশসূচক স্বরে বলিবে—“তোমার পা দ্রুইথানা শক্ত হইয়া থাইতেছে—তুমে ক্রমে খুব শক্ত—আরও শক্ত হইয়া থাইতেছে—তুমি কখনও চেয়ারে বসিতে পারিবেনা—কিছুতেই বসিতে পারিবেনা—হাজার চেষ্টা করিয়াও পারিবেনা—প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও পারিবেনা” ইত্যাদি। এইরূপ কয়েকবার বলিয়া অপেক্ষাকৃত দৃঢ়ত্বার

সম্মোহন বিষ্ণা

সহিত পুনর্বার বলিবে—“তোমার পা দ্বইখানা লোহার মত শক্ত
হইয়া গিয়াছে এবং তুমি কিছুতেই আর চেয়ারে বসিতে পারিবে
না ;—তুমি বসিতে যত চেষ্টা করিবে, তোমার পা দ্বইখানা তত
দৃঢ় ও কঠিন হইয়া থাকিবে,—তুমি কিছুতেই বসিতে পারিতেছ
না ;—চেষ্টা কর—চেষ্টা কর—আরও চেষ্টা কর” ইত্যাদি। সে
বসিবার নিমিত্ত কিছুক্ষণ চেষ্টা পাইবার পর তাহাকে অক্ষতিশুল্ক করিয়া
দিবে।

অষ্টম পরীক্ষা—পাত্রকে দাঁড়াইতে অসমর্থ করণ

পাত্র নির্বাচন করিয়া তাহাকে একখানা চেয়ারে, তাহার পা দ্বইখানা
ধরের মেঝের উপর চাপিয়া বসিতে বলিবে। উক্ত নিয়মে বসিবার
পর, সে কার্যকারকের চোথের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিয়া
একাগ্রতার সহিত এরূপ চিন্তা করিবে যে, তাহার সমস্ত শরীরটি ঐ
চেয়ারের সঙ্গে আঁটিয়া যাইতেছে এবং সে আর চেয়ার হইতে উঠিতে
পারিবেনা। যখন সে উক্তরূপ ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন কার্য-
কারক স্থির ও প্রথম দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া অত্যন্ত একাগ্রতার
সহিত গভীর ও আদেশ স্মৃত স্মরে বলিবে—“তোমার সমস্ত শরীর
এই চেয়ারের সঙ্গে জোড়া লাগিয়া যাইতেছে এবং তুমি আর
চেয়ার হইতে উঠিতে পারিবেনা—তমি উঠিতে যত অধিক চেষ্টা
করিবে, তোমার শরীর তত দৃঢ়রূপে উহাতে জুড়িয়া যাইবে ;—
তুমি কিছুতেই উঠিতে পারিবেনা—কখনও উঠিতে পারিবে
না—প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও পারিবেনা।” তৎপর আরও দৃঢ়তার

জাগ্রদবস্থায় মোহিত করণ

সহিত বলিবে—“তোমার সমস্ত শরীরটি চেয়ারের সঙ্গে একদম জুড়িয়া গিয়াছে—তুমি হাজার চেষ্টা করিয়াও আর উঠিতে পারিবেনা—কখনও উঠিতে পারিবেনা;—চেষ্টা কর—চেষ্টা কর—আরও চেষ্টা কর” ইত্যাদি। পাত্র উঠিবার অন্ত কিছুক্ষণ চেষ্টা পাইবার পর, তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া দিবে।

নবম পরীক্ষা—পাত্রকে মুখ বন্ধ করিতে অসমর্থ করণ

শিক্ষার্থী পাত্রকে সামনে দাঢ় করাইয়া তাহাকে মুখ খুলিতে অর্থাৎ হা করিতে বলিবে। সে কার্য্যকারকের দিকে তাহার মুখ হা করিয়া (হা টা বেশ বড় হওয়া চাই) স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিবে এবং একপ চিন্তা করিবে যে, সে আর মুখ বন্ধ করিতে পারিবেনা; কার্য্যকারক যতক্ষণ তাহাকে মুখ বন্ধ করিতে না বলিবে, ততক্ষণ সে কিছুতেই তাহার মুখ বুজিতে পারিবেনা; কারণ তাহার হা টা ক্রমেই বড় হইয়া যাইতেছে। তৎপরে কার্য্যকারক তাহার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া একাগ্রমনে ও আদেশ স্মৃচক স্বরে বলিবে—“তুমি আর তোমার মুখ বন্ধ করিতে পারিবেনা;—তোমার হা টা ক্রমেই অত্যন্ত বড় হইয়া যাইতেছে এবং তুমি কিছুতেই উহা বন্ধ করিতে পারিবেনা;—তুমি যতই চেষ্টা করিবে, ততই পারিবেনা;—হাজার চেষ্টা করিয়াও পারিবেনা—প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও পারিবেনা; চেষ্টা কর—চেষ্টা কর—আরও চেষ্টা কর—ধূৰ চেষ্টা কর” ইত্যাদি। সে মুখ বন্ধ করিতে কিছুক্ষণ চেষ্টা পাইবার পর তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া দিবে।

সম্মোহন বিষ্টা

দশম পরীক্ষা—পাত্রকে লাফ দিতে অসমর্থ করণ

পাত্রকে সরলভাবে দাঢ় করাইয়া, তাহার এক হাত সম্মুখে, ঘরের মেঝের উপর, পাশাপাশিভাবে একথানি লাঠি রাখিবে। তৎপরে সে তাহার উভয় পা দ্বাইখানা (গোড়ালী হইতে উক্ত পর্যন্ত) খুব শক্ত করিয়া স্থির দৃষ্টিতে কার্য্যকারকের দিকে তাকাইয়া থাকিবে। ঐন্দ্রিপ করা হইলে, সে মনোযোগের সহিত একেপ চিন্তা করিবে যে, তাহার সমন্ত পা দ্বাইখানা অত্যন্ত দৃঢ় ও শক্ত হইয়া থাইতেছে এবং সে লাকাইয়া ছি লাঠিখানা ডিঙ্গাইতে পারিবেনা—কিছুতেই পারিবেনা—কখনও পারিবেন। যখন সে ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন কার্য্যকারক খুব প্রথর দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া একাগ্রমনে ধীর ও গভীর স্বরে বলিবে—“তোমার পা দ্বাইখানা খুব শক্ত হইয়া থাইতেছে এবং তুমি লাকাইয়া আর গুঁজাইতে পারিবেনা ;—তুমি উহা ডিঙ্গাইতে বত চেষ্টা করিবে, তোমার পা দ্বাইখান। তত শক্ত ও কঠিন হইয়া থাকিবে ;—তুমি কিছুতেই লাকাইতে পারিবেনা—কখনও পারিবেনা—কিছুতেই পারিবে না ;—চেষ্টা কর—চেষ্টা কর” ইত্যাদি। পাত্র লাফ দিবার জন্য কিছুক্ষণ চেষ্টা পাইবার পর তাহাকে প্রক্রতিস্থ করিয়া দিবে।

একাদশ পরীক্ষা—পাত্রকে চলিতে অসমর্থ করণ

পাত্রকে সামনে দাঢ় করাইয়া স্থির দৃষ্টিতে কার্য্যকারকের চোখের দিকে তাকাইয়া থাকিতে এবং মনোযোগের সহিত একেপ চিন্তা করিতে বলিবে

জাগ্রদবস্থায় মোহিত করণ

যে, তাহার পা দুইখানা ঘরের মেঝের সঙ্গে দৃঢ়রূপে জোড়া লাগিয়া যাইতেছে এবং সে আর হাঁটিতে পারিবেনা। তৎপরে কার্য্যকারক হ্রি
ভাবে তাহার মাসিকা-মূলে প্রথর শৃষ্টি ষ্টাপন করিয়া গভীর ও
আদেশসূচক স্বরে বলিবে—“তোমার পা দুইখানা মেঝের সঙ্গে
কঠিনরূপে জোড়া লাগিয়া যাইতেছে এবং তুমি আর হাঁটিতে
পারিবেনা; এইক্ষণ তোমার পা দুইখানা ধৰ কঠিন ও দৃঢ়রূপে
মেঝের সঙ্গে লাগিয়া গিয়াছে এবং তুমি আর এক পাও চলিতে
পারিবেনা; তুমি যত চেষ্টা করিবে, তোমার পা দুইখানা
তত দৃঢ়রূপে জোড়া লাগিয়া থাকিবে; তুমি হাজার চেষ্টা
করিয়াও চলিতে পারিবেনা—আগপণ চেষ্টা করিয়াও
পারিবেনা; চেষ্টা কর—চেষ্টা কর—কিছুতেই পারিবেনা—
কখনও পারিবেনা।” পাত্র চলিবার জন্য কিছুক্ষণ চেষ্টা পাইবার পর
তাহাকে প্রকৃতিশূন্য করিয়া দিবে।

দ্বাদশ পরীক্ষা—পাত্রকে মুখ খুলিতে অসমর্থ করণ

পাত্র সরলভাবে দাঁড়াইয়া তাহার ওষ্ঠস্বর জোরের সহিত পরম্পরের
গায়ে চাপিয়া রাখিয়া শক্তরূপে মুখ বন্ধ করিবে। ঐরূপ করা
হইলে, সে কার্য্যকারকের চোখের দিকে তাকাইয়া চিন্তা করিবে
যে, তাহার ওঠ দুইখানা কঠিনরূপে জুড়িয়া যাইতেছে এবং সে
আর মুখ খুলিতে অর্থাৎ হা করিতে পারিবেনা। তৎপরে কার্য্যকারক

সম্মোহন বিষ্ণা

তাহার নাসিকা-মূলে প্রথম দৃষ্টি স্থাপন “করতঃ আদেশস্থচক স্বরে
বলিবে—‘তোমার ওঠ দুইখানা দৃঢ়জনপে জুড়িয়া যাইতেছে এবং
তুমি আর হা করিতে পারিবেনা ; এইক্ষণ তোমার ওষ্ঠস্বয়়
অত্যন্ত শক্তজনপে জুড়িয়া গিয়াছে এবং তুমি আর কিছুতেই
তোমার মুখ খুলিতে পারিবেনা—হাজার চেষ্টা করিয়াও
পারিবেনা ; চেষ্টা কর—চেষ্টা কর—খব চেষ্টা কর—আরও
চেষ্টা কর—কিছুতেই পারিবেনা—কখনও পারিবেনা।’” পাত্র
মুখ খুলিতে কিছুক্ষণ চেষ্টা পাইবার পর তাহাকে প্রকৃতিশু করিবে ।

অয়োদশ পরীক্ষা—পাত্রকে ঘূষি মারিতে অসমর্থ করণ

পাত্র সামনে দাঢ়াইয়া কার্যকারকের কপাল বরাবর একটা ঘূষি লক্ষ্য
করিয়া রাখিবে । সে জ্ঞেয়ানিত হইয়া ঘূষি মারিতে যেরূপ ভঙ্গীভে
দাঢ়ায়, এখনও তাহাকে সেরূপ ভাবে দাঢ়াইয়া ঘূষি লক্ষ্য করিতে
হইবে । ঐরূপ করা হইলে, সে স্থির দৃষ্টিতে কার্যকারকের চোখের
দিকে তাকাইয়া থাকিবে এবং কার্যকারক তাহার প্রতি স্থির দৃষ্টিতে
তাকাইয়া আদেশস্থচক স্বরে বলিবে—“তুমি আমাকে ঘূষি মারিতে
পারিবেনা—তুমি আমাকে কিছুতেই ঘূষি মারিতে পারিবেনা ;—
তোমার হাতখানা এখন যেরূপ অবস্থায় আছে, উহা
ঠিক সেরূপ ভাবেই থাকিবে—তুমি কিছুতেই ঘূষি মারিতে
পারিবেনা ;—হাজার চেষ্টা করিয়াও পারিবেনা—প্রাণপণ

জাগ্রদবস্থায় মোহিত করণ

চেষ্টা করিয়াও পারিবেনা—চেষ্টা কর—চেষ্টা কর” ইত্যাদি।
পাত্র ঘূষি মারিবার অন্ত কিছুক্ষণ চেষ্টা পাইবার পর তাহাকে প্রক্রিয়া
করিয়া দিবে।

চতুর্দশ পরীক্ষা

ছইজন পাত্রের হাত একত্রে জুড়িয়া দেওয়া

কার্য্যকারক যে ছই ব্যক্তিকে কতকগুলি শারীরিক পরীক্ষামূল
অভিভৃত করিতে সমর্থ হইয়াছে, এই পরীক্ষাটি তাহাদের উপরই
সম্পাদনের প্রয়াস পাইবে। তাহাদিগকে সরল ভাবে দাঢ় করাইয়া,
পরম্পরের হাত দৃঢ়ক্রপে চাপিয়া ধরিতে বলিবে। যে রকমে ছই ব্যক্তি
হাণ্ডেক (hand-shake) বা করমদ্বিন করে, তাহারা পরম্পরের ডান
হাত দেইমত শক্তক্রপে চাপিয়া ধরিবে ও কার্য্যকারকের চোখের দিকে
তাকাইয়া মনোযোগের সহিত একপ চিন্তা করিবে যে, তাহাদের হাত
ছইখানা একত্রে দৃঢ়ক্রপে জোড়া লাগিয়া যাইবে এবং তাহারা তাহাদের
হাত ছইখানা আর খুলিতে পারিবেনা। যখন তাহারা ঐক্য করিয়াছে,
তখন কার্য্যকারক ক্রমান্বয়ে ছইজনের নামা-মূলে প্রথম দৃষ্টি স্থাপন করিয়া
আদেশস্মচক স্বরে বলিবে—“তোমাদের হাত ছইখানা পরম্পরের
সহিত শক্তক্রপে জোড়া লাগিয়া যাইতেছে—এইক্ষণ উহারা খুব
দৃঢ়ক্রপে—আরও কঠিনক্রপে জুড়িয়া গিয়াছে এবং তোমরা
কিছিতেই আর উহাদিগকে খলিতে পারিবেনা—হাজার চেষ্টা

সম্মোহন বিষ্টা

করিয়া পারিবেনা—প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও পারিবেনা ;—
চেষ্টা কর—চেষ্টা কর—আরও চেষ্টা কর—কিছুতেই পারিবে
না—কখনও পারিবেনা।” তাহারা হাত খুলিতে কিছুক্ষণ চেষ্টা
পাইবার পর তাহাদিগকে অক্ষতিস্থ করিয়া দিবে।

একাদশ পাঠ

জাগ্রদবস্থায় সম্মোহিত পাত্রকে প্রকৃতিশ্চ করণ

যখন শিক্ষার্থী বুঝিতে পারিয়াছে যে, পাত্রের হাত, চক্ষু ইত্যাদি
দৃঢ়ক্লপে জোড়া লাগিয়া বন্ধ হইয়া গিরাছে এবং সে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও
উহাদিগকে খুলিতে পারিলানা, তখন তাহাকে নিম্নোক্ত নিয়মে প্রকৃতিশ্চ
করিয়া দিবে। পাত্রের নাসিকা-মূলে স্থির ও প্রথর দৃষ্টি স্থাপন পূর্বক,
উভয় হাত দ্বারা জোরে দ্রুই-তিনি বার করতালি দিবে এবং তৎসঙ্গে আদেশ
স্বচক স্বরে “সেরে গেছে—জাগ—জাগ—জেগে উঠ—জাগ”
ইত্যাদি বলিলেই তাহার হাত, চক্ষু ইত্যাদি খুলিয়া যাইবে। যদি
অত্যন্ত দৃঢ়ক্লপে বন্ধ হইয়া থাকে এবং ঐক্রম করিবার পর খুলিয়া না যায়,
তাহা হইলে সে হাত দ্রুইখনা ফাঁক করিবার নিমিত্ত, উভয় হাত দ্বারা
জোরের সহিত হঠাৎ দ্রুই-একবার টান্ দিবে এবং তৎসঙ্গে “সেরে গেছে
—সেরে গেছে—জাগ—জেগে উঠ” ইত্যাদি বলিবে। এই নিয়মে
সে জাগ্রদবস্থায় মোহিত সকল পাত্রকেই প্রকৃতিশ্চ করিতে সমর্থ হইবে।
তথাপি যদি না থোলে, তবে তাহাকে হাত খুলিতে আর অধিক চেষ্টা
করিতে নিষেধ করিয়া ৪৫ মিনিটের জন্য তাহাকে পরিত্যাগ করিবে।
তৎপরে পুনরায় তাহার দিকে অত্যন্ত স্থির ও ভীক্ষ দৃষ্টিতে তাকাইয়া

সম্মোহন বিষ্টা

একাগ্রতার সহিত আদেশ স্বচক স্বরে “সেরে গেছে—সেরে গেছে—জাগ—জাগ” ইত্যাদি বলিলেই সে নিশ্চয় প্রকৃতিশৃঙ্খলার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

জাগ্রাদবস্থায় সম্মোহিত পাত্র অধিকক্ষণ সম্মোহন শক্তির আয়তাধীন থাকেনা ; স্মৃতির কার্যকারিক তাহাকে প্রকৃতিশৃঙ্খলার অন্তর্ভুক্ত করিতে না পারিলেও (যাহা কখনও হয় না) তাহার আশঙ্কার কোন কারণ নাই । যেহেতু উক্তাবস্থা হইতে কিয়ৎক্ষণ পরে সে স্বতঃই প্রকৃতিশৃঙ্খলার অন্তর্ভুক্ত হইয়া উঠে ।

ଦ୍ୱାଦଶ ପାଠ

ଜାଗ୍ରଦବନ୍ଧୁଯ ମୋହିତ କରା ସମ୍ବନ୍ଧେ ବିଶେଷ ଉପଦେଶ

ପୂର୍ବୋକ୍ତ ପାଠ ସମୁହେ ସେ ପରୀକ୍ଷାଗୁଣି ପ୍ରଦତ୍ତ ହଇଯାଛେ, ଉହାଦିଗଙ୍କେ “ଶାରୀରିକ ପରୀକ୍ଷା” (Physical Tests) ବଲେ । ଉହାଦିଗଙ୍କେ ସମ୍ପାଦନ କରିତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରକ ନିଷ୍ଠୋକ୍ତ ବିଷୟଗୁଣିର ଉପର ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ରାଖିବେ ।

(୧) କୋନ ଲୋକଙ୍କେ ତାହାର ଇଚ୍ଛାର ବିରକ୍ତ ମୋହିତ କରା କିଞ୍ଚିତ ; ଏହା ମେ ମୋହିତ ହିତେ ଇଚ୍ଛୁକ କିନା, ତାହା ପୂର୍ବେ ଜାନିଯା ଲାଇବେ । ସମ୍ଭାବନା ମେ ମୋହିତ ହିତେ ଇଚ୍ଛୁକ ନା ହୁଏ, ତବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରକ ତାହାଙ୍କେ ପରିଷକାରକରୁଥିଲେ ସୁବ୍ରାହ୍ମିଯା ବଲିବେ ସେ, ଏହି ପରୀକ୍ଷାଗୁଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ଆମ୍ରୋଦଜନକ ଜ୍ଞାନିକ ମାତ୍ର ; ହୁତରାଂ ଉହାଦେର ଦ୍ୱାରା ତାହାର ଶାରୀରିକ ବା ମାନସିକ କୋନ ପ୍ରକାର ଅନିଷ୍ଟେହି ସନ୍ତାବନା ନାହିଁ । ଏକଥିବା ବଲିଲେ ହୃଦୟରେ ଆରା ମୋହିତ ହିତେ ଅନିଚ୍ଛୁକ ହାତିବେ ନା ।

(୨) ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ସମୟ ପାତ୍ର ହେଲିବା ଓ ଗଞ୍ଜୀର ଭାବ ଅବଳମ୍ବନ ପୂର୍ବକ ମନୋଯୋଗେର ସହିତ ଆଦିଷ୍ଟ ବିଷୟେର ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏବଂ କଦାପି କଥା-ବାର୍ତ୍ତା ବଲିଯା ବା ହାତ୍-କୋତୁକ କରିଯା କୋନକୁଳ ଚପଳତା ପ୍ରକାଶ କରିବେନା ।

(୩) କ୍ରେକଟ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକେର ଉପର ଏହି ପରୀକ୍ଷାଗୁଣି ସମ୍ପାଦନ କରିଯା କ୍ରତକାର୍ଯ୍ୟ ନା ହେଯା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରକ କାହାରୁ ମୁଖ୍ୟ କୋନ ପରୀକ୍ଷା କରିବେନା । କାରଣ ଦର୍ଶକଗଣେର କଥା-ବାର୍ତ୍ତା, ନଡ଼ା-ଚଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦିତେ ଅନେକ ସମୟ ଏକାଗ୍ରତା ଭାଗ୍ୟ ହୁଏ ଏବଂ ତାହାର ଫଳେ ପରୀକ୍ଷା ବିକଳ ହିଲା ଥାକେ ।

সম্মোহন বিষ্ণা

(৪) যে সকল বাকি স্বত্ত্বাবতঃ চঞ্চল চিন্তা, ভীকু স্বত্ত্বাব, অনুসন্ধিৎসু * অথবা যাহারা সম্মোহনবিদ্বকে ঠকাইবার অভিপ্রায়ে শক্তির গতি রোধ করিতে আগ্রহাবিত, শিক্ষার প্রারম্ভে, তাহাদিগকে কখনও পাত্র অনোনীত করিবে না। যদি কার্যকারক পরীক্ষার জন্য অপর লোক সংগ্রহ করিতে পারে তবে, প্রথম প্রথম তাহার আচ্ছীর-বস্তুদিগের উপরও চেষ্টা করিবেনা; কারণ তাহারা তাহাকে শিক্ষানবীস ভাবিয়া ঠট্টা-তামাসা দ্বারা তাহার চেষ্টা বিফল করিয়া দিতে পারে। যে সকল লোকের সহিত তাহার বিশেষ ভাব নাই, বা যাহারা তাহার অপরিচিত, তাহারা তাহার শক্তির প্রতি সহজে আস্থাবান হইবে ও বগ্রতা সহকারে নিয়ম-প্রণালীগুলি অনুসরণ করিবে। এজন্ত সে অল্পায়াসেই তাহাদিগকে এই পরীক্ষাগুলিতে অভিভূত করিতে সমর্থ হইবে।

(৫) কার্যকারক আচ্ছ-বিশ্বাসী ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া উৎসাহের সহিত শান্ত ভাবে কার্য করিবে। সে যে একজন শিক্ষানবীস তাহা দে পাত্রদিগের নিকট কখনও প্রকাশ করিবেনা; বরং এ বিষয়ে তাহার বেশ দক্ষতা আছে, সর্বদা একল ভাবই প্রকাশ করিবে।

(৬) শিক্ষার্থী মোহিত পাত্রের প্রতি সর্বদা সদয় ব্যবহার করিবে এবং তাহাকে কখনও কর্তৌর ভাবে বা অসাধারণে নাড়া-চাড়া করিবে না; কিন্তু অপর কাহাকেও তাহা করিতে দিবে না। সে নিজে মোহিত

* অনুসন্ধিৎসা প্রশংসনীয় অনোয়ুক্তি হইলেও মোহিত হইবার সময় 'কেমন করিয়' হয়। 'কি করিয়া হয়?' ইত্যাদি জানিবার জন্য ব্যগ্র হইলে উহা একাগ্রতা বষ্ট করিয়া মোহিতাবস্থা উৎপাদনের বিষ্ফ অস্থাইয়া থাকে।

জাগ্রদবস্থায় মোহিত করা সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ

হইলে সম্মোহনবিদের নিকট হইতে খেকচ ব্যবহার পাইবার আশা করিবে, সে পাত্রের প্রতি সর্বদা ঠিক সেইরূপ ব্যবহার করিবে।

কার্য্যকারক সময় সময় এমন লোকের সাক্ষাৎ পাইতে পারে, যাহাকে মোহিত হইতে অনুরোধ করিলে, সে হয়ত বলিবে—“আপনার ইচ্ছাশক্তি অপেক্ষা আমার ইচ্ছা শক্তি অন্ধের; সুতরাং আপনি আমাকে মোহিত করিতে পারিবেন না।” এই সকল লোক নির্বন্ধনশীলতা বা একজায়িতাকে (একগুঁড়েমি) ইচ্ছা শক্তি মনে করিয়া বড় ভুল করিয়া থাকে। তাহাদিগকে, মোহিত করা কঠিন হইতে পারে, কিন্তু একজায়িতা ইচ্ছাশক্তি নহে। যাহারা ইচ্ছাশক্তির গর্ব করে, তাহাদের মধ্যে যথার্থরূপে উহার পরিমাণ অতি অল্প। সে তাহাদিগকে বুবাইয়া বলিবে যে, মোহিতাবস্থা সম্মোহনবিদ ও পাত্রের ইচ্ছাশক্তির সহযোগিতায় উৎপন্ন হয়—বিরোধে হয় না। সুতরাং যাহারা বলে যে, কেবল দুর্বল ব্যক্তিই সবল ব্যক্তি কর্তৃক সম্মোহিত হয়, তাহারা ভাস্ত। এই অবস্থা ইচ্ছাশক্তির সংবর্ধণে উৎপন্ন হয় না বলিয়া এবং অন্ধের ইচ্ছাশক্তিশম্পন্ন ব্যক্তি সহজে মন একাগ্র করিতে পারে বলিয়া সে, অন্ত্যাগ্র লোক অপেক্ষা শীঘ্র মোহিত হইয়া থাকে।

সম্মোহন আদেশ, হাত বুলান ও দৃষ্টিক্ষেপন সম্বন্ধে যাবতীয় যথা স্থানে বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে; সুতরাং এখানে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। উহাদের সম্বন্ধে আসল কথা এই যে, উহাদিগকে তুল্যরূপে প্রয়োগ করিতে হয়। চক্ষু বন্ধের পরীক্ষা ব্যতীত আর সকল পরীক্ষাতেই পাত্র কার্য্যকারকের চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিবে এবং যতক্ষণ প্রক্রিয়াটি শেষ না হয়, ততক্ষণ সে সাধ্যমত চোখের সমস্ত প্রকার গতি

সম্মোহন বিষ্ণু

বঙ্গ রাধিয়া মনোযোগের সহিত আদিষ্ট বিষয়ের চিন্তা করিবে। বলা বাহল্য যে, ঐ সম্বৰ কার্যকারকও নিজের চঙ্গ উঠা-নামা করিতে কিম্বা কাঁপাইতে পারিবে না। পাত্রের মন যত বেশী একাগ্র হইবে, আদেশ তত দৃঢ়ক্রপে কায করিবে এবং সম্মোহনবিং সাফল্যের জন্য যত অধিক আগ্রহান্বিত হইবে, সে তত শীঘ্র পাত্রকে অভিভূত করিতে সমর্থ হইবে। দৃষ্টি স্থাপন ও আদেশ প্রদানের সঙ্গে এক বা উভয় হাত দ্বারা শরীরের অংশ বিশেষের উপর (যে প্রত্যঙ্গকে অভিভূত করিতে ইচ্ছা করিবে) মৃত্যুভাবে হাত বুলাইবে এবং যখন বলিবে “তোমার হাত অত্যন্ত দৃঢ়ক্রপে বঙ্গ হইয়া যাইতেছে,” “তোমার চোখ খুব কঠিনরূপে জোড়া লাগিয়া গিয়াছে,” “তুমি কিছুতেই কথা বলিতে পারিবেনা” ইত্যাদি, তখন শব্দ বিশেষের উপর জোর দিয়া কথাগুলি প্রকাশ করিবে এবং তৎসঙ্গে পাত্রের হাত, চোখ, গলা ইত্যাদি জোরের সহিত (অবশ্য সে বাধা না পায়) মাঝে মাঝে টিপিয়া দিবে। যখন সে হাত খুলিবার জন্য চেষ্টা করিতে থাকিবে, তখনও মাঝে মাঝে এক একবার “কিছুতেই পারিবেনা,” “কখনও পারিবেনা,” “প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও পারিবেনা” ইত্যাদি বলিবে।

কোন কোন শিক্ষার্থীর নিকট এই পরীক্ষাগুলি কঠিন বলিয়া বোধ হইতে পারে; কিন্তু বাস্তবিক ঐ সকল প্রক্রিয়া কঠিন নহে। সে একবার কাহারও হাত বঙ্গ করিতে পারিলেই, তখন আর তাহার পক্ষে “চঙ্গ বঙ্গ করা,” ‘বাক্য বোধ করা’ ইত্যাদি পরীক্ষাগুলি কিছুমাত্র কঠিন বলিয়া বোধ হইবে না। অনেক শিক্ষার্থী দ্রুই-তিন বারের চেষ্টায় এই পরীক্ষাগুলি করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং কিছুদিন পূর্বে একটি মুক্ত

জাগ্রদবস্থায় মোহিত করা সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ

শিক্ষার্থী আমাকে লিখিয়াছিল যে, মে কেবল নিয়ম-প্রণালীগুলি একবার মাত্র পাঠ করিয়াই এক বাস্তিকে সমস্তগুলি শারীরিক পরীক্ষায় অভিভূত করিতে পারিয়াছিল। স্বতরাং নিয়ম-প্রণালীগুলি যথাযথরূপে অমুসরণ করিতে পারিলে শিক্ষার্থী প্রথম বারে না হউক, অন্ততঃ দ্বই-তিনি বারের চেষ্টায় উক্ত প্রক্রিয়াগুলি সম্পাদন করিতে পারিবে। মে একটি বা দ্বইটি লোকের উপর দ্বই-চারিটি পরীক্ষা করিয়া ফুতকার্য হইলে, তাহাতেই সন্তুষ্ট না থাকিয়া সর্বদা নৃতন নৃতন লোক লইয়া চেষ্টা করিতে থাকিবে। এই পরীক্ষাগুলি দ্বারা মে যত অধিক সংখ্যক লোক অভিভূত করিতে পারিবে, তাহার ইচ্ছাশক্তি তত বেশী পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে। প্রতি দিন নৃতন নৃতন লোক লইয়া নিয়মিতরূপে কয়েক সপ্তাহ অভ্যাস করিলে তাহার ইচ্ছাশক্তি একপ বর্দ্ধিত হইবে, যাহা মে অন্য কোন সহজ উপায়ে লাভের আশা করিতে পারে না।

ବ୍ୟୋଦଶ ପାଠ

ମୋହିତାବସ୍ଥା କାହାକେ ବଲେ ?

ଇତଃପୁର୍ବେ ଇହା ପରିକାରଙ୍ଗପେ ବିବୃତ କରା ହିଇଥାଏ ଯେ, ମୋହିତାବସ୍ଥା ମନେର ଶ୍ରଦ୍ଧ-ଶକ୍ତ୍ୟତା ବା ସଂବେଦନାର ଏକଟି ବିଶେଷ ଶର ଏବଂ ଉହା ନିଜାର ସାହାଯ୍ୟ ବା ଉହା ବ୍ୟକ୍ତିରେକେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ତ୍ତ୍ଵ ତାହାର ନିଜେର ବା ଅପରେର ଉପର ଉତ୍ପାଦିତ ହିଇଥା ଥାକେ । ଏହି ଅବସ୍ଥା ସମ୍ମୋହନବିଳ ଓ ପାତ୍ରେର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ସହସ୍ରାଗିତାୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେ । ସଥଳ ସମ୍ମୋହନବିଳ କାହାକେବେ ମୋହିତ କରେ, ତଥଳ ଶୈଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାର ଚିନ୍ତା ଓ କଲନା ଆଦିଷ୍ଟ ବିଷୟର ଦିକେ ଚାଲନା କରିଯା ପୂର୍ବୋକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକେ ଉତ୍କାବସ୍ଥା ଉତ୍ପାଦନେର ସାହାଯ୍ୟ କରିଯା ଥାକେ । ଅତ୍ୟବେ ପାତ୍ରେର ଜ୍ଞାତ ବା ଅଜ୍ଞାତ ସହାୟତା ଭିନ୍ନ ଏହି ଅବସ୍ଥା ଉତ୍ପାଦିତ ହେ ନା । ଜାଗ୍ରଦବସ୍ଥାର ମୋହିତ ପାତ୍ର କେବଳ ଅନ୍ନ ସମୟର ଜଣ୍ଠ ଆଂଶିକଙ୍ଗପେ ସମ୍ମୋହନବିଦେର ବଶୀଭୂତ ହୟ; ଏଗ୍ରତ ଦେ ତାହାକେ ସମ୍ମତ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରିତେ ପାରେ ନା, କିନ୍ତୁ ତାହାକେ ଉତ୍କାବସ୍ଥାର କ୍ଷେତ୍ର ମିନିଟେର ବେଳୀ ସମୟ ଅଭିଭୂତ ରାଖିତେବେ ସମର୍ଥ ହୟ ନା । ଅକ୍ଷୁତ ମୋହିତାବସ୍ଥା ନିଜାର ସାହାଯ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେ ଏବଂ କେବଳ ଦେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପାତ୍ର ସମ୍ମିଳିତ ପରିମାଣେ ସମ୍ମୋହନବିଦେର ଆୟତାଧୀନ ହିଇଥା ବନ୍ଧୁତା ସହକାରେ ତାହାର ଆଦେଶ ସକଳ ପାଶନ କରେ । ଏହିକ୍ଷଣ ଆମଙ୍କା ପ୍ରାଣଙ୍ଗପେ ବୁଝିତେ ପାରିଲାମ ଯେ, ସ୍ଵାଭାବିକ ଅବସ୍ଥା ଅପେକ୍ଷା ନିଜିତାବସ୍ଥାରେ ପାତ୍ରକେ ଅଧିକ ପରିମାଣେ ଆଗ୍ରହ କରା ଯାଏ । ଫୁଲରାଙ୍କ କି ଉପାରେ ଆମଙ୍କା ତାହାକେ ନିଜିତ କରିତେ ପାରିବ, ଏଥଳ ଆମାଦିଗକେ ତାହାରେ ଦେଖିତେ ହିଇବେ ।

ମୋହିତାବନ୍ଧୀ କାହାକେ ବଲେ ?

ପାତ୍ର ସମ୍ମୋହନ ନିଦ୍ରାଯ ଅଭିଭୂତ ହିଲେ, ମେ ବିଶ୍ଵସ ଆଜ୍ଞାବହେର ଗ୍ରାମ ବିନା ଆପଣିତେ ସମ୍ମୋହନବିଦେର ସକଳ ଆଦେଶ ପାଗନ କରିଯା ଥାକେ । ଉତ୍କାବନ୍ଧୀର କାର୍ଯ୍ୟକାରକ ନିଜେର ଇଚ୍ଛାମତ ତାହାର ମନେ ଯେ କୋନ ପ୍ରକାର ମାଯା ଓ ଭ୍ରମ ଜୟାଇତେ ପାରେ । ତଥନ ତାହାର ସମ୍ମୁଦ୍ରେ ଏକଥାନା ଇଟ ରାଖିଯା ସନ୍ଦି ଏକଥାରେ ଥାଯି ଯେ, ଉହା ଏକଟା ପ୍ରକାଣ ଲୋହାର ସିଙ୍ଗୁକ ଏବଂ ମେ କିଛୁତେଇ ଉହା ଉଠାଇତେ ପାରିବେନା, ତବେ ମେ ତାହାଇ ବିଶ୍ଵାସ କରିବେ ଏବଂ ସାଧ୍ୟମତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଓ ଉହାକେ ଉଠାଇତେ ସମର୍ଥ ହିଲେବେନା ; କିମ୍ବା ସନ୍ଦି ତାହାକେ ଏକଥାରେ ଆଦେଶ କରା ଯାଯି ଯେ, ମେ ଏକଜନ ବଜ୍ଞା, ନର୍ତ୍ତକୀ ବା ଯିଠାଇ-ଫେରିଓୟାଳା, ତବେ ମେ ତାହାଇ ବିଶ୍ଵାସ କରିଯା ଉତ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷେର କାର୍ଯ୍ୟ, ତାହାର ଅଭିଜ୍ଞତା, ବୁଝି ଓ କ୍ଷମତାମୁସାରେ ସମ୍ପାଦନ କରିତେ ଚେଷ୍ଟା ପାଇବେ । ଆବାର ସନ୍ଦି ତାହାକେ ଏକଥାରେ ଥାଯି ଯେ, ତାହାର ପାଶେର ଚୋରରେ ବସିଯା ଏକଟା କୁକୁର ଠିକ ମାନୁଷେର ମତ ଗଡ଼ଗଡ଼ାର ନଲେ ତାମାକ ଟାନିତେଛେ, ତବେ ମେ ଐ କଣିତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଯାଇ ଆକୁଳ ହିଲେ ଇତ୍ୟାଦି । ଉତ୍କାବନ୍ଧୀ ଆଦେଶେର ସାହାଯ୍ୟ ଯେମନ ତାହାର ମନେ ବହୁ ପ୍ରକାର ମାଯା ଓ ଭ୍ରମ ଉଠ-ପାଦନ କରା ଯାଉ, ଠିକ ମେଇକୁପେ ତାହାର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଓ ନୈତିକ ରୋଗ ସମ୍ମ ଆରୋଗ୍ୟ ଏବଂ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ସକଳ ବିଦୂରିତ ଏବଂ ମନେର ସଂବ୍ରତ୍ତି ନିଚଯକେ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରନ୍ତି : ତାହାର ନୈତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ସତିର ସଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରା ଯାଯି । ଏତବ୍ୟତୀତ ତାହାର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମୋହନବିଦେର ଅଭୀଷ୍ଟି ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହିଲେ ପାରେ ।

ମୋହିତ ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରକେର ଆଦେଶମୁସାରେ ସମନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରେ, ଏବଂ ମେ ନିର୍ଦ୍ଦିତ ବଲିଯାଓ କୋନ ଆଦେଶ ପାଲନ କରିତେ ତାହାର କୋନ ଅସ୍ଵବିଧି ହୁଯ ନା । କାରଣ କୋନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିତେ ଯେ ସକଳ ଜ୍ଞାନ ଓ

সম্মোহন বিষ্টা

কর্মেজ্জিয়ের সাহায্য আবশ্যক হয়, সেই ইন্ডিয়গুলি নিদ্রিতাবস্থায়ও অল্পাধিক পরিমাণে কার্যোপযোগীভাবে সজাগ থাকে। নিদ্রার সময় চক্ষু মুদিত থাকে বলিয়া কেবল দর্শনেজ্জিয়ের কার্য বন্ধ থাকে, কিন্তু অপরাপর ইন্ডিয়গুলি অল্পাধিক পরিমাণে সজাগ ও কর্মক্ষম থাকে। নিদ্রিত ব্যক্তির ঘরে কেহ প্রবেশ করিলে সে তাহাকে দেখিতে পায় না বটে, কিন্তু ঐ ব্যক্তি যদি তাহার নাম ধরিয়া উচ্চেঃস্থরে ডাকে, তাহা হইলে সে উহা শুনিতে পায় এবং তাহার শরীরে কোন কঠিন আঘাত করিলেও উহা অহুভব করিতে পারে ইত্যাদি। আর কর্মেজ্জিয়গুলি সকল অবস্থাতেই কর্মক্ষম বলিয়া উহারা কোন কর্মের উত্তেজনা পাইলেই কার্য করিয়া থাকে। স্ফুরণঃ মোহিত ব্যক্তি, কেবল দর্শনেজ্জিয়ের কার্য ব্যতীত অপরাপর জ্ঞান ও কর্মেজ্জিয়গুলির সমস্ত কার্যাই সম্পন্ন করিতে সমর্থ। মোহিত ব্যক্তির চক্ষু মুদিত থাকে বলিয়া সে কিছুই দেখিতে পায় না বটে, কিন্তু কার্যকারক আবশ্যক মত উহাদিগকে খুলিয়া দিতে পারে এবং তাহাতে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হয় না,—অর্থাৎ আদিষ্ট কার্যাটি সম্পাদন করিতে যদি তাহার চক্ষুর সাহায্য আবশ্যক হয়, তবে তাহার দ্বারা সেই কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত সম্মোহনবিঃ আদেশ দ্বারা তাহার চক্ষু খুলিয়া দিলেও তাহার মোহিতাবস্থা দূরীভূত হয় না। আভাবিক নিদ্রার চক্ষু মেলিবার সঙ্গেই দুয়ী ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু সম্মোহন নিদ্রার তাহা নাও হইতে পারে। অতএব, এইফল আমরা আরও পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিলাম যে, মানুষ জাগ্রদবস্থার যে সকল কার্য করিতে পারে, মোহিতাবস্থাতেও সে, সেই কার্যাগুলি সম্পাদন করিতে সমর্থ। মোহিত ব্যক্তি যে কেবল জাগ্রত মানুষের স্থান সমস্ত কার্য করিতে পারে এমত নহে, কোন কোন

ମୋହିତାବନ୍ଧା କାହାକେ ବଲେ ?

କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଜ୍ଞାଗ୍ରତ ବା ମଜାଗ ମାତ୍ରେ ଅପେକ୍ଷାଓ ସୁଚାରକପେ ସମ୍ପାଦ କରିଯାଇଥାକେ । ନିଜିତାବନ୍ଧାଯ କତକ ଗୁଲି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମନୋବୃତ୍ତି ବେଶ ମଜାଗ ହଇଯାଇଥିଲେ ମୋହିତାବନ୍ଧାଯ ସେଇ ସକଳ ମନୋବୃତ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ, ତାହାର ଦ୍ୱାରା ଖୁବ୍ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ସମ୍ପାଦିତ ହଇଯାଇଥାକେ । ନିଜିତାବନ୍ଧାଯ ଚଳା-ଫେରା, କଥା-ବାର୍ତ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି କରିଲେ ଉତ୍ୱାବନ୍ଧାକେ ‘ସ୍ଵପ୍ନଭରମଣ’ ବଲେ । ଅନେକେ ହସ୍ତ ଶ୍ରନ୍ଦିତ ନିଜିତାବନ୍ଧାଛେ ଯେ, କୋନ କୋନ ବ୍ୟକ୍ତି ରାତ୍ରିକାଳେ, ନିଜିତାବନ୍ଧାଯ ଶ୍ୟାମ ପରିତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ, ଜ୍ଞାଗ୍ରତ ମାତ୍ରମେର ଶାର ଚଳା-ଫେରା, କଥା-ବାର୍ତ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଇଥାକେ; କିନ୍ତୁ ନିଜାଭଙ୍ଗେ ପରେଇ ଉତ୍ୱାବନ୍ଧା ସମ୍ବନ୍ଧେ ତାହାଦେର ଶ୍ରୁତି ଅନୁର୍ଭବ ହେଁ—କେବଳ କେହ କେହ ଉହା ଅର୍ପଣା ସ୍ଵପ୍ନେର ଶାର ଆଂଶିକଭାବେ ଆରଣ କରିତେ ପାରେ ଯାଏ । ସ୍ଵପ୍ନଭରମଣକାରୀ ଗଣେର ଶାର ସଞ୍ଚୋହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଦେର ଓ କୁତକାର୍ଯ୍ୟାଦିର ଶ୍ରୁତି ଥାକେ ନା । ତବେ ଯେ ସକଳ ପାତ୍ରେର ସଞ୍ଚୋହନ ନିଜା ଥୁବ ପାତ୍ରା ହେଁ, ତାହାଦେର କେହ କେହ ଉହା ଆଂଶିକ କ୍ରମେ ଆରଣ କରିତେ ପାରେ ଯାଏ । ଯାହାଦେର ଉହା ଆଂଶିକ କ୍ରମେ ମନେ ଥାକେ, ତାହାଦିଗକେ ଅବଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଲି ଆରଣ କରାଇଯା ଦିଲେ ମମର ମମ ମମତ କାର୍ଯ୍ୟର ଶ୍ରୁତିଇ ତାହାଦେର ମାନ୍ସ-ପଟେ ଜାଗିଯା ଉଠେ । କିନ୍ତୁ ଯାହାରା ଗଭୀର ସଞ୍ଚୋହନ ନିଜାଯ ଅଭିଭୂତ ହେଁ, ତାହାରା କୋନ କ୍ରମେ ଉହାର ବିନ୍ଦୁମାତ୍ରର ଆରଣ କରିତେ ମରିଥ ହସନା । ଅତଏବ, ମୋହିତାବନ୍ଧାଯ ପାତ୍ରେର କୁତକାର୍ଯ୍ୟାଦିର ଶ୍ରୁତିର ବିଲୋପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣକପେ ତାହାର ନିଜାର ଗଭୀରତାର ଉପର ନିର୍ଭର କରେ; ନିଜା ଯତ ବେଳୀ ଗାଢ଼ ହେଁ, ଉତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟାଦି ସମ୍ବନ୍ଧେ ତାହାର ଶ୍ରୁତିଓ ଠିକ୍ ମେଇ ପରିମାଣେ ଲୋପ ପାଇଯା ଥାକେ । ଶାଭାବିକ ଅବନ୍ଧାର ସହିତ ସ୍ଵପ୍ନାଟନ ଅବନ୍ଧାର ଏକଥ ସାଦଶ୍ରୀ ଆଛେ ଯେ, ଯଥନ ସ୍ଵପ୍ନଭରମଣକାରୀ ଏଇ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ତଥିଲ ସେ ନିଜିତ, ତାହା ସହଜେ ବୁଝିତେ ପାରା

সম্মোহন বিষ্টা

যায় না। চিকিৎসকগণ উহাকে এক প্রকার রোগ বলিয়া নির্দেশ করেন। এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ ঘেমন অজ্ঞাতস্বারে শুম্ভাবস্থার শয়া পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রত মাঝুদের আঘাত নানা প্রকার কার্য্য করে, মোহিত ব্যক্তি ও সম্মোহনবিং কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া তাহার আদেশ সকল পালন করিয়া থাকে; স্ফুতরাং উভয় অবস্থাই তুল্যক্রম। এতছুড়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণের উহা স্বতঃ, আর মোহিত ব্যক্তির উহা সম্মোহনবিং কর্তৃক উৎপাদিত হইয়া থাকে। অতএব প্রথমোক্ত অবস্থাকে ‘স্বাভাবিক’ আর দ্বিতীয় অবস্থাকে ‘ক্লিনিম’ বলা যাইতে পারে।

স্বাভাবিক নিদ্রার সহিত সম্মোহন নিদ্রার প্রকৃতি গত কোন পার্থক্য নাই। স্বাভাবিক নিদ্রার যে সকল শারীরিক লক্ষণ (physiological symptoms) প্রকাশ পায়, সম্মোহন নিদ্রাতেও পাত্রের শরীরে সেই সকল লক্ষণই দৃষ্ট হইয়া থাকে। এখন এই স্থানে ইহা প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি স্বাভাবিক নিদ্রার সহিত সম্মোহন নিদ্রার স্বভাব গত কোন পার্থক্য না থাকে, তবে সম্মোহনবিং কোন আদেশ করিলে ঘেমন মোহিত ব্যক্তি তাহা পালন করে, স্বাভাবিক নিদ্রায় নিদ্রিত ব্যক্তিকে কেহ আদেশ করিলে সে তত্ত্বপূর্ণ তাহার আদেশ পালন করে না কেন? উহার কারণ এই যে, স্বাভাবিক নিদ্রা হইবার সময় মন কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রতি সংলগ্ন থাকে না বলিয়া, উহা নিদ্রার সময়ও কাহার কোন আহ্বান বা আদেশের সাড়া দেয় না। আর মোহিত ব্যক্তির মন সম্মোহন নিদ্রার সময়, কার্য্যকারকের প্রতি বিশেষজ্ঞপূর্ণ আকৃষ্ট থাকে বলিয়া, উহা তাহার প্রত্যেক আদেশ পালন করিবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে। এই নিমিত্ত পাত্র নিদ্রিত অবস্থাতেও কার্য্যকারকের আদেশ পালন করে। নিদ্রিত

ମୋହିତାବନ୍ଧୀ କାହାକେ ସଲେ ?

ବାକିକେ କେହ କୋନ କର୍ଯ୍ୟ କରିତେ ସଗଳେ, ସେମନ ମେ ଉହା ପାଲନ କରେ
ନା, ଏବଂ ତଜ୍ଜଗ୍ନ ବେଶୀ ପୀଡ଼ାପୀଡ଼ି କରିଲେ ତାହାର ସୁମ ଭାଙ୍ଗିଯା ଥାଏ,
ମେଇକପ ମୋହିତ ବାକିକେଓ ସମ୍ମୋହନବିନ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅପର କେହ କୋନ
ଆଦେଶ କରିଲେ, ମେ ତାହା ପାଲନ କରେନା ; ଏବଂ ତନ୍ମିମିତ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନ
କରିଲେ ତାହାର ସୁମ ଭାଙ୍ଗିଯା ଥାଏ । ନିଯୋକ୍ତ ଚିତ୍ରଟ ଉହାର ଏକଟ ଶୁଦ୍ଧ
ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ । ଅନ୍ୟତି ତାହାର ଶିଶୁ ସନ୍ତୋନ ଲହିଯା ଶୁଇଯାଛେ, ଉତ୍ତରେଇ ନିଦ୍ରାଚକ୍ଷୁଣ ;
ଘରେ ଲୋକଜନ ଧାତାଧାତ କରିତେଛେ, କଥା କହିତେଛେ, ନାନାକ୍ରମ ଗୋଲମାଳ
ହିତେଛେ, ତଥାପି ଅନ୍ୟତିର ସୁମ ଭାଙ୍ଗିତେଛେନା ; କିନ୍ତୁ ଯଥନ ତାହାର ଶିଶୁଟ
କାଁଦିଯା ଉଠେ, ମେଇ ମୁହଁର୍ତ୍ତେଇ ମେ ଜାଗିଯା ଉଠେ । ଉହାର କାରଣ, ନିଦ୍ରା
ହିବାର ମୟୟ ଅନ୍ୟତିର ମନ ଶିଶୁର ପ୍ରତି ଦୃଢ ସଂଲପ୍ତ ଛିଲ ବଲିଯା କେବଳ ଶିଶୁର
କ୍ରମନେଇ ତାହାର ମନ ସାଡା ଦିଯାଛେ, ଅପର ଲୋକେର କଥା-ବାର୍ତ୍ତା, ଗୋଲମାଳ
ଇତ୍ୟାଦିତେ ତାହାର ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ ହୟ ନାହିଁ । ମୋହିତ ବାକିର ମାନସିକ
ଅବଶ୍ଥାଓ ଠିକ୍ ଶିଶୁର ମାତାର ଗ୍ରାୟ ; ଅପର ଲୋକେର କଥା-ବାର୍ତ୍ତା ବା କୋନ
ଗୋଲମାଲେର ପ୍ରତି ତାହାର କିଛୁମାତ୍ର ଅକ୍ଷେପ ନାହିଁ, ମେ ବିଷ୍ଵତ୍ ଆଜ୍ଞାବହେର
ଗ୍ରାୟ ନିବିଷ୍ଟ ମନେ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରକେର ଆଦେଶଇ ପାଲନ କରିଯା ଥାକେ ।

চতুর্দিশ পাঠ

পাত্রের মনের সংবেদন।

(Susceptibility of mind of the subject)

পাত্রকে মোহিত করিতে চেষ্টা পাইবার পূর্বে, কোন্ শ্রেণীর লোক সহজ বশ, অর্ধাং কিরণ প্রকৃতির লোক সহজে সম্মোহিত হয়, শিক্ষার্থীর তাহা জানা একান্ত প্রয়োজন। যেহেতু সে উহা জানিতে পারিলে অল্প চেষ্টাতেই শিক্ষায় শীত্র সাফল্য লাভে সমর্থ হইবে।

মোহিতাবস্থা সম্পূর্ণরূপে পাত্রের মনের সংবেদনা বা গ্রহণ-শক্ত্যাত্মক (mental susceptibility) উপর নির্ভর করে। এই সংবেদনা বা গ্রহণ-শক্ত্যাত্মক একটু বিশদ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। আমরা দেখিতে পাই, এক এক ব্যক্তির এক এক বিষয়ের প্রতি একটা স্বাভাবিক ভাব প্রবণতা থাকে। যেমন—এক জনের সঙ্গীতে, আর একজনের কাব্যে বা চিত্রাঙ্কণে, আর এক ব্যক্তির হয়ত স্নেহ, দয়া, যায়া, প্রেম ইত্যাদিতে। অপরের দ্রঃথে রাম যেমন অভিভূত হয়, শ্রাম তেমন হয় না,—সে হয়ত অন্ধকার রাত্রিতে পথ চলিতে ভূতের ভয়ে বিহুল হইয়া থাকে। মনের উক্ত ভাব গুলিকেই সংবেদনা বলা যায়।

দ্বৌ-পুরূষ মাত্রেরই সম্মোহন শক্তির প্রতি এই সংবেদনা আছে; কিন্তু সকলের উহা সমান পরিমাণে নাই। কাহারও উহা বেশী আর কাহারও অল্প। অধিক সংবেদন (susceptible) লোকদিগকে সহজেই সম্মোহন শক্তির বশীভূত করা যায়। আর যাহাদের উহা অল্প, হয়

পাত্রের মনের সংবেদন।

তাহাদিগকে মোহিত করা কঠিন, আর না হয় তাহারা মোটেই সম্মোহিত হয় না। যে সকল শ্রী-পুরুষ স্বভাবতঃ সরল বিশ্বাসী অর্থাৎ যাহারা বেশী যুক্তি-তর্কের ধার না ধারিয়া অপরের কোন কথা বা উক্তি সরল ভাবে বিশ্বাস করে, সম্মোহন শক্তির প্রতি তাহাদেরই মনের গ্রহণ শক্যতা বেশী এবং তাহারাই অল্পাধিক পরিমাণে অপরের সম্মোহন-শক্তির আয়ত্তাধীন হইয়া থাকে। কোন লোককে সম্মোহন করিবার জন্য তাহার মনে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সংবেদনা থাকা আবশ্যক। ইহার পরিমাণের অল্পতা বশতঃই সকল লোক বশীভূত হয় না।

মানুষের শৈশবাবস্থায় এই গ্রহণ-শক্যতা অত্যন্ত অধিক থাকে; কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ দ্বারা তাহার বিচার-শক্তি বিশিষ্ট বহিমন পরিস্ফুট ও উন্নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহা ছাস পাইয়া থাকে। এই নিমিত্ত বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়াবস্থা ও বার্ষিকে উহা উত্ত-রোগ্নের ছাস পায়—অর্থাৎ শিশু অপেক্ষা কিশোর, কিশোর অপেক্ষা যুবক ইত্যাদি ক্রমে অপেক্ষাকৃত অল্প সংবেদ্ধ। অতএব এই হিসাবে বৃদ্ধগণই সর্বাপেক্ষা কম গ্রহণ-শক্তি বিশিষ্ট; কিন্তু স্বভাবতঃ যাহাদের ইহা অধিক, বৃক্ষ বয়সেও তাহাদের যথেষ্ট সংবেদনা থাকে। শিশু ও অল্প বয়স্ক বালক বালিকাদিগের (যে পর্যান্ত শিক্ষা দ্বারা তাহাদের বিচার-বৃক্ষ বিশিষ্ট বহিমন বিকশিত না হইয়াছে) উহা সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে থাকিলেও, মানসিক কিঞ্চ নৈতিক উন্নতির উদ্দেশ্য ব্যতীত তাহাদিগকে সম্মোহিত করার কোন প্রয়োজন হয় না; কারণ তাহারা অত্যন্ত সহজ বশ। অতএব যুবক, প্রৌঢ় ও বৃক্ষ, যাহাদের শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ দ্বারা বহিমন সমধিক পরিমাণে উন্নত হইয়াছে এবং যাহারা

সম্মোহন বিষ্ণা

আমাদের বৈষয়িক ও সামাজিক জীবন-সংগ্রামের প্রতিচ্ছব্দী, কেবল তাহাদিগকেই বশীভূত করিয়া আমাদের উদ্দেশ্য সফল করিতে হইবে। এই সকল ব্যক্তিদিগের মধ্যে আহুমানিক ১০ হইতে ৩০ বৎসর বয়স্ক শ্রী ও পুরুষগণই বেশ সংবেদ্ধ ; স্বতরাং শিক্ষার প্রারম্ভে কেবল তাহাদের উপরই চেষ্টা করা উচিত। শিক্ষার্থিগণ উপরোক্ত ব্যক্তিদিগের ২১৪ জনকে সম্মোহিত করার পর প্রৌঢ় ও বৃদ্ধদিগকে লইয়াও চেষ্টা করিতে পারে ; কিন্তু তাহারা স্বভাবতঃ অল্প সংবেদ্ধ বলিয়া প্রথম প্রথম তাহাদের উপর চেষ্টা করিবে না। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ অধিক গ্রহণ-শক্তি বিশিষ্ট নহে ; স্বতরাং তাহারা উভয়েই তুল্যক্রমে বশ্য।

যে সকল শ্রী বা পুরুষের চোখ কোটির গত (অর্থাৎ গর্ভের মধ্যে অবস্থিত) এবং ঘন সন্ধিবিষ্ট বা নামা-মূলের খুব নিকটে স্থিত, সম্মোহন শক্তির প্রতি তাহাদের সংবেদনা অপরাপর লোক অপেক্ষা অধিক। গোলাকার অপেক্ষা দীর্ঘাকার মুখমণ্ডল বেশী সংবেদনার পরিচায়ক।

সাধারণ লোকের ধারণা যে দুর্বল লোকেরাই মোহিত হয়, সবল লোক-দিগকে সম্মোহিত করা যায়না। এই দুর্বলতা যদি মানসিক হয়, তবে উহা সম্মোহনের পরিপন্থী। কারণ দুর্বল চিন্ত লোকেরা আনিষ্ট বিষয়ে মনঃ-সংযোগ করিতে পারে না বলিয়া তাহাদিগকে মোহিত করা যাব না। যাহাদের শরীর দুর্বল কিন্তু মন সবল, তাহাদিগকে সহজেই মোহিত করা যায়। আর যাহাদের শরীর সবল তাহাদের মন সবল না হইলে, তাহারাও উক্ত কারণে সম্মোহনের অযোগ্য। অতএব সম্মোহনের সহিত শরীরিক সবলতা বা দুর্বলতার বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। উহার সম্পর্ক কেবল মন লইয়া। যাহার মন সবল সে শরীরিক হিসাবে

পাত্রের মনের সংবেদনা

সবল বা ছুর্কল হউক, সম্মোহন শক্তির প্রতি তাহার সংবেদনা থাকিলে
সে অবশ্য মোহিত হইয়া থাকে ।

ষাহারা উপরূপ পরিমাণে সংবেদ্ধ ও মোহিত হইতে আন্তরিক
ইচ্ছুক এবং সম্মোহনবিদের আদিষ্ট বিষয় মনোযোগের সহিত চিন্তা করিতে
সমর্থ ও তাহার অন্তর্গত উপদেশগুলি ও যথাযথরূপে পালন করিতে ষড়বান্
থাকে, তাহারাই উভয় শ্রেণীর পাত্র । আর ষাহারা মোহিত হইতে
অনিচ্ছুক, কিন্তু কার্য্যকারকের উপদেশ পালন করেনা, বা করিতে
পারেনা, অথবা ষাহারা তাহার চেষ্টা বিফল করিয়া স্বীয় কৃতিত্ব প্রদর্শন
করিতে আগ্রহাত্মিত তাহাদিগকে সম্মোহিত করা কঠিন । এই সম্বন্ধে
বিস্তৃত উপদেশ দ্বাদশ পাঠে লিপিবদ্ধ হইয়াছে ; স্বতরাং এন্দেশে উহার
পুনরুক্তি নিষ্পত্তিজনন ।

পঞ্চদশ পাঠ

পাত্রকে সম্মোহিত করিবার প্রাথমিক উপদেশ

কার্য্যকারিক শাহাকে কয়েকটি শারীরিক পরীক্ষা দ্বারা অভিভূত করিতে পারিয়াছে, সম্মোহন নির্দ্রাঘ নিহিত (hypnotise) করিতে প্রথম তাহাকেই পাত্র মনোনীত করিবে। এই প্রণালীতে কার্য্য করিলে সে শিক্ষাগ্রস্থে সহজে কৃতকার্য্যতা লাভে সমর্থ হইবে। যদি কোন শিক্ষাগ্রস্থ পাত্রকে জাগ্রদবস্থায় বশীভৃত না করিয়া প্রথমেই নিহিত করিতে ইচ্ছা করে, তবে সে তাহা করিতে পারে; কিন্তু উহাতে সাফল্য লাভ করিতে অপেক্ষাকৃত অধিক সময় লাগিবে। পাত্রকে সম্মোহন নির্দ্রাঘ নিহিত, অর্ধাং সম্মোহিত করিবার পূর্বে, তাহাকে শারীরিক পরীক্ষাগ্রস্থ অভিভূত করার দুইটি বিশেষ কারণ আছে। প্রথম কারণ এই যে, পাত্র এই পরীক্ষাগুলিতে অভিভূত হইলে, সম্মোহন-ব্যক্তির প্রতি উপযুক্ত পরিমাণে তাহার সংবেদনা আছে এবং তাহাকে সম্মোহন নির্দ্রাঘ নিহিত করা শাইবে একপ বুঝা যায়। আর শাহারা জাগ্রদবস্থায় মোহিত হয় না, তাহাদের সংবেদনা অল ; এজন্ত তাহাদিগকে সম্মোহিত করা কঠিন। পাত্রের সংবেদনা পরীক্ষার ইহা সাধারণ নিয়ম। মোহিতাবস্থা অধিক পরিমাণে সংবেদনার উপর নির্ভর করিলেও উহা উৎপাদনের সময় আদেশের প্রতি পাত্রের মনঃ সংযোগত একান্ত আবশ্যক। এজন্ত জাগ্রদ-বস্থায় অভিভূত ব্যক্তির নিহিত ইহার সময় মন একাগ্র না করিলে তাহাকে মোহিত করা যায় না ; এবং যে জাগ্রদবস্থায় উক্ত পরীক্ষাগুলি

পাত্রকে সম্মোহিত করিবার প্রাথমিক উপদেশ

দ্বারা অভিভূত হয় নাই, সেও আদেশের প্রতি যথোপযুক্তরূপে মনঃ-সংযোগ করিতে পারিলে সম্মোহিত হইয়া থাকে। তথাপি উক্ত প্রণালীতে কার্য্য করিলে যে শিক্ষার্থী অধিকাংশ চেষ্টাতেই সফল মনোরথ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অভিজ্ঞ সম্মোহনবিদগণ পাত্রকে নির্দিত করিবার পূর্বে, তাহাকে জাগ্রদবস্থায় মোহিত করা আবশ্যক বোধ করেন না ; যেহেতু তাহারা মুখাফুতি দেখিয়াই অনেক সময় অভ্রাস্তরূপে তাহার সংবেদনার পরিমাণ করিতে পারেন। কিন্তু শিক্ষার্থী তাহা আশা করিতে পারে না। যাহারা বহু শত লোক মোহিত করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহাদের মহিত তাহার তুলনা হইতে পারে না।

আর দ্বিতীয় কারণ এই যে, পাত্রকে জাগ্রদবস্থায় বশীভূত করিতে পারিলে, কার্য্যকারকের শক্তির প্রতি তাহার যে বিশ্বাস জন্মে, তাহা তাহার মনে আবশ্যকীয় একাগ্রতা উৎপাদনের সাহায্য করতঃ তাহাকে তাহার আদেশের প্রতি অধিক আকৃষ্ট করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত কোন নির্দিষ্ট সম্মোহনবিদের প্রতি কাহারও বেশী বিশ্বাস ধাকিলে, সে তাহাকে যত সহজে মোহিত করিতে সমর্থ হয়, অপর কোন কার্য্যকারক তাহা করিতে পারে না। কার্য্যকারক স্বীয় আচার, ব্যবহার, কার্য্য ইত্যাদি দ্বারা যত বেশী পরিমাণে লোকের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিবে, সে তত অধিক কার্য্যকুশল সম্মোহনবিদ হইতে সমর্থ হইবে।

পাত্রকে যে ধরে সম্মোহন করিতে ইচ্ছা করিবে, তাহা খুব নীরব ও নির্জন হওয়া আবশ্যক। কার্য্য করিবার সময় বাহিরের গোলমাল, শব্দ, ইত্যাদিতে কার্য্যকারকের নিজের ও পাত্রের একাগ্রতা নষ্ট না হয়, কিন্তু বাহির হইতে বাতাস আসিয়া তাহাদের উভয়ের চক্ষু কঁাপাইতে না পারে,

সম্মোহন বিষ্টা

দে বিষয়ে থুব লক্ষ্য রাখিবে। দিনের বেলা কাষ করিলে ঘরে আলোক আসিতে পারে, একপ ভাবে ঘরের দরজা-জানালাগুলি বক্স করিয়া দিবে ; কিন্তু বেশী আলোক অনেকের নিজাত ব্যাধাত জন্মাইয়া থাকে। রাত্রি বেলা চেষ্টা করিলে দরজা-জানালাগুলি সম্পূর্ণরূপে বক্স করিয়া উজ্জ্বল বাতির আলোকে ঘরটি আলোকিত রাখিবে, যেন তাহারা পরম্পরকে সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পায়। দিনের বেলা নীরব ও জনশূণ্য মাঠেও পাত্রকে সম্মোহিত করা বায় ; কিন্তু রাত্রিতে খোলা জায়গায় কথনও কাহাকেও মোহিত করিবার চেষ্টা পাইবেন।

ବୋଡ଼ଶ ପାଠ

ପାତ୍ରକେ ନିର୍ଦ୍ଦିତ କରଣ

ପ୍ରଥମ ନିୟମ

ପାତ୍ର ମନୋନୀତ କରିଯା ତାହାକେ ଚେଯାରେ ବସାଇବେ ଅଥବା ବିଛାନାଯି
ଶୋଓଯାଇବେ । ଚେଯାରେ ବସାଇଲେ ତାହାର ମାଥା କାଂ କରିଯା ଚେଯାରେର
ହେଲାନ ଦିବାର କାଷ୍ଟଖଣେର ଉପର ସ୍ଥାପନ କରତଃ ତାହାର ହାତ ଦୁଇଥାନାକେ
କୋଲେର ଉପର ରାଖିବେ ; ଅଥବା ତାହାକେ ଚିଂ କରିଯା ବିଛାନାଯି ଶୋଓଯାଇଯା
ହାତ ଦୁଇଥାନା ଦୁଇ ପାଶେ ସ୍ଥାପନ କରିବେ । ଆସଳ କଥା ଏହି ଯେ, ତାହାକେ
ଏକପ ଭାବେ ବସାଇବେ ବା ଶୋଓଯାଇବେ, ଯେକୁଣ୍ଠେ ମେ ବେଶ ଆରାମେର ସହିତ
ସୁମାଇତେ ପାରେ । ତାହାର ଶୁବ୍ଧିମତ ତାହାକେ ବସାଇତେ କିମ୍ବା ଶୋଓଯାଇତେ
ସଦି ଉକ୍ତ ନିୟମେର କଥକିଂବ ବ୍ୟାତିକ୍ରମ ହୁଏ, ତାହାତେ କୋନ କ୍ଷତି ନାହିଁ;
କିନ୍ତୁ ଇହା ସର୍ବଦା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଖିବେ ଯେ, ତାହାର ଶରୀରେର ମାଂସପେଶୀଗୁଣି ସେଇ
ଥୁବ ଶିଥିଲ ଥାକେ । ତେଣେ ତାହାକେ ଶରୀରଟି ଥୁବ ଶିଥିଲ କରିତେ
ବଲିବେ । ନିଜାର ସମୟ ମାହୁଷେର ଶରୀର ସ୍ଵଭାବତଃ ଯେକୁଣ୍ଠ ଅସାର ଓ ବଳଶୂନ୍ତ
ହୁଏ, ତାହାର ଶରୀରଟି ଠିକ ସେଇକୁଣ୍ଠ ଶିଥିଲ ହିବେ । ତେଣେ ମେ
ଚକ୍ର ବୁଜିଯା ଥୁବ ମନୋଯୋଗେର ସହିତ ନିଯୋକ୍ତକୁଣ୍ଠ ଭାବିବେ—ଆମାର ଶରୀର
ବଳଶୂନ୍ତ ଓ ନିର୍ଜୀବ ହଇଯା ପଡ଼ିତେଛେ,—ଆମାର ମାଥା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଥୁବ ଭାରୀ
ହଇଯା ପଡ଼ିତେଛେ,—ଆମାର ଚକ୍ର ଦୃଢ଼କୁଣ୍ଠ ଜୋଡ଼ା ଲାଗିଯା ବକ୍ ହଇଯା
ଆସିତେଛେ,—ଆମି କିଛୁତେଇ ଆର ଚୋଥ ଟାନିଯା ଥୁଲିତେ ପାରିବ ନା,—

সমোহন বিষ্ণা

ক্রমেই আমার শরীর অত্যন্ত অসার ও অবসর হইয়া পড়িতেছে,—আমি এখনই যুদ্ধাইয়া পড়িব,—আমার খুব যুক্ত হইবে,—আমার নিশ্চয় গভীর নিজা হইবে। সে ক্রমাগত একাগ্র চিত্তে এইক্লপ চিন্তা করিতে থাকিবে।

যখন সে উক্তক্লপ ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন কার্য্যকারক তাহার সামনে দোড়াইয়া অথবা বসিয়া তাহার নাসিকা-মূলে স্থির ও প্রথম দৃষ্টি স্থাপন পূর্বক, উভয় হাত দ্বারা তাহার শরীরের উপর নিয়োজক্লপে হাত বুলাইবে অর্থাৎ পাস দিবে। উভয় হাতের অঙ্গুলিগুলি বিস্তৃত করিয়া উহাদিগকে তাহার মাথার সম্মুখভাগের উপর স্থাপন করিবে; তৎপরে উভয় হাত ছুইখানা আচ্ছে আচ্ছে তাহার শরীরের উপর দিয়া টানিয়া বরাবর পা পর্যন্ত লইয়া আসিবে এবং যখন একবার ঐক্লপ করা হইয়াছে, তখন উহাদিগকে পূর্বোক্ত স্থানে স্থাপন করতঃ পুনর্বার ঐক্লপ করিবে ও ক্রমাগত ৫ হইতে ১৫ মিনিট ঐক্লপ করিতে থাকিবে। ইহাকে “স্পর্শ্যুক্ত নিয়মগামী পাস” বলে। এই পাস দিবার সময় কার্য্যকারককে উপুচ্ছ বা কুঁজো হইয়া কায করিতে হইবে, কিন্তু তাহার দৃষ্টি যথা সম্ভব পাত্রের নাসা-মূলে স্থির থাকিবে। পাস দিবার সঙ্গে সে ধীর, গভীর ও একঘেয়ে শুরে নিয়োজক্লপ আদেশ দিবে। বলিবে—“যুক্ত—যুক্ত—যুক্ত—গভীর নিজা ; যুক্ত—যুক্ত—যুক্ত—গভীর নিজা ; যু-উ-অ—যু-উ-অ—যু-উ-অ—গভীর নিজা !” চার-পাঁচ মিনিট এক্লপ আদেশ দেওয়ার পর বলিবে—“তোমার মাথা ক্রমে ক্রমে অভ্যন্তর ভারী হইয়া পড়িতেছে—ক্রমে ক্রমে তোমার শরীর খুব অলস ও অবসর হইয়া পড়িতেছে—তোমার চক্ষু খুব শক্তক্লপে বক্ষ হইয়া

পাত্রকে নিয়িত করণ

গিয়াছে—তুমি আর উহাদিগকে টানিয়া খুলিতে পারিবে না—কিছুতেই পারিবে না। তোমার কেবল ঘূর্ম পাচ্ছে—
ঘূর্ম ঘূর্ম পাচ্ছে—গভীর নিজা হচ্ছে; এমন গভীর নিজা তোমার কখনও হয় নাই—এমন আরাম জনক নিজা তুমি
জীবনে কখনও উপভোগ কর নাই;—এখন তুমি কিছুই
অশুভব করিতে পারিতেছ না—একটুও অড়াচড়া করিতে
পারিতেছ না—কাহারও কথা—কোন শব্দই তুমি শুন্তে
পাচ্ছ না—কেবল আমার কথাই শুন্তে পাচ্ছ।” চার-পাঁচ
বার এইরূপ আদেশ দেওয়ার পর বলিবে—“ঘূ-উ-ঘ—ঘূ-উ-ঘ—ঘূ-উ-ঘ—
—গভীর নিজা;—ঘূ-উ-ঘ—ঘূ-উ-ঘ—ঘূ-উ-ঘ—গভীর নিজা (৪৫
বার বলিবে); খূব আরামদায়ক নিজা—খূব শান্তিজনক নিজা—
—গভীর নিজা; এখন তোমার থব ঘূর্ম হ’য়েছে—তোমার ঘূর্ম
আরও গভীর—খূব গভীর হ’চ্ছে; এই ঘূর্ম আর ভাঙিবে না,
—আঁধি তোমাকে না জাগাইলে তুমি আর জাগিবে না,—
আমি ভিস্ত আর কেহই তোমার ঘূর্ম ভাঙিতে পারিবে না।
এইস্থল তোমার জোরে জোরে খাস-প্রখাস হচ্ছে—খূব জোরে
—আরও জোরে জোরে হচ্ছে; এখন তুমি নাক ডাকাইয়া
ঘূর্মাইতে থাকিবে (এই আদেশের অব্যবহিত পরে, যদি পাত্রের খাস-
প্রখাস গভীররূপে বহিতে আরম্ভ না হয়, তবে কার্য্যকারক স্বয়ং কিছুক্ষণের
জন্য জোরে জোরে খাস-প্রখাস টানিতে আরম্ভ করিবে। তাহার খাস-
প্রখাসের শব্দ শুনিতে পাইয়া পাত্রও জোরে জোরে খাস-প্রখাস ফেলিতে
আরম্ভ করিবে; যখন পাত্র ঐরূপ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন দে

সমোহন বিষ্ণা

তাহা বক্ষ করিবে, কিন্তু পাত্র বরাবর জোরে জোরে খাস-প্রখাস ফেলিতে থাকিবে) তোমার গভীর নিজে হ'য়েছে,—খুব গাঢ় ঘূঘ হ'য়েছে, তোমার ঘূঘ কিছুতেই ভাঙিবে না ; যতক্ষণ না আমি তোমাকে জাগিতে বলিব, ততক্ষণ তুমি কিছুতেই জাগিতে পারিবে না ;— গভীর নিজে—শান্তিজনক নিজে।” যখন বোধ হইবে যে, পাত্র নিন্দিত হইয়াছে, তখন তাহাকে কোন কার্য করিতে আদেশ দিবার পূর্বে অষ্টাদশ পাঠের নিয়মানুসারে পরীক্ষা করিয়া লইবে ।

দ্বিতীয় নিয়ম

পূর্ব কথিত নিয়মে পাত্রকে একথানা সাধারণ চেয়ারে বসাইবে কিম্বা বিছানায় শোওয়াইবে । সে বেশ আরামের সহিত বসিয়া বা শুইয়া শৰীরটি সাধামত বলশৃঙ্গ ও শিথিল করতঃ চক্ষু বৃজিয়া খুব একাগ্র মনে নিম্নোক্তকল্প ভাবিবে—“আমার শরীর অলস, অবসন্ন ও শিথিল হইয়া পড়িতেছে,—আমার মাথা ক্রমেই খুব ভারী হইয়া পড়িতেছে,—আমার চক্ষু ক্রমেই দৃঢ়ক্রপে বক্ষ হইয়া যাইতেছে,—আমি আর চোখের পাতা টানিয়া খুলিতে পারিব না,—ক্রমেই আমার অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ হইতেছে,—ক্রমেই আমার খুব ঘূঘ পাইতেছে,—আমি ৪।৫ মিনিটের মধ্যেই ঘূমাইয়া পড়িব,—আমার খুব গভীর ও শান্তিজনক নিজে হইবে” ইত্যাদি । যখন সে এইকল্প চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন কার্য্যকারক নিজের দক্ষিণ বৃক্ষাঙ্গুলিটি (পাত্রের) কপালের ঠিক মধ্য স্থলের কিঞ্চিৎ উপরে স্থাপন করতঃ ঐ হাতের অপর অঙ্গুলিগুলিকে কপালের ‘বামপাশে

পাত্রকে নিশ্চিত করণ

(at the left temple of subject's fore-head) রাখিবে এবং তাহার বাম বৃক্ষাঙ্গুলিটি (পাত্রের) কপালের ঠিক মধ্যস্থলে (দক্ষিণ বৃক্ষাঙ্গুলির নিম্নে) স্থাপন করতঃ অপর অঙ্গুলিগুলি কপালের দক্ষিণ পার্শ্বে (at the right temple of subject's fore-head) বাম অঙ্গুলিগুলির গ্রাহ স্থাপন করিবে। পাত্রের কপালের উপর কার্যকারকের বৃক্ষাঙ্গুলি ছইটি ঐক্য ভাবে স্থাপিত হইবে যেন, একটি অপরটির সঙ্গে সংযুক্ত না হয়। তৎপরে কার্যকারক বাম ও দক্ষিণ হাতের অঙ্গুলিগুলি উহাদের নির্দিষ্ট স্থান হইতে স্থানান্তরিত না করিয়া, বাম বৃক্ষাঙ্গুলিটি পাত্রের দক্ষিণ ক্ষেত্রে সৌমান্ত পর্যন্ত এবং দক্ষিণ বৃক্ষাঙ্গুলিটি তাহার নাসিকার উপর দিয়া, বরাবর নৌচের দিকে উহার অগ্রভাগ পর্যন্ত আস্তে আস্তে বুলাইয়া আনিবে, অর্থাৎ পাস করিবে। ঐক্য করিবার সময় কার্যকারককে ইহা প্ররূপ রাখিতে হইবে যে, ছইটি বৃক্ষাঙ্গুলিকেই এক সময়ে—উহাদের নির্দিষ্ট স্থান হইতে ভিন্ন স্থানে পাস করিয়া আনিতে হইবে—অর্থাৎ দক্ষিণ বৃক্ষাঙ্গুলিটি কপালের মধ্যস্থল হইতে নাসিকার অগ্রভাগ পর্যন্ত এবং বাম বৃক্ষাঙ্গুলিটি কপালের মধ্যস্থল হইতে দক্ষিণ ক্ষেত্রে সৌমান্ত পর্যন্ত আনিতে হইবে এবং ঐক্য করিবার সময় একটি অপরটির সহিত স্থুল হইবে না। এইরূপে একবার পাস করা হইলে, বৃক্ষাঙ্গুলি ছইটি পুনর্বার পূর্ব স্থানে স্থাপন করিয়া উভয়ক্রমে পাস করিবে এবং ক্রমাগত ৫ হইতে ১৫ মিনিট কাল ঐক্য করিবে: পাস দিবার সঙ্গে ধীর, গভীর ও একবেষে স্থুলে নিষ্পত্তিক্রম আদেশ প্রদান করিবে। বলিবে—“ঘুঁঘুঁ—ঘুঁঘুঁ—ঘুঁঘুঁ—গভীর নিজা; ঘুঁঘুঁ—ঘুঁঘুঁ—ঘুঁঘুঁ—গভীর নিজা; ঘুঁ-ঊঁ—ঘুঁ-ঊঁ—ঘুঁ-ঊঁ—গভীর নিজা,—ঘুঁ-ঊঁ—ঘুঁ-ঊঁ—ঘুঁ-ঊঁ—

সম্মোহন বিষ্ণা

গভীর নিজা ; শাস্তিজনক নিজা—আরামদায়ক নিজা—গাঢ় নিজা” ইত্যাদি। চার-পাঁচ মিনিট এইরূপ আদেশ দেওয়ার পর আবার বলিবে—“তোমার মাথা ক্রমে ক্রমে অভ্যন্ত ভারী হইয়া পড়িতেছে,—তোমার সমস্ত শরীর অভ্যন্ত অলস ও অবসম্ভ হইয়া পড়িতেছে—তুমি আর নড়া-চড়া করিতে পারিতেছ না,—কিছুই অশুভব করিতে পারিতেছ না—তোমার চক্ষু খুব দৃঢ়কৃপে বন্ধ হইয়া গিয়াছে,—তুমি আর উহাদিগকে টালিয়া ধূলিতে পারিবে না—কখনও পারিবে না ;—তুমি এখন আমার কথা ছাড়া আর কিছুই শুনিতে পাইতেছ না। তোমার গভীর নিজা হইয়াছে—খুব গাঢ়—স্মনিজা হয়েছে ; এখন তোমার জোরে জোরে খাস-প্রখাস বহিতে থাকিবে—জোরে—আরও জোরে—খুব জোরে খাস-প্রখাস বহিবে ;—এখন তুমি নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতে থাকিবে—তোমার গভীর নিজা হয়েছে।”
সাধারণতঃ ১০।১৫ মিনিট কাল উক্ত আদেশের সহিত পাস দিলেই পাত্র সম্মোহন নিজায় অভিভূত হইয়া পড়িবে। বলা বাহ্যিক যে, পাত্র নিন্দিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইলে, তাহাকে কোন কার্য করিতে আদেশ দিবার পূর্বে অষ্টাদশ পাঠের নিয়মালুসারে তাহাকে পরীক্ষা করিয়া লইবে।

তৃতীয় নিয়ম

পূর্বকথিত নিয়মে পাত্রকে বেশ আরামের সহিত বসাইবে কিন্তু শোওয়াইবে। তৎপরে তাহাকে চক্ষু বুজিয়া পূর্বের শাব্দ ঘূর্মের বিষয়

পাত্রকে নিয়িত করণ

ভাবিতে বলিবে। যখন সে উক্তক্রপ ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন কার্য্যকারক তাহার দক্ষিণ বৃক্ষাঙ্গুলি পাত্রের কপালের উপর (কপালের মধ্য স্থলের কিঞ্চিং উপরে) স্থাপন করতঃ তাহার নাসিকা-মূলে প্রথম দৃষ্টি স্থাপন পূর্বক, উক্ত বৃক্ষাঙ্গুলি দ্বারা আস্তে আস্তে, বরাবর নীচের দিকে, নাসিকার অগ্রভাগ পর্যন্ত পাস দিবে। একবার পাস করা হইলে, পুনর্বার উহা করিবে এবং বার বার গ্রন্থ করিতে থাকিবে। পাস করিবার সময় একাগ্রতার সাহিত ধীর, গভীর ও একঘেঁষে স্বরে নিয়োক্তক্রপ আদেশ দিবে। বলিবে—“ঘুঁঘুঁ—ঘুঁঘুঁ—গভীর নিজা ; ঘুঁঘুঁ—ঘুঁঘুঁ—ঘুঁঘুঁ—গভীর—নিজা ; শান্তিজনক নিজা ; গভীর নিজা ;—গাঢ় নিজা ; তোমার মাথা ভারী হইয়া গিয়াছে—শরীর অলস ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে—তুমি কিছুই অশুভব করিতে পারিতেছ না—আমার কথা ছাড়া তুমি কিছুই শুনিতে পাইতেছ না—তোমার কেবল ঘুম পাচ্ছে—গভীর নিজা হচ্ছে শান্তিজনক নিজা—আরাম দায়ক নিজা” ইত্যাদি। উক্ত নিয়মে পাস করিবার সঙ্গে ৫ হইতে ১৫ মিনিট স্বরের আদেশ দিলে অনেক পাত্র নিয়িত হইয়া পড়িবে।

চতুর্থ নিয়ম

পুরোক্ত নিয়মে পাত্রকে বসাইবে অথবা শোওয়াইবে। তৎপরে তাহাকে চক্ষু বুজিয়া মনোযোগের সহিত স্বরের বিষয় ভাবিতে বলিবে। যখন সে উক্তক্রপ ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন কার্য্যকারক নিজের দক্ষিণ তালুর গোড়ার অংশটি পাত্রের বাম জ্বর উপর স্থাপন করতঃ এ

সম্মোহন বিষ্টা

হাতের আঙ্গুলগুলি তাহার মাথার উপর রাখিবে এবং ঠিক সেইক্রমে বাম তালুর গোড়ার অংশটি তাহার দক্ষিণ জ্বর উপর স্থাপন করিয়া, ত্রি হাতের আঙ্গুলগুলি দক্ষিণ হাতের আঙ্গুলগুলির স্থায় তাহার মাথার উপর রাখিবে। তৎপরে কার্য্যকারক উভয় হাতের আঙ্গুলগুলি উহাদের নির্দিষ্ট স্থান হইতে স্থানান্তরিত না করিয়া, দক্ষিণ তালুর গোড়ার অংশটি (যাহা পাত্রের বাম জ্বর উপর স্থাপিত রহিয়াছে) তাহার বাম জ্বর উপর দিয়া, ত্রি জ্বর সীমান্ত পর্যন্ত এবং তাহার বাম তালুর গোড়ার অংশটি (যাহা পাত্রের দক্ষিণ জ্বর উপর রহিয়াছে) তাহার দক্ষিণ জ্বর উপর দিয়া, ত্রি জ্বর সীমান্ত পর্যন্ত আস্তে আস্তে টানিয়া আনিবে। উভয় হাতের তালুর গোড়ার অংশ ছাঁড়া একই সময়ে, তাহার উভয় জ্বরয়ের উপর উচ্চক্রমে পাস করিতে হইবে। একবার পাস দেওয়া হইলে, বার বার ঐক্রম করিবে এবং তৎসঙ্গে ঘুমের আদেশ দিবে। বলিবে—
‘ঘুম—ঘুম—ঘুম—গভীর নিজ্বা ; ঘুম—ঘুম—ঘুম—গভীর নিজ্বা ;
—গাঢ় নিজ্বা—স্বনিজ্বা—ধূৰ শাস্তিজ্বনক নিজ্বা’ ইত্যাদি। উপরোক্ত পাসের সহিত ১০।১৫ মিনিট আদেশ দিলেই পাত্র নিপত্তি হইয়া পড়িবে।

পঞ্চম নির্যম

পূর্বোক্ত নিয়মে পাত্রকে বসাইবে ; কিন্তু তাহার মাথাটি কাঁভাবে না রাখিয়া সোজা ভাবে দাঢ় করাইয়া রাখিবে। তৎপরে তাহাকে একাগ্রতার সহিত পূর্বের স্থায় ঘুমের বিষয় ভাবিতে বলিবে। যথন সে ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন কার্য্যকারক তাহার ডান হাত ছাঁড়া পাত্রের মাথাটি দৃঢ়ক্রমে ধরিয়া উহাকে আস্তে আস্তে ত্রুমাগত গোলাকারে

পাত্রকে নিপ্তি করণ

যুৱাইতে আৱস্থা কৱিবে। বলা বালুয়া যে, তাহাৰ মাথাটি একপ ভাৰে
যুৱাইবে, যেন সে উহাতে ব্যথা না পায়। উক্তক্রপে পাত্রের মাথা
যুৱাইতে যুৱেৰ আদেশ প্ৰদান কৱিবে। বলিবে—“যুম
—যুম—যুম—গভীৱ নিজা” ইত্যাদি।

ষষ্ঠি নিয়ম

পাত্রকে পূৰ্বেৰ গ্রাঘ বসাইবে কিম্বা শোওয়াইবে। তৎপৰে তাহাৰ
কপাল হইতে প্ৰায় এক ফুট উৰ্দ্ধে, কাৰ্য্যকাৰক নিজেৰ দক্ষিণ তজ্জনীটিকে
নিয়াভিযুক্তি কৱিয়া, শুল্কেৰ উপৰ (দেড় বা ছই ফিট পৰিধিৰ মধ্যে),
গোলাকাৰে আস্তে আস্তে যুৱাইতে আৱস্থা কৱিবে। যখন সে
তজ্জনীটি যুৱাইবে, তখন পাত্ৰ ত্ৰিতৰ্যামীৰ অগ্ৰভাগেৰ প্ৰতি স্থিৰ দৃষ্টিতে
তাকাইয়া থাকিয়া, তাহাৰ চক্ৰ দ্বাৰা উহার গতি অনুসৰণ কৱিবে,
অৰ্থাৎ তজ্জনীটি যেমন গোলাকাৰে যুৱিতে থাকিবে, পাত্রেৰ দৃষ্টি ও যুৱিয়া
যুৱিয়া উহার গতি অনুসৰণ কৱিবে। যে পৰ্যন্ত পাত্রেৰ চক্ৰ ক্লান্ত না
হইবে, ততক্ষণ পৰ্যন্ত কাৰ্য্যকাৰক তাহাৰ নাসিকা-মূলে প্ৰথৰ দৃষ্টি স্থাপন
পূৰ্বক তজ্জনীটি উক্তক্রপে যুৱাইতে থাকিবে। পৰে যখন তাহাৰ চক্ৰ
অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িবে, তখন সে চক্ৰ বুজিয়া একাগ্ৰমনে যুৱেৰ বিষম
ভাবিতে আৱস্থা কৱিবে। সে চক্ৰ বুজিবাৰ পৰ, কাৰ্য্যকাৰক আঙুল
যুৱাণ বন্ধ কৱিয়া গন্তীৰ ও একথেয়ে স্বৰে যুৱেৰ আদেশ দিবে এবং
তৎসঙ্গে তাহাৰ শৱীৱেৰ উপৰ কঘেকটি স্পৰ্শযুক্ত নিয়গামী পাস গ্ৰহণ
কৱিবে। বলিবে—“যুম—যুম—যুম—গভীৱ নিজা—গাঢ়

সম্মোহন বিষ্টা

লিঙ্গা” ইত্যাদি। তর্জনীটি পাত্রের কপালের উপর উক্কলপে ঘূরাইবার উদ্দেশ্য এই যে, উহার গতি অঙ্গসরণ করিবার নিমিত্ত পাত্রকে তাহার চক্ষু ছাইটি গ্রে আঙুলের গতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগত ঘূরাইতে হইবে, তাহাতে তাহার চোখ ছাইটি শীঘ্ৰই ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িবে। তৎপরে ঘূমের আদেশ ও পাস দিলেই দে কয়েক মিনিটের মধ্যে নির্দিত হইয়া পড়িবে।

সপ্তম নিয়ম

পাত্রকে পূর্বোক্ত নিয়মে চেম্বারে বসাইয়া মনোযোগের সহিত ঘূমের বিষয় ভাবিতে বালবে। যখন সে চক্ষু বৃজিয়া তাহা ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন কার্যাকারক তাহার নাসা-মূলে তৌক্ষ দৃষ্টি স্থাপন করতঃ নিজের দক্ষিণ তর্জনী ও মধ্যমাংশ অগ্রভাগ দ্বারা তাহার মাথার মধ্যস্থলে তালে তালে আঘাত করিবে (অবশ্য সে বাধা না পায়, একপভাবে উহা করিতে হইবে) এবং ক্রমাগত ৫ হইতে ১০ মিনিট কাল ঐক্রম করার সঙ্গে ঘূমের আদেশ দিবে। বলিবে—“ঘূঘ—ঘূঘ—ঘূঘ—গভীর লিঙ্গা” ইত্যাদি।

অষ্টম নিয়ম

পূর্বোক্ত নিয়মে পাত্রকে বসাইবে কিন্তু শোওয়াইবে এবং চক্ষু বৃজিয়া ঘূমের বিষয় ভাবিতে বলিবে। যখন সে একাগ্রচিন্তে ঘূমের বিষয় ভাবিতে

পাত্রকে নির্দিত করণ

আরম্ভ করিয়াছে, তখন কার্য্যকারক তাহার নাসিকা-মূলে প্রথর দৃষ্টি স্থাপন পূর্বক, নিজের দক্ষিণ বৃক্ষাঙ্গুলিটি তাহার কপালের সর্বোচ্চ সীমাবন্ধ (চুলের পোড়ায়) স্থাপন করিয়া ঐ হাতের অপর অঙ্গুলিগুলি তাহার কপালের পার্শ্বে রাখিবে। তৎপরে দক্ষিণ হাতের অঙ্গুলিগুলি কপালের পার্শ্ব হইতে না সরাইয়া, বৃক্ষাঙ্গুলিটি ঐ স্থান হইতে বরাবর নীচের দিকে নাসিকার অগ্রভাগ পর্যন্ত আস্তে আস্তে টানিয়া আনিবে এবং পুনঃ পুনঃ ঐরূপ করিতে থাকিবে ও তৎসঙ্গে ঘুমের আদেশ দিবে। বলিবে— “ঘুম—ঘুম—ঘুম—গভীর নিজ্বা” ইত্যাদি ।

নবম নিরূপ

পূর্বোক্ত নিয়মে পাত্রকে বসাইবে কিম্বা শোওয়াইবে। তৎপরে কার্য্যকারক তাহার নাসা-মূলে স্থির ও তৌৰ দৃষ্টি স্থাপন করতঃ ধীরে ধীরে ‘এক’ হইতে ‘কুড়ি’ পর্যন্ত সংখ্যাগুলিকে গণিবে। সে এক সেকেশে এক একটি সংখ্যা গণিবে, স্ফুরণঃ ‘কুড়ি’ গণিতে তাহার কুড়ি সেকেশে সময় লাগিবে। তাহার এক একটি সংখ্যা গণণার সঙ্গে সঙ্গে পাত্র এক একবার তাহার চক্ষু বক্ষ করিয়া আবার তৎক্ষণাত্মে উহাদিগকে খুলিয়া ফেলিবে। উচ্চজ্ঞপে বার বার বক্ষ করিতে ও খুলিতে যথন পাত্রের চোখ অত্যন্ত ঝুঁতু হইবে, তখন সে উহাদিগকে দৃঢ়জ্ঞপে বক্ষ করিয়া একাগ্র মনে ঘুমের বিষয় ভাবিতে আরম্ভ করিবে। শিক্ষার্থীর ‘কুড়ি’ গণার মধ্যে তাহার চক্ষু ঝুঁতু ও বক্ষ না হইলে, সে পুনরায় ‘এক’ হইতে ‘কুড়ি’ পর্যন্ত সংখ্যা গণিবে ; কিন্তু পূর্বে যেমন সে এক সেকেশে এক একটি সংখ্যা গণনা করিয়াছে, এবার সেক্ষণে গণনা না করিয়া, অত্যোক পাঁচ

সম্মোহন বিধা

সেকেশু অস্ত্র অস্ত্র এক একটি সংখ্যা গণিবে। যদি দ্বিতীয় বারেও তাহার চক্ষু বন্ধ না হয়, তবে পুনরায় গণনা আরম্ভ করিবে; কিন্তু এইবার দশ দশ সেকেশু অস্ত্র এক একটি সংখ্যা গণিবে। আবশ্যিক হইলে এইক্লপ পাঁচ বার পর্যন্ত গণনা করা যাইতে পারে; কিন্তু প্রতিবারেই গণনার মধ্যে ৫ সেকেশু সময় বাড়াইয়া দিবে। পাত্রের চক্ষু বন্ধ হওয়া মাত্রাই সম্মোহনবিধি সংখ্যা গণনা পরিত্যাগ না করিয়া উহার পরবর্তী আরও কয়েকটি সংখ্যা গণনা করিবে। তৎপরে তাহাকে ঘুমের বিষয় ভাবিতে বলিয়া, তাহার শরীরের উপর কিছুক্ষণ স্পর্শযুক্ত নিয়মামী পাস ও তৎসঙ্গে ঘুমের আদেশ দিবে। বলিবে—“ঘুম—ঘুম—ঘুম—গভীর নিদ্রা ; ঘুম—ঘুম—ঘুম—গভীর নিদ্রা ;—গাঢ় নিদ্রা—স্ফুরণ—খুব শাস্তিজনক নিদ্রা” ইত্যাদি। উপরোক্ত পাসের সহিত ১০।১৫ মিনিট কাল আদেশ দিলে অনেক পাত্র নিয়ন্ত্রিত হইয়া পড়িবে।

যে সকল পাত্র অগ্রান্ত নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হয় না, তাহাদের অধিকাংশের উপর এই নিয়মটি বেশ কার্যকরী হইবে। ইহা “ডাক্তার ফ্লোয়ারের প্রণালী” (Dr. Flower's method) বলিয়া থ্যাত।

দশম নিয়ম

পাত্রকে পূর্বোক্ত নিয়মে চেয়ারে বসাইবে এবং তাহার হাতে খুব চক্ষুকে একটা টাকা বা আধুলি দিয়া, স্থির দৃষ্টিতে উহার দিকে তাকা-ইয়া থাকিতে বলিবে। পাত্র গ্রি উজ্জ্বল পদার্থটার প্রতি যতক্ষণ স্থির

ପାତ୍ରକେ ନିଜିତ କରଣ

ଦୃଷ୍ଟିତେ ଚାହିୟା ଥାକିତେ ସମର୍ଥ, ତତକଣ ମେ ଉହାର ପ୍ରତି ତାକାଇୟା ଥାକିବେ । ଉତ୍କଳପେ ତାକାଇୟା ଥାକିତେ ଥାକିତେ ସଥଳ ତାହାର ଚକ୍ର କ୍ଲାନ୍ଟ ହଇୟା ପଡ଼ିବେ, ତଥଳ ମେ ଉହାଦିଗକେ ଦୃଢ଼କଳପେ ବଞ୍ଚ କରିଯା ଏକାଶମନେ ସୁମେର ବିସ୍ଵ ଭାବିତେ ଆରଣ୍ଟ କରିବେ । ଟାକା ବା ଆଧୁଲିର ପରିବର୍ତ୍ତ ରଖା ବା ଜାର୍ମାନ-ସିଲ୍ଭାରେର ନିର୍ଶିତ କୋନ ଏକଟା ଚକ୍ରକେ ଜିନିଯ-ସେମନ-ସିଗାରେଟ କେସ, ପାନେର ଡିବା, ସୁରତିର କୋଟା, ସଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରା ଯାଇତେ ପାରେ । ସଥଳ ପାତ୍ର ଉତ୍କ ବିସ୍ଵ ଚିନ୍ତା କରିତେ ଆରଣ୍ଟ କରିଯାଛେ, ତଥଳ ସଞ୍ଚୋହନବିଂ ତାହାର ନାସିକା-ମୂଳେ ପ୍ରଥର ଦୃଷ୍ଟି ହାପନ କରନ୍ତି: ଗଭୀର ଓ ଏକବେଳେ ସୁରେ ସୁମେର ଆଦେଶ ଓ ତେବେଳେ କରେକଟି ନିଝ-ଗାମୀ ସ୍ପର୍ଶୟୁକ୍ତ ପାସ ଦିବେ । ବଲିବେ—“ସୁମ—ସୁମ—ସୁମ—ଗଭୀର ନିଜା” ଇତ୍ୟାଦି । ପାଞ୍ଚ ହଇତେ ପନର ମିନିଟ କାଳ ଉତ୍କଳପେ ପାସ ଓ ଆଦେଶ ଦିଲେ ଅନେକ ପାତ୍ର ନିଜାଭିଭୂତ ହଇୟା ପଡ଼ିବେ ।

ଏକାଦଶ ନିଯମ

ପାତ୍ରକେ ପୂର୍ବକ ଥିତ ନିଯମେ ବସାଇବେ କିମ୍ବା ଶୋଭାଇବେ । କାର୍ଯ୍ୟକାରକ ତାହାର ସଞ୍ଚୁଥେ ଦୀଢ଼ାଇୟା କିମ୍ବା ବସିଯା ତାହାର ନାସିକା-ମୂଳେ ପ୍ରଥର ଦୃଷ୍ଟି ହାପନ କରିବେ ଏବଂ ପାତ୍ର ହିନ୍ଦୁ ଦୃଷ୍ଟିତେ ତାହାର ଚୋଥେର ଦିକେ ତାକାଇୟା ଥାକିଯା ନିଭୁଲ ରଖେ ୧୦୦ ହଇତେ ୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାଙ୍କିକେ ବିପରୀତ ତାବେ ଗଣନା କରିବେ । ଐରାପ କରିତେ କରିତେ ତାହାର ଚକ୍ର କ୍ଲାନ୍ଟ ହଇୟା ପଡ଼ିଲେ, ମେ ଉହାଦିଗକେ ଦୃଢ଼କଳପେ ବଞ୍ଚ କରିଯା ସୁମେର ବିସ୍ଵ ଚିନ୍ତା କରିବେ । ସଥଳ ମେ ଉହା ଭାବିତେ ଆରଣ୍ଟ କରିଯାଛେ, ତଥଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରକ ତାହାର ମାଥା ହଇତେ ଆରଣ୍ଟ କରିଯା ପା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପର୍ଶୟୁକ୍ତ ନିଝଗାମୀ ପାସ ଓ ତେବେଳେ ସୁମେର

সম্মোহন বিষ্টা

আদেশ দিবে। দশ হইতে পনর মিনিট কাল পাস ও আদেশ দিলেই পাত্র নির্দিত হইয়া পড়িবে। যাহাদের মানসিক একাগ্রতা অল্প, সম্মোহনবিং তাহাদের অনেককে এই নিয়মে অভিভূত করিতে পারিবে।

দ্বাদশ নিয়ম

পাত্রকে পুরোজ্ঞ নিয়মে বসাইবে কিম্বা শোওয়াইবে। সম্মোহনবিং পাত্রের সম্মুখস্থ দেওয়ালের গাঁথে (ভূমি হইতে) ৬।। ফিট উচ্চে পেন্সিল ঢাকা পোয়া ইঞ্জি পরিধির একটি বৃত্ত অঙ্কিত করতঃ (বৃত্তটি সুস্পষ্ট ও কাল বর্ণের হইবে) পাত্রকে উহার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিতে বলিবে। সে যতক্ষণ গ্রীষ্ম বৃত্তটির প্রতি স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিতে পারিবে, ততক্ষণ উহার দিকে চাহিয়া থাকিবে ; যখন তাহার চক্ষু ঝাঁক্ট হইবে, তখন সে উহাদিগকে দৃঢ়রূপে বন্ধ করতঃ মনোযোগের সহিত ঘুমের বিষয় ভাবিতে আরম্ভ করিবে। এইক্ষণ কার্যকারিক তাহার নাসিকা-মূলে প্রথম দৃষ্টি স্থাপন পূর্বক তাহার মাথা হইতে পা পর্যন্ত স্পর্শযুক্ত নিয়গামী পাস ও তৎসঙ্গে ঘুমের আদেশ প্রদান করিবে। দশ-পনর মিনিট উক্ত পাস ও ঘুমের আদেশ দিলেই পাত্র নির্দিত হইয়া পড়িবে।

সপ্তদশ পাঠ

পাত্রকে নিয়িত করা সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ

সশ্রোহন নিদ্রাকর্ষণ করিতে পূর্ববর্তী পাঠে যে কয়েকটি নিয়ম অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, উহাদের যে কোন একটির সাহায্যেই সকল লোককে অনায়াসে নিয়িত করা যাইবে, শিক্ষার্থী কখনও একল মনে করিবে না। কোন একটি বা দ্বিটি নির্দিষ্ট নিয়মের সাহায্যে সকল লোককে নিয়িত করা যায় না ; কারণ সকল মানুষের প্রকৃতি একরূপ নহে। কোন একটি নির্দিষ্ট নিয়মের সাহায্যে শিক্ষার্থী কয়েক ব্যক্তিকে নিয়িত করিতে সমর্থ হইলে, উহা যে সকল প্রকৃতির লোকের উপরই তুল্যক্রপে কার্য্যকরী হইবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। তবে কোন একটি নিয়মের সাহায্যে সে অনেক লোককে নিয়িত করিয়া থাকিলে, নৃতন পাত্রের উপর সর্বাগ্রে সেই নিয়মটি প্রয়োগ করিতে পারে। যদি ঐ নিয়মটি তাহার উপর কার্য্যকর হয়, তাগই ; নতুবা অন্য কোন একটি বা দ্বিটি নিয়ম প্রয়োগ করিবে এবং আবশ্যক হইলে চার-পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন নিয়মও তাহার উপর প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কিন্তু চার-পাঁচটি বিভিন্ন নিয়মের প্রয়োগও বিফল হইলে, তখন তাহাকে গহিয়া আর অধিক চেষ্টা করিবে না। সশ্রোহন বিজ্ঞানে “সর্বরোগহর মহৌষধির” শ্লাঘ এধাৰণ এমন কোন নিয়ম-প্রণালী আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহা দ্বারা সকল লোককেই মুহূর্ত মধ্যে মোহিত করা যায়। যে একটি নিয়মের প্রয়োগে এক ব্যক্তি গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়, ঠিক সেই নিয়মের প্রয়োগে

সম্মোহন বিষ্ণু

হয়ত অপর এক বাত্তির একটু তল্লাও হয় না। স্বতরাং কিরণ প্রকৃতির লোকের উপর কোন নিয়ম কার্য্যকরী হইবে, তাহা সম্যক্করণে শুধুইয়া দেওয়া কঠিন। শিক্ষার্থী কয়েকটি বিভিন্ন প্রকৃতির লোক নিয়িত করণান্তর অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিলে, সে নিজেই উহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে।

পাত্রকে নিয়িত করিবার সময় কার্য্যকারক তাহার নামিক।-মূলে স্থির দৃষ্টি স্থাপন করিয়া, শরীরের উপর পাস প্রয়োগ ও তৎসঙ্গে ঘুমের আদেশ দিবে। সে যে সকল পাস ব্যবহার করিবে, উহারা বে রকমেরই হউক, খুব ধীর তাবে অদান করিবে। ঘুমের আদেশগুলির কিয়দংশ গভীর ও আদেশ স্মৃচক এবং অপরাংশ একথেয়ে স্মরে হইবে। কারণ ক্রমাগত একথেয়ে স্মৃত কর্ণরক্ষেত্র ভিতর দিয়া মস্তিষ্কে প্রবেশ করতঃ উহাতে বিশেষ রকমের একটি অনুভূতি উৎপাদন করে এবং সেই অনুভূতি আবার সম্মোহনবিদের ইচ্ছাশক্তি ও পাত্রের একাগ্রতার সাহায্যে তীক্ষ্ণতর হইয়া শীঘ্র নিয়্রাকর্ষণ করিয়া থাকে। বিঁঁঁ পোকা সমূহের বির বিরু রবে ও ভেককুশের একথেয়ে আর্তনাদে বহুলোক নিয়্রাভিভূত হইয়া পড়ে। আমাদের দেশে স্তীলোকেরা যে এক রকমের ছড়া ব্যবহার করে, উহার একথেয়ে স্মরেই শিশুদিগের নিয়্রাকর্ষণ হইয়া থাকে। নিয়িত হইবার সময় পাত্র যেমন একাগ্রমনে ঘুমের বিষয় চিন্তা করিবে, কার্য্যকারকও সেইরূপ মৌখিক আদেশের সঙ্গে একাগ্র মনে একাপ চিন্তা করিবে যে, ‘পাত্র অবশ্য শুধুইয়া পড়িবে’, ‘নিশ্চয় তাহার গভীর নিয়্রা হইবে’ ইত্যাদি।

অষ্টাদশ পাঠ

যোহিতাবস্থা পরীক্ষা করণ

পাত্র নিয়িত হইবার পর কার্যকারক তাহাকে কোন কার্য করিতে আদেশ দিবার পূর্বে, তাহার বাস্তবিক নিদ্রা হইয়াছে কিনা, তাহা উন্মুক্তপে পরীক্ষা করিয়া লইবে। কারণ সময় সময় বাচাল প্রকৃতির পাত্রগণ নিয়িত না হইয়াও নিদ্রার ভাগ করিয়া পড়িয়া থাকে এবং যখন সশ্রাহনবিহীন কর্তৃক কোন কার্য করিতে আদিষ্ট হয়, তখন উচ্চ শব্দে হাসিয়া উঠিয়া তাহাকে অপ্রতিভ করিবার চেষ্টা পাওয়। বস্তুতঃ পাত্রের বাস্তবিক নিদ্রা না হইয়া থাকিলে, তাহাকে কোন কার্য করিতে আদেশ করা বুঝ। এই নিয়িত পাত্র নিয়িত হইয়াছে বলিয়া বোধ করিলে, সর্বাগ্রে তাহাকে নিষ্ঠোক্ত উপদেশামূলারে পরীক্ষা করিয়া লইবে।

(১) নিয়িত ব্যক্তির ঘাস অথবাস গুলি পরম্পর সমাল, দৌর্য ও গভীর হইলে তাহাকে নিয়িত বলিয়া বুঝিবে।

(২) পাত্রের চোখের পাতা আস্তে টানিয়া তুলিয়া ক্ষণকাল উহাধরিয়া রাখিবে; যদি উহাতে তাহার চক্ষুর মণি এদিক-ওদিক নড়া-চড়া না করে, তবে তাহাকে গভীর নিয়ায় নিয়িত বলিয়া জানিবে।

(৩) পাত্রের চোখের পাতা আস্তে আস্তে টানিয়া তুলিয়া রাখিবে। তৎপরে তাহার চক্ষু-মণির চারিপাশে যে সাদা অংশ আছে, সেই স্থানে খুব আস্তে অঙ্গুলি স্পর্শ করিবে, যদি উহাতে সে চোখের পাতা বন্ধ করিবার চেষ্টা না পাওয়, তবে তাহাকে নিয়িত বলিয়া বুঝিবে; কিন্তু

সম্মোহন বিষ্টা

তাহার চক্ষুর মধ্যে আস্তে আস্তে ফুঁ দিলে, যদি সে চক্ষু বন্ধ করিতে চেষ্টা না পায়, তবে তাহার নিজে হইয়াছে বলিয়া বুঝিবে। ইহা গভীর নিজের পরিচাম্রক।

(৪) পাত্রের একখানা হাত আস্তে আস্তে উঠাইয়া উহা ‘উর্ক্ববাহুর’ শ্বায় খাড়া করিয়া রাখিবে এবং ঐরূপ করিবার সময় গভীর ও আদেশ-স্থচক স্বরে বলিবে—“তোমার এই হাতখানাকে আমি সোজা ভাবে দাঁড় করাইয়া রাখিব; উহা শক্ত হইয়া সরল রেখার শ্বায় দাঁড়াইয়া থাকিবে এবং কিছুতেই উহা শিথিল হইবেনা বা পড়িয়া যাইবে না। তোমার হাত খানা ক্রমে ক্রমে খুব শক্ত হচ্ছে—আরও শক্ত হচ্ছে—লোহার অত শক্ত হচ্ছে—উহা কিছুতেই পড়িবে না—কখনও পড়িবে না; যতক্ষণ আমি তোমাকে উহা শিথিল করিতে না বলিব, ততক্ষণ উহা লোহার শলার অত শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে এবং উহাতে তোমার ঘূঘের কোন ব্যাঘাত হইবে না।” দুই-তিন বার ঐরূপ আদেশ করার পর, তাহার হাত খানা শক্ত হইলে, কিছুক্ষণের জন্য উহাকে ঐরূপ ভাবে অবস্থান করিতে দিবে, কিন্তু মাঝে মাঝে এক একবার টিপিয়া দেখিবে যে, উহা পূর্বের শ্বায় শক্ত আছে কি না ? যদি উহা শিথিল না হইয়া বরাবর দৃঢ়ভাবে দণ্ডয়মান থাকে, তবে তাহাকে নিজিত বলিয়া বুঝিবে। তৎপরে চার-পাঁচ মিনিট পর আদেশ দিয়া উহাকে পূর্বের শ্বায় শিথিল করিয়া দিবে।

(৫) পাত্রের একখানা পা আস্তে আস্তে উঠাইয়া সরল রেখার শ্বায় সোজা করিয়া শুগ্নে রাখিবে এবং ঐরূপ করিবার সময় বলিবে—“তোমার

ମୋହିତାବନ୍ଧା ପରୀକ୍ଷା କରଣ

ଏହି ପା ଖାନା (ଉକ୍ତ ହଇତେ ଗୋଡ଼ାଳୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ) ଶକ୍ତ ହଛେ—କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଖୁବ ଶକ୍ତ ହଛେ ; ଆଗି ଇହାକେ ଶୁଣ୍ଡେର ଉପର ସେନ୍଱ପ ଭାବେ ରାଖିଯାଇଛି, ଉହା ସେନ୍଱ପ ଅବଶ୍ୟାଯିଛି ଥାକିବେ ;—କଥନେ ଶିଥିଲ ହିଁଯା କୁଇଁଯା ପାଢ଼ିବେ ନା । ସତକ୍ଷଣ ଆଗି ଉହାକେ ଶିଥିଲ ହିଁତେ ନା ବଲିବ, ତତକ୍ଷଣ ଉହା କଠିନରୂପେ ଏହି ଅବଶ୍ୟା ଥାକିବେ ଏବଂ ଉହାତେ ତୋମାର ଘୁମେର କୋନ ବ୍ୟାଘାତ ହିଁବେ ନା” ଇତ୍ୟାଦି । ଉହା ୪୫ ମିନିଟ ସମୟ ଏଇ ଅବଶ୍ୟା ଥାକିଲେ ତାହାର ନିଦ୍ରା ହଇଯାଛେ ବଲିଯା ବୁଝିବେ । ପରେ ଆଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଉହା ଶିଥିଲ କରିଯା ଦିବେ । ଏହାଟି ଠିକ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର ଅମୁକଳିପ ।

ଏହି ଗୁଲିର ହଇ-ଏକଟି ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା କରାର ପର, ପାତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦିତ ବଲିଯା ହିଁର ହଇଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଠେର ଉପଦେଶାରୁଦ୍ସାରେ ତାହାର ମନେ ମାଯା ଓ ଭ୍ରମ ଜ୍ଞାନାହିତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ।

উনবিংশ পাঠ

যোহিত ব্যক্তির মনে মায়া জন্মান

পূর্ব পাঠের নিয়মানুসারে পরীক্ষা করার পর, পাত্র নির্দিত বশিয়া
ছির হইলে, গভীর ও আদেশস্থচক স্বরে বলিবে—“এইক্ষণ তোমার
ধূৰ ঘূৰ হইয়াছে—তোমার গভীর নিজা হইয়াছে। যতক্ষণ
আমি তোমাকে জাগিতে না বলিব, ততক্ষণ তুমি জাগিতে
পারিবে না—ততক্ষণ কিছুতেই তোমার ঘূৰ ভাসিবে না।”
তিন-চার বার এইরূপ আদেশ করার পর কার্যকারিক কয়েক টুকুরা কাগজ
লইয়া বলিবে—“এখন আমি তোমাকে কয়েকখানা মিষ্টি বিস্কুট
দিব; তুমি বিস্কুটগুলি খাইয়া ফেলিবে। এই বিস্কুটগুলি
ধূৰ মিষ্টি—ভারী মিষ্টি—এমন মিষ্টি বিস্কুট তুমি কখনও খাও
নাই।” ছই-তিনবার এরূপ বলার পর, কাগজের টুকুরাগুলি তাহার মুখের
ভিতর পুরিয়া দিবে এবং “খাও—খাও—খেয়ে ফেল—এমন মিষ্টি
বিস্কুট তুমি কখনও খাও নাই—শীগুৰ খেয়ে ফেল” ইত্যাদি
বলিবে। যদি পাত্র আদেশ মত ঐগুলি খাইতে আরম্ভ করে, তবে
তাহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য আরও দুই এক টুকুরা কাগজ
দিবে ও তৎসঙ্গে ছই-চার বার উত্তরণ আদেশ অদান কৰিবে। সে

মোহিত ব্যক্তির মনে মায়া জন্মান

এই কল্পিত বিস্কুটগুলি থাইবার সময়, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে যে, গ্রিগুলি মিষ্টি কি না? কিন্তু তাহাকে উভয়ের সময় না দিয়া নিজেই বলিবে “ইঁা,—এই বিস্কুটগুলি খুব মিষ্টি—অজ্ঞত মিষ্টি” ইত্যাদি। এইরপ ছই-একবার বলিলেই সে উহাদিগকে মিষ্টি বলিয়া আনন্দের সহিত থাইতে আরম্ভ করিবে। ছই-চার টুকরা খাওয়া হইলে পর নিজেই বলিবে—“আর খেও না; বিস্কুটগুলি এখন তেঁতো লাগছে—খুব তেঁতো লাগছে—ফেলে দাও” ইত্যাদি। এইরপ বলিবার সঙ্গে সঙ্গে নিজে ছই-একবার “খু” “খু” বলিবে (অর্থাৎ সে নিজেও যেন উহাদের তিক্ত স্বাদ অনুভব করিতেছে, এরপ তাব প্রকাশ করিবে)। পাত্র উক্ত আদেশ মত কাংগজগুলি ফেলিয়া দিবার পর বলিবে—“এখন আবার তমাও;—গভীর নিজা হউক—শাস্তিজনক নিজা হউক” ইত্যাদি। বলা বাহ্য যে, উক্তাবস্থার পাত্রকে বেশীক্ষণ ঘুমের আদেশ দিবার আবশ্যিকতা নাই; কেবল ছই-তিনি-বার “ঘুম-ঘুম-ঘুম—গভীর নিজা” ইত্যাদি বলিলেই সে পূর্বের আঘাত নির্দিত হইয়া পড়িবে।

পাত্র নির্দিত হইলে পর বলিবে—“এখন তুমি একটি স্বগন্ধ গোলাপ ফুল শুঁকিতে পাইবে। এই ফুলটি খুব স্বগন্ধ—এমন স্বগন্ধ গোলাপ তুমি পূর্বে কখনও শুঁকো নাই।” তৎপরে কার্যকারিক পাত্রের নাকের সম্মুখে একখানা কুমাল (যাহাতে কোন গন্ধ নাই) ধরিয়া তাহাকে উহা শুঁকিতে বলিবে এবং তৎসঙ্গে নিয়লিথিতরূপ আদেশ দিবে। বলিবে—“ফুলটি বেশ স্বগন্ধ—খুব স্বগন্ধ;—এমন স্বগন্ধ গোলাপ তুমি কখনও শুঁকো নাই;

সম্মোহন বিষ্ণু

শুঁকে দেখ—বেশ করে শুঁকে দেখ—খুব সুগন্ধ” ইত্যাদি। ছই-চার বার এইরূপ আদেশ দিলেই সে খুব আনন্দের সহিত গোলাপ ফুল কলনা করিয়া ঐ কুমাল ধানা শুঁকিতে আরম্ভ করিবে। পাত্র কিছুক্ষণের অন্ত উক্ত মাঘার অধীন হওয়ার পর “ঘুঁম—ঘুঁম—ঘুঁম—গভীর নিজ্বা” ইত্যাদি বলিয়া তাহাকে পুনর্বার নিজিত করিবে।

তৎপরে বলিবে—“এইবার তুমি হারমনিয়াম বাজনা ও গান শুনিতে পাইবে। তোমার নিকটে একটি লোক হারমনিয়াম বাজাইয়া গান গাহিতেছে,—তুমি তাহার হারমনিয়াম বাজনা ও গান শুনিতে পাইবে। লোকটি বেশ স্বর্কর্ষ এবং সে যে হারমনিয়াম বাজাইতেছে তাহাও খুব মিষ্ট।” ছই-এক বার এইরূপ বলিয়া, নিকটস্থ কোন শব্দ (কথা-বার্তা, পশ্চ পক্ষীর কলরব ইত্যাদিকে) হারমনিয়াম বাজনা ও গান বলিয়া নির্দেশ করতঃ উহার প্রতি তাহার মনোযোগাক্ষণ করিয়া বলিবে—ঐ শোন, কেবল মিষ্ট গান ও বাজনা—এমন স্মৃমিষ্ট গান-বাজনা তুমি পূর্বে কখন শুনিয়াছ কি? না,—কখনও শোন নাই; শোন—শোন—খুব মিষ্ট” ইত্যাদি। ছই-চার বার এইরূপ বলার পর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, যে সে গান-বাজনা শুনিতে পাইতেছে কি না? যদি অস্মীকার করে, তবে তাহাকে পূর্বের গ্রাম করেকবার আদেশ দিলেই সে ঐ কলিত গীতবান্ত খুব আগ্রহের সহিত শুনিতে আরম্ভ করিবে। পাত্র কিছুকালের অন্ত, উক্ত মাঘার বশীভূত হওয়ার পর, তাহাকে পুনর্বার নিজিত করিবে।

পাত্রকে নিজিত করণাস্ত্র বলিবে—“আমি এখন একটা গরম

মোহিত ব্যক্তির মনে মাঝা জন্মান

লোহার শলা তোমার কপালে লাগাইব; উহাতে তোমার
কপাল পুড়িয়া যাইবে। লোহাটা আগুনে পুড়িয়া খুব লাল
হইয়া গিয়াছে এবং উহা স্পর্শ করা মাত্র তোমার কপাল
পুড়িয়া যাইবে—তুমি চীৎকার করিয়া উঠিবে—যন্ত্রণায়
ছটফট করিয়া উঠিবে” ইত্যাদি। দুই-তিন বার এইরূপ বলিয়া,
একটা পেনসিল বা কলম তাহার কপালে চাপিয়া ধরিবে এবং তৎসঙ্গে
“তোমার কপাল পুড়্ল—পুড়্ল” ইত্যাদি বলিবে। পাত্র কিছু-
ক্ষণের জন্য কাল্পনিক যন্ত্রণায় অস্থির হইলে, কপাল হইতে উহা অপসারিত
করণস্থর পুনর্বার তাহাকে নির্দিত করিবে।

তৎপরে সম্রাহনবিং আদেশস্থচক স্বরে বলিবে—“এইবার তুমি
চোখ খুলিবে, কিন্তু তোমার ঘূঁঘু ভাঙিবে না” ইত্যাদি। দুই-তিন
বার একপ আদেশ করার পর বলিবে—“ঝুঁক্ষণ তোমাকে চোখ
খুলিতে বলিলে তুমি চোখ খুলিবে এবং আমার হাতে কাল
রং-এর একখানা কাগজ দেখিতে পাইবে। আমার হাতে যে
কাগজ খানা রাখিয়াছে তাহা কাল—গাঢ় কাল—খুব কাল”
ইত্যাদি। দুই-তিনবার একপ বলার পর, কার্য্যকারক এক টুকরা সাদা
কাগজ লইয়া তাহাকে চোখ মেলিতে বলিবে; পাত্র চক্ষু না মেলিলে
পুনঃ পুনঃ আদেশ দিয়া তাহা করিতে বাধ্য করিবে। যদি নির্দ্রার
গাঢ়তা বশতঃ সে উহা খুলিতে অসমর্থ হয়, তবে কার্য্যকারক তাহার
চক্ষুর পাতা আস্তে আস্তে টানিয়া তুলিয়া তাহাকে সাহায্য করিবে। সে
চোখ মেলিবার পর, তাহার সম্মুখে ঝি সাদা কাগজ খানা ধরিয়া বলিবে—
“এই দেখ, কাগজ খানা কেবল কাল—গাঢ় কাল—খুব কাল”

সম্মোহন বিষ্টা

ইত্যাদি। ছই-চার বার এইরূপ আদেশ দিলেই সে উহা কাল বলিয়া স্বীকার করিবে। সম্মোহনবৎ পাত্রের মনে এই মান্যা উৎপাদন করিয়া কৃতকার্য্য হইলে দ্বাবিংশ পাঠের উপদেশামূলসারে তাহাকে গ্রন্থভিত্তি করিয়া দিবে।

বিংশ পাঠ

মোহিত ব্যক্তির মনে ভ্রম জন্মান

জানেল্লিয়ের বিভিন্ন প্রকার মায়া উৎপাদন করিয়া ক্ষতকার্য হওয়ার পর, শিক্ষার্থী পাত্রের মনে ভ্রম জন্মাইতে চেষ্টা পাইবে। অথবা রসনেল্লিয়ের ভ্রম উৎপাদন করিবে। তন্মিতি তাহাকে এই মত কিছু বলিবে—“ভূমি এইমাত্র কয়েকখানা মিষ্ট সম্মেশ খাইলে সম্মেশগুলি খুব মিষ্ট ছিল; উহাদের স্বাদ এখনও তোমার জিজ্ঞাতে লাগিয়া রহিয়াছে—ভূমি এখনও উহাদের মিষ্টত্ব অনুভব করিতেছে” ইত্যাদি। তৎপরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে যে, সে জিজ্ঞাতে এখনও উহাদের মিষ্ট স্বাদ অনুভব করিতেছে কি না? যদি অস্বীকার করে, তবে উক্ত বিষয়ে আরও কয়েকবার আদেশ প্রদান করিবে এবং যতক্ষণ সে ভ্রমের বশীভৃত না হয়, ততক্ষণ তাহাকে আদেশ দিবে। রসনেল্লিয়ের ভ্রম জন্মাইয়া ক্ষতকার্য হওয়ার পর, আগেল্লিয়ের ভ্রম জন্মাইতে চেষ্টা করিবে। বলিবে—“তোমার নাকে একটা ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ আসিতেছে; তোমার সামনে একটা ঘৱা কুকুর পড়িয়া রহিয়াছে এবং উহা পচিয়া যাওয়াতে দুর্গন্ধ আসিতেছে। বিকট দুর্গন্ধ—ভীমণ দুর্গন্ধ—নাকে কাপড় দাও—শীগুৰীয় নাকে কাপড় দাও—নতুবা তোমার বমি হইবে” ইত্যাদি। তৎপরে

সম্মোহন বিষ্ণা

শ্রবণেজ্জিয়ের ভূম উৎপাদন করিতে বলিবে—“ঞ্চি শোন, পাশের
বাড়ীতে দুইটা কুকুর কেমন ভয়ঙ্কর ঝগড়া করিতেছে এবং
আবো মাবো কেমন বিকট চীৎকার করিতেছে; ঞ্চি শোন,
আরও কতকগুলি কুকুর উহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া বিকটতর
চীৎকার আরম্ভ করিল—ভীষণ কোলাহল সুরু করিল”
ইতাদি। তাহার পর স্পর্শেজ্জিয়ের ভূম জমাইতে বলিবে—“এইঙ্কণ
তোমার খুব শীত করিতেছে,—অত্যন্ত শীত করিতেছে। পৌষ
মাসের মত শীত পড়িয়াছে,—তোমার গায়ের জামাতে শীত
মানিতেছে না—তোমার খুব শীত করিতেছে” ইতাদি। তৎপরে
দর্শনেজ্জিয়ের ভূম জমাইবে। বলিবে—“ঞ্চি দেখ, অহাজ্ঞা ঈশ্বরচন্দ্ৰ
বিষ্ণাসাগরের প্রেতাজ্ঞা তোমার সম্মুখে আবিভূত হইয়াছেন।
কিন্তু তুমি তাহার প্রেতমূর্তি দেখিয়া ভয় পাইবে না—কথনও
ভয় পাইবে না। তুমি তাহাকে খুব সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা
করিয়া বসিতে আসন দিবে। এখন তুমি চোখ মেলিয়া তাহাকে
দেখিতে পাইবে। এখন তিনি তোমার সম্মুখে আসিয়াছেন;
তাহাকে বসিতে দাও। তাহার নিকট তোমার কোন বিষয়
জিজ্ঞাস্য থাকিলে, তুমি তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পার; তিনি
তোমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত আছেন” ইতাদি;
অথবা তাহাকে বলিবে যে, পৱীর দেশ হইতে ১০।১২ জন অসামান্য
ক্লপবতী পৱী এইমাত্র নামিয়া আসিয়া তোমার সম্মুখে নৃত্যগীত আরম্ভ
করিল। তাহাদের মত এমন অপূর্ব সুন্দরী স্তুলোক তুমি জীবনে
কথনও দেখ নাই। এমন স্বর্মিষ্ট গানও শোন নাই এবং একপ মধুর

মোহিত ব্যক্তির মনে ভ্রম জন্মান

অঙ্গভঙ্গী পূর্ণ নৃত্যও কখন দেখ নাই। তোমার সঙ্গে দর্শক কল্পে আর যাহারা নৃত্য-গীত উপভোগ করিতেছেন, তাহারা আনন্দে সম্পূর্ণ আত্মারা হইয়াছেন এবং তুমি নিজেও অত্যন্ত বিস্মিত ও মোহিত হইয়া গিয়াছ। তুমি কি তাহাদিগকে দেখিতে পাইতেছ? হঁ, তুমি তাহাদিগকে সুস্পষ্টকল্পে দেখিতে পাইতেছ এবং তাহারা সকলে মিলিয়া যে একতানে গান গাহিতেছে, তাহাও তুমি শুনিতে পাইতেছ। তাহারা যে গান গাহিতেছে তাহা কি তুমি জান? হঁ,—জান। বলতো, তাহারা কোন্‌ গানটা গাহিতেছে?—ইত্যাদি। মোহিত ব্যক্তি কল্পিত প্রেতাদ্বার সহিত কিছুক্ষণ কথা-বার্তা বলার পর কিঞ্চিৎ কল্পিত পরীগণের নৃত্য ও সঙ্গীত কিছুকাল উপভোগ করার পর, তাহাকে ধাবিংশ পাঠের নিয়মানুসারে অক্রতিষ্ঠ করিয়া দিবে।

একবিংশ পাঠ

মায়া ও ভ্রম উৎপাদনার্থ বিশেষ উপদেশ

মোহিত পাত্রকে পরীক্ষা করণান্তর প্রথম তাহার মনে মায়া ও তৎপরে ভ্রম (illusion and hallucination) জন্মাইবে। এই শব্দসমূহের মধ্যে অর্থগত বিশেষ পার্থক্য আছে। এক বল্প অন্ত পদার্থ বলিয়া বোধ হইলে (অর্থাৎ বিড়াল হাতী বলিয়া, দুর্গন্ধি পদার্থ সুগন্ধি বলিয়া উপলক্ষ হইলে) সেই ভ্রান্ত অভ্যন্তরিকে “মায়া” (illusion) বলে, আর যেখানে কিছুই নাই, সেখানে কোন পদার্থের অস্তিত্ব বোধ করিলে (যেহানে কিছুই নাই সেহানে বাধ, নীরব স্থানে বংশীধ্বনি বা টক না থাইয়া জিহ্বাতে অন্ন স্বাদ অনুভব করিলে) সেই মিথ্যা অভ্যন্তরিকে “ভ্রম” (hallucination) বলে।

নিদ্রিত ব্যক্তির মনে প্রথম মায়া ও তৎপরে ভ্রম জন্মাইবে। এই সম্বন্ধে বিশেষ নির্যম এই যে, প্রথম রসনেজ্বিয়ের, দ্বিতীয় প্রাণেজ্বিয়ের, তৃতীয় প্রবণেজ্বিয়ের, চতুর্থ ঘকেজ্বিয়ের, পঞ্চম বা সর্বশেষে দর্শনেজ্বিয়ের মায়া ও ভ্রম জন্মাইবে। অভিজ্ঞ সম্মোহনবিদগ্ধ সর্বদা এই নির্যমের অনুসরণ না করিলেও নবীন কার্যকারককে তাহা করিতে হইবে। তবে যাহাদের

মাঝা ও অম উৎপাদনার্থ বিশেষ উপদেশ

সংবেদনা স্বভাবতঃ অধিক এবং ধাহারা খুব তাড়াতাড়ি মোহিত হয়, কিন্তু ধাহারা ইতঃপূর্বে কয়েকবার মোহিত হইয়াছে, তাহাদের মনে মাঝা ও অম জন্মাইতে এই নিয়ম পালনের আবশ্যকতা নাই।

মোহিত ব্যক্তির মনে একবার বিভিন্ন রকমের ছই-তিনটি মাঝা ও অম স্ফটি করিতে পারিলেই, তখন তাহাকে প্রায় সকল প্রকার মাঝা ও অমের অধীন করিতে পারা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বিদি বসগোলা বলিয়া কতকগুলি পিঁয়াজ বা রঞ্জন তাহাকে ধাইতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে সে আক্ষণ্ণাদের সহিত ঐগুলি ধাইয়া ফেলিবে ; কিন্তু যদি উগ্র গন্ধবুক্ত এক শিশি স্মেলিং সল্ট (Smelling Salt) বা এমোনিয়া (Ammonia) স্বগন্ধ আতর বলিয়া তাহার নাকের সঙ্গুথে ধরা যায়, তবে সে অত্যন্ত তৃপ্তির সহিত উহা পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত করিবে। এইরূপে কেবল আদেশ করিয়াই তাহাকে বানর বা ভল্লুক বলিয়া নাচাইতে, গায়ক বলিয়া গাওয়াইতে, বজ্ঞা বলিয়া বক্তৃতা করাইতে, শিক্ষক বলিয়া পড়াইতে, নাপিত বলিয়া কাশাইতে, মুচি বলিয়া জুতা সেলাই করাইতে, পালোয়ান বলিয়া মল্লবুক্ত করাইতে পারা যায় ইত্যাদি। এই অবস্থায় তাহাকে অভিভাবক এবং উপস্থিতি পিতামাতাকে তাহার ছেলে মেয়ে বলিয়া আদর বা শাসন করিতে বলিলে, সে তাহাই করিবে ; কিন্তু তাহাকে মুখ ভ্যাংচাইতে বলিলে, সে তাহাই করিতে বাধ্য হইবে। তাহার কোলের উপর একখানা জুতা রাখিয়া, উহাকে তাহার নব জাত শিশু বলিয়া ঘূম পাঢ়াইতে আদেশ করিলে, সে সত্য সত্যাই তাহার কল্পিত শিশুকে ঘূম পাঢ়াইতে আরম্ভ করিবে ইত্যাদি। এইরূপে কার্যকারিক ইচ্ছা মাত্র তাহার মনে শত সহস্র প্রকার মাঝা ও অম

সম্মোহন বিষ্টা

জন্মাইতে পারে। সম্মোহন বিষ্টার এই অংশই সচরাচর ক্রীড়াক্রমে
ব্রহ্মক্ষে প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

মোহিত ব্যক্তির মনে মাঝা ও ভ্রম জন্মাইবার আদেশ গুলিকে স্মৃষ্ট,
বিখ্যাসোদীপক ও অভূত ব্যঙ্গক স্বরে প্রদান করিবে। আদেশ দিবার
সময় মুখে কথা বাধিয়া গেলে, বা স্মৃষ্ট ও সরল ভাবে উচ্চারিত না
হইলে, সেই আদেশ পাত্রের মনে কর্ষ-প্রবৃত্তি জাগ্রত করিতে
পারেন। পাত্রকে যাহা করিতে বলিবে, সে তাহা করিতে অস্বীকার বা
ইতন্ত্রতঃ করিলে, তাহাকে পুনরায় একাপ দৃঢ়তার সহিত ও বিখ্যাসোদীপক
স্বরে আদেশ দিবে, যেন কথা গুলি তাহার মনে দৃঢ়ক্রমে অঙ্গিত হয়।
কার্যকারক চতুরতার সহিত আদেশ দিতে পারিলে সে সহজেই
পাত্রদিগকে সম্প্রস্ত প্রকার মাঝা ও ভ্রমের অধীন করিতে সমর্থ হইবে।

দ্বাবিংশ পাঠ

মোহিত ব্যক্তিকে প্রকৃতিষ্ঠ করণ

জাগ্রত্বস্থায় ও অগভীর নিদ্রায় অভিভূত পাত্রকে প্রকৃতিষ্ঠ করিতে গম্ভীর ও আদেশস্থচক স্বরে “জাগ—জাগ—জেগে উঠ—জেগে উঠ—জাগ—জাগ—জাগ” বলিবে। ইহাতে তাহার নিদ্রাভঙ্গ না হইলে তাহার শরীরের উপর কয়েকটি উর্জাগামী দীর্ঘ পাস দিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে “জাগ—জাগ—সেরে গেছে—সেরে গেছে—জাগ—জাগ” ইত্যাদি বলিবে। যদি ঐক্রম করার পর সে জাগ্রত না হৰ, তখাপি শিক্ষার্থীর ভয়ের কোন কারণ নাই; কারণ সম্মোহন নিদ্রা বিপজ্জনক নহে। যে সকল ব্যক্তি স্বভাবতঃ অধিক নিদ্রালু কেবল তাহারাই শীঘ্র জাগ্রত হয়না। ঐক্রম প্রকৃতির পাত্রকে তাড়াতাড়ি জাগ্রত করিবার জন্য অধিক চেষ্টা না পাইয়া, কিছুক্ষণের জন্য তাহাকে একটি নীরব স্থানে রাখিবে এবং তাহার নিকট কাহাকেও অবস্থান করিতে কিঞ্চিৎ ঘাইতে দিবে না। উক্তাবস্থায় তাহাকে একাকী রাখিলে, দশ হইতে ত্রিশ মিনিটের মধ্যে তাহার সম্মোহন নিদ্রা স্বতঃ স্বাভাবিক নিদ্রায় পরিবর্তিত হইবে। উক্ত সময়ের পর, শিক্ষার্থী তাহার নিকট যাইয়া একাগ্রমনে ও প্রভৃত্যস্থচক স্বরে নিয়ন্ত্রিতক্রম আদেশ দিবে। বলিবে—জাগ—জাগ—জাগ; ভূমি আর অধিকক্ষণ ঘূর্মাইবে না,—তোমার আর বেশীক্ষণ ঘূর্মাইবার

সম্মোহন বিষ্টা

আবশ্যকতা নাই,— আমি তোমাকে আর বেশীক্ষণ ঘূর্ণাইতে দিব না। জাগ—জাগ—জাগ ; তুমি এখনই জাগিয়া উঠিবে ;— জাগ—জাগ—জেগে উঠ—জেগে উঠ—জাগ” ইত্যাদি। তৎপরে বলিবে—“এখন আমি ‘এক’ হইতে ‘কুড়ি’ পর্যন্ত সংখ্যাগুলি গণিব ; তুমি আমার ‘কুড়ি’ গণ শেষ হওয়ার পূর্বেই জাগিয়া উঠিবে এবং চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইবে। মনে রেখ, আমার ‘কুড়ি’ গণ শেষ হওয়ার পূর্বেই তোমাকে জাগিতে হইবে। প্রস্তুত হও—এক—দুই—তিনি—চার ; জাগ—জাগ—জেগে উঠ ; পাঁচ—ছয়—সাত—আট—নয়—দশ—এগার—বার ; জাগ—জাগ—ঘুম ভেঙ্গে গেছে ; তের—চোদ্দ—পনর—বোল—সতর—আঠার—উনিশ—কুড়ি ; জাগ—জাগ—জেগে উঠ—জাগ—ঘুম ভেঙ্গে গেছে—উঠে দাঁড়াও” ইত্যাদি। যথাযথ-ক্লপে এই নিয়মের অমুসরণ করিতে পারিলে মোহিত ব্যক্তি নিশ্চয় জাগ্রত ও প্রকৃতিশূন্য হইয়া উঠিবে।

ক্রীড়া প্রদর্শকগণ বঙ্গালভোঁ খেলা দেখাইবার সময় স্বাভাবিক বা জাগ্রদবস্থায় এবং সম্মোহন নির্দায় অভিভূত পাত্রদিগকে আদেশ ও তৎসঙ্গে জোরে করতালি দিয়া হঠাতে জাগ্রত করিয়া থাকে ; উহা দ্বারা তাহাদের স্বায়মগুলীতে অবস্থাং আঘাত (shock) লাগার সম্ভাবনা আছে বলিয়া উক্ত প্রণালীতে কোন পাত্রকে জাগ্রত না করাই সম্ভত। মৌখিক আদেশ ও পাস দ্বারা জাগ্রত করিলে তাহাদের শরীর বা মনের কোনরূপ অনিষ্ট হইতে পারেন। এজন্য কার্য্যকারক সর্বদা এই নিয়মেরই অমুসরণ করিবে।

ମୋହିତ ବ୍ୟକ୍ତିକେ ପ୍ରକୃତିଶ୍ଵ କରଣ

ପ୍ରକୃତିଶ୍ଵ କରିବାର ସମୟ, ପାତ୍ରକେ ନିୟଲିଖିତଙ୍କରିପ ଆଦେଶ ଦିଲେ, ଦେ ଜାଗ୍ରତ ହଇବାର ପର ବେଶ ଶୁଷ୍ଟତା ବୋଧ କରିବେ । ଶାରୀରିକ ବା ମାନସିକ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟାତୀତ କାହାକେବେଳେ ମୋହିତ କରିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟକାରକ ତାହାକେ ସର୍ବଦା ଏକଥିବା ଆଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଯେ, ଦେ ଜାଗ୍ରତ ହଇବା ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଉଭୟ ପ୍ରକାରେଇ ବେଶ ଶୁଷ୍ଟତା ଓ ସବଲତା ବୋଧ କରିବେ ; ତାହାର ମାଧ୍ୟା ଓ ଶରୀର ବେଶ ପାତଳା ବୋଧ ହଇବେ ଏବଂ ଶରୀର ଓ ମନେ ଖୁବ ଶୁଣିତ ଓ ସ୍ଵଚ୍ଛଦତା ଅନୁଭୂତ ହଇବେ । ପାତ୍ର ଜାଗ୍ରତ ହଇବାର ପର, ଶାରୀରିକ କିଞ୍ଚିତ ମାନସିକ କୋନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଲତା ବା ଅବସନ୍ନତା ବୋଧ କରିଲେ, ମୌହନବିଂ ତାହାର ନାସା-ମୂଳେ ଶ୍ଵିର ଓ ପ୍ରଥର ଦୃଷ୍ଟି ହାପନ କରିଯା ଗନ୍ତୀର ଓ ଆଦେଶମୁଚ୍କ ସ୍ଵରେ ବଲିବେ—“ତୋମାର କୋନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଲତା ବା ଅବସନ୍ନତା ନାହିଁ,—କୋନ ପ୍ରକାର ଆସି ବା ଅବସାନ ନାହିଁ,—ତୁମି ଏଥିମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣକ୍ରମେ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ସବଲ ହଇଯାଇ” ଇତ୍ୟାଦି ।

অয়োবিংশ পাঠ

পাত্রের শরীরে ক্যাটালেপ্সী উৎপাদন

(Catalepsy)

সম্মোহন আদেশ পাত্রের শরীর ও মনের উপর কিঙ্কপ অত্যাশ্চর্য রূপে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, ‘ক্যাটালেপ্টিক ষ্টেট’ (Cataleptic State) উহার একটি উভয় দৃষ্টান্ত। এই অবস্থায় মোহিত ব্যক্তির শরীর একপ কঠিন হইয়া থায় যে, তখন উহার উপর অত্যন্ত গুরু ভার বিশিষ্ট কোন পদার্থ ঢাপাইয়া দিলেও, সে উহা অঙ্গে ধারণ করিয়া রাখিতে পারে এবং তাহাতে তাহার শারীরিক বা মানসিক কোনক্ষণ অনিষ্ট হয় না। ক্যাটালেপ্সী দ্রুই অকার :—‘পূর্ণ’ ও ‘আংশিক’। যখন পাস ও আদেশের সাহায্যে মোহিত ব্যক্তির সমস্ত শরীর কঠিন করিয়া দেওয়া হয়, তখন উহাকে ‘পূর্ণ ক্যাটালেপ্সী’ (complete catalepsy); আর যখন উহার কোন অংশ বিশেষকে উভাবস্থায় আনয়ন করা হয়, তখন উহাকে ‘আংশিক ক্যাটালেপ্সী’ (partial catalepsy) বলে।

আংশিক ক্যাটালেপ্সী :— ইহা মোহিত ব্যক্তির শরীরের অংশ বিশেষে সহজেই উৎপাদিত হইতে পারে। আংশিক ক্যাটালেপ্সী অন্ন নির্দাতেও উৎপাদন করা থায়। কার্যাকারক পাত্রের ডান হাতখানা আন্তে আন্তে উঠাইয়া থাড়া করিবে এবং ঐক্কপ করিবার সময় তাহার নামিকা-মূলে অথর দৃষ্টি স্থাপন পূর্বক গম্ভীর ও আদৃশ স্থচক স্বরে বলিবে—“তোমার এই হাতখানা শক্ত হইতেছে,—হাতখানা

পাত্রের শরীরে ক্যাটালেপ্সী উৎপাদন

ক্রমে ক্রমে খুব শক্ত হইয়া উঠিতেছে,—ক্রমে ক্রমে খুব শক্ত—আরও শক্ত হইয়া উঠিতেছে। ইহা এখন লোহার শলার অত শক্ত হইয়া থাঢ়া থাকিবে এবং যতক্ষণ আগি তোমাকে উহা নরম ও শিথিল করিতে না বলিব, ততক্ষণ উহা লোহার শলার অত শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে এবং কিছুতেই নরম হইয়া পড়িয়া যাইবে না। শক্ত হ'চ্ছে—শক্ত হ'চ্ছে—আরও শক্ত হ'চ্ছে—খুব শক্ত হচ্ছে; এখন ইহা লোহার শলার অত খুব শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে এবং কিছুতেই শিথিল হইয়া পড়িয়া যাইবে না।” কয়েকবার এইরূপ আদেশ অদান ও তৎসঙ্গে কয়েকটি স্পর্শযুক্ত নিম্নগামী পাস দিলেই, উহা অত্যন্ত শক্ত হইয়া “উর্জবাহুর” গ্রাম দাঁড়াইয়া থাকিবে। এই হাতখানাকে উভাবস্থায় ৩৭ মিনিট রাখার পর, আদেশ দিয়া উহাকে পূর্বের গ্রাম শিথিল করিয়া দিবে। সম্মোহনবিং ইচ্ছা করিলে ক্রমে ক্রমে তাহার অপর হাত ও পা গুলিও উভাবস্থায় আনয়ন করিতে পারে।

পূর্ণ ক্যাটালেপ্সী:—কার্য্যকারিক পাত্রের শরীরে পূর্ণ ক্যাটালেপ্সী উৎপাদনের চেষ্টা পাইবার পূর্বে, তাহাকে শোওয়াইবার জন্য নিম্নোক্ত গ্রামালীতে দুইখানা চেয়ার স্থাপন করিয়া রাখিবে। পাত্রের পারের গোড়ালীর অর্দ্ধ ফুট উপর হইতে কাঁধ পর্যন্ত স্থান যতদূর, ততদূরে ঘরের মেঝেতে, পরম্পর বিপরীতাভিযুক্তি করিয়া দুইখানা শক্ত চেয়ার স্থাপন করিবে। ঐ চেয়ার দুই খানার হেলান দিবার কাষ্ঠখণ্ডের উপর দুইটি ছোট বালিশ স্থাপন করিবে এবং দুইটি যুবককে ঐ চেয়ার দুই খানার উপর ঘোড় সওয়ারের গ্রাম পরম্পর মুখামুখী হইয়া বসিতে বলিবে।

সম্মোহন বিষ্টা

উক্ত উপদেশ মত যুবকদ্বয় চেয়ারে বসিলে পর, এই পরীক্ষাটির জন্য সম্মোহনবিং একটি সবল ও শুষ্ককাঘ যুবককে আহ্বান করিবে। সে, থাহার উপর বিভিন্ন রকমের কয়েকটি সায়া ও অম জন্মাইয়া কৃতকার্য্য হইয়াছে, এক্লপ ব্যক্তিকেই পাত্র মনোনীত করিবে। পাত্রকে তাহার হাত দুইখানা ছই পার্শ্বে ঝুঁটাইয়া দিয়া সরল ভাবে দাঢ় করাইবে। তৎপর তাহাকে সাধ্যমত তাহার শরীরটি কঠিন ও শক্ত করিতে বলিবে ও চক্ষু বুজিয়া একাগ্রমনে ঘুমের বিষয় ভাবিতে উপদেশ দিবে। পাত্র তাহার হাত, পা ও শরীরের অগ্রাংশ স্থানের মাংসপেশীগুলি যথা সম্ভব কঠিন ও শক্ত করিয়াছে কি না, কার্য্যকারক তাহা স্থয়ং দেখিয়া লইবে। তাহার শরীর কঠিন হওয়ার পর, যখন সে চক্ষু বুজিয়া ঘুমের বিষয় ভাবিতে আরম্ভ করিবে, তখন সম্মোহনবিং বামহাত দ্বারা তাহার থাড়টি দৃঢ়কাপে ধরিয়া ডানহাত দ্বারা তাহার মাথা হইতে পা। পর্যাপ্ত জাড়াতাড়ি কয়েকটি স্পর্শহীন নিঙ্গামী পাস দিবে এবং তৎসঙ্গে গভীর ও প্রভুত্ববাঞ্ছক স্বরে নিম্নোক্তরূপ আদেশ প্রদান করিবে। বলিবে—“ঘূঘ—ঘূঘ—ঘূঘ—গভীর নিজা ; তোমার শরীর শক্ত হ'চ্ছে,—আরও শক্ত হ'চ্ছে।” এইক্লপ দুই-তিনবার বলিয়া আবার বলিবে—“ঘূঘ—ঘূঘ—ঘূঘ—গভীর নিজা ; গাঢ় নিজা—খুব শান্তিদায়ক নিজা—অভ্যন্ত আরাগ্রজনক নিজা ; তোমার শরীরের সমস্ত মাংস-পেশীগুলি শক্ত ও কঠিন হ'চ্ছে—আরও কঠিন হ'চ্ছে”—খুব শক্ত হ'চ্ছে”। এইক্লপ তিন-চারবার বলিবে এবং বালিবার সময় তাহার শরীরের মাংসপেশীগুলি এক একবার টিপিয়া দেখিবে শৈ, উহারা খুব শক্ত হইয়াছে কিনা ? তৎপরে আবার বলিবে—“ঘূঘ—ঘূঘ—

পাত্রের শরীরে ক্যাটালেপ্সী উৎপাদন

ঘূঘ—গভীর নিজা ; ঘূঘ—ঘূঘ—ঘূঘ—গভীর নিজা ; তোমার গভীর নিজা হবে,—তোমার হৃদ্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে কার্য করিতে থাকিবে এবং তোমার সমস্ত শরীর লোহার শলার অত শক্ত হইয়া যাইবে।” তুই-তিনবার এইরূপ বালিয়া পুনরায় বলিবে—“এখন তোমার গভীর নিজা হয়েছে,—তোমার শরীর লোহার অত শক্ত হইয়া গিয়াছে এবং তোমার হৃদ্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে—সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবে কাষ করিতে থাকিবে এবং যতক্ষণ আমি তোমাকে এই অবস্থায় রাখিব, ততক্ষণ তোমার হৃদ্যন্ত সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবে কাষ করিতে থাকিবে ; এবং ইহাতে তোমার কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না।” এই আদেশ দিবার পর তাহার শরীর খুব শক্ত হইলে, অপর দুইটি লোকের সাহায্যে তাহাকে ঐ চেয়ার হই খানার উপর চিং করিয়া শোওয়াইবে ; তাহার পা হইখানা (ইঁটুর এক ফুট নীচের অংশ দ্বয়) এক চেয়ারের উপর (চেয়ারের হেলান দিবার কাঠখণ্ডের উপর দে বালিশটি রহিয়াছে, তাহার উপর), তাহার ঘাড় (ঘাড়ের মূল হইতে নীচের দিকে চার ইঞ্চি দূরে যে অংশ, সেই অংশটি) অপর চেয়ারে হাপিত বালিশের উপর ও তাহার শরীরের মধ্যভাগ শূলের উপর থাকিবে। পাত্রকে উজ্জ্বলপে শোওয়াইয়া, উপবিষ্ট যুক্তব্যকে তাহার শরীরটি দৃঢ়করণে ধরিয়া রাখিতে বলিবে। পাত্রকে চেয়ারে শোওয়াইবার পর, একখানা মোটা কাপড় দ্বারা তাহার শরীরটি ঢাকিয়া দিয়া কার্য্যকারক অপর একখানা চেয়ারে ভর করিয়া, আল্টে আল্টে তাহার শরীরের উপর উঠিয়া বসিবে অথবা দাঁড়াইবে। উক্তাবস্থায় দুই-তিন

সম্মোহন বিষ্ণু

মিনিট অবস্থান করার পর, সে তাহার শরীরের উপর হইতে খুব সাবধানে ভাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া, নিম্নোক্ত নিয়মে তাহাকে তৎক্ষণাত্ প্রকৃতিশূন্য করিয়া দিবে।

পাত্রকে প্রকৃতিশূন্য করণঃ—হইট লোকের সাহায্যে পাত্রকে চেয়ার হইতে নামাইবে এবং তাহাকে সোজা ভাবে দাঢ়ি করাইয়া, পূর্বের গ্রাম, বাম হাত দ্বারা তাহার ঘাড়টি দৃঢ়কূপে ধরিয়া রাখিবে। পাত্রের পশ্চাতে এমন ভাবে একখানা চেয়ার রাখিবে, যেন উহাতে তাহাকে বসাইতে পারা যায়। তৎপরে কার্যকারক তাহার নাসিকামূলে অথব দৃষ্টি স্থাপন পূর্বক, ডান হাত দ্বারা খুব ভাড়াতাড়ি করেকটি স্পর্শহীন উর্দ্ধগামী পাস করিবে এবং তৎসঙ্গে খুব একাগ্রতার সহিত গভীর স্বরে নিম্নোক্তরূপ আদেশ দিবে। বলিবে—“এখন তোমার শরীর আস্তে আস্তে আস্তে নরম হচ্ছে—সমস্ত গ্রাংসপেশীগুলি আস্তে আস্তে নরম ও শিথিল হচ্ছে—আস্তে—খুব আস্তে—শিথিল ও অবসম্ভ হচ্ছে—অসার হচ্ছে পড়চ্ছে।” হই-তিনবার এইরূপ বলার পর, তাহার শরীর শিথিল হইলে তাহাকে চেয়ারে বসাইবে। তৎপরে বলিবে—“তোমার সমস্ত গ্রাংসপেশীগুলি এখন শিথিল ও অবসম্ভ হইয়া গিয়াছে,—তোমার সমস্ত শরীর অসার ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে,—এখন তুমি আবার ঘুমাইবে,—হই মিনিটের জন্য আবার তোমার গভীর ঘুম হবে; ঘুম ঘুম—ঘুম—গভীর নিজা;—গাঢ় নিজা;—শান্তিজনক নিজা।” এইরূপ হই-তিনবার বলিলেই সে আবার ঘুমাইয়া পড়িবে। উহার হই-তিনি মিনিট পর “জাগ—জাগ—জাগ—ঘুম ভেঙ্গে গেছে” ইত্যাদি বলিয়া

পাত্রের শরীরে ক্যাটালেপ্সী উৎপাদন

তাহাকে আগ্রহ ও প্রকৃতিশূল করিয়া দিবে। এই অবস্থায় উপনীতি পাত্রকে কখনও হাতভালি দিয়া হঠাতে জাগ্রত করিবেন।

যে সকল লোক স্মৃষ্টকায় ও বলিষ্ঠ, যাহাদের হার্ট (heart) বা হৃদযন্ত্রের কোনোরূপ ব্যারাম নাই ও যাহাদের শরীরে আংশিক ক্যাটালেপ্সী খুব সহজে উৎপাদিত হয়, পূর্ণ ক্যাটালেপ্সী উৎপাদন করিতে কেবল তাহাদিগকেই পাত্র মনোনীত করিবে। যাহাদের হৃদযন্ত্র স্বভাবতঃ দুর্বল বা কোন ক্লুণ রোগগ্রস্ত তাহাদিগের উপর এই পরীক্ষা করিতে কদাচিৎ চেষ্টা পাইবেন। এই অবস্থায় উপনীতি পাত্রকে অত্যন্ত সাবধানে নাড়া-চাড়া করিবে এবং যাহাতে তাহার শরীরে হঠাতে কোন ক্লুণ চোট না লাগে, তত্ত্বিয়ে বিশেষ সর্তক থাকিবে। পাত্রকে চেয়ারের উপর শারিত করার পর, তাহার শরীরের মধ্যভাগ নীচের দিকে ঝুঁকিয়া বা ঝুইয়া পড়িলে, কার্য্যকারক তাহার পিঠের নীচে হাত দিয়া উহাকে উপরের দিকে ঠেলিয়া দিবে এবং গ্রুপ করিবার সময় “শক্ত—খুব শক্ত—লোহার শলার অত শক্ত হইয়া থাকিবে,—কিছুতেই বাঁকিয়া পড়িবেন,—কখনও মুয়ে পড়বে না” ইত্যাদি বলিবে। সম্মোহনবিধি পাত্রের শরীরের উপর অবস্থান করিবার সময়, তাহার শরীর ঝুইয়া বা ঝুঁকিয়া না পড়িলেও, সে মাঝে মাঝে এক একবার গ্রুপ আদেশ দিবে। সে ক্ষে পর্যন্ত কয়েকটি বিভিন্ন প্রকৃতির লোককে এই অবস্থায় আনয়ন করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ না করিবে, ততদিন সে পাত্রের উপর কেবল স্বয়ং একাকী আরোহণ করিবে এবং কখনও অপর কোন লোককে তাহার উপর উঠাইবার প্রয়াস পাইবে না। এই বিষয়ে তাহার অভিজ্ঞতা জন্মিবার পর, সে ইচ্ছা করিলে, উক্তাবস্থায় পাত্রের বুকের উপর ৬৭ মন ওজনের

সম্মোহন বিষ্টা

পাথরও ভাঙ্গিতে সমর্থ হইবে। এই অবস্থায় পাত্রকে কখনও দ্রুতি-তিনি মিনিটের অধিক সময় রাখা সঙ্গত নয়।

কয়েক বৎসর পূর্বে বিলাতের একখানা সংবাদ পত্রে দেখিয়াছিলাম যে, সেখানে সম্মোহন ক্রীড়া প্রদর্শন কালীন ডি, ইভেন্স (নামটি আমার ঠিক স্মরণ নাই) নামক একজন ক্রীড়া প্রদর্শক একটি যুবককে উক্ত পূর্ণ ক্যাটালেপটিক অবস্থায় আনয়ন করতে তাহার দ্বারা খেলা দেখাইয়াছিল ; কিন্তু পরে আর তাহাকে জাগ্রত করিতে পারে নাই। তাহাতে ঐ মোহিত ব্যক্তি মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছিল। সেখানে তখন দর্শকদিগের মধ্যে কয়েকজন সম্মোহন বিষ্টাবিং ডাক্তারও (medical hypnotists) ছিলেন, কিন্তু তাহারাও লোকটিকে প্রক্রতিষ্ঠ করিতে অপারগ হইয়াছিলেন। ফলে, উক্ত ক্রীড়া প্রদর্শক নরহত্যার দায়ে অভিযুক্ত হইয়াছিল। বিচারে যে তাহার কি হইল, তাহা আর জানা যায় নাই।

চতুর্বিংশ পাঠ

পাত্রের শরীরে বোধরহিতাবস্থা উৎপাদন

(Anaesthesia)

মোহিত ব্যক্তির মনে মাঝা ও ভ্রম জন্মাইয়া ক্রতকার্য হওয়ার পর, কার্যাকারক তাহার শরীরে “বোধরহিতাবস্থা” (Anaesthesia) উৎপাদনের প্রয়াস পাইবে। যদিও কোন সংবেদ্ধ পাত্রের জাগ্রদবস্থায়ও ইহা উৎপাদিত হইতে পারে, তথাপি নবীন কার্যকারক পাত্রকে কর্ষেকটি মাঝা ও ভ্রমের অধীন করার পর, তাহা করিতে চেষ্টা পাইবে। এই অবস্থায় রোগীকে বিন্দুমাত্র যন্ত্রণা না দিয়া, এমন কি তাহাকে জানিতেও না দিয়া, তাহার শরীরে নানা প্রকার অঙ্গোপচার নিরাপদে সম্পন্ন করা যায় ; অধিকস্তু রোগীকে উক্তাবস্থায় যতক্ষণ ইচ্ছা রাখিয়া তাহার শরীরে অঙ্গোপচার করা যাইতে পারে এবং অন্ত হইবার পরেও তাহার কিছুমাত্র জ্বালা-যন্ত্রণা অনুভূত হয় না। সুতরাং ভীত চিত্ত বা দুর্বল স্বায় বিশিষ্ট রোগীদিগকে অন্ত চিকিৎসা করিবার পক্ষে ইহার আবশ্যকতা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। ইদানীং ইঞ্জরোপ ও আমেরিকায় সঙ্গোহনবিদ্যাবিংশ অন্তর্চিকিৎসকগণ ইহার সাহায্যে প্রত্যহ বহু রোগীকে অন্ত চিকিৎসা করিতেছেন। তাহারা আর পুরুষের গায় কোকেন, ক্লোরোফরম ইত্যাদি (Cocane, Chloroform etc.) চৈতন্য-হারক ভেষজাদি ব্যবহার করেন না। চৈতন্যহারক ভেষজ প্রয়োগের পর, রোগীর শরীরে যে উহার প্রতিক্রিয়া হয়, তাহা অল্পাধিক পরিমাণে তাহার পক্ষে হানিকর, একথা

সম্মোহন বিষ্ণু

বিজ্ঞ চিকিৎসক মাত্রই স্বীকার করিয়া থাকেন। সম্মোহন চৈতন্য-হারকতায় সেৱণ কিছু হওয়ার বিলুপ্ত সম্ভাবনা নাই।

বোধরহিতাবস্থা উৎপাদন :- পাত্র শায়া ও ভয়ের অধীন হওয়ার পর, তাহার শরীরের যে কোন অংশে (অবগুহ কোন কোমল ইঞ্জিয় বা ষষ্ঠ্রাদির উপর নয়) এই বোধরহিতবস্থা উৎপাদন করিতে পারা যাব। মোহিত বাস্তির নাসিকা-মূলে প্রথর দৃষ্টি স্থাপন পূর্বক দৃঢ় স্থরে বলিবে— “আমি এখন তোমার হাতে একটা সূচ বিঁধাইয়া দিব, কিন্তু উহাতে তুমি ব্যথা পাইবে না ;—তোমার একটুও বেদনা হইবে না,—যা হইবে না,—রস্ত পড়িবেনা ; তোমার হাতখানা অবশ হইয়া গিয়াছে,—সম্পূর্ণরূপে বোধশক্তি-হীন হইয়া গিয়াছে।” ছই-তিনবার এইরূপ আদেশ দেওয়ার পর, তাহার হাতের যে স্থানে সূচ বিঁধাইতে ইচ্ছা করিবে, সেই স্থানে কয়েকটি প্রশংস্যুক্ত পাস দিতে দিতে পুনর্বার বলিবে—“এইক্ষণ আমি তোমার হাতের এইখানে একটা সূচ বিঁধাইয়া দিতেছি—উহাতে তোমার বিলুপ্ত আলা-ব্যন্ধণ হইবে না—রস্ত পড়িবে না—যা হইবে না—তুমি একটু চেতুও পাইবে না।” ছই-তিন বার এইরূপ আদেশ দিয়া, একটা খুব ধারাল সূচ লইয়া উহা দ্বারা হাতের সেই স্থানে ছই-একবার আস্তে আস্তে খোঁচা দিবে, যদি উহাতে তাহার বেদনা না লাগে, তবে ঐ স্থানের থানিকটা চামড়া টানিয়া ধরিয়া, সূচ দ্বারা উহাকে ভেদ করিয়া ফেলিবে। সম্মোহনবিহ সূচ বিঁধাইবার সময় কখনও ভীত বা উদ্বেজিত হইবে না এবং উপস্থিত ব্যক্তিদিগকেও ‘আহা-উল’ ইত্যাদি ষষ্ঠণা সূচক শব্দ করিতে নিয়েধ করিবে ; কারণ উহা বিকল্প আদেশের ক্রান্ত করিয়া

পাত্রের শরীরে বোধনহিতাবস্থা উৎপাদন

থাকে। পক্ষান্তরে, “তোমার একটুও ব্যথা লাগচে না,—একটুও বেদনা হচ্ছে না” ইত্যাদি আদেশগুলি বার বার খুব দৃঢ়তার সহিত প্রদান করিবে। পরে, স্বচটাকে হঠাতে টান্ডিয়া খুলিয়া ফেলিবে এবং তৎসঙ্গে ঐ স্থানে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিবে—“ব্যথা নাই—বেদনা নাই—সব সেরে গেছে।” কার্য্যকারক এই কার্য্যের জন্ম সর্বদা ষ্টারিলাইজড (Sterilized) স্বচ ব্যবহার করিবে। অন্যথায় উহা ব্যবহার করিবার পূর্বে অগত্যা উহার অগ্রভাগটা বাতির শিখাতে উত্তমরূপে পোড়াইয়া লাইবে। ষ্টারিলাইজড অঙ্গাদিতে কোন প্রকার বিষাক্ত বীজাণু বা জীবাণু থাকিতে পারে না। অংগোজন মত রোগীর শরীরে এই অবস্থা উৎপাদন করিয়া সে অনেক সময় অস্ত্র চিকিৎসকগণকে সাহায্য করিতে সমর্থ হইবে। আর সে অংগ অস্ত্রচিকিৎসক হইলে, ইহার সাহায্যে তাহার কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হইবে, সন্দেহ নাই।

পঞ্চবিংশ পাঠ

আদেশের প্রতি মোহিত ব্যক্তিগণের সাড়া

মোহিত পাত্রগণ সর্বদা তাহাদের আপনাপন ধাতু-প্রকৃতি ও নিদ্রার গভীরতা অনুসারে সম্মোহনবিদের আদেশের সাড়া (response) দিয়া থাকে। এই নিমিত্ত মোহিতাবস্থার তাহারা সকলে সমান ভাবে কার্যকারকের আদেশ পালন করেন। এবং তাহাদের হাব-ভাব বা কাষ-কর্মের ভঙ্গীতেও একরূপ প্রকৃতি প্রকাশ পাইন। পাতলা বা অগভীর নিদ্রায় অভিভূত পাত্রগণ খুব তৎপরতার সহিত বা বশ্তুত সহকারে কার্যকারকের আদেশ পালন করেন। এবং পরবর্তী সম্মোহন আদেশও (একত্রিংশ পাঠ দ্রষ্টব্য) তাহাদের হারা ব্যাধিব্যক্তিপে প্রতিপালিত হয়ন। নিদ্রা ষত গাঢ় হয়, সম্মোহন আদেশের প্রতি তাহাদের বাধ্যতাও সেই পরিমাণে বর্দিত হইয়া থাকে। এজন্ত কার্যকারক সর্বদাই তাহাদিগকে গভীর নিদ্রায় অভিভূত করার পর, তাহাদের মনে মাঝা ও ভূম উৎপাদনের চেষ্টা পাইবে।

পাত্রগণের স্বাভাবিক অবস্থার যে সকল মনোবৃত্তি বেশী প্রবল, মোহিতাবস্থাতেও সাধারণতঃ তাহাদের সেই সকল বৃত্তি প্রবলতর হইয়া থাকে। আর যে সকল কার্যে তাহাদের স্পৃহা বা আগ্রহ নাই, সেই সকল কার্য তাহারা খুব তৎপরতার সহিত সম্পন্ন করেন। যাহারা স্বভাবতঃ চঞ্চল, চপল, লাজুক, ছট, চালাক বা নির্বোধ প্রকৃতির, মোহিতাবস্থাতেও তাহাদের ঐ সকল প্রকৃতিই সমধিক পরিমাণে প্রকাশ

ଆଦେଶେର ପ୍ରତି ମୋହିତ ସ୍କର୍ଣ୍ଣଗଣେର ସାଡ଼ା

ପାଇଁଯା ଥାକେ । ଲୋଭୀ ସ୍କର୍ଣ୍ଣଦିଗକେ କୋନ ପ୍ରିୟ ବଞ୍ଚ ଥାଇତେ ଦିଲେ ତାହାରା ଉହାତେ ସେଇପ ଲୋପୁତା ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଅପରେ ତାହା କରିବେନା । ଉତ୍କାବସ୍ଥାର ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର କୋନ ବାଲକକେ ମୁଖ ଭ୍ୟାଂଚାଇତେ ବଲିଲେ, ମେ ସେଇପ ହାତୋଦ୍ଦୀପକ ଭଙ୍ଗୀ ମହକାରେ ତାହା କରିବେ, ଏକଜଳ ଲାଜୁକ ବା ଶାନ୍ତ ବାଲକ କଥନେ ତାହା କରିବେନା । ଯାହାରା ଭାଲ ଗାନ ଗାହିତେ, ଧିରେଟୋରେ ବକ୍ତ୍ଵା କରିତେ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଲିଖିତେ, ଛବି ଆଁକିତେ କିମ୍ବା ବିଶେଷ କୋନ ଖେଳ କରିତେ ପାରେ, ମୋହିତାବସ୍ଥାର ତାହାରା ଏଇ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକତର ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରିତେ ସମର୍ଥ ହଇଁଯା ଥାକେ । ଆର ଯାହାରା ଗାନ ଗାହିତେ, ନାଚିତେ ବା ବକ୍ତ୍ଵା କରିତେ ଜାନେନା, ତାହାରା କର୍ଦାଚିତ୍ ତାହା କରିତେ ସ୍ମୀକୃତ ହୟ । କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଦର୍ଶନ କାଳୀନ ବହୁବାର ଇହା ଦେଖା ଗିଯାଇଛେ ସେ, ମ୍ୟାଟ୍ରିକୁଲେଶନେର ୧ମ ବା ୨ୱ ଶ୍ରେଣୀର କୋନ କୋନ ଛାତ୍ର ସେମନ ରୁକ୍ଷର ବକ୍ତ୍ଵା କରିଯାଇଛେ, ଅନେକ ବି, ଏ ଏବଂ ଏ, ମେ କ୍ଲାସେର ଛାତ୍ରଗଣଙ୍କ ତାହା କରିତେ ପାରେ ନାହିଁ । ଯାହାରା! ଚାଲକ ମୋହିତା-ବସ୍ଥାତେଓ ତାହାଦେର ଚାଲାକି, ଆର ଯାହାରା ନିର୍ବୋଧ ପ୍ରତିପଦେ ତାହାଦେର କେବଳ ବୋକାମିହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁଯା ଥାକେ ।

ଧର୍ମ ବା ନୈତିକ ଶିକ୍ଷାର ବିରକ୍ତେ ସମ୍ମୋହନ ଆଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକର ହୁଯିନା; ଅଧିକଷ୍ଟ ତଜ୍ଜନ୍ମ ବେଶୀ ଜେଦ କରିଲେ ପାତ୍ରେର ଘୁମ ଭାଙ୍ଗିଯା ଥାବା । ଯାହାଦେର ନୈତିକ ଚରିତ୍ ଦୁର୍ଲଭ—ଯାହାରା ସ୍ଵାର୍ଥ ମିକ୍ରିର ଅନ୍ତ କୋନ ଅଗ୍ରାହୀ କର୍ମ କରିତେ ଭୌତ ବା ପଞ୍ଚାଂପଦ ନୟ, ସମ୍ମୋହନ-ଶକ୍ତି କେବଳ ତାହାଦିଗକେଇ ନାନା ଅକାର ଦୁଷ୍କର୍ମେ ଲିପୁ କରିତେ ପାରେ । ଆର ଯାହାରା ଚରିତ୍ବାଳ ତାହାରା ମୋହିତାବସ୍ଥାତେଓ ଛଳ-ପ୍ରଥମନା, ଜାଲ-ଜୁମାଚୁରି, ଚୁରି-ବ୍ୟାଭିଚାର ଇତ୍ୟାଦି କର୍ମ ସମ୍ପାଦନେ ସ୍ମୀକୃତ ହୁଯନା । ଏଇ ନିମିତ୍ତ କୋନ ସତୀ ନାରୀକେ ବ୍ୟାଭିଚାରେ

সম্মোহন বিষ্টা

কিম্বা কোন সৎ লোককে চুরি, জুয়াচুরি বা হত্যা-কার্যে বাধ্য করা
যাবন।

নানাপ্রকার পরীক্ষা দ্বারা ইহা জানা গিয়াছে যে, চোর, বাভিচারী
বা হত্যাকারীদিগকে সম্মোহিত করতঃ তাহাদের ক্রতকশ্চাদির
স্বীকারোভি করাইবার প্রয়াস পাইলে সেই চেষ্টা প্রায়ই সফল হয়ন।
যখন তাহারা বুঝিতে পারে যে, তাহাদের ক্রতকশ্চ সম্বন্ধে সত্য কথা
প্রকাশ পাইলে তাহাদিগকে সামাজিক বা রাজনৈতিক ভোগ করিতে হইবে,
বিশেষভাবে সেই স্থলেই তাহারা আত্মরক্ষার নিমিত্ত তাহা গোপন করিয়া
থাকে। তবে অবস্থা বুঝিয়া চতুরতার সহিত আদেশ দিতে পারিলে,
তাহাদের মধ্যে কোন কোন লোককে সত্য কথা বলিতে বাধ্য করা
যাব।

মোহিত পাত্রগণের মনে মায়া ও ভ্রম উৎপাদনের সময় কেহ খুঁ
তৎপরতার সহিত, কেহ খুব ধীরে ধীরে, কেহ বা অনিচ্ছার সহিত এবং
কেহ বা ইতস্ততঃ করিয়া আদেশ সকল পালন করিয়া থাকে। কেহ
কেহ তখন আবার মুচ্কি হাসিও হাসিয়া থাকে এবং কোন কোন
পাত্রকে আবার কিছুতেই কোন বিশেষ মায়া বা ভ্রমের অধীন করা
যাবন। এই সব কারণে উপস্থিত দর্শকবৃন্দ তাহাদের মোহিতাবস্থার
সত্ত্বা সম্বন্ধে অত্যন্ত সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকে। মোহিত না
হইয়াও যে দৃষ্টি অকৃতির কোন কোন পাত্র সময় সময় মোহিতাবস্থার
ভাণ করেন। তাহা নয়; কিন্তু তাহা সহজেই ধরা যাব। এই শ্রেণীর
পাত্রগণের মধ্যে সময় সময় অতিরিক্ত চালাকিতে অত্যন্ত এমন লোকও
দেখা যায়, যাহারা সমস্ত মায়া ও ভ্রমের আদেশ সম্পূর্ণ স্বার্থাবিক ভাবে

ଆଦେଶେର ପ୍ରତି ମୋହିତ ସ୍ୱକ୍ଷିଗଣେର ସାଡା

ପାଲନ କରିତେ ଏବଂ ଏମନ କି ତାହାଦେର ଶରୀରେ ମୁଚ ବିଧାଇମା ଦିଲେଓ
ଉହାର ସଞ୍ଚାର ଅଳ୍ପାନ ବଦନେ ମହ କରିଯା ଥାକିତେ ପାରେ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ବଲେ
ଏକ ସ୍ୱକ୍ଷିକେ ସ୍ଵୀସ ଶରୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାଟାଲେପ୍‌ସ୍ମୀଓ ଉତ୍ପାଦନ କରିତେ
ଅତ୍ୟକ୍ଷ କରା ଗିଯାଛେ । ଅବଶ୍ୟକ ଏକମ ପାତ୍ରେର ସଂଖ୍ୟା ନିତାନ୍ତ ବିରଳ ;
କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ତାହାଦେର କପଟତାଓ ଧରିଯା କ୍ଷେଳିତେ ପାରା ଯାଏ ।

ସମ୍ମୋହନ ନିଜା ଗାଢ଼ ନା ହଇଲେ ଅନେକ ସମୟ ପାତ୍ରଗଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୀରେ
ଧୀରେ ବା ଅନିଚ୍ଛାର ସହିତ ଯାଏଇ ଓ ଭରେ ଆଦେଶ ପାଲନ କରେ ଏବଂ ସମୟ
ସମୟ କୋନ କୋନ ପାତ୍ରକେ ତଥନ ମୁଢ଼ିକି ହାସି ହାଲିତେଓ ଦେଖା ଯାଏ ।
ତାହାର କାରଣ, ନିଜାର ଅଳ୍ପତା ବନ୍ଧତଃ ସ୍ଵାଭାବିକ ଜ୍ଞାନ ଲୋପ ନା ପାଓଇବାତେ,
ତାହାରୀ ପାରିପାର୍ଥିକ ଅବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ସମ୍ମତ ଉପଲବ୍ଧି କରିତେ ପାରେ ଏବଂ
ସମ୍ମୋହନବିଂ ସେ ତାହାଦେର ଦ୍ୱାରା ନାନା ପ୍ରକାର ହାତ୍ତାପଦ କାର୍ଯ୍ୟ
କରାଇତେହେ ତାହାଓ ତାହାରା ବୁଝିତେ ପାରେ ; କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାହାରା
ତାହାର ଆଦେଶ ଅମାନ୍ତ କରିତେ ପାରେନା ବଲିଯାଇ ଐକ୍ରପ କରିଯା ଥାକେ ।
ଆବାର ସେ ସକଳ ଲୋକ ସ୍ଵଭାବତଃ ବେଣୀ ହାଲେ, ଗଭୀର ନିଜାର ଅଭିଭୂତ
ହଇଲେଓ ସାମାନ୍ୟ କାରଣେଇ ତାହାଦିଗଙ୍କେ ହାଲିତେ ଦେଖା ଯାଏ । ଯଦି କୋନ
ପାତ୍ର ମୋହିତ ହୋଇବାର ପୂର୍ବେ ଏକମ ସଂକଳ କରେ ସେ, ସେ ମୋହିତାବଦ୍ୟାର
କିଛୁତେଇ କୋନ ବିଶେଷ ମାରା ବା ଭରେ ଅଧୀନ ହିଁବେନା, ତବେ ତାହାକେ
ଦେଇ ମାରା ବା ଭରେ ଅଧୀନ କରା ଯାଏ ନା । ଆଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଟି ପାତ୍ରେର ସ୍ଵଭାବ
ବିରକ୍ତ ହଇଲେଓ ସମୟ ସମୟ ମେ ତାହା ପାଲନ କରିତେ ଶୈଳ୍ପିକ ହେବା ।

ষড়বিংশ পাঠ

কঠিন পাত্র মোহিত করণ

উপরুক্ত সংবেদনার অভাবে সকল লোক মোহিত হয়না বলিয়া সমস্ত সমস্ত কাষের বড় অস্থুবিধি হয়। এই অস্থুবিধি বিশেষতঃ সশ্নেহন চিকিৎসার সময়ই ভীত্বভাবে অনুভূত হইয়া থাকে। অবশ্য কোন রোগীকে সশ্নেহন নিদ্রায় নিজিত না করিয়াও চিকিৎসা করা যায় ; কিন্তু সে নিজিত হইলে ঘেমন শীঘ্ৰ ফল লাভ হয় ; নিজিত না হইলে তেমন হয়না। যাহাদের সংবেদনা অল্প এবং যাহাদিগকে সাধারণ নিয়মে নিজিত করা যায়না, তাহাদিগকে “কঠিন পাত্র” (difficult subjects) বলে। এই শ্রেণীর লোকদিগকে মোহিত করার জন্য সশ্নেহন বিষাবৎ চিকিৎসকগণ নানা প্রকার ভেষজের সাহায্য গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। উহাদের সাহায্যে সকল প্রকৃতির লোককে মোহিত করিতে পারা না গেলেও, অনেকের উপর উহাদের প্রয়োগ বেশ কার্যকর হইয়া থাকে।

অর্থম নিয়ম :—উক্ত প্রকৃতির কোন পাত্রকে নিজিত করিবার জন্য তাহাকে সাধারণ নিয়মে চেয়ারে বসাইবে। তাহার সমস্ত শরীরের উপর প্রায় পনর মিনিট কাল স্পর্শবৃক্ত নিয়গামী পাস ও তৎসঙ্গে শুমের আদেশ দিবে। তৎপরে একখানা পরিষ্কার কুমালে কয়েক ফোটা ক্লোরোফরম (Chloroform) ঢালিয়া দিয়া, পাত্র উহার গুৰু শু'কিতে পার, একপ ভাবে উহা তাহার নাকের সম্মুখে থরিয়া রাখিবে এবং তৎসঙ্গে

কঠিন পাত্র মোহিত করণ

নিরোক্তকপ আদেশ প্রদান করিবে। বলিবে—“এখন তুমি ক্লোরোফরমের গন্ধ শুঁকিতে পাইতেছ,—এই ক্লোরোফরম তোমাকে শীঘ্রই গভীর নিজায় অভিভূত করিয়া ফেলিবে,—তুমি গভীর নিজায় নিয়ে নিয়িত হইয়া পড়িবে,—তুমি কিছুতেই আর অধিকক্ষণ জাগিয়া থাকিতে পারিবেনা,—এখনই তোমার গভীর নিজা হইবে,—খুব শাস্তিজনক নিজা হইবে। তুমি আর কিছুতেই ক্লোরোফরমের শক্তি রোধ করিতে পারিবেনা ;—ক্লোরোফরম তোমার শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া কোনরূপ ক্ষতি করিবে না,—তোমার পাকস্থলীরও কোনরূপ অনিষ্ট হইবেনা,—তোমার কোন অকার অস্মৃথি হইবেনা। ঘুম—ঘুম—ঘুম—গভীর নিজা ; ঘুম—ঘুম—ঘুম—গভীর নিজা ; শাস্তিজনক নিজা” ইত্যাদি। যতক্ষণ পাত্র নিয়িত না হয়, ততক্ষণ উজ্জ্বল আদেশ দিবে। পাত্র নিয়িত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইলে, তাহার নাকের সম্মুখে হইতে ক্লোরোফরম মাথান ক্রমালখানা সরাইয়া গাইবে।

দ্বিতীয় নিয়ন্ত্রণ :—সুরাসারের (Alcohol) সহিত বালগক্ষযুক্ত কোন ডরল পদার্থ মিশ্রিত করতঃ উহাকে ক্লোরোফরম হইতে প্রস্তুত বিশেষ ঔষধ বলিয়া পাত্রের মনে পূর্বে বিশ্বাস জন্মাইয়া রাখিবে। পরে একখানা পরিকার ক্রমালে উহার তিন চার ফোটা ঔষধ পাত্রের সম্মুখে (অর্থাৎ পাত্র দেখিতে পায় একপ ভাবে) ঢালিয়া কার্যকারিক ক্রমালখানা নিজের কাছে রাখিবে। তৎপরে পাত্রকে বিছানার শোওয়াইয়া বা চেয়ারে বসাইয়া, পূর্বোক্ত নিয়মে পনর মিনিট কাল পাস ও ঘুমের আদেশ দিবে। উহার পর ঐ ক্রমালখানা তাহার নাকের সম্মুখে ধরিয়া

সম্মোহন বিষ্টা

পূর্বের গ্রায় আদেশ প্রদান করিবে। বলা বাহ্যিক্য যে, ঐ কুমালে মিশ্রিত গন্ধযুক্ত পদার্থ যে ক্লোরোফরমে প্রস্তুত বিশেষ ঔষধ এবং পাত্র কয়েকবার উহা শু'কিলেই যে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িবে, একথা তাহার মনে খুব সৃষ্টিভাবে অঙ্গিত করিয়া দিতে হইবে। ঐ ঔষধ-গন্ধযুক্ত কুমালখানা পাত্রকে শু'কাইবার সঙ্গে কিছুক্ষণ যুমের আদেশ দিলেই পাত্র গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িবে।

তৃতীয় লিয়াম :—এক মাত্রা সালফোনেল্ (Sulfonal) বা ভেরোনেল্ (Veronal) ঠাণ্ডা জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পাত্রকে থাইতে দিবে। সে উহা পান করিবার পর, দেড় ষষ্ঠা হইতে তিন ষষ্ঠার মধ্যে, গভীর নিদ্রায় নিশ্চিত হইয়া পড়িবে। এই ঔষধ সেবন করাইবার এক বা দেড় ষষ্ঠা পর, পাত্রকে যুমের আদেশ ও তৎসঙ্গে পাস দিবে। পরের হইতে ত্রিশ মিনিট পর্যন্ত পাস ও আদেশ দিলে, পাত্র গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িবে। পরিণত বয়স্ক ব্যক্তিদিগের জন্য এই ঔষধ দ্রষ্টব্য মাত্রা ১০ হইতে ৩০ গ্রেণ; কিন্তু ডাক্তারদিগের উপদেশ ব্যাকীত ২০ গ্রেণের উপর এক সময়ে ব্যবহার করিবে না। প্রথম ও দ্বিতীয় লিয়ামে যে ঔষধের কথা বলা হইয়াছে, উহাদিগকেও ডাক্তারদিগের পরামর্শানুসারে প্রয়োগ করিবে।

চতুর্থ লিয়াম :—উপযুক্ত মাত্রার হাইওসিন্ হাইড্রোক্রোমাইড্ (Hyoscine Hydrobromide) জল, জুধ, চা বা সরবৎ ইত্যাদি পানীয়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া ধাওয়াইলে ১০ হইতে ১৫ মিনিটের মধ্যে গভীর যুম হয়। এই ঔষধের মাত্রা খুব অল্প এবং ইহা কোন পানীয়ের সহিত মিশ্রিত হইলেও উহার স্বাদ বিকৃত হয়না বলিয়া পাত্রের

কঠিন পাত্র মোহিত করণ

সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেও উহা তাহাকে খাওয়ান থাব। বড় বড় ঔষধের দোকানে (Chemist and Druggist Hall) ইহা কিনিতে পাওয়া থাব ; উহার দামও বেশী নহে ।

নির্দাকৰ্ষক ভেষক মাত্রই অল্প বিস্তর হৃদযন্ত্রের পক্ষে অনিষ্টকর । এজন্য কাঁহারও উপর এই সকল ঔষধ প্রয়োগ করিতে সর্বদাই ডাক্তারগণের উপদেশ মত কার্য করিবে । এই সকল ভেষজকে ইংরাজীতে হিপ্নোটিক্স (hypnotics) বলে ।

সন্তবিংশ পাঠ

স্বাভাবিক নিদ্রা মোহিতাবস্থায় পরিবর্তিত করণ

যে বাস্তি মোহিত হইতে অনিচ্ছুক কিম্বা যাহার সংবেদনা অস্ত্র, তাহাকে মোহিত করিবার আবশ্যিক হইলে কার্য্যকারক বর্তমান পাঠের উপদেশাবস্থারে তাহার স্বাভাবিক নিদ্রা সম্মোহন নিদ্রায় পরিবর্তিত করিতে সমর্থ হইবে। স্বাভাবিক নিদ্রা সম্মোহন নিদ্রায় পরিবর্তিত হইলে, নিদ্রিত ব্যক্তিকে তখন সমস্ত গ্রন্থ শ্বাস ও অন্ধের অধীন এবং তাহার অনেক গ্রন্থ শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক রোগ আরোগ্য করিতে পারা যায়। এই নিয়মে ষে সকল গ্রন্থের লোকই বশীভৃত হইবে, তাহার নিশ্চয়তা না থাকিলেও, কার্য্যকারক নিরোক্ত উপদেশাবস্থারে কার্য্য করিতে পারিলে অনেক গোককে স্বীয় আয়ত্তাধীন করিতে পারিবে।

যাহার স্বাভাবিক নিদ্রা সম্মোহন নিদ্রায় পরিবর্তিত করিতে হইবে, সে বাস্তি যখন গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত, তখন কার্য্যকারক নিঃশব্দে ঘৰে প্রবেশ করিয়া, তাহার শয়া হইতে দেড়-চাই হাত দূরে দাঁড়াইবে। বদি সন্তুষ্ট হয়, তবে তাহার নাসিকা-মূলে শ্বির ও প্রথর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া, আর শুবিধা না হইলে, কেবল তাহার দিকে তাকাইয়া অত্যন্ত একাগ্রতার সহিত খুব শুচ ও এক ঘেঁঘে শুরে (যেন কথার শব্দে তাহার ঘূর না ভাঙে) নিয়মিত আদেশ দিবে। বলিবে—“ঝু—উ—ঝ
ঝু—উ—ঝ ঘু—উ—ঝ গভীর নিদ্রা; ঘু—উ—ঝ ঘু—উ—ঝ

স্বাভাবিক নিদ্রা মোহিতাবস্থায় পরিবর্তিত করণ

গভীর নিদ্রা ; গাঢ় নিদ্রা—শান্তিজনক নিদ্রা । তোমার খুব ঘূম হটক—অত্যন্ত গাঢ় নিদ্রা হটক।” তিন-চার মিনিট এইরূপ আদেশ দিবে । শব্দ এক্রপ বোধ হয় যে, কথার শব্দে তাহার ঘুমের কোন ব্যাধাত হইতেছেনা, তবে কার্য্যকারক গলার স্বর অল্প একটু বাড়াইয়া পুনরায় বলিবে—“তোমার খুব ঘূম হ’য়েছে ;—গভীর নিদ্রা—শান্তিজনক নিদ্রা হ’য়েছে । তুমি এখন আর জাগিতে পারিবেনা,—কিছুতেই তোমার ঘূম ভাঙিবে না,—যতক্ষণ আমি তোমাকে জাগিতে আদেশ না করিব,—ততক্ষণ কিছুতেই তোমার ঘূম ভাঙিবে না ; ঘূম—ঘূম—ঘূম—গভীর নিদ্রা” ইত্যাদি । এইরূপ কয়েকবার বলিয়া সে তাহার নিকট আরও অগ্রসর হইবে এবং তাহার শরীরের উপর স্পর্শহীন নিঃস্বামী লস্বা পাস (অর্থাৎ মাথা হইতে পা পর্যন্ত) দিবে । উক্ত পাসের সহিত ৪।৫ মিনিট কাল ঘুমের আদেশ দিলেই তাহার স্বাভাবিক নিদ্রা সম্মোহন নিদ্রায় পরিবর্তিত হইবে । কার্য্যকারক ইচ্ছা করিলে তাহার মোহিতাবস্থা অষ্টাদশ পাঠের উপদেশামূলসারে পরীক্ষা করিয়া লইতে পারে, কিন্তু কোন রোগ আরোগ্যের সঙ্গে থাকিলে তাহা করিবার আবশ্যকতা নাই । পাত্র সম্মোহিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইলেই তাহাকে অভীষ্ট বিষয়ে আদেশ দিবে ।

দ্বিতীয় নিয়ম :—যাহারা মোহিত হইতে অনিচ্ছুক নয়, কিন্তু অল্প সংবেচ্ছ বলিয়া সাধারণ নিয়মে মোহিত হয় না, সম্মোহনবিধি তাহাদিগকে নিম্নোক্ত নিয়মে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা পাইবে । উক্ত প্রকৃতির কোন লোক যখন স্বাভাবিক নিদ্রায় নিহিত, তখন সে তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া স্বীয় আগমন জ্ঞাপনার্থ তাহাকে জাগ্রত করিবে । এই বাস্তি-

সঞ্চোহন বিষ্টা

একবার তাহার দিকে তাকাইয়া ঘুমের অলসতা বশতঃ যখন আবার
চোখ বুঝিবে, সেই সময় হইতে সে তাহাকে পাস ও ঘুমের আদেশ দিতে
আরম্ভ করিবে। উক্তক্রপে আট-দশ মিনিট পাস ও আদেশ দিলেই
তাহার স্থাতাবিক নিজা সঞ্চোহন নির্দ্রাঘ পরিবর্ত্তিত হইবে।

অষ্টাবিংশ পাঠ

আত্ম-সম্মোহন

(Self-Hypnotism)

সমগ্র সম্মোহন বিজ্ঞানের মধ্যে যে সকল তত্ত্ব নিহিত আছে, তন্মধ্যে “আত্ম-সম্মোহন” বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা এত অধিক যে, যদি কেহ ইহার সকল বিষয় শিক্ষা না করিবা কেবল এই বিষয়টিই সুন্দরুরপে আরম্ভ করে, তখাপি তাহার এই বিজ্ঞা শিক্ষার উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে সফল হইবে। এই বিষয়ের সিদ্ধান্ত মূলক (theoretical) ও ব্যবহারিক (practical) জ্ঞান সকল শ্রেণীর লোকের পক্ষেই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

নিজে নিজেকে সম্মোহিত করার নাম “আত্ম-সম্মোহন”। এই অবস্থাকে নিজে নিজের প্রতি যে আদেশ দেওয়া যায় উহাকে “অটো-সাজ্জেস্নান” (auto-suggestion) বলে। বাঙ্গলায় ইহাকে “আত্ম-আদেশ” বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কোন সম্মোহনবিদ্য কর্তৃক এক ব্যক্তি মোহিত হইলে তাহার ক্ষেপণ অবস্থা হয় (মায়া ও অমাদির অবস্থা) আত্ম-সম্মোহনে সেক্ষেপ অবস্থা কখনও উৎপাদিত হইতে পারেন। আত্ম-সম্মোহন কেবল কার্যকারকের নিজের আচ্ছাদনের জন্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা সে নিজের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের অভূত উন্নতি সাধন করিতে পারে।

অটো-সাজ্জেস্নান সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধান্ত এই যে মাঝের মনের শক্তি, ধৰ্ম, আকর্ষণ ও বিকর্ষণের শক্তি আছে এবং মাঝে এই

সংশোহন বিষ্ণা

শক্তি বলে বহু কার্য সাধন ও উপরোক্ত যাবতীয় বিষয়ের উন্নতি করিতে পারে। যদি সে মনের মধ্যে স্মীর আকাঙ্ক্ষামুদ্রায়ী কোন একটি ভাবকে চিন্তা বা বাক্যের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি দ্বারা দৃঢ়ক্রপে অঙ্গিত করিয়া দেয়, তবে তাহার মন সেই ভাবটিকে কার্যে পরিণত করিয়া থাকে। কোন কুণ্ড ব্যক্তি যদি বিশ্বাসের সহিত পুনঃ পুনঃ এইরূপ চিন্তা করে যে, তাহার রোগ ক্রমে ক্রমে আরোগ্য হইতেছে,—দিন দিনই সে অধিকতর সুস্থতা লাভ করিতেছে, তবে তাহার মন উহার অন্তর্নিহিত শক্তি প্রভাবে এই ভাবটি কার্যে পরিণত করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি একটি কার্যে নিযুক্ত হইয়া ইচ্ছাপূর্বক বা অজ্ঞাতসারে পুনঃ পুনঃ অকৃতকার্যতাৰ বিষয় চিন্তা করে, সে উহাতে কথনও কৃতকার্যতা লাভ করিতে পারে না। যদি কোন মঢ়পায়ী সর্বদা একপ চিন্তায় রত থাকে যে, সুরাপানে তাহার শরীর ও মনের ঘোর অনিষ্ট হইতেছে, তাহার অর্থ-সম্পদ নষ্ট হইয়া থাইতেছে এবং সে সমাজে লোকের নিকট অত্যন্ত নিন্দিত হইতেছে, স্বতরাং সে এই অনিষ্টকর অভ্যাসকে চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিবে, তবে তাহার মন সুরাপানে বীতপ্পুহ হয় এবং ক্রমে ক্রমে তাহার আসক্তি দূর হইয়া যায়। বাবসায় বা চাকরীৰ উজ্জ্বলি জন্য যে সর্বদা চিন্তা করে, তাহার তাহাই লাভ হইয়া থাকে। উপরূপ প্রণালীতে অটো-সার্জেস্মান্ অভ্যাস দ্বারা এইরূপ বহু কার্য সাধন করা যায়।

মাঝুমের মনের এই ক্ষমতা নৃতন আবিষ্কৃত হয় নাই। অতি প্রাচীন কালে বৈদিক ধৰ্মিয়াই এই সত্য জগতে প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন; বর্তমান যুগে তাহা বৈজ্ঞানিকগণের দ্বারা দৃঢ়ক্রপে সমর্থিত হইতেছে মাত্র। শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের অনেকেই হয়ত মনের এই ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন

ଆଜ୍ଞା-সମ୍ପୋଦନ

ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକେରାଓ ଇହାର ଗ୍ରତି ଅଳ୍ପ ବିସ୍ତର ଆଶ୍ଵାବାନ୍ । ଯାହାରା ପୃତ୍ତ ବିଷ୍ଣୁମୀ ହଇଯା ଉପୟୁକ୍ତ ନିୟମେ ଏହି ଆଦେଶ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ତାହାରା ସେ ଜୀବନେ ଅନେକ ବିଷୟେ ସାଫଳ୍ୟ ଲାଭ କରିତେ ପାରିବେ ତାହାତେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।

ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ବୈଷୟିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ସମୁହେର ମଧ୍ୟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଗ୍ରେ ସେ ବିଷୟେର ଉନ୍ନତି ସାଧନେର ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଧ କରିବେ, ତାହା ମେ ପୂର୍ବେ ସ୍ଥିର କରିଯା ଲାଇବେ । ତୃତୀୟ ବାଞ୍ଛିତ ବିଷୟେର ଉନ୍ନତିର ପରିପଦ୍ଧି ସେ ସକଳ ବୋଗ ବା ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ତାହାର ଶରୀର ବା ମନେର ଉପର ବର୍ତ୍ତମାନେ ଆଧିପତ୍ୟ କରିତେଛେ, ମେ ଶୁଣି ବିଦୂରିତ ଏବଂ ଉନ୍ନତିର ସହାୟକ ଶୁଣ ଶୁଣି ବିକାଶ କରିତେ ସନ୍ଧବାନ ହିଲେ । ଶାରୀରିକ ଉନ୍ନତିର ଅର୍ଥ ଶରୀରକେ ବୋଗ ମୁକ୍ତ କରା—ସ୍ଵାଷ୍ଟ୍ୟେର ଶ୍ରୀବୃଦ୍ଧି କରା । ଶୁତରାଂ ସେ ସ୍ଵାଷ୍ଟ୍ୟୀବାନ ତାହାର ଉତ୍ତା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ସେ କୁଞ୍ଚ ମେ ଅଟୋ-ସାଙ୍ଗେସମାନ୍ ଏବଂ ଅମୁଶୀଳନ ଦ୍ୱାରା ଶୁତ୍ର ହିଲେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ । ସେ ମାନସିକ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତିର କାମନା କରେ, ମେ ସ୍ଵଭାବଗତ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଶୁଣି (ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାହୁମେରେ ଇକୋନ ନା କୋନ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଆଛେ) ବିଦୂରିତ କରିଯା ହଦୁରେର ସଂବନ୍ଧି ସକଳ ବିକାଶେର ଜନ୍ମ ଚେଟିତ ହିଲେ । ଆର ସେ ବୈଷୟିକ ଶ୍ରୀବୃଦ୍ଧିର ଅଭିଳାସୀ ମେ ତାହାର ଅବଲମ୍ବିତ କର୍ମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପୟୁକ୍ତତା ଲାଭେର ନିମିତ୍ତ ସନ୍ଧବାନ ହିଲେ । ଏହି ସକଳ ବିଷୟେର ବିସ୍ତର ଆଲୋଚନା “ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି” ପୁନର୍କର୍ତ୍ତା କରା ହଇଯାଛେ, ଶୁତରାଂ ଏହାନେ ଉତ୍ତାର ପୁନର୍କର୍ତ୍ତା ନିଷ୍ଠାଯୋଜନ ।

ଅଟୋ-ସାଙ୍ଗେସମାନ୍ ଅଭ୍ୟାସେର ପ୍ରଧାନୀ :—କାର୍ଯ୍ୟକାରକ ଏକଟି ନୀରବ ଓ ନିର୍ଜନ ଗୃହେ ଗମନ ପୂର୍ବକ ଗାୟେର ଜୀମା, କାପଡ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଶୁଣି ଥୁବ ଚିଲା କରିଯା ଦିଲା ଏକଥାନା ଇଞ୍ଜି ଚେଷ୍ଟାର ବା ବିଛାନାର ଶରନ କରିବେ ; ତୃତୀୟ ସମସ୍ତ ଶରୀରାଟି ସାଧ୍ୟ ମତ ଶିଥିଲ କରନ୍ତୁ; ଚକ୍ର ବ୍ରଜିଯା ଏକାଗ୍ର ମନେ ଘୁମେର

সঞ্চোহন বিষ্ণা

বিষয় চিন্তা করিবে। যথা—“আমার শরীর অলস ও অবসর হইতেছে,—
ক্রমে ক্রমে খুব শিথিল ও অসার হইয়া পড়িতেছে,—আমি নড়া-চড়া
করিতে পারিতেছি না ; আমার চক্ষু দৃঢ়কপে বজ্জ হইয়া গিয়াছে,—মাথা
পাথরের মত ভারী হইয়া গিয়াছে,—সমস্ত শরীর সম্পূর্ণরূপে অসার ও
বগহীন হইয়া গিয়াছে। আমার এখন ঘুম হইবে,—গাঢ় নিদ্রা হইবে ;
১০।১২ মিনিটের মধ্যেই আমি গভীর নিদ্রায় নিন্দ্রিত হইয়া পড়িব।
ঘুম—ঘুম—ঘুম—গভীর নিদ্রা ; ঘুম—ঘুম—ঘুম—গভীর নিদ্রা ;
শাস্তিদায়ক নিদ্রা ; আরামজনক নিদ্রা” ইত্যাদি। উক্তরূপ চিন্তা
করিতে করিতে যথন নিদ্রার উপকৰণ হইবে, তখন অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে ও
একাগ্র মনে (নিজের প্রতি) নিম্নোক্তরূপ আদেশ প্রদান করিয়া তাহার
ধূমপানের অভ্যাস (দৃষ্টান্ত স্বরূপ মনে করা ষাটক ষে, সে ধূমপানী
এবং সে এই অভ্যাস দূর করিবার অভিলাষী) বিদ্যুতিত করিবে। যথা—
“আজ হইতে আমি আর কোনরূপ ধূম পান করিব না—আজ হইতে
আমি আর তামাক, সিগারেট, চুক্টি, বিড়ি ইত্যাদি কিছুই থাইব না,—
কখনও থাইব না ; ধূম পান করিলে আমার বমি হইবে,—আমার অসুখ
করিবে। আমি আর এই কু-অভ্যাসের দাস হইয়া থাকিব না—আমি
আজ হইতে এই অভ্যাসকে চিরকালের নিমিত্ত সম্পূর্ণরূপে বিদ্যুতিত করিব।”
যদি সে এই আদেশ-মন্ত্রটি মনে মনে আবৃত্তি করিতে করিতে নিন্দ্রিত হইয়া
পড়ে ভাল ; অগ্রথায় উহাকে উক্তরূপে ১০।১৫ মিনিট আওড়াইবার পর
অঙ্গুশীলনটি বজ্জ করিবে।

কার্যকারিক বিশ্বাসের সহিত অত্যহ দ্রুতবার—অসমর্থ হইলে একবার
—নিয়মিতরূপে এই অঙ্গুশীলনটি অভ্যাস করিবে। সে এই ‘আদেশ-মন্ত্রটি

ଆଜ୍ଞା-ସମ୍ପୋଦନ

ମନେ ମନେ ଆବୃତ୍ତି କରିତେ କରିତେ ଘୁମାଇୟା ପଡ଼ିବାର ଚେଷ୍ଟା ପାଇବେ ; କାରଣ ନିଜା ହିଲେ ତାହାର ମନ ଘୁମନ୍ତାବହ୍ନାୟ ଏଇ ଆଦେଶାହୁଧୀରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ରତ ଥାକିବେ । ସଥଳ ମେ ଏହି ସ୍ଵତଃ ଉତ୍ପାଦିତ ମୋହିତାବହ୍ନାୟ ଉପନୀତ ହଇଗାଛେ, ତଥନ ଉତ୍କ ଆଦେଶ-ମନ୍ତ୍ରେର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ବୋଧକ କୋନ ଚିନ୍ତା ମୁହଁରେ ଜଗାଓ ମନେ ହାନ ଦିବେନା ; କାରଣ ଉତ୍କାବହ୍ନାୟ ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂବେଦ୍ଧ ହୟ ବଲିଯା, ଉହା ବିରକ୍ତ ଆଦେଶର ତାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରତଃ ବିପରୀତ ଫଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିଯା ଥାକେ । ଏହି ଅମୁଶୀଳନଟି ଅଭ୍ୟାସେର ସମୟ ଧୂମପାନ ସଥକେ ତାହାକେ ଥୁବ ସଂଘର୍ଣ୍ଣବଳନ କରିତେ ହିଲେ ; କାରଣ ତାହାର ଚିନ୍ତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ୍ୟ ନା ଥାକିଲେ ମେ ଇହାତେ ସାଫଲ୍ୟ ଲାଭ କରିତେ ସମର୍ଥ ହିଲେନା । ଶୁତରାଂ ମେ ସେମନ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ, ଆର ଧୂମପାନ କରିବେନା ; ସେଇକ୍ରପ ମେ ଧୂମପାନେ ବିରତ ଥାକିଯା କାର୍ଯ୍ୟତଃ ଏଇ ଚିନ୍ତାର ସାର୍ଥକତା ସମ୍ପାଦନ କରିବେ । ମନେ ମନେ ଆଦେଶ ଆବୃତ୍ତି କରିଯା ଉହାର ବିପରୀତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ମେହି ଆଦେଶର କୋନ ଫଳ ହୟନା । ଯେ ଚିନ୍ତା କରିତେହେ, “ଆମି ଆର ଧୂମ ପାନ କରିବନା,” ମେ ସଦି କିଛୁମାତ୍ର ସଂଘର୍ଣ୍ଣ ନା ହଇଯା ଅଭ୍ୟାସ ମତ ଯଦୃଚ୍ଛା-କ୍ରମେ ଧୂମ ପାନେ ରତ ଥାକେ, ତବେ ଉହା କେବଳ ଅର୍ଥ ଶୂନ୍ୟ ଏକଟା ବାକ୍ୟେ ପରିଣତ ହିଲେ ମାତ୍ର । ଶୁତରାଂ ଫଳ କିଛୁଇ ଲାଭ ହିଲେନା । ଅମୁଶୀଳନ କରିବାର ସମୟ ଆଦେଶ-ମନ୍ତ୍ରେର ବିପରୀତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯା ଅନେକ ଲୋକ ଇହାତେ ବିକଳ ମନୋରଥ ହଇଗାଛେ ବଲିଯା ଜାନା ଗିଯାଛେ । ଶୁତରାଂ ଉହା ଅଭ୍ୟାସ କାଲୀନ କଦାପି କେହ ଐକ୍ରପ କୋନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେନା ।

ଇହାର ସହିତ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଅମୁଶୀଳନଟି ଅଭ୍ୟାସ କରିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକାରକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅନ୍ତର ସମସ୍ତେର ମଧ୍ୟେଇ ବାହିତ ଫଳ ଲାଭେ ସମର୍ଥ ହିଲେ । ମେ ରାତ୍ରିତେ ନିଜିତ ହିଲାର ୧୦୧୫ ମିନିଟ ପୂର୍ବେ ଏବଂ ଭୋରେ ନିଜା ଭଙ୍ଗେର ପର

সঙ্গোহন বিষ্টা

(শব্দা হইতে গাঙ্গোখান করার ১০।১৫ মিনিট পূর্বে) শরীরটি
সম্পূর্ণরূপে শিথিল করতঃ একাগ্রমনে নিম্নোক্তরূপ চিষ্টা করিবে—“আমি
আর ধূমপান করিবনা ;—আমি আর কখনও ধূম পান করিবনা ;—
আমার মন হইতে ধূমপানের স্মৃতি সম্পূর্ণরূপে অস্তর্ভিত হইয়া গিয়াছে —
আমি আর কাহার অহুরোধেই ধূম পান করিবনা ;—কোন অলোভনই
আমাকে সংকল্পচূত করিতে পারিবেনা ;—আমি সকল প্রকার অলোভন
জয় করিয়াছি। বাহারা ধূমপান করেনা, তাহারা কেমন সুখী ! কেমন
স্বাধীন ! আমি এই বিশ্বী অভ্যাসকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের
মত সুখী হইব। আমি আর এক মুহূর্তও এই নিষ্কৃষ্ট অভ্যাসের দাস
হইয়া থাকিবনা ; আমি উহাকে চিরকালের নিমিত্ত সম্পূর্ণরূপে বিদ্যুতীত
করিতে কৃতসকল হইয়াছি।” প্রতিবারে ১০ হইতে ১৫ মিনিট সময় ব্যয়
করতঃ অত্যন্ত নিবিষ্ট চিত্তে উপর্যুক্তি এইরূপ চিষ্টা করিবে। পূর্বোক্ত
আদেশ-মন্ত্রের সহিত প্রতিদিন নিয়মিতরূপে দ্রুইবার ইহার অমূল্যন
করিলে উক্ত অভ্যাস খুব অন্ত সময়ের মধ্যেই বিদ্যুতিত হইয়া থাইবে।

কার্য্যকারক ইচ্ছা করিলে পূর্বোক্ত আদেশ-মন্ত্রটি নিরোক্তরূপেও
অভ্যাস করিতে পারে। এক টুকরা সাদা কাগজে বড় ও ঝুঁপটাক্ষরে
ঞ্জ আদেশ-মন্ত্রটি লিখিয়া লইয়া বার বার উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে ও
উহাকে মনে মনে আওড়াইবে। দিন ও রাত্রির মধ্যে সে ব্যক্তি জাগ্রত
থাকিবে ততক্ষণ (যত অধিকার সম্ভব হয়) এক একবার আধ মিনিটের
জন্ত উহাকে দেখিবে এবং দ্রুই-তিনবার মনোরোগের সহিত আওড়াইবে।
কোন কোন সঙ্গোহনতত্ত্ববিদ ইহাকে ১০০ হইতে ১৫০ বার পর্যাপ্ত
উক্তরূপে আবৃত্তি করিতে উপদেশ দিয়াছেন ; উদ্দেশ্য—সর্বদার জন্ত

ଆମ୍ବା-ଶମ୍ଭୋହମ

ମନକେ ଉହାତେ ଦୃଢ଼ ସଂଲପ୍ତ ରାଖିବା । ଇହାର ସହିତ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଅମୁଶୀଳନ ଛୁଟିଓ (ନିଜା ସାଇବାର ପୂର୍ବେ ଓ ନିଜାଭଙ୍ଗେର ପର କଥିତକୁଣ୍ଠପେ ଚିନ୍ତା କରା) ଅଭ୍ୟାସ କରା ସାହିତେ ପାରେ ।

କାର୍ଯ୍ୟକାରକ ସତଦିନ ଉକ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣକୁଣ୍ଠପେ ବିଦୂରିତ କରିତେ ସମର୍ଥ ନା ହଇବେ, ତତଦିନ ମେ ଏହି ପ୍ରଗାଳୀର ଉପର ଆହାବାନ ଧାକିଯା ଗଭୀର ଆକାଙ୍କ୍ଷାର ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ନିଯମିତକୁଣ୍ଠପେ ଉହା ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ; ଏବଂ ବିଶେଷ କୋନ ଅନ୍ତରାୟ ଉପଶିତ ନା ହଇଲେ କୋନ ଦିନ ଅମୁଶୀଳନ ବକ୍ଷ ରାଖିବେ ନା । ଇହା ସାରା ମେ କତ ଦିନେ ଏକଟି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଦୂର କରିତେ କିଞ୍ଚା ଏକଟି ରୋଗ ଆରୋଗ୍ୟ କରିତେ ପାରିବେ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତକୁଣ୍ଠପେ ବଳ୍ପ କଠିନ । ଯେହେତୁ ତାହାର କୃତକାର୍ଯ୍ୟତା ସମଧିକ ପରିମାଣେ ତାହାର ରୋଗ ବା ଅଭ୍ୟାସେର ଶୁରୁତ୍ୱର ଉପର ନିର୍ଭର କରେ । କେହ ଛୁଟି-ତିନ ଦିନେ, କେହ ଏକ ସମ୍ପାଦେ, ଆବାର କେହ କେହ ବା ଛୁଟି-ତିନ ସମ୍ପାଦେ ସାହିତ ଫଳ ଲାଭ କରିଯା ଥାକେ । ଏକାଧିକ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାକିଲେ, ଉହାଦିଗକେ ଏକଟି ଏକଟି କରିଯା ବିଦୂରିତ କରିବେ; କଥନାଥ ଏକ ସଙ୍ଗେ ଛୁଟି-ତିନଟି ଲାଇସ୍ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନା । ଏଇକୁଣ୍ଠପେ ମେ ରୋଗ ବା ଅଭ୍ୟାସେର ଅକ୍ରତି ଅମ୍ବ୍ୟାରୀ ଉପସୁକ୍ତ ଆଦେଶ ମନୋନୀତ କରିଯା ଲାଇସ୍ ନିଯମିତକୁଣ୍ଠପେ ଉହା ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ—ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଇହା ଅମୁଶୀଳନ କରିତେ ପାରିଲେ ମେ, ନିଜେର ସେ କୋନ ରୋଗ ଆରୋଗ୍ୟ ବା ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ବିଦୂରିତ କରିତେ ସମର୍ଥ ହଇବେ ।

କାର୍ଯ୍ୟକାରକ ଏହି ପ୍ରଗାଳୀତେ ଛୁଟି-ତିନଟି ଅଭ୍ୟାସ ଦୂର କରିତେ ପାରିଲେଇ ତାହାର ମନେର ବଳ ସମଧିକ ପରିମାଣେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ ଏବଂ ତଥନ ମେ ଆନ୍ତରାସେଇ ଅଗ୍ରାନ୍ତ ଅନିଷ୍ଟକର ଅଭ୍ୟାସ ଶୁଳ୍କର ମୁଲୋଚେଦ କରିତେ ଏବଂ ଇଚ୍ଛା କରିଲେ କାମ, କ୍ରୋଧ ଇତ୍ୟାଦି ରିପୁଣ୍ଡଲିକେ ଓ ଅନ୍ତାଧିକ ପରିମାଣେ ସ୍ଵିମ୍ ବଶେ ଆନିତେ

সঞ্চোহন বিষ্টা

পারিবে, যাহা অঙ্গ কোন সহজ উপারে সম্পর্ক হইবার আশা নাই।
বৰ্তমান সময়ে দেশের অধিকাংশ বাণক ও যুবকগণ যে কতকগুলি
অংশজ্য অভ্যাস দ্বারা প্রবল ভাবে আক্রান্ত লইয়া আয়ু-স্বাস্থ্য, শৃঙ্খল-
ইত্যাদি নষ্ট করিতেছে ও ঘোর নৈতিক পাপে নিমজ্জিত হইতেছে,
তাহারা এই অণালীতে উহাদের মূলোচ্ছেদ করতঃ জীবনের শর্মার্থ কল্যাণ
সাধন করিতে পারিবে এবং আধ্যাত্মিক উন্নতিকামী বাস্তিগণও ইহার
সাহায্যে ইত্ত্বয় জয় করিয়া অভীষ্ট সিদ্ধির পথে অনেক দূর অগ্রসর হইতে
সমর্থ হইবেন।

উন্নতিঃ পাঠ

পত্র দ্বারা বা টেলিফোনে মোহিত করণ

যে সকল ব্যক্তি ইতিপূর্বে কম্বেকবার মোহিত হইয়াছে, কার্য্যকারক তাহাদের অনেককে পত্র দ্বারা বা টেলিফোনে মোহিত করিতে সমর্থ হইবে।

(১) একখানা চিঠির কাগজে বড় ও পরিষ্কার অঙ্করে নিম্নোক্ত আদেশটি লিখিয়া উহার নীচে স্পষ্টভাবে কার্য্যকারক নিজের নাম সই করিবে। পরে, উহা থামের ভিতর পুরিয়া, সেই থামের উপর উক্ত প্রকৃতির কোন পাত্রের নাম-ঠিকানা লিখিয়া ডাকে পাঠাইবে। পত্র থানা নিম্নোক্তরূপে লিখিবে—“স্বরেশ, তুমি এখন যেরূপ অবস্থায়ই থাক, এই পত্র থানা পাঠ করিব। মাত্র তুমি ঘুমাইয়া পড়িবে। তোমার মাথা ভারী হইয়া যাইতেছে,—শরীর অলস ও অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে,—চক্ষু দৃঢ়রূপে বন্ধ হইয়া যাইতেছে,—তুমি এখনই ঘুমাইয়া পড়িবে,—তোমার খুব শুয়ু হইবে। এই পত্র থানা তোমার পড়া শেষ হইবা মাত্র, তুমি বসিয়া বা শুইয়া পড়িয়া গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িবে।” পাত্র চিঠির আদেশ মত নিন্দিত হইয়া পড়িলেও ভয়ের কোন কারণ নাই; যেহেতু উহা কিছুক্ষণ পরে স্বতঃই স্বাভাবিক নিদ্রায় পরিবর্তিত হইয়া যাইবে এবং সে স্থান সময়ে আপনিই জাগিয়া উঠিবে।

(২) উক্ত প্রকৃতির কোন এক পাত্রকে টেলিফোনে ডাকিয়া তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিবে এবং সম্মোহনবিদ্বন্তি নিজের নাম বলিবে। তৎপরে তাহাকে তিন-চার মিনিট ঘুমের আদেশ দিলেই সে সম্মোহন নিদ্রায় নিন্দিত হইয়া পড়িবে।

ତ୍ରିଂଶ ପାଠ

ଦେଖ-ମାତ୍ର ମୋହିତ କରଣ

(Instantaneous Method)

‘ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ମୋହନ ଆଦେଶ’ର ସାହାଯ୍ୟ ବ୍ୟାତୀତ କାହାକେଓ ‘ଦେଖ-ମାତ୍ର ମୋହିତ କରା’ ସଞ୍ଚବ ନଥିଲା । ‘ମୋହିତ’ ଶବ୍ଦର ଅକ୍ଷତାରେ ସେକପ ଅବସ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ, ତାହା କୋନ ନୂତନ ପାତ୍ରେର ମନେ ଦୃଷ୍ଟି-ମାତ୍ର ଜନିତେ ପାରେନା । ତଥାପି କୋନ କୋନ ଗ୍ରହକାର ନିମୋକ୍ଷ ପ୍ରଗାଳୀର ସମ୍ମୋହନକେ ଉଚ୍ଚ ନାମେ ଅଭିହିତ କରିଯାଛେ ବଲିଯା ଆମିଓ ତାହାଦେଇ ଅମୁସରଣ କରିଲାମ ।

(୧) ସମ୍ବେଦ ବ୍ୟକ୍ତିବ୍ୟକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟେ ଯାହାକେ ଖୁବ ସଂବେଦ ବଲିଯା ବୋଧ କରିବେ, କାର୍ଯ୍ୟକାରକ ତାହାର ସମ୍ମୁଦ୍ରେ ଦୀଢ଼ାଇବେ ଏବଂ ତାହାର ନାସିକା-ଶୂଳେ ହିର ଦୃଷ୍ଟି ହାପନ କରନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ତର୍ଜନୀଟିକେ ପାତ୍ରେର ସମ୍ମୁଦ୍ରେ ଧରିଯା, ଖୁବ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ଦୃଢ଼ମ୍ବରେ ବଲିବେ—“ଏହି ଅଙ୍ଗୁଳିଟି ଦେଖ, ତୁମ ଏଥିନ ଇହାର ପ୍ରତି ତାକାଇଯା ଧାକିବେ ; ଏହିଙ୍କଣ—ଇହାର ଅମୁସରଣ କର,—ଶୀଘ୍ର ଅମୁସରଣ କର ।” ସଥିନ ମେ ଉହାକେ ଅମୁସରଣ କରିତେ ଉଚ୍ଚତ ହଇବେ, ତଥିନ ସମ୍ମୋହନବିଂ ଛୁଇ-ଏକ ପା କରିଯା ଆଣେ ଆଣେ ପଞ୍ଚାଂ ଦିକେ ସରିଯା ଗେଲେ ମେହି ବ୍ୟକ୍ତିଓ ତାହାକେ ଅମୁସରଣ କରିତେ ଧାକିବେ । ମେ କିଛୁକଣ ଏହିଙ୍କଣ କରାର ପର ତାହାକେ ଅକ୍ରତିଙ୍କ କରିଯା ଦିବେ ।

দেখা-মাত্র মোহিত করণ

(২) ক্লীড়া প্রদর্শক ষ্টেজের উপর দাঢ়াইয়া দর্শকদিগের মধ্যে হইতে এক বাস্তিকে তাহার নিকট আসিতে অনুরোধ করিবে। যখন সে তাহার নিকট আসিতে থাকিবে, তখন তাহার দিকে গুথর দৃষ্টিতে তাকাইয়া দৃঢ়স্থরে বলিবে—“দাঢ়াও;—ঐখানে দাঢ়াও; তুমি আর এক পাও অগ্রসর হইতে পারিতেছনা”—উহাতেই পাত্র আর অগ্রসর হইতে পারিবেনা। সাধারণ রঙালয়ে আমি এই দৃশ্য বহবার প্রদর্শন করিয়াছি।

একত্রিংশ পাঠ

পরবর্তী-সন্মোহন আদেশ

(Post-hypnotic Suggestion)

যে আদেশের দ্বারা পাত্রকে ভবিষ্যতে কোন নির্ধারিত সময়ে বা কোন এক সময় হইতে কোন নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কোন কার্য করিতে বাধ্য করা যায়, ইংরাজিতে উহাকে “পোষ্ট-হিপ্নোটিক সাজেনমান” (Post-hypnotic Suggestion) বলে। কেহ কেহ এই আদেশকে “ডেফার্ড সাজেনমান” (Deferred Suggestion) বলিয়াও অভিহিত করিয়া থাকেন। বাঙ্গলায় উহাকে “পরবর্তী-সন্মোহন আদেশ” বলা যাইতে পারে। মোহিতাবস্থায় কোন পাত্রকে যদি একপ আদেশ প্রদান করা যায় যে, সে আগামী মাসের ১লা তারিখে (কিম্বা ছয় মাস বা ছয় বৎসর পরে, কোন নির্দিষ্ট তারিখে) রাত্রি ২টার সময় শ্বামের বাড়ী যাইয়া তাহার সদর দরজায় তালা বন্ধ করিয়া আসিবে, অথবা সে আগামী কলা হইতে তাহার বার্ষিক পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যহ নিয়মিতক্রমে ৮ ঘণ্টা কাল পাঠ অভ্যাস করিবে, তবে সে তাহাই করিতে বাধ্য হইবে। মোহিতাবস্থায় একপ আদেশ প্রদান পূর্বক পাত্রকে প্রক্রিয়া করিয়া দিলে উক্ত আদেশ সম্বন্ধে তাহার কিছু মাত্র ধারণা থাকিবেনা; কিন্তু যখন সেই আদিষ্ট কার্যটি সম্পন্ন করিবার সময় উপস্থিত হইবে, তখন সে উহার অনিবার্য শক্তি প্রভাবে মোহিত হইয়া একটা তালা ও চাবি সংগ্রহ পূর্বক মন্ত্রমূল্য বাস্তুর

পরবর্তী-সম্মোহন আদেশ

চার্ট শামের বাড়ীর দিকে ছুটিবে এবং সেখানে পৌছিয়া তাহার সদর
দরজায় তালা বন্ধ করিয়া আসিবে ; কিন্তু সে ঐ আদেশের প্রভাবে
উক্ত নির্ধারিত দিবস হইতে তাহার বার্ষিক পরীক্ষা শেষ না হওয়া
পর্যন্ত, প্রতিদিন নিয়মিতক্রমে আট ঘণ্টা পাঠ্যভ্যাস করিতে বাধ্য
হইবে । সম্মোহনবৎ নিজের ইচ্ছামত এই আদেশ দ্বারা পাত্রকে উক্তক্রম
বল প্রকার কার্যে বাধ্য করিতে পারে । যথোপযুক্তক্রমে অদ্ভুত
হইলে, এই আদেশ বহু দিন পরেও নিশ্চিতক্রমে কার্যকর হইয়া থাকে ।
এই আদেশের প্রভাবে এক ব্যক্তি সুদীর্ঘ ২৬ বৎসর পরেও একটি আদিষ্ট
কার্য সম্পন্ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল ।

সম্মোহন বিজ্ঞানের এই অংশ অত্যন্ত গোপনীয় । কিন্তু আমি
শিক্ষার্থীকে এই বিজ্ঞান সম্পূর্ণক্রমে শিক্ষা দিতে প্রতিশ্রূতি আছি বলিয়া
অস্থান্ত বিষয়ের সহিত এই গুণ অংশও প্রকাশ করিলাম । তজ্জন্ম
বর্তমান পাঠে যে বিষয়গুলি সন্তুষ্ট করিয়াছি, উহাদের প্রকৃত মূল্য
এই পুস্তকের মূল্য অপেক্ষা বহুগুণ অধিক হইবে । অস্ত্র অর্থ ব্যয়েও
যে সকল কার্য সম্পন্ন হওয়া কঠিন, এই পুস্তকের সাহায্যে সে, উহাদিগকে
সহায়াসে সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবে ।

পরবর্তী-সম্মোহন আদেশ দ্বারা যেমন মানুষের শারীরিক, মানসিক,
বৈতাকিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের প্রত্তুত মঙ্গল সাধন করা যায়, সেইরূপ
আবার উহার সাহায্যে তাহার অনেক প্রকার অনিষ্টও করা যাইতে
পারে । কিন্তু শিক্ষার্থী ইহার সাহায্যে কদাপি কাহার কোনোরূপ
অপকারের প্রয়াস পাইবেনো । সে নিজের ও অপরের মঙ্গলার্থ যত বেশী
পরিমাণে ইহা নিয়োগ করিবে, সে তত অধিক শক্তিশালী কার্যকারক

সংশোধন বিষয়া

হইয়া লোকের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারিবে। আর যে, কোন মন্দ উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া ইহা প্রয়োগ করিবে, সে সকলের নিন্দা ভাজন ও সন্দেহের পাত্র হইয়া দিন দিন শক্তিহীন হইতে থাকিবে। এজন্ত আমার সনির্বক্ষ অমুরোধ এই যে, সে যেন কোন প্রয়োভনের বশেই ইহার অপব্যবহার না করে। যদি কেহ পুনঃ পুনঃ এই নিবেধ সন্দেও ঐক্যপ কোন কার্য করে, তবে তাহার ফলাফলের জন্য আমি দায়ী হইবনা।

এই আদেশ মোহিত ব্যক্তির মনে স্থায়ীরূপে কার্য করিতে সমর্থ, এজন্ত ইহার সাহায্যে অনেক প্রকার শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক রোগ চিরস্থায়ীরূপে আরোগ্য করিতে পারা যাব। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, যে সকল বালক অলস, অবাধা, দুর্দান্ত, মিথ্যাবাদী, দ্রুরূপ শরণ-শক্তি বিশিষ্ট, লেখাপড়ায় অনিচ্ছুক, তামাক-দিগারেট যাওয়া, চুরি করে, কু-অভ্যাস রত এবং যে সকল যুক্ত কর্তব্য অষ্ট, মন্দ সংসর্গ লিপ্ত, নেশাখোর, বাতিচারপরায়ণ—বেশ্যা-সন্তু হইয়া স্বীয় বিষয় সম্পাদন নষ্ট করিতেছে, তাহাদিগকে চিরকালের নিমিত্ত সংশোধন করিতে পারা যাব। যাহার কোন রোগ না হওয়া সন্দেও রোগ হইয়াছে বলিয়া একটা ভাস্তু ধারণা হৃদয়ে বক্ষমূল হইয়াছে, কিন্তু যে কোন মন্দ লোকের বশীভৃত হইয়া তাহার জীড়নক রূপে পরিণত হইয়াছে, তাহার মানসিক অবস্থার পরিবর্তন করিতে পারা যাব এবং গ্রামসঙ্গতরূপে কোন বিশেষ স্তু বা পুরুষের ব্রেহ-ভালবাসা-বক্ষুত্ত লাভ করিয়া তাহাকে আয়তাধীন রাখিতে পারা যাব। ইহার সাহায্যে ঐক্য বহু কার্য সম্পাদন করা যাইতে পারে।

পরবর্তী-সম্মোহন আদেশ

এই আদেশ অন্ন নিদ্রায় তেমন কার্যকর হয়না। শুতরাং থাহাকে ইহা প্রদান করিতে হইবে, তাহাকে অগ্রে গভীর নিদ্রায় নিয়িত করিবে। তাহার নিদ্রা স্বত বেশী গাঢ় হইবে, ইহা তাহার মনে তত দৃঢ়কল্পে কার্য্য করিবে। যে সকল পাত্র মাঝা ও ভয়ের আদেশের খুব তাড়াতাড়ি সাড়া (response) দেয় এবং জাগ্রত হওয়ার পর, উক্ত মাঝা ও অম সম্বন্ধে থাহাদের সমস্ত স্মৃতি শোপ পাও, বিশেষ ভাবে তাহাদের মনেই এই আদেশ খুব শীঘ্র ও দৃঢ়ভাবে কার্য্য করিয়া থাকে।

এই আদেশ প্রদান করিবার পূর্বে পাত্রকে সাধারণ নিয়মে গভীর নিদ্রায় নিয়িত করিবে। বলা বাহ্য্য যে, অন্ন নিদ্রায় পাত্রকে কিছুক্ষণ ঘুমের আদেশ ও পাস দিলেই, তাহার নিদ্রা গাঢ় হইয়া থাকে। যখন সে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে, তখন সম্মোহনবিং তাহার নাসিকা-মূলে প্রথম দৃষ্টি স্থাপন করতঃ, তাল হাত দ্বারা তাহার (পাত্রের) বাম হাতের অঙ্গুলিগুলিকে শক্তকল্পে চাপিয়া ধরিয়া, বাম অঙ্গুলিগুলির অগ্রভাগ দ্বারা তাহার (পাত্রের) মস্তকের উপর (ব্রহ্মত্বলুতে) আস্তে আস্তে তালে তালে আঘাত (stroke) করিবে এবং সেই সঙ্গে অভীষ্ঠ সিদ্ধির উপরোগী আদেশ দিবে। সম্পূর্ণ আদেশটি খুব দৃঢ়ভাবে সহিত আট-দশ বার প্রদান করিবে এবং তাহা করিবার সময় মনে একপ বিশ্বাস রাখিবে যে, পাত্র আদিষ্ট কার্য্যটি অবশ্য সম্পাদন করিবে। যতক্ষণ অভীষ্ঠ বিষয়ে আদেশ দিতে থাকিবে, ততক্ষণ কথিত নিয়মে বাম আঙ্গুলগুলির অগ্রভাগ দ্বারা পাত্রের মস্তকের উপর আস্তে আস্তে এমন ভাবে আঘাত করিবে যেন, সে উত্থাপনে ব্যাধা না পাও। আদেশ প্রদত্ত হইবার পর, তাহাকে সাধারণ নিয়মে জাগ্রত করিয়া দিবে ; অধ্যবা তাহার নিদ্রা স্বতঃ স্বাভাবিক নিদ্রার

সশ্রোতন বিষ্ণু।

পরিবর্তিত হইবার নিমিত্ত তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। বলা বাছল্য যে, ঐ নিদ্রা স্বাভাবিক নিদ্রায় পরিবর্তিত হইলে পাত্র যথা সময়ে নিজেই জাগ্রত হইয়া উঠিবে এবং তজ্জ্ঞ আর কার্যকারকের সাহায্য আবশ্যিক হইবেন।

এই আদেশের সাহায্যে কাহারও কোন রোগ আরোগ্য কিম্বা কোন মন্দ অভ্যাস বিদ্রুলি করিতে রোগীকে প্রত্যহ নিয়মিতক্রপে এক বা দুইবার করিয়া বাস্তিত বিষয়ে আদেশ দিবে। তাহার একাধিক রোগ (বা মন্দ অভ্যাস) বর্তমান থাকিলে, উহাদিগকে একটি একটি করিয়া আরোগ্যের প্রয়াস পাইবে ; এক সময়ে কখনও দুই-তিনটি লইয়া চেষ্টা করিবেন। যেহেতু একটি রোগ সম্পূর্ণক্রপে আরোগ্য না হইতে, অপর একটিতে হস্তক্ষেপ করিলে উভয় চেষ্টাই বিফল হইতে পারে। সশ্রোতনবিঃ এই উপদেশগুলি যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে পারিলে তিন-চার দিনের মধ্যেই এক একটি বিষয়ে ক্রতৃকার্যতা লাভে সমর্থ হইবে। কিন্তু সে সর্বদা রোগ কিম্বা অভ্যাসের শুরুত্ব উপলক্ষ্য করতঃ কার্য করিবে, অর্থাৎ উহা সহজ হইলে অল্প দিন আর পুরাতন বা কঠিন হইলে আরোগ্যের জন্য বেশী দিন আদেশ দিতে হইবে। পাত্র স্বভাবতঃ সংবেদ হইলে, কঠিন ক্ষেত্রেও এক বা দুইবার আদেশ দিয়াই বাস্তিত ফল লাভ করা যাব। কার্যকারক অভৌপ্রিয় কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত পাত্রকে যে আদেশ দিতে ইচ্ছা করিবে, তাহা সে পূর্বেই স্থির করিয়া লইবে। উহা (স্পষ্টার্থ বোধক) সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ অভিপ্রায় প্রকাশক ও কর্ম-প্রযুক্তি উভেজক হইবে। এগুলে নিম্নে কয়েকটি বিভিন্ন প্রকার আদেশের দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল।

পরবর্তী-সম্মোহন আদেশ

[১] অবাধ্য বালককে বাধ্য করিতে নিষ্ঠাকরণ আদেশ দিবে। বলিবে—“সতীশ, তুমি বড় অবাধ্য, কিন্তু আজ হইতে তুমি আর তোমার পিতা মাতার অবাধ্য থাকিবেনা,—তুমি আর কখনও তাহাদের অবাধ্য হইবেনা; তুমি আজ হইতে সকল সময়ে ও সকল বিষয়ে তাহাদের একান্ত বাধ্য ও অনুগত হইবে; তোমাকে জাগ্রত করার পর হইতেই তুমি একটি সম্পূর্ণ বাধ্য ও অনুগত বালকে পরিণত হইবে। তোমার চরিত্র হইতে অবাধ্যতা দোষ সম্পূর্ণরূপে বিদ্যুরিত হইয়া গিয়াছে।”

(২) অতাধিক ত্রীড়াশীলতা দোষ দূর করিবার জন্য নিষ্পত্তিকরণ আদেশ দিবে। বলিবে—“ধীরেন, তুমি বড় বেশী খেলা কর। কিন্তু আজ হইতে তুমি আর এত বেশী খেলা করিবেনা; তুমি এখন হইতে আর কখনও দিনে ছই ঘণ্টার বেশী খেলিবেনা; তুমি আর কখনও বেশী খেলা করিবেনা।

(৩) লেখাপড়ার অনিচ্ছুক বালককে মনোযোগী করিতে নিষ্পত্তিকরণ আদেশ দিবে। বলিবে—“স্মরেন, তুমি লেখা পড়ায় বড় বেশী অনিচ্ছুক; কিন্তু তুমি আজ হইতে আর লেখা পড়ায় অনিচ্ছুক বা অমনোযোগী হইবেনা। তুমি কাল হইতে নিয়মিতরূপে স্কুলে যাইবে এবং প্রতিদিন খুব মনোযোগের সহিত ৭ ঘণ্টা সময় পাঠ অভ্যাস করিবে। তুমি প্রত্যহ নিয়মিতরূপে স্কুলে না গেলে এবং ৮ ঘণ্টা সময় পাঠাভ্যাস না করিলে তোমার

সঞ্চোহন বিষ্ণা

শরীর ও মন ভাল থাকিবেনা—যখন তুমি পাঠ অভ্যাস করিবে, তখন খুব মনোযোগের সহিত পড়িবে এবং পড়িবার সময় কখন কাহারও সঙ্গে বাজে কথা-বার্তা কহিবেনা এবং অন্য কোন বিষয় চিন্তাও করিবেনা। মনে রাখিও, কাল হইতেই তোমাকে প্রতিদিন নিয়মিতরূপে শুলে যাইতে এবং ৭ ঘণ্টা সময় পড়িতে হইবে।”

[৪] ধূমপানের অভ্যাস দূর করিতে নিষ্পত্তিশীল আদেশ দিবে।
বলিবে—“তুমি আজ হইতে আর কখনও তামাক খাইবেনা,—
তুমি আর কখনও তামাক খাইবেনা;—তুমি আজ হইতে আর
তামাক খাইতে পারিবেনা; তামাক খাইলে তোমার কাশি ও
বমি হইবে; তুমি আজ হইতে উহার গন্ধও শুকিতে পারিবে না।
তামাক না খাওয়ার দরুণ তোমার কোন কষ্ট হইবেনা,—বরং
উহা না খাইলেই তুমি শরীর ও মনে বেশ স্ফুলতা ও ক্ষুর্তি বোধ
করিবে; তুমি এখন জাগ্রত হইয়াই প্রতিজ্ঞা পূর্বক তামাক
ছাড়িয়া দিবে এবং জীবনে আর কখনও তামাক খাইবেনা।”

[৫] মঢ়পানের অভ্যাস দূর করিতে নিষ্পত্তিশীল আদেশ
দিবে। বলিবে—“তুমি আজ হইতে আর মদ খাইবেনা,—
তুমি আজ হইতে আর কখনও মদ খাইতে পারিবেনা,—কারণ
মদের গন্ধে তোমার বমি হইবে—অত্যন্ত অসুখ করিবে। মদ
না খাওয়ার দরুণ তোমার কোন কষ্ট হইবেনা,—মদ না

পরবর্তী-সম্প্রোহন আদেশ

খাইলেই বেশ সুস্থতা বোধ করিবে। আর খাইলে তোমার ভয়ঙ্কর বমি হইবে;—তোমার অত্যন্ত অসুখ করিবে। তোমাকে জাগ্রত করিবার পর তোমার মন্তপানের স্পৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইয়া যাইবে এবং তুমি আর কখনও মদ স্পর্শ করিবেনা।”

[৬] দুই ব্যক্তির ভালবাসা বা বন্ধুত্বে বিচ্ছেদ জন্মাইতে তাহাদের একজনকে গভীর নিদ্রায় অভিভূত করিয়া নিম্নলিখিতরূপ আদেশ দিবে। বলিবে—“যোগেশ, তুমি আজ হইতে আর গোপালকে ভাল বাসিবেনা,—তুমি আর কখনও তাহার নিকট যাইবেনা এবং তাহাকেও তোমার নিকট আসিতে দিবেনা। তাহার প্রত্যেক কথা এবং কার্য তোমার মনে বিরক্তি উৎপাদন করিবে,—অত্যন্ত বিদ্রোহ উৎপাদন করিবে এবং প্রতিদিনই তাহার প্রতি তোমার বিদ্রোহ ও ঘৃণা বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। সুতরাং আজ হইতে তুমি আর তাহাকে কখনও ভাল বাসিবেনা,—তুমি আর কখনও তাহাকে ভালবাসিতে পারিবেনা,—তুমি আজ হইতে তাহাকে শক্র মনে করিয়া তাহার প্রতি অত্যন্ত নির্ষ্টূর ব্যবহার করিবে এবং তুমি জাগ্রত হইবার পর শক্র মনে করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিবে।” যদি অপর ব্যক্তিকেও (গোপালকেও) মোহিত করিয়া উজ্জ্বলরূপ আদেশ দেওয়া যাব, তবে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বাঞ্ছিত ফল জাত হইবে। এই আদেশ কদাচিৎ কাহারও অপকারার্থে প্রয়োগ করিবেনা।

সম্মোহন বিষ্টা

[৭] কেন বিশেষ ব্যক্তির ভালবাসা লাভ করণ।—এই আদেশের দ্বারা কোন বিশেষ পুরুষ বা স্ত্রীর ভালবাসা লাভ করিয়া তাহাকে বশীভৃত রাখিতে পারা যায়। কিন্তু যে স্থলে ইহা হইতে অভীষ্ঠ ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক বা নৈতিক অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই, সে ক্ষেত্রে ব্যক্তি, কদাপি ইহা অয়োগ করিবেন। বিধিসম্মত স্থল ব্যতিরেকে ইহা অয়োগ করিলে কার্যকারকের সমূহ বিপদ ঘটিবে। যে পুরুষ বা স্ত্রীর ভালবাসা লাভ করিতে ইচ্ছা করিবে, তাহাকে গভীর নিজাত অভিভৃত করিয়া নিম্নোক্তরূপ আদেশ দিবে। বলিবে—“তুমি আজ হইতে আমাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিবে; আজ হইতে তোমার মন আমাকে ভালবাসিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠিবে। আমার প্রত্যেক কথা এবং প্রত্যেক কার্য তোমাকে আনন্দ দান করিবে,—তোমার অত্যন্ত ভাল লাগিবে। তুমি আমাকে যত বাক দেখিবে, তুমি ততই অধিকতর রূপে আমার প্রতি আকৃষ্ট হইবে। তুমি সমস্ত প্রাণ ভরিয়া আমাকে ভালবাসিতে না পারিলে তোমার জীবন ব্যর্থ বলিয়া মনে করিবে। তুমি দিন দিনই আমার প্রতি অধিকতর রূপে আকৃষ্ট হইয়া গভীর ভাবে আমাকে ভালবাসিতে থাকিবে।” কথিত নিয়মে আট-দশ বার এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়া, অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত পুনর্বার বলিবে—“আমি তোমাকে যাহা বলিলাম, তুমি জাগ্রত হইয়া উহার এক বর্ণও মনে রাখিতে পারিবেনা,—তুমি জাগ্রত হইবা মাত্র সব ভুলিয়া যাইবে, কিন্তু আমি তোমাকে যাহা যাহা করিতে আদেশ

পরবর্তী-সম্মোহন আদেশ

করিলাম, তাহা তুমি যথাযথরূপে পালন করিবে। গভীর নিদ্রায় কোন আদেশ প্রদত্ত হইলে পাত্রের মনে সাধারণতঃ উহার কোন স্মৃতি থাকে না ; তথাপি উক্ত বিষয়ে অধিক নিশ্চিত হইবার নিমিত্ত তাহাকে কথিত রূপ আদেশ দিবে।

[৮] ভবিষ্যতে কোন নির্দিষ্ট পাত্রকে সহজে মোহিত করিবার নিমিত্ত নিম্নোক্তরূপ আদেশ দিয়া তাহাকে পূর্বে তৈয়ার করিয়া রাখিবে। তাহাকে গভীর নিদ্রায় অভিভূত করিয়া বলিবে—“ভবিষ্যতে যখন আমি তেমাকে মোহিত করিতে চেষ্টা করিব, তখন তুমি খুব শীঘ্র শীঘ্র নিন্দিত হইয়া পড়িবে,—তুমি তিন-চার মিনিটের মধ্যেই গভীর নিদ্রায় নিন্দিত হইয়া পড়িবে, তখন তুমি কিছুতেই অধিক সময় জাগিয়া থাকিতে পারিবেনা” ইত্যাদি।

[৯] একখানা কার্ডের সাহায্যে মোহিত করণ—
পোষ্টকার্ডের অক্ষ আকারের একখানা সাদা কার্ডে বড় ও সুস্পষ্ট অক্ষরে “যুম” এই শব্দটি লিখিয়া লইবে। তৎপরে পাত্রকে গভীর নিদ্রায় নিন্দিত করিয়া বলিবে—“তুমি জাগ্রত হওয়ার পর আমি তোমাকে একখানা সাদা কার্ড দেখাইব। এই কার্ডখানায় কেবল ‘যুম’ শব্দটি লেখা আছে—আর কিছুই লেখা নাই। তুমি জাগ্রত হওয়ার পর আমি যখন তোমাকে এই কার্ডখানা দেখাইব, তখনই তুমি গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িবে ;—এই কার্ডখানার দিকে তাকাইবা মাত্র তোমার গাঢ় নিদ্রা হইবে। দুইদিন পরে হউক

সশ্রোতন বিষ্ণু

কিম্বা এক সপ্তাহ পরে হটক, আমি যখনই তোমাকে ঐ কার্ড-থানা দেখাইব, তুমি তৎক্ষণাতে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িবে। তুমি তখন যে অবস্থায় থাক, সেই অবস্থাতেই ঘুমাইয়া পড়িবে।” এইরূপ আদেশ দিয়া তাহাকে জাগ্রত করার পর, ঐ কার্ডথানা তাহার সম্মুখে ধরিয়া বলিবে—“দেখত ইহাতে কি লেখা রহিয়াছে ?” পাত্র উহার প্রতি তাকাইয়া আদেশ মত নির্দিত হইয়া পড়িলে, তাহাকে প্রকৃতিশূন্য করিয়া দিবে। পরে সশ্রোতনবিং যখন ইচ্ছা করিবে তখনই তাহাকে উহার সাহায্যে মুহূর্ত মধ্যে নির্দিত করিতে সমর্থ হইবে; কিন্তু সে উহা দ্বারা তাহাকে যথন-তথন বিরক্ত করিবেন। ইহার সাহায্যে অতি সহজে নিদ্রালভতা রোগ (Insomnia) আরোগ্য করা যায়। উক্ত রোগাঙ্গাস্ত ব্যক্তিকে মোহিত করণাঙ্গুর ঐরূপ একখালি কার্ড দিলে, যখন তাহার ঘুমের আবগ্নক হইবে, তখন ঐ শব্দটির প্রতি একটু সময় তাকাইলেই তাহার গাঢ় নিদ্রা হইবে। কয়েকদিন ঐরূপ করিলেই তাহার রোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়া যাইবে।

[১০] তোতলামি অরোগ্য করিতে নিরোক্তরূপ আদেশ দিবে। বলিবে—“তুমি কথা কহিবার সময় আর তোতলামি করিবে না,—কথা বলিবার সময় তোমার জিজ্ঞাসা আর কোন কথা আটকাইবে না,—তুমি আমাদের মত সুস্পষ্টরূপে সকল কথা উচ্চারণ করিতে পারিবে;—তুমি আর কখনও তোতলামি করিবে না,—তোমার তোতলামি সম্পূর্ণরূপে সারিয়া গিয়াছে।”

পরবর্তী-সম্মোহন আদেশ

[১১.] বালক-বালিকার বিছানায় প্রস্তাব করা অভ্যাস
বিদূরিত করিতে নিম্নোক্তরূপ আদেশ দিবে। বলিবে—“তুমি আজ
হইতে আর কখনও ঘুমন্ত অবস্থায় বিছানায় প্রস্তাব করিবে
না ;—ঘুমন্ত অবস্থায় যখন তোমার প্রস্তাবের বেগ হইবে,
তখনই তোমার ঘুম ভাঙিয়া যাইবে এবং তুমি বাহিরে যাইয়া
প্রস্তাব করিবে। আজ হইতে তুমি আর বিছানায় প্রস্তাব
করিবে না,—কখনও করিবেনা।”

[১২.] সম্মোহন শক্তি পাত্রান্তর করণ :—

সম্মোহনবিং ইচ্ছা করিলে স্বীয় শক্তি অল্প বা অধিক সময়ের জন্য,
তাহার কোন বস্তুকে প্রদান করিতে পারে, অর্থাৎ সে কোন নির্দিষ্ট
পাত্রকে তাহার কোন বস্তু দ্বারা পরিচালিত হইতে বাধ্য করিতে
পারে। সেই নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে গভীর নিদ্রায় নিহিত করিয়া বলিবে—
তুমি জাগ্রত হইবার পর রামবাবু (যে বস্তুর দ্বারা তাহাকে চালিত
করিতে ইচ্ছা করিবে তাহার নামোন্নেত্র করিবে) তোমাকে যাহা
করিতে আদেশ করিবেন, তুমি সেই আদেশকে আমার আদেশের
ন্যায় মান্য করিয়া তাহা পালন করিবে। তিনি তোমাকে যাহা
করিতে আদেশ করিবেন, তুমি তাল-মন্দ বিবেচনা না করিয়া
তাহাই করিবে,— তুমি অবশ্য তাহার আদেশ পালন করিবে।”
বলা বাহ্যিক, যেরূপ কার্য্যে পাত্রের কোনরূপ অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে,
কার্য্যকারকের বস্তু কদাচিৎ তাহাকে সেৱন কোন কার্য্য করিতে আদেশ
দিবেনা।

সম্মোহন বিষ্টা

[১৩] কোন সম্মোহনবিংকে কার্য্যকারকের নিজের পাত্র
মোহিত করিতে অসমর্থ করণ :—

কার্য্যকারকের নিজের কোন পাত্র অপর কোন সম্মোহনবিং কর্তৃক
মোহিত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, কিন্তু কোন সম্মোহনবিংকে
শিক্ষার্থীর নিজের কোন পাত্র সম্মোহনে অসমর্থ করিতে ইচ্ছা করিলে,
সেই পাত্রকে গভীর নিদ্রার নিয়ন্ত্রিত করিয়া বলিবে—“তুমি অপর
কোন সম্মোহনবিং কর্তৃক কখনও মোহিত হইবেনা। যখন
তোমাকে কেহ মোহিত করিতে চেষ্টা করিবে, তখন তুমি
কিছুতেই তোমার মন একাগ্র করিতে সমর্থ হইবেনা; আমি
ভিন্ন তুমি অপর কোন ব্যক্তি কর্তৃকই মোহিত হইবেনা; আমি
ভিন্ন অপর কেহই তোমাকে মোহিত করিতে পারিবেনা”।

[১৪] কাহারও বক্তৃতা-শক্তি বৃদ্ধি করিতে নিয়োজিতরূপে
আদেশ দিবে। বলিবে—“তুমি আজ হইতে তোমার বক্তৃতা-শক্তি
বৃদ্ধি করিবার জন্য অত্যন্ত যত্নবান হইবে—তুমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ
হইবে। তুমি আজ হইতে নিয়মিতরূপে বক্তৃতা দেওয়া অভ্যাস
করিবে এবং ইহা সম্যক্রূপে বিকশিত না হওয়া পর্যন্ত উছাতে
বিরত থাকিবেনা। এই শক্তি বিকাশের জন্য তুমি যথোপযুক্ত
যত্ন, চেষ্টা ও পরিশ্রম করিতে বিন্দুমাত্র ক্রটি করিবেনা।”

(১৫) কাহারও রচনা-শক্তি বৃদ্ধি করিতে—নিয়োজিতরূপ
আদেশ দিবে। বলিবে—“আজ হইতে তুমি প্রবন্ধাদি রচনা-কার্য্যে

পরবর্তী-সম্মোহন আদেশ

অধিক সময় ব্যয় করিবে;—আজ হইতে তোমার মন প্রবন্ধ
লেখার শক্তি বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিবে। আজ
হইতে তুমি প্রতিদিন নিয়মিতরূপে প্রসিদ্ধ লেখকদের মৌলিক
প্রবন্ধাদি পাঠ করিবে এবং চিন্তাশীলতার সহিত প্রবন্ধাদি
লিখিবার জন্য যত্নবান হইবে। তুমি এই শক্তি বৃদ্ধির জন্য
সর্বদা সচেষ্ট থাকিবে।”

(১৬) কাহাকেও ধর্ষণ প্রবণ করিতে নিষ্ঠাভঙ্গপ আদেশ
দিবে। বলিবে—“তুমি এখন হইতে খুব ধর্ষণশীল হইতে চেষ্টা
করিবে। তুমি এখন হইতে অসৎ কার্যগুলি অন্তরের সহিত
যুগ্ম করিবে এবং সৎকার্য গুলিকে প্রাণের সহিত ভালবাসিবে ও
সর্বদা উহাদের অনুষ্ঠানে যত্নবান থাকিবে। তুমি এখন
হইতে সত্যবাদী, দয়াশীল, পরোপকারী ও ভগবানের প্রতি দৃঢ়
ভক্তিমান হইবে।”

(১৭) কাহাকেও ইষ্ট দেব-দেবী দর্শন করাইতে নিষ্ঠাভ-
ঙ্গপ আদেশ দিবে। বলিবে—“তুমি আজ হইতে তোমার ইষ্ট দেব-
তাকে স্থুপটরূপে দর্শন করিতে সমর্থ হইবে। যখন তুমি
নৌরব স্থানে শাস্ত্রভাব অবলম্বন পূর্বক চক্ষু বুজিয়া একাগ্রমনে
১০৮ বার তোমার ইষ্ট দেবতার নাম জপ করিবে, তখনই ভক্ত-
বৎসল যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ (অথবা অশুরমার্দিনী, নৃগুণমালিনী,
বরাভয়করা শ্যামা মা) তোমার মুদ্দিত চক্ষের সম্মুখে আসিয়া

সশোহন বিষ্টা

উদয় হইবেন এবং তুমি প্রাণ ভরিয়া সেই অঙ্গে রূপমাধুরী
দর্শন করিয়া তোমার নয়ন ও মন পরিতৃপ্ত এবং জীবন সার্থক
করিবে। তুমি কেবল তাহাকে ১৫ মিনিটের জন্য স্লুস্পষ্টরূপে
দর্শন করিতে পারিবে, পরে তিনি অন্তর্হিত হইবেন।”

সশোহনবৎ পাত্রকে যাহা দেখিতে আদেশ করিবে, সে এই বিষ্টাৰ
অভাবে তাহাই দেখিতে বাধ্য হইবে। বলা বাছব্য যে, উহা যথার্থ
নয়—পাত্রের কল্পিত ভ্ৰম মাত্ৰ ! দীৰ্ঘকালেৱ জন্য কাহাকেও কোন
অমেৱ অধীন রাখা উচিত নয় ; কিন্তু এই বিষয়েৱ ভ্ৰম কদাচি অনিষ্টকৰ
নয় ; পৰস্ত ইহা স্বারা তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতিৰই বিশেষ সম্ভাবনা
ৱহিয়াছে। কাৰণ উক্তৰূপে কেহ তাহার ইষ্ট দেবতাকে দর্শন করিতে
পারিলে যে, তাহার একাগ্রতা এবং ভক্তি অতিশয় বৰ্দ্ধিত হইবে, তাহাতে
কোন সন্দেহ আছে কি ?

দ্বাত্রিংশ পাঠ

কাহারও অজ্ঞাতসারে মন পরিবর্ত্তিত করণ

দৈহিক রোগাদ্রাস্ত ব্যক্তিরা কষ্ট ভোগ করে বলিয়া আরোগ্য লাভের জন্য যেমন আগ্রহান্বিত ও ঘৃতবান হয়, কোন মানসিক বা মৈত্রিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিরা তেমন হয়না ; অধিকস্ত তাহারা সেই মনোবিকারে হইতে স্মৃথ লাভ করিয়া থাকে। তাহাদের পক্ষে আরোগ্য লাভের অর্থ, প্রিয় বস্ত বা বিষয়-ভোগের স্মৃথ হইতে বঞ্চিত হওয়া। এজন্য তাহারা উহা হইতে মুক্তি লাভের ইচ্ছা করেন। যে পর্যন্ত তাহারা ঐ মনোবিকারের বিষয়ে পরিণামে কষ্ট ভোগ না করে, ততদিন তাহারা উহাতেই আসন্ত ধাকিতে ভালবাসে। অবশ্য তাহাদের মধ্যে সময় সময় এক্লপ লোক ও দেখা যায়, যাহারা যথার্থই সংশোধনের অভিলাষী, কিন্তু আসক্তির দৃঢ়তা বশতঃ তাহারা ও কেবল নিজের চেষ্টায় ভাল হইতে পারে না। এই শ্রেণীর লোকদিগের সহজেই সংশোধন চিকিৎসায় সম্মত করাইয়া সংশোধন করা যাইতে পারে ; কিন্তু অপর ব্যক্তিরা তাহাদের প্রিয় বস্ত বা বিষয় ভোগের স্মৃথ হইতে বঞ্চিত হওয়ার ভয়ে কিছুতেই উহাতে স্বীকৃত হয়না। বর্তমান পাঠে এই প্রকৃতির লোকদিগকে তাহাদের অজ্ঞাতসারে সংশোধন করার প্রণালী প্রদত্ত হইল।

যাহারা স্মরাপায়ী, ইঞ্জিনিয়ারিং, ব্যাভিচারাসক্ত, কুসংসর্গ লিপ্ত কিন্তু যে সকল বালক বালিকা অবাধ্য, ছঃশীল, মিথ্যাবাদী, লেখাপড়ায় অনিচ্ছুক বা অমনোযোগী অথবা যে সকল স্বামী-ত্রী বা ছই বছুর মধ্যে বিদ্যাস ও ভালবাসা নাই ; তাহাদিগকে এবং কেহ কাহার সহিত শক্রতা-

সংশোধন বিষ্ণা

চরণ করিলে বা তাহার সমক্ষে বিকুল ভাব পোষণ করিলে, কিম্বা কেহ অগ্নায় রূপে কাহারও বশীভৃত হইয়া থাকিলে তাহাদিগকে নিম্নোক্ত প্রণালীতে সংশোধন বা তাহাদের ঘন পরিবর্তন করা যাইবে ; এতদ্বাতীত ইহা দ্বারা উক্তক্রপ বহুকার্য সম্পন্ন করা সম্ভব হইবে ।

এই প্রণালীতে কাহার ঘন পরিবর্তিত করিতে খুব সর্কিতা অবলম্বন আবশ্যিক । কারণ মনোবিকারগ্রন্থ রোগী তাহার মনোভাব পরিবর্তনের ইচ্ছা করেনা বলিয়া তাহার উপর এমন ভাবে চেষ্টা করিতে হইবে, যেন সে উহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে না পাবে । অগ্নথায় সব পঙ্গ হইয়া যাইবে এবং ভবিষ্যতেও তাহার উপর এইক্রপ চেষ্টা ফলবতী হইবেন । দিনে বা রাত্রিতে যথন সে গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত থাকিবে, তখন তাহার কোন হিতৈষী নিঃশব্দে তাহার শ্বাসার উপর গিয়া বসিবে এবং তাহার নাসিকা-যুলে স্থির ও প্রথর দৃষ্টি স্থাপন পূর্বক (নাসাযুল দেখা না গেলে কেবল তাহার মুখের দিকে তাকাইয়াই) খুব মুছ স্বরে অথচ দৃঢ় ভাবে ও একাগ্র ঘনে অভীম্পিত বিষয়ে আদেশ দিবে । সম্পূর্ণ আদেশটিকে উক্তক্রপে আট-দশবার দেওয়ার পর, নিদ্রিত বাক্তি প্রদত্ত আদেশাহ্বসারে অবশ্য কার্য করিবে—২৩ মিনিট এক্রপ চিন্তা করিয়া মেঝান পরিত্যাগ করিবে এবং যে পর্যন্ত সে সংশোধিত বা তাহার মনোভাব পরিবর্তিত না হয়, ততদিন প্রত্যহ নিয়মিতক্রপে তাহাকে আদেশ দিবে । উক্তক্রপে ইহা করিতে পারিলে, এক হইতে দুই সপ্তাহের মধ্যে তাহার মনোভাবের পরিবর্তন দেখা যাইবে ।

হিতৈষী বোগীকে যে আদেশটি প্রদান করিবে, তাহা অভীম্পিত কার্য সাধনের সম্পূর্ণ উপযোগী হওয়া চাই । সে নিম্নোক্ত আদেশের দৃষ্টান্ত

কাহারও অজ্ঞাতসারে মন পরিবর্ত্তিত করণ

হইতে ভাব গ্রহণ করিয়া একটি উপযুক্ত আদেশ রচনা করিবে এবং তাহা এক টুকুরা কাগজে লিখিয়া কয়েকবার আঙুড়াইয়া লইবে, যেন বলিবার সময় কোন কথা মুখে না বাধে। কথার শব্দে তাহার ঘূর্ম না ভাঙ্গে, অথচ ভাবটিও তাহার মনে গভীর ক্লপে অঙ্গিত হয়, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। তাহার একাগ্রতা শক্তি স্বভাবতঃ অধিক থাকিলে, সে যৌথিক আদেশ না দিয়া মানসিক আদেশ ও দিতে পারে, কিন্তু তাহা না থাকিলে মানসিক আদেশে কোন ফল হইবে না। সে সদেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া আত্মবিশ্বাস, সংকলনীলতা ও ধৈর্যের সহিত কার্য্যে রত থাকিলে তাহার চেষ্টা অবশ্য সাফল্য মণ্ডিত হইবে।

দৃষ্টান্তঃ—সুরা ও বেশ্যাসক্ত কোন ব্যক্তিকে সংশোধন করিতে নিয়োজিতরূপ আদেশ দিবে। যথা—“তুমি আর মদ খাইবেনা এবং বেশ্যাবাড়ীও যাইবেনা। আজ হইতে তোমার মন সুরা ও বেশ্যার প্রতি আর আকৃষ্ট হইবেনা। এখন হইতে এই অভ্যাসের প্রতি তোমার ঘৃণা জন্মিবে এবং দিন দিনই ইহা বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। এই মহা অনিষ্টকর অভ্যাসের কবলে পতিত হওয়াতে যে তোমার ধন-সম্পত্তি-মান-মর্যাদা ইত্যাদি নষ্ট হইয়া যাইতেছে এবং তোমার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে ঘোর অবনতি ঘটিতেছে, তাহা তুমি সহজেই উপলক্ষ্মি করিতে সমর্থ। স্মৃতিরাং তুমি আজ হইতে আর কখনও মদ স্পর্শ করিবেনা এবং বেশ্যাবাড়ীও যাইবেনা। তুমি চিরজীবনের জন্য এই জগন্য অভ্যাস পরিত্যাগ করিবে এবং কিছুতেই

সম্মোহন বিষ্ণা

তোমাকে আর উভাতে আবক্ষ রাখিতে পারিবেনা। তুমি আজ
হইতেই এই কুৎসিং অভ্যাস করিবে—অবশ্যই করিবে—নিশ্চয়
করিবে।” আবশ্যক মত ইহার স্থল বিশেষ পরিবর্তন করিয়া লওয়া
যাইতে পারে।

যে সকল লোকের সহিত মনোবিকারগত রোগীর ভাব বা পরিচয়
নাই, তাহাদের পক্ষে তাহাকে সংশোধনের চেষ্টা করা সুবিধা হইবে না।
কারণ তাহাদের কার্য্যের সময় যদি হঠাৎ তাহার ঘূর্ম ভাঙিয়া যায়, তবে
সে তাহার শ্যায়ের নিকট একজন অপরিচিত লোক দেখিতে পাইয়া
অত্যন্ত সন্দেহ যুক্ত হইবে এবং তাহাতে কাষটি নষ্ট হইয়াও যাইতে পারে।
এই নিমিত্ত যে সকল জ্বী বা পুরুষের সহিত তাহার বিশেষ ভাব বা প্রণয়
আছে, কিন্তু সে যাহাদিগকে বিশ্বাস করে, কেবল তাহারাই খুব সুবিধার
সহিত তাহার উপর চেষ্টা করিতে পারিবে। তাহারা সম্মোহন বিষ্ণাভিজ্ঞ
হইলে সহজেই অভীপ্তিত কার্য্যে সফল মনোরথ হইবে; আর যদি এই
বিষ্ণার তাহাদের কোন জ্ঞান না থাকে, তবে তাহারা এই নিয়মের যথাযথ
অনুসরণ করিতে পারিলেও অনেক স্থলে আশামুকুপ সাকল্য লাভে সমর্থ
হইবে। সকল নরনারীর হস্তয়েই স্বভাব-দণ্ড সম্মোহন শক্তি বিষ্মান
আছে এবং তাহা উপযুক্ত প্রণালীতে প্রযুক্ত হইলে মানুষকে অল্পাধিক
পরিমাণে বশীভৃত করিতে পারে। স্বতরাং যাহারা এই বিষ্ণায় অনভিজ্ঞ
তাহারাও সময় সময় ইহা দ্বারা তাহাদের আজীব বক্ষুগণের উপকার
করিতে পারিবে।

পিতামাতাগণ এই প্রণালীতে তাহাদের শিশু সন্তানদিগের ভবিষ্যৎ^১
জীবনও অল্পাধিক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত বা চালিত করিতে পারে। যদি

কাহারও অভ্যাসারে মন পরিবর্ত্তিত করণ

তাহারা সন্তানদিগকে ধৰ্ম, নীতি, বিশেষ কোন বিজ্ঞা বা বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট হওয়ার জন্য উপযুক্ত আদেশ প্রদান করে, তবে তাহারা পরিণত বয়সে সেই বিষয়ের প্রতি সমধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়া থাকে এবং সেই বিষয়ের চর্চা বা সাধনায় নিযুক্ত থাকিয়া স্বীয় স্বীয় ক্ষমতা বা স্ববিধানস্মারে সাফল্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

কাহার কাহার মতে সম্মোহন আদেশের সাহায্যে ইচ্ছামত পুত্র-কন্তুও উৎপাদন করা যায়। তাহারা বলেন, যদি কোন নারীর গর্ভসঞ্চারের অব্যবহিত হইতে তাহার পুত্র বা কন্তু হইবে বলিয়া ক্রমাগত আদেশ দেওয়া যায়, তবে উক্ত আদেশানুযায়ী সে পুত্র বা কন্তু সন্তান প্রসব করিয়া থাকে। অবশ্যই একাপ পরীক্ষা এবং খুব বেশী হয় নাই এবং আমি নিজেও এ বিষয়ে চেষ্টা করার স্বয়ংগত পাই নাই। শিক্ষার্থী-দিগের মধ্যে কাহারও এই বিষয়ের সত্য নির্দ্বারণের জন্য আগ্রহ অন্বিলে, সে নিজে ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারে।

ବ୍ୟାସ୍ତ୍ରିଂଶ ପାଠ

ଅପରେର ମୋହିତ ପାତ୍ରକେ ପ୍ରକୃତିଷ୍ଠ କରଣ

କୋନ ସମ୍ମୋହନବିଂ କାହାକେ ଓ ମୋହିତ କରଣାନ୍ତର ପ୍ରକୃତିଷ୍ଠ କରିତେ
ଅପରାଗ ହଇଲେ, ବା ମେ ଇଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ତାହାକେ ପରିଭ୍ୟାଗ କରିଯା ଚଲିଯା
ଗେଲେ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଳୋକୁ ଉପାୟେ ତାହାକେ ପ୍ରକୃତିଷ୍ଠ କରିତେ ପାରିବେ ।
ମେ ମୋହିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିକଟ ସାଇରା ସର୍ବାତେ ତାହାକେ ତାହାର ବଶେ ଆଲିତେ
ଢେଖୁ କରିବେ । ବଳା ବାହଳ୍ୟ ଷେ, ମୋହିତ ବ୍ୟକ୍ତିକେ ଉତ୍କାବହୀଯ କିଛୁକ୍ଷଣ
ସୁମେର ଆଦେଶ ଓ ପାସ ଦିଶେଇ ମେ ତାହାର ବଶେ ଆସିବେ । ତ୍ରୟିତରେ ତାହାର
ମନେ ଛୁଟୁ-ଚାରଟି ମାର୍ଗ ଓ ଭ୍ରମ ଜନ୍ମାଇବାର ପର, ତାହାକେ ସାଧାରଣ ନିୟମେ
ଆଗ୍ରତ ଓ ପ୍ରକୃତିଷ୍ଠ କରିଯା ଦିବେ ।

ସଦି ତଥନ ପାତ୍ରେର ଶାସ ବୋଧେର ଭାବ, ଗୋଙ୍ଗାନୀ, କମ୍ପନ ଇତ୍ୟାଦି
ଉପସର୍ଗ ସକଳ ଦୃଷ୍ଟି ହୟ, ତବେ ତାହାକେ ଚିହ୍ନ କରିଯା ଶୋଭ୍ୟାଇଯା ତାଡ଼ାତାଡ଼ି
ବିପରୀତଗମୀ ଦୀର୍ଘ ପାସ, ମାଝେ ମାଝେ ଜୋରେର ସହିତ ବିପରୀତଭାବେ ପାଥାର
ବାତାସ, ଚୋଥ ଓ କପାଳେର ଉପର ଫୁଁ ଦିବେ ଏବଂ ତୁମ୍ଭେ ଦୃଢ଼ସ୍ଵରେ “ଜାଗ—
ଜାଗ—ଜେଣେ ଉଠେ” ଇତ୍ୟାଦି ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦେଶ ଦିବେ । ତାହାତେଇ ମେ
ନିଶ୍ଚଯ ପ୍ରକୃତିଷ୍ଠ ହିବେ । ଅଭିରିକ୍ଷ ମାତ୍ରାୟ ଭୀତ ଚିନ୍ତ, ଦୁର୍ବଳ ମ୍ରାଘୁବିଶିଷ୍ଟ
ବା ଉତ୍ୱେଜନୀ ପ୍ରସନ୍ନ (nervous, hysterical or irritable) ପାତ୍ରେର ଉପର
କୋନ ଅଞ୍ଜ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଅସମ୍ଭବ ଅଣାଲୀ ଅସୁକ୍ତ ନା ହଇଲେ ତାହାର ଅବହା
କଥନ ଓ ଉତ୍ୱକୁପ ଘଟିତେ ପାରେନା ।

চতুর্স্তি পাঠ

সম্মোহন ক্রীড়া

(Hypnotic Exhibition)

সম্মোহন ক্রীড়া প্রচুর হাস্য-কৌতুকপূর্ণ নির্দেশ আমোদ। এই ক্রীড়া দ্বারা প্রায় সকল শ্রেণীর দর্শককেই তুল্যরূপে বিশ্বিত ও মুক্ত করিতে পারা যায়। এই খেলা দেখাইয়া ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় বহু সম্মোহনবিধি যথেষ্ট অর্থোপার্জন করিয়া থাকেন এবং ইদানীং আমাদের দেশেও কেহ কেহ ইহা প্রদর্শন করিতেছেন। আমার ছাত্রদিগের মধ্যে কর্মকর্তা ইহাকে ব্যবসায় রূপে অবলম্বন করতঃ বেশ দ্রুই পয়সা আর করিতেছেন। শিঙ্গার্থাদিগের কেহ এই ক্রীড়া-প্রদর্শক হইবার অভিলাষী হইলে সে নিম্নোক্ত উপদেশাবস্থারে কার্য্য করিবে। সে সত্ত্বে ক্রীড়া প্রদর্শকরূপে (as an amateur performer) বহু-বাক্সবদের সমক্ষে “অভ্যাসচর্য সম্মোহন ক্রীড়া” প্রদর্শন করিয়া যথেষ্ট স্বীকৃতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিবে; কিন্তু সে ইচ্ছা করিলে ব্যবসায়ী ক্রীড়া-প্রদর্শক রূপেও (as a professional performer) স্বাধীন ভাবে এবং সম্মানের সহিত বেশ দ্রুই পয়সা আয়ের সংস্থান করিতে পারিবে।

ক্রীড়া প্রদর্শক হইবার অভিলাষী, পাত্র সংগ্রহ করিয়া প্রথম প্রথম তাহাদিগকে নির্জনে সম্মোহন করা অভ্যাস করিবে এবং তাহার চেষ্টার ফলাফল একখানা নোট বহিতে লিখিয়া রাখিবে, অর্থাৎ সে কোন্‌ তারিখে, কত বয়সের, কতজন লোকের উপর চেষ্টা করিয়া তথাক্ষে

সম্মোহন বিষ্ণু

কয়জনকে মোহিত করিতে পারিল, তাহা নিয়মিতক্রপে ঈ নোট বহিতে লিখিয়া রাখিবে। কিছুদিন পরে উহা দ্বারা অনায়াসেই বৃক্ষ যাইবে যে, সে কতগুলি লোকের উপর চেষ্টা করিয়া তাহাদের কতজনকে মোহিত করিতে পারিল। যখন সে বিভিন্ন প্রকৃতির ৩০১৪০ জন লোককে সম্মোহিত করিতে পারিয়াছে, তখন সে তাহার বক্তু-বাক্তবদের সমক্ষে ঝীড়া প্রদর্শনের প্রয়াস পাইতে পারে। কিন্তু রঞ্জমক্ষে অবতীর্ণ হইবার পূর্বে সে যত বেশী সংখ্যাক লোককে মোহিত করিয়া তাহার শক্তি বৃদ্ধি ও অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিবে, সে তত উত্তমক্রপে ঝীড়া প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইবে। কেবল ছই-চার জন লোককে মোহিত করিতে পারিলেই ঝীড়া প্রদর্শনের উপযুক্ত হওয়া যায়, একল মনে করা অত্যন্ত ভুল। উপযুক্তক্রপে শিক্ষিত না হইলে কখনও উহা সুন্দর ক্রপে প্রদর্শন করা যায় না ; অধিকন্তু উহাতে অকৃতকার্য হইয়া দর্শকদিগের নিকট লজ্জিত হওয়াও বিচিত্র নহে। কার্যকুশল ঝীড়া প্রদর্শক মাত্রই অভিজ্ঞ, আশ্চর্যসম্ভায় দৃঢ় আঙ্গাবান, সাহসী, বাক্পটু ও প্রত্যুৎপন্নমতি। সুতরাঃ শিক্ষার্থী উচ্চ শ্রেণীর প্রদর্শক হইতে ইচ্ছুক হইলে তাহাকে অত্যাবশ্রয়কৌশলক্রপে এই সকল শুণের অধিকারী হইতে হইবে ; অন্যথায় তাহার এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করাই শ্ৰেষ্ঠঃ।

দিনের বেলা অথবা রাত্রিতে উপযুক্ত হলে বা বড় ঘরে ঝীড়া প্রদর্শন করিবে। *রাত্রিতে খেলা দেখাইতে খুব উজ্জ্বল আলোকের আবশ্যক। ঝীড়া প্রদর্শনের জন্য হলের এক পার্শ্বে উপযুক্ত স্থান রাখিয়া অপর দিকে দর্শকদিগকে বসিতে দিবে। দর্শকগণ সমাগত হইলে তাহাদিগকে সম্মোহন করতঃ পূর্বে নিয়োজক্রপ বক্তৃতা করিবে। যথা—“সুবেত ভদ্-

সম্মোহন ক্রীড়া

অছোদয়গণ, আমি আপনাদের সমক্ষে যে একটি ক্রীড়া প্রদর্শন করিতে প্রস্তুত হইয়াছি, তাহা আবশ্য করিবার পূর্বে, সে সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যিক বিবেচনা করি। হিপ্পোটিজমকে বাঙ্গলায় ‘সম্মোহন বিষ্টা’ বা ‘পাঞ্চাত্য বশীকরণ বিষ্টা’ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। এই বিষ্টা বলে এক ব্যক্তি তাহার মনঃশক্তি দ্বারা অপর এক ব্যক্তিকে সম্মোহিত বা বশীভূত করতঃ তাহার মনে অতীচৰ্যরূপে আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে। স্বাধীন ইচ্ছা ও বিচার-শক্তি বিশিষ্ট মানুষকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বশীভূত করিয়া কিরণ ক্রীড়া-পুস্তকীতে পরিণত করা যায়, আমি তাহারই কয়েকটি আশৰ্য্য ও আমোদজনক দৃশ্য আপনাদের সম্মুখে প্রদর্শন করিব।”

“সম্মোহন বিষ্টা সম্বন্ধে কেহ কেহ অত্যন্ত ভাস্ত ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, মোহিতাবস্থা সম্মোহনবিঃ ও পাত্রের ইচ্ছাশক্তির সংঘর্ষণ বা বিরোধে উৎপন্ন হয় এবং সম্মোহনবিঃ অপেক্ষা পাত্রের ইচ্ছাশক্তি অধিক ধাকিলে সম্মোহনবিঃ তাহাকে মোহিত করিতে পারেন। আবার কেহ কেহ বলেন, যে, সম্মোহনবিঃ মানুষ মাত্রকেই সম্মোহিত করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে নিজের আয়ত্তে আনন্দন করিতে পারে এবং তাঁহারা এমন কার্যকারক দেখিয়াছেন, বা এমন কার্যকারকের কথা শুনিয়াছেন, যিনি একবার মাত্র কাহার দিকে তাকাইয়া মুহূর্ত মধ্যে তাঁহাকে বা শত শত লোককে মোহিত করিতে সমর্থ, ইতাদি। একপ ধারণা যেমন ভাস্তিপূর্ণ, তেমনই কৌতুকজনক। প্রকৃত পক্ষে মোহিতাবস্থা সম্মোহনবিঃ এবং পাত্রের ইচ্ছাশক্তির সংঘর্ষণে উৎপন্ন হয় না; উহা তাহাদের উভয়ের মনের সহযোগিতায় উৎপাদিত

সম্মোহন বিষ্টা

হইয়া থাকে। উক্তাবস্থা ইচ্ছাশক্তির বিরোধে উৎপন্ন হওনা বলিয়াই কার্য্যকারক অপেক্ষা পাত্রের ইচ্ছাশক্তি প্রথরতর হইলেন্ড, তাহার শরীরে মোহিতাবস্থা উৎপাদনের কোন অস্তরাং হয়না। বরং পাত্রের ইচ্ছাশক্তি প্রথর থাকিলে, সে অপরাপর ব্যক্তি অপেক্ষা আদিষ্ঠ বিষয়ে অধিক মনোনিবেশ করিতে পারে বলিয়া সহজেই মোহিত হইয়া থাকে। অগ্রাঞ্চ বিজ্ঞানের গ্রাম সম্মোহন বিজ্ঞানেরও কার্য্যকরী শক্তি একটি নির্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ। সুতরাং সম্মোহনবিদের শক্তি ও সীমাবদ্ধ। তন্মধ্যে যে সকল কার্য্যকারকের পারদর্শিতা অল্প, তাহারা অল্প লোককে, আর যাহারা অভিজ্ঞ ও বহুদশী তাহারা অধিক লোককে মোহিত করিতে পারেন; কিন্তু কোন সম্মোহনবিদই সকল লোককে সম্মোহিত করিতে পারেননা।”

“প্রস্তাবিত ক্রীড়াটি প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত, আমি আপনাদের মধ্য হইতে আপনাদের বিশ্বস্ত বা বিশেষ পরিচিত গুটি বার বালক ও যুবক লইব। আমি তাহাদিগকে মোহিত করিয়াই সমস্ত ক্রীড়া দেখাইব। ক্রীড়া প্রদর্শনের নিমিত্ত বিশেষ ভাবে এখানকার স্থানীয় লোক মনোনীত করার কারণ এই যে, আপনাদের নিজের লোকেরা সম্মোহিত হইলে তাহাদের মোহিতাবস্থা সংস্কেতে আপনাদের যেমন দৃঢ় বিশ্বাস হইবে, আমার নিজের লোক বা অপর কোন অপরিচিত লোককে সম্মোহিত করিলে আপনাদের সকলের হয়ত তেমন বিশ্বাস হইবেন। যদিও মোহিত ব্যক্তি দ্বারা এমন অনেক কার্য্য করাইতে পারা যায়, যাহা সে স্বাভাবিক অবস্থায় ইচ্ছাপূর্বক কিছুতেই করিতে পারেনা, তথাপি আমি সন্দেহ-সঙ্কুল পথ পরিত্যাগ করতঃ আপনাদের বিশ্বস্ত বা বিশেষ পরিচিত লোকদিগকেই

সম্মোহন ক্রীড়া

মোহিত করিব। আমি যে বারাটি লোক লইয়া পরীক্ষাগুলি আরম্ভ করিব, তাহাদের সকলকেই মোহিত করিতে পারিব, এমন কথা বলিতে পারিনা; কারণ সকল লোক মোহিত হয়না। যে সকল ব্যক্তি সম্মোহন শক্তির গতি বোধ করিয়া সম্মোহনবিক্রে ঠকাইতে ব্যগ্র, কিন্তু মোহিত হইতে অনিচ্ছুক, অথবা চঞ্চল চেতা—একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে কিছুক্ষণের জন্য মন স্থির রাখিতে পারেন। কিন্তু অনুসন্ধিৎসু বা ভীকৃ প্রকৃতির, তাহাদিগকে সহজে মোহিত করা যায়না। এজন্য আমি আপনাদের মধ্য হইতে এমন বারাটি লোক চাই, যাহারা মোহিত হইতে ইচ্ছুক এবং কথিত মিম্বমপ্রণালীগুলি যথার্থভাবে অনুসরণ পূর্বক কিছুক্ষণের জন্য আবশ্যিকীয় বিষয়ে ঘনঃসংযোগ করিতে সমর্থ। যদি তাহারা আমাকে ঠকাইবার মতলব না করেন, পক্ষান্তরে সততার সহিত আদিষ্ট বিষয়ে মনোনিবেশ পূর্বক আমাকে সাহায্য করেন, তবে আমি তাহাদের অধিকাংশ ব্যক্তিকে বা এমন কি তাহাদের সকলকেই সম্মোহিত করিতে সমর্থ হইব।”

“আপনাদের অবগতির জন্য আমি পূর্বেই ইহা দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি, যে সকল লোক মোহিত হইবেন তাহাদের শারীরিক বা মানসিক কোনক্লপ অনিষ্ট হইবেন। যদি মোহিত হওয়ার দক্ষ তাহাদের বিদ্যুমাত্রও অনিষ্ট হয়, তবে আমি উহার জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী হইব। যাহারা মোহিত হইতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে আমি সাদৃশে আহ্বান করিতেছি; তাহারা আমার নিকট আসিলেই আমি কার্য আরম্ভ করিব।”

এইক্লপ বক্তৃতা করার পর দর্শকবৃন্দের মধ্য হইতে বারাটি বালক ও যুবক সম্মোহিত হইতে স্বীকৃত হইয়া তাহার নিকট আসিলে, সে তাহাদিগকে দর্শকগণের দিকে মুখ করিয়া চেয়ারে বসাইবে; ঐ চেয়ারগুলি

সম্মোহন বিষ্টা

সে পূর্বেই অক্ষচন্দ্রাকারে ছেজের উপর সাজাইয়া রাখিবে। তৎপরে দর্শকগণকে সম্মোহন করিয়া পুনর্কার বলিবে—“ভদ্রমহোদয়গণ, আমি ক্রীড়া আরম্ভ করিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়াছি। এইক্ষণ, আপনাদের নিকট আমার একটি নিবেদন এই যে, আপনারা কিছু সময় পর্যাপ্ত খুব নৌরবভাবে অবস্থান করিবেন। এই ক্রীড়াটি সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার বলিয়া আবশ্যিকীয় বিষয়ের প্রতি আমার নিজের এবং পাত্রদিগের মনঃসংঘোগ করিতে হইবে। যদি আপনাদিগের মধ্যে কেহ কথা-বার্তা বলিয়া বা অন্য কোন প্রকারে গোলমাল করেন, তবে আমরা উক্ত বিষয়ে মন একাগ্র করিতে পারিবনা, তাহার ফলে আমার প্রয়াস ব্যর্থ হইতে পারে। এজন্ত আমি আপনাদিগকে বিনীত ভাবে এই অনুরোধ করিতেছি যে, যে পর্যাপ্ত আমি পাত্রদিগকে ক্রিয়েপরিমাণে আমার বশে আনিতে না পারিয়াছি, সে পর্যাপ্ত আপনারা অনুগ্রহপূর্বক সম্পূর্ণ নৌরব থাকিবেন। আমি পাত্রদিগকে বশে আনিতে পারিলেই তখন আপনারা ইচ্ছাকুপ হাশ-কোলাহল করিয়া আমোদ উপভোগ করিতে পারিবেন।” একপ বলা হইলে পর পাত্রদিগকে বলিবে—“এইক্ষণ আপনারা অত্যন্ত শান্ত ও গন্তব্যের ভাব অবলম্বন করিবেন এবং আমি আপনাদিগকে যে বিষয় চিন্তা করিতে বলিয়, আপনারা সততার সহিত একাগ্রমনে কেবল তাহাই চিন্তা করিবেন, কদাপি তহিপরীত বা অন্য কোন বিষয়ের চিন্তা মনে স্থান দিবেননা। যে সকল বাক্তি মোহিত হইবেনা বলিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, কিন্তু আমাকে ঠকাইবার জন্য আগ্রহাব্ধিত, আমি তাহাদিগকে মোহিত করিতে কিছুমাত্র প্রয়াস পাইবেন। যাহারা মোহিত হইতে যথার্থ ইচ্ছুক এবং কথিত নিয়মপ্রণালী গুলি যথাযথভাবে অনুসরণ করতঃ আবশ্যিকীয় বিষয়ে মনঃ

সঞ্চোহন ক্রীড়া

সংযোগ পূর্বক আমাকে সাহায্য করিবেন, আমি কেবল তাহাদিগকেই মেহিত করিবার চেষ্টা পাইব।”

একপ বলা হইলে পর, “পশ্চাত দিকে ফেলিয়া দেওয়া” পরীক্ষাটি হইতে ক্রীড়া আরম্ভ করিবে। “পশ্চাত দিকে ও সমুখের দিকে ফেলিয়া দেওয়া” এই পরীক্ষা ছাইটি ঐ বারজন লোকের উপর পর্যায়ক্রমে সম্পাদন করিবে। যাহারা উহাদের দ্বারা অভিভূত হইবে, পরবর্তী পরীক্ষার জন্য কেবল তাহাদিগকে রাখিয়া, অপর লোকদিগকে চলিয়া যাইতে বলিবে। আবশ্যক বোধ করিলে ঐ পরীক্ষা ছাইটি ব্যক্তি বিশেষের উপর ছাই-তিনি বারও করা যাইতে পারে। তৎপরে তাহাদের সকলকে সারিবদ্ধভাবে একত্র দাঁড় করাইয়া কেবল দৃষ্টিক্ষেপন ও আদেশের সাহায্যে “হাত জুড়িয়া দেওয়া”, “বাক্য রোধ” ইত্যাদি পরীক্ষাগুলি পর্যায় ক্রমে সম্পন্ন করিবে ক্রীড়া প্রদর্শনের সময় পাসের সাহায্য ব্যতীরেকে কেবল দৃষ্টিক্ষেপন ও আদেশ করিয়াই পাত্রদিগকে যাবতীয় শারীরিক পরীক্ষায় অভিভূত করা হয়। শারীরিক পরীক্ষাগুলি প্রদর্শিত হইলে পর পাত্রদিগকে এক সঙ্গেই বিভিন্ন চেম্বারে বসাইয়া, দৃষ্টি, পাস ও আদেশের সাহায্যে নির্দিত করণান্তর তাহাদের মনে “মায়া” ও “ভ্রম” ইত্যাদি জন্মাইবে। তৎপরে তাহাদের মধ্যে একটি উপযুক্ত পাত্র বাছিয়া লইয়া তাহার শরীরে সম্পূর্ণ ক্যাটালেপ্সী উৎপাদন করিবে। হই ষণ্টা খেলা দেখান যাইতে পারে, প্রদর্শনীয় বিষয়ের একপ একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সম্মোহন বিষ্ণা

প্রদর্শনীয় বিষয়ের তালিকা

১ম দৃশ্য—হাত জুড়িয়া দেওয়া।

২য় „—চক্ষু জুড়িয়া দেওয়া।

৩য় „—বাক্য বোধ করণ।

৪থ „—হাতে লাঠি জুড়িয়া দেওয়া।

৫ম „—বসিতে অসমর্থ করণ।

৬ষ্ঠ „—দাঢ়াইতে অসমর্থ করণ।

৭ম „—মুখ বঙ্গ করিতে অসমর্থ করণ।

৮ম „—লাক দিতে অসমর্থ করণ।

৯ম „—চলিতে অসমর্থ করণ।

১০ম „—মুখ খুলিতে অসমর্থ করণ।

১১শ „—সুরি মারিতে অসমর্থ করণ।

১২শ „—ছই বাতির হাত একত্রে জুড়িয়া দেওয়া।

১৩শ দৃশ্য—পাত্রদিগকে নির্দিত করণান্তর তাহারা যথার্থক্রমে নির্দিত হইয়াছে কিনা, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাদের উভয় হাতগুলিতে আংশিক ক্যাটালেপ্সী উৎপাদন করিয়া ৩:৪ মিনিট কাল শূন্যে রাখিবে।

১৪শ দৃশ্য—পাত্রদিগকে পুনর্বার নির্দিত করিয়া বলিবে যে, তাহাদিগকে কয়েকখানা খুব মিষ্টি বিস্কুট দেওয়া যাইবে; ঐ বিস্কুটগুলি তাহাদের হাতে দেওয়া মাত্র তাহারা অত্যন্ত আনন্দের সহিত উহাদিগকে ধাইয়া ফেলিবে। তৎপরে তাহাদের প্রত্যেকের হাতে কয়েক টুকুর কাগজ দিয়া উহাদিগকে বিস্কুট বলিয়া নির্দেশ করিবে।

সম্মোহন ক্রীড়া

১৫শ দৃশ্য—পাত্রদিগকে পুনরায় নির্দিত করিয়া বলিবে যে, এইক্ষণ তাহারা একটি খুব স্বচ্ছ গোলাপ ফুল শুঁকিতে পাইবে। তৎপরে গোলাকারে জড়ান এক টুকুরা কাগজকে গোলাপ ফুল বলিয়া নির্দেশ করতঃ উহা পর্যায়ক্রমে তাহাদের নাকের সন্মুখে ধরিবে।

১৬শ দৃশ্য—পাত্রদিগকে পুনর্বার নির্দিত করিয়া তাহাদের মুখের উপর কয়েক টুকুরা কাগজ নিষ্কেপ করিতে করিতে বলিবে যে, এইক্ষণ তাহাদের মুখে খুব মশা কামড়াইতেছে, এবং তাহারা খুব জোরে থাপ্পুর মারিয়া উহাদিগকে মারিয়া ফেলিবে।

১৭শ দৃশ্য—তাহাদিগকে নির্দিত করণাস্ত্র বলিবে যে, এইবার তাহারা চোখ মেলিয়া একখানা পুস্তকের মলাটের উপর তাহাদের ফটো দেখিতে পাইবে। তাহারা চোখ খুলিলে পর একখানা পুস্তক লইয়া তাহাদের চোখের সামনে ধরিয়া কল্পিত ফটোগুলি দেখাইবে।

১৮শ দৃশ্য—তাহাদিগকে নির্দিত করিয়া বলিবে যে, তাহারা চোখ খুলিয়া মনে করিবে, তাহারা সকলেই খুব দ্রষ্ট ছেলে এবং আরও কতক শুলি দ্রষ্ট ছেলে মেঝে তাহাদিগকে মুখ ভ্যাংচাইতেছে। স্বতরাং তাহারাও খুব বিশ্বি ভাবে মুখ ভ্যাংচাইয়া দিবে। তাহারা চোখ খুলিলে পর, দর্শক দিগকে বালক বালিকা বলিয়া নির্দেশ করতঃ তাহাদিগকে মুখ ভ্যাংচাইতে বলিবে।

১৯শ দৃশ্য—তাহাদিগকে নির্দিত করণাস্ত্র বলিবে যে, এইবার তাহারা চোখ মেলিয়া অন্তর্ভব করিবে, তাহাদের খুব পেটের বেদনা হইয়াছে এবং তাহারা কল্পিত যন্ত্রণার অত্যন্ত কাতর হইয়া বালকের শায়া কাঁদিতে শুক্র করিবে।

সশ্রোতন বিষ্টা

২০শ দৃশ্য—তাহাদিগকে নির্দিত করণস্তর বলিবে যে, এইবার তাহারা চোখ খুলিয়া মনে করিবে, তাহারা ফুটবল খেলার জন্য মাঠে আসিয়াছে; তাহারা চোখ মেলিলে পর তাহাদিগকে দুই দলে ভাগ করিয়া দাঢ় করাইবে। উভয় দলের মাঝখানে ফুটবলটি রাহিয়াছে বলিয়া, ক্রীড়া অদর্শক কল্পিত ফুটবলে একবার মাত্র কিক করিয়া সড়িয়া দাঢ়াইলেই তাহারা খেলা আরম্ভ করিবে।

২১শ দৃশ্য—তাহাদিগকে নির্দিত করণস্তর তাহাদের একজনকে বলিবে যে, সে একজন বিশ্বাসয়ের শিক্ষক এবং সে চোখ মেলিবার পর তাহার ছাত্রদিগকে দেখিতে পাইয়া পড়াইতে আরম্ভ করিবে। দর্শক-দিগকেই ছাত্র বলিয়া নির্দেশ করিবে।

২২শ দৃশ্য—পাত্রদিগকে নির্দিত করণস্তর বলিবে যে, এইবার তাহারা চোখ মেলিয়া দেখিতে পাইবে, তাহাদের সম্মুখ দিয়া একটা বিড়াল একখানা লম্বা আরোহীপূর্ণ ট্রেন টানিয়া নাইয়া যাইতেছে। তাহা দেখিয়া তাহাদের এমন হাসি পাইবে যে, তাহারা ঘরের মেঝেতে গড়াগড়ি করিয়া পাগলের ঘাস হাসিতে থাকিবে।

২৩শ দৃশ্য—তাহাদিগকে নির্দিত করিয়া বলিবে যে, তাহারা চোখ মেলিবার পর মনে করিবে, তাহারা একটা বড় পুকুরের সান বাঁধান ঘাটের উপর বসিয়া ছিপে মাছ ধরিতেছে। তাহারা চোখ মেলিলে পর, তাহাদের প্রত্যেকের হাতে একখানা লাঠি দিয়া ক্রি শুলিকে ছিপ বলিয়া এবং সম্মুখস্থ স্থানকে পুকুর বলিয়া নির্দেশ করিবে।

২৪শ দৃশ্য—তাহাদিগকে পুনরায় নির্দিত করিয়া বলিবে যে, এইবার তাহারা চোখ মেলিয়া মনে করিবে, তাহারা শকলে শিয়াল

সম্মোহন ক্রীড়।

এবং সকলে মিলিয়া একতানে শিথালের মত ‘হৃষা’ ‘হৃষা’ শব্দে চীৎকার করিবে ।

২৫শ দৃশ্য—পাত্রদিগকে নির্দিত করণাস্ত্র তাহাদের একজনকে বলিবে যে, সে চোখ মেলিবার পর মনে করিবে, সে একজন প্রসিদ্ধ বক্তা—অনেক স্থানে বক্তৃতা দিয়াছে এবং তাহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য অনেক লোক আসিয়াছে । সে চোখ মেলিলে পর দর্শকদিগকে তাহার শ্রোতা বলিয়া নির্দেশ করতঃ তাহাকে বক্তৃতা করিতে বলিবে ।

২৬শ দৃশ্য—তাহাদিগকে পুনরায় নির্দিত করিয়া তাহাদের হাতের কোন এক হানে বোধরহিতাবহা (anaesthesia) উৎপাদন করিবে । বাজারে যে বড় হাট্টিপিন পাওয়া যায়, সেই শুলির অগ্রভাগ পোড়াইয়া লইবার পর ব্যবহার করিবে ।

২৭শ দৃশ্য—তাহাদের মধ্যে যাহাকে সর্বাপেক্ষা সুস্থকায় ও সবল মনে করিবে তাহার শরীরে সম্পূর্ণ ক্যাটালেপ্সী (complete catalepsy) উৎপাদন করিবে ।

তৎপরে পাত্রদিগকে প্রকৃতিশূন্য করতঃ ক্রীড়া শেষ করিবে ।

উপরোক্ত পরীক্ষা শুলিই হই ষট্টা কাল ব্যাপী ক্রীড়ার পক্ষে যথেষ্ট । এস্তে দৃশ্য শুলিকে কেবল সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইল, ক্রীড়া-প্রদর্শক উহা হইতে ভাব গ্রহণ করিয়া প্রত্যেকটি মাঝাও ভরের জন্য বিস্তৃত ভাবে ও বুদ্ধি মত্তার সহিত আদেশ দিবে এবং সে স্বয়ং চাতুর্য ও ক্ষিপ্রকারিতার সহিত কার্য করিবে । চতুরতার সহিত আদেশ দিতে পারিলে, পাত্রগণ তাহার আদিষ্ঠ কার্যশুলি সম্পাদন করিবার সময় একপ ভাব-ভঙ্গী ও রঞ্জ প্রকাশ করিবে যে, তদর্শনে রঞ্জালুর হাশ্চ-কোলাহলে মুখরিত হইয়া

সম্মোহন বিষ্ণা

উঠিবে। ক্রীড়া অদর্শক এই দৃশ্য গুলি দ্বারা দর্শকদিগকে যুগপৎ বিশ্বিত,
স্তন্ত্রিত ও মুক্ত করিতে পারিবে। যাহারা ব্যবসায়ীরাপে ক্রীড়া অদর্শন
করিবার অভিলাষী, তাহারা এই ক্রীড়ার সহিত “চিন্তা-পঠন ক্রীড়া”
(Thought-Reading Performance) যোগ করিয়া লইলে আর্থিক
হিসাবে বেশ লাভবান হইতে পারিবে।

ବିତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚ

ପ୍ରଥମ ପାଠ

ମେସମେରିଜମ୍ ବା ଜୈବ ଆକର୍ଷଣୀ ବିଦ୍ୟା

(Animal Magnetism or Mesmerism)

ଡାକ୍ତାର ମେସମାର ଯେ ବିଜ୍ଞାନକେ “ଜୈବ ଆକର୍ଷଣୀ ବିଦ୍ୟା” ବଲିଆ ଅଭିହିତ କରିତେନ, ଉହାଇ ତୀହାର ସମୟ ହିତେ ତୀହାର ଶିଖ୍ୟ ଓ ଅମୁସରଣକାରିଗଣ କର୍ତ୍ତ୍ଵକ “ମେସମେରିଜମ୍” ନାମେ ଆଧ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହିସାହିଲ ; ସୁତରାଂ ଯାନିମେଲ୍ ମ୍ୟାଗ୍ରୋଟିଜମ୍ ଓ ମେସମେରିଜମ୍ ପ୍ରକ୍ରତ ରାପେ ଏକଇ ବିଷୟ । “ହିପ୍ପୋଟିଜମ୍” ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଆଧୁନିକ ଜିନିମି । ଏହି ବିଦ୍ୟା ଆପାତ ଦୃଷ୍ଟିତେ ଯାନିମେଲ୍ ମ୍ୟାଗ୍ରୋଟିଜମ୍ ବା ମେସମେରିଜମେର ସନ୍ଦର୍ଭ ବଣିଯା ବୋଧ ହିଁଲେଓ ଉହାର ସହିତ ଇହାର ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆଛେ ।

ମେସମାର ଚିକିତ୍ସକ, ଜୋତିର୍ବିଦ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ଛିଲେନ । ତିନି ଫଳିତ ଜ୍ୟୋତିଷେର ଚର୍ଚାଯ ଜାନିତେ ପାରିଯାଇଲେନ ଯେ, ଆକାଶ-ବକ୍ଷ ବିହାରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧନକ୍ଷତ୍ରଗଣ କୋଟି କୋଟି ଯୋଜନ ଦୂରେ ଧାକିଯାଓ ପୃଥିବୀରେ ଆଣିପୁଞ୍ଜେର ଉପର ଅପ୍ରତିହତଭାବେ ଆଧିପତ୍ୟ କରିଯା ଧାକେ ଏବଂ ଚୁଷକକେ ଓ ଲୌହ ଆକର୍ଷଣ କରିତେ ଦେଖା ଥାଏ । ତିନି ଏହି ଆକର୍ଷଣୀ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଯାଇ ବୋଧ ହୁଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିଯାଇଲେନ ଯେ, ସଥିନ ଚୁଷକ ଏକ ଥଣ୍ଡ ଲୋହକେ ଆକର୍ଷଣ

সম্মোহন বিষ্টা

করিতে পারে, তখন উহার অস্তর্নিহিত আকর্ষণী শক্তি প্রভাবে মাঝুষে অল্লাধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হওয়া সম্ভব। তিনি এই সিদ্ধান্তামূল্যায়ী এক ধূম চুম্বক লইয়া প্রথম তাহার রোগীদিগকের উপর পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হ'ন, অর্থাৎ চুম্বক খানাকে তাহাদের শরীরের উপর বুলাইতে আরম্ভ করেন এবং তাহাতেই তাহারা মোহ নিদ্রাভিহৃত হইয়া পড়ে। তৎপরে তিনি আরও কতক গুলি পরীক্ষা দ্বারা ইহা দেখিতে পাইলেন যে, চুম্বক ব্যতি-রেকে কেবল হাত বুলাইয়াও তাহাদের উপর মোহ নিদ্রা উৎপাদন করা যায় ; এবং এমন কি, দেহস্থ আকর্ষণী শক্তিকে হস্তধ্বারা চালনা পূর্বৰূপ কোন পদার্থের মধ্যে স্থানান্তরিত করিলেও তাহা উক্ত শক্তি সম্পূর্ণ হয় এবং তাহা বুলাইয়া দিলেও উক্তাবস্থা উৎপাদিত হইয়া থাকে।

য্যানিমেল্ ম্যাথোটিজম্ সম্বন্ধে মেস্মারের মতবাদ

“আমাদের এই পৃথিবী, অগ্রান্ত গ্রহ সমূহ ও সঙ্গীব প্রকৃতির মধ্যে একটি পারম্পরিক আদান-প্রদানের নিয়ম বর্তমান আছে।”

“যাবতীয় পদার্থের মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ এক সূক্ষ্মাতিহস্ত বাচ্চ বিশেষের দ্বারা এই আদান-প্রদান সংঘটিত হইয়া থাকে ;”

“কোন প্রাকৃতিক, আধিভৌতিক ও যান্ত্রিক নিরন্মেই এই ব্যাপার ঘটিয়া থাকে, কিন্তু তাহা এ পর্যাপ্ত অজ্ঞাত বলিতে হইবে।”

“এই আদান-প্রদান জোয়ার-ভাটার সদৃশ।”

“জড় বস্ত্র গুণ সকল ও সংঘটন ব্যাপার আদান-প্রদানের উপরই নির্ভর করে। অয়স্কান্তমণি বা চুম্বক যে সকল ব্যাপার ঘটাইয়া থাকে, এই বাচ্চ শরীরস্থ স্নায়ু সমূহের উপর কার্যকর হইয়া ও তাহাদের সহিত

মেস্মেরিজম বা জৈব আকর্ষণী বিষ্ণা

মিশিয়া মানব-শরীরে সেই প্রকার কার্যা সকল প্রকাশ করে। এঙ্গতই আমরা “জৈব আকর্ষণী শক্তি”র কথা বলিয়া থাকি।”

“এই বাস্প অতি দ্রুতবেগে এক শরীর হইতে অন্য শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করে, দূর হইতে কার্য করিতে পারে, আলোকের আয় প্রতি-বিশিত হয়, এবং শব্দ দ্বারা দৃঢ়ভূত ও সঞ্চারিত হইয়া থাকে। কিন্তু আবার এমন কতকগুলি জীব বর্তমান আছে, যাহারা এই জৈব আকর্ষণী শক্তির তাবৎ ফল সমূহ নাশের কারণ। ইহাদের শক্তি ও স্বত্ত্বাবরূপ (positive) বুঝিতে হইবে।”

“জৈব আকর্ষণী শক্তি দ্বারা আমরা স্নায়বিক রোগ সকলের সত্ত্বে আরোগ্য বিধান করিতে পারি এবং এই অতি সত্ত্বে সংঘটিত স্নায়বিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়া যাবতীয় রোগ আরোগ্য করিতে সমর্থ হই। ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবেন। যে, ভেষজ সমূহের কার্যও এই শক্তিই ঘটাইয়া থাকে ও রোগ চরমাবস্থায় আনন্দ করে।”

“চিকিৎসক এই আকর্ষণী শক্তি দ্বারাই অতি জটিল রোগ সমূহের কার্য কলাপ জানিতে সমর্থ ছিলেন।”

হিপ্পোটিজ্মের সহিত মেস্মেরিজ্মের বিভিন্নতা

সিদ্ধান্ত, অভ্যাস বা কার্যগ্রন্থালী এবং উৎপাদিত অবস্থার কার্য-কারিতা সম্বন্ধে হিপ্পোটিজ্মের সহিত মেস্মেরিজ্মের স্বত্ত্বাবগত বিশেষ পার্থক্য আছে। তাহা সংক্ষেপে এই :—

মেস্মেরিষ্টরা মোহিতাবস্থাকে আকর্ষণী শক্তির সম্মত ফল (direct effect) বলিয়া অভিহিত করেন, আর হিপ্পোটিষ্টরা উহাকে কার্যকারকের

সশ্রোতন বিষ্টা

আদেশ এবং সেই আদেশানুযায়ী পাত্রের চিন্তা বা কল্পনার ফল বলিয়া আরোপ করেন। মোহ নিদ্রা উৎপাদনার্থ মেস্মেরিষ্টরা পাস, আকর্ষণী স্পর্শ ও মোহিনী দৃষ্টি অত্যাৰ্থকীয় বলিয়া মনে কৰেন, আৱ হিপ্নোটিষ্ট্ৰা মোহিত কৰাৰ সময় মোহিনী দৃষ্টি ও পাস ব্যবহাৰ কৰিলেও আদেশই অধিক প্ৰৱেজনীয় বণিয়া বিবেচনা কৰেন। তাহাৱা উভয়েই পাত্রকে ইচ্ছাপত্তি পূৰ্ণ আদেশ প্ৰদান কৰিয়া থাকেন; তন্মধ্যে হিপ্নোটিষ্ট্ৰা মানসিক অপেক্ষা মৌখিক আদেশ, আৱ মেস্মেরিষ্টৰা মৌখিক অপেক্ষা মানসিক আদেশই অধিক পৰিমাণে প্ৰৱেগ কৰেন। হিপ্নোটিজমেৰ গ্ৰনালীতে উৎপন্ন নিদ্রাকে “কুত্ৰিম নিদ্রা” (artificial sleep), আৱ মেস্মেরিজমেৰ দ্বাৱা উৎপাদিত অবস্থাকে “মোহ নিদ্রা” (coma or trance) বলে। পূৰ্বোক্ত নিদ্রাপেক্ষা শেষোক্ত নিদ্রা অনেক বেশী গভীৰ হয়। বিশেষজ্ঞদেৱ মতে হিপ্নোটিক নিদ্রার স্তৱ ভিনটি * আৱ মেস্মেরিক নিদ্রার স্তৱ পাঁচটি (কাহাৰও মতে ছয়টি)। মেস্মেরিক নিদ্রাপেক্ষা হিপ্নোটিক নিদ্রা পাতলা হয় বলিয়া, এই অবস্থায়ই

* ডাক্তার ব্ৰেইড, হিডেনহেইন, চাৰকো, রিসার প্ৰভৃতি বিশেষজ্ঞদেৱ মতে হিপ্নোটিজম এৱ স্তৱ ভিনটি, বথা—ক্যাটালেপ্টিক (Cataleptic), লেথাৰজেটিক (Lethargetic) এবং সোম্বনাম্বুলিষ্টিক (Somnambulistic)।

অধ্যম স্তৱঃ—ক্যাটালেপ্টিক অবস্থা। এই স্তৱে পাত্রেৰ ইচ্ছা বা প্ৰযুক্তি থাকেনা এবং সে মানসিক কিম্বা মৌখিক আদেশেৰ সাড়া দেয়না। তাহাৰ মাংসপেশী সমূহেৰ আৱিক উভেজনাৰ রাহিত। প্ৰতীয়মান হইয়া থাকে এবং তাহাৰ শ্ৰীৱেৱ বিভিন্ন অংশ সকলকে যে অবস্থায় হাপন কৰা যাব। উহাৱা সেই ক্ষাৰেই অবস্থিত থাকে।

মেস্মেরিজম্ বা জৈব আকর্ষণী বিষ্ট।

পাত্র মাঝা ও ভয়ের আদেশ অধিক তৎপরতার সহিত পালন করিয়া থাকে। উভয় নির্দার সাহায্যে বা মধ্যবর্তিতায়ই রোগ চিকিৎসা হইতে পারে। এই সমস্কে মেস্মেরিষ্ট রূপ দাবী করেন যে, রোগীকে মোহ নির্দার নির্দিত না করিয়া কেবল পাসের সাহায্যেও তাহাকে আরোগ্য করা যায়; পক্ষান্তরে হিপ্পোচিটিষ্ট রূপ বলেন, রোগী মোহিত না হইলেও আরোগ্য হইতে পারে বটে, কিন্তু তজ্জন্ম তাহাকে উপযুক্ত আদেশ দেওয়া একান্ত আবশ্যক। মোহ নির্দার পাত্রের অভ্যন্তরীণ জাগরণ হয়, যাহা হিপ্পোচিটিক নির্দার কথনও হয়না, এজন্য পাত্রের আল্লিক

তৃতীয় প্তর :—সেখার্জেটিক বা অবসাদাবস্থা। এই প্তরে পাত্র অসার জড়বৎ অবস্থা প্রাপ্ত হয়; তাহার মাসপেক্ষী সকল নমনীয়, শিখিল ও আলগা এবং চক্ষু দ্রুইট বৰ্ক থাকে ও শরীরটি সর্বাংশে প্রলাহীন মূর্ছায় স্থার অথবা প্রায় মনের বিষের বেশার স্থায় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই দ্রুইয়ের যে কোন অবস্থায় পাত্রের শরীরে প্রকৃত বা বাহু ব্যঙ্গ ব্যতিরেকে অন্ত চিকিৎসা করা যাইতে পারে।

তৃতীয় প্তর :—সোম্বাম্বুলিষ্টিক বা স্ফ্রেনিয়াবস্থা ইহা মেস্মেরিজমের চতুর্থ প্তরের প্রায় সমকক্ষ। ইহাতে পাত্র সম্মোহনবিদের ইঙ্গিতামূলারে স্ফ্রাবিষ্টের স্থায় কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়া থাকে। এই অবস্থায় পাত্রের প্রকৃতি অহুসারে যে সকল ইঙ্গিত প্রাপ্ত ব্যাপার সংবচ্ছিত হয়, তাহা জটিল রকমের। যদি পাত্র উত্তম শ্রেণীর হয়; তবে সম্মোহনবিদ ইচ্ছা করিলে তাহার স্মৃতি, চিন্তা, এবং কল্পনা প্রথম ও বর্দ্ধিত করিতে পারে এবং অতীত কালের কোন বস্তু, বিষয় বা ঘটনার স্মৃতি তাহার মনে জাগাইয়া দিতে পারে এবং উক্ত সময়ে তাহার সম্পাদিত কার্য্য সকল তাহার দ্বারা স্বীকার করাইতে পারে। মেস্মেরিজমের স্থায় এই অবস্থা গুলি পাত্রের উপর একটি একটি করিয়া বিকাশ করা যাইতে পারে। অধিকাংশ পাত্রই বাহুতঃ মধ্যবর্তী প্তরে উপনীত বা হইয়াই প্রথম প্তর হইতে তৃতীয় প্তরে পৌছিয়া থাকে।

সম্মোহন বিদ্যা

শক্তি সমূহের বিকাশ কেবল মেসেরিক নিদ্রার মধ্যবর্ত্তিতায়ই সম্ভব হইয়া থাকে। যাহাদের খুব আত্মবিশ্বাস, দৃঢ় সংকল্প ও অধ্যবসাৰ আছে, তাহারা প্রত্যেকেই হিপ্পোটিষ্ট হইতে পারে, কিন্তু সংষম বা সাধনা দ্বারা আবশ্যিকীয় গুণ ও শক্তি লাভ না কৰিয়া কেহই উচ্চশ্রেণীর মেসেরিষ্ট হইতে সমর্থ হয়না। এজন্য হিপ্পোটিজম অপেক্ষা মেসেরিজম কঠিনতর ও উন্নততর সম্মোহন বিদ্যা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় পাঠ

আহাৰ-বিহাৰ, মানসিক গুণগুণ ইত্যাদি

যে সকল শিক্ষার্থী উচ্চশ্রেণীৰ সমোহনবিং হইবাৰ অভিলাষী, তাৰাদিগকে শক্তি লাভেৰ জন্য যত্নবান হইতে হইবে। সকল নৱ-নায়ীৰ হৃদয়েই অল্পাধিক পরিমাণে সমোহন শক্তি নিহিত আছে এবং সংযম বা সাধনা দ্বাৰা তাৰার সকলেই উহা বৰ্দ্ধিত কৰিতে পাৰে। এই সংযম বা সাধনা কাহাৰ নিকট খুব কঠোৱ বলিয়া বোধ হইলেও এই শক্তি লাভেৰ অগ্য কোন উপায় নাই। প্ৰবাদ আছে, “সিদ্ধিৰ পথ কুমুমাৰূপ নয়”। অতএব এই বিষয়ে যাহাৰ আন্তৰিক স্পৃহা আছে, তাৰাকে এই সংযমেৰ ভিতৰ অবগু প্ৰবেশ কৰিতে হইবে।

শক্তিকামীৰ স্বাস্থ্য খুব ভাল হইবে; অগ্যথায় সে ইহাতে সাফল্য লাভ কৰিতে পাৰিবেনা। রূপাবস্থায় জীবনী-শক্তি নিষ্ঠেজ হইয়া পড়ে বলিয়া উহা শক্তি সাধনাৰ পক্ষে মোটেই অমুকুল নয়। যৌবনকালে দেহেৰ সৰ্বাবস্থাৰ পুষ্ট এবং জীবনী-শক্তিৰ প্রাচুৰ্য ও প্ৰার্থ্য বৰ্দ্ধিত হয়, সেজন্য এই সাধনাৰ উহাই প্ৰকৃষ্ট সময়। কিন্তু শৰীৰ ও মন মুছ থাকিলে প্ৰোত্ত ব্যক্তিৰাও এই শিক্ষায় সৰ্বৰ্থ হইতে পাৰে; কেবল জীবনী-শক্তিৰ অল্পতা বশতঃ বৃক্ষেৱা ইহাতে অপাৱগ হয়।

অক্ষচৰ্য্য

প্ৰথম শিক্ষার্থীকে ব্ৰহ্মচৰ্য্য-ব্ৰত অবলম্বন কৰিতে হইবে। ব্ৰহ্মচৰ্য্যৰ অৰ্থ বীৰ্য্য ধাৰণ এবং তৎসঙ্গে চিন্তা ও কৰ্ষেৱ নানা প্ৰকাৰ সংযম। শুক্ৰই

সম্মোহন বিষ্টা

দেহের সার পদার্থ—কেবল তাহা নয়, উহার পোষক, বর্দ্ধক এবং রক্ষক ও বটে। এজন্তই প্রাচীন আর্য খ্যিগণ বলিয়াছেন, “মরণং বিন্দু পাতেন, জীবনং বিন্দু ধারণাং”। স্ত্রী-সহবাস বা অন্ত কোন উপায়ে শুক্র ক্ষরণ দ্বারা জীবনী-শক্তির যত বেশী অপচয় হয়, এমন আর কিছুতেই হয়না। এই শক্তি ক্ষয় নিবারণের জন্ত তাহাকে বীর্য ধারণ করিতে হইবে। ব্রহ্মচর্য দ্বারা দেহ স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য যুক্ত হয় এবং সমধিক পরিমাণে মনের তেজ ও বগ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কামেন্দ্রিয়ের চালনায় যাহাদের কোন সংখ্যম নাই তাহাদের মনঃশক্তি লাভের আশা স্ফূর্পরাহত।

আহার

ব্রহ্মচর্যের সহিত সাহিকাহারের খুব নিকট সম্বন্ধ ; এজন্ত শিক্ষা-ভিলাসীকে নিরামিষভোজী হইতে হইবে। যে সকল মনোবৃত্তি এই শক্তির ক্ষুরণে বাধা জন্মায়, আমিষাহারে সেই সকল বৃত্তি অধিক উত্তেজনা প্রবণ হয় বলিয়া শক্তি সাধনার পক্ষে নিরামিষই অধিকতর উপযুক্ত থাগ্ত। নিরামিষ ভোজনে লোক দীর্ঘায়, স্বাস্থ্যবান, বলবান, কষ্ট-সহিষ্ণু, ধীর ও সাহিক ভাবাপন্ন হয় ; আর আমিষাহারিগণ অপেক্ষাকৃত অল্পায়, নানা-প্রকার কঠিন রোগ গ্রস্ত, অল্প শ্রমে কাতর, চক্ষু ও অধিক পশু ভাবাপন্ন (with more animal propensities) হইয়া থাকে।

আহার সম্বন্ধে অধিকাংশ লোকই বড় অমনোযোগী। তাহারা যাহা পায় তাহাই খায় ; শরীরের পক্ষে তাহা হিত কি অহিতকর সে বিষয়ে আদৌ লক্ষ্য করেনা। মাঝেরে ধাতু-প্রকৃতি বিভিন্ন বলিয়া সকলের পক্ষে একরূপ থাগ্ত উপযোগী নয়। যে থাগ্ত একজনের স্বাস্থ্য-বর্দ্ধক অপরের পক্ষে তাহা অত্যন্ত অনিষ্টকর বলিয়া পরিত্যাজ্য। এজন্ত শিক্ষার্থীকে

আহার-বিহার, মানসিক গুণাগুণ ইত্যাদি

স্বীকৃতি অনুসারে তাহার ধাত্রাধাত্র স্থির করিয়া লইতে হইবে। সাধারণতঃ ষেজপ দ্রব্যাদি আহার করিলে শরীরে কোন উদ্বেগ হয় না, শীত্র পরিপাক হইয়া যায়, তাহাই শরীর রক্ষার সম্পূর্ণ উপযোগী বলিয়া মনে করিবে। যে পরিমাণ খাচ্ছ উদরে স্থান পায়, তাহার অর্কেক আহার করিবে; বাকী অর্কাংশের এক ভাগ জল দ্বারা পূর্ণ করিয়া অবশিষ্টাংশ খালি রাখিবে; তাহাতে পরিপাক করিয়া উত্তমরূপে সম্পূর্ণ হইবে। ক্ষুধা লাগিলেই খাইবে; কিন্তু কখনও বেশী খাইবে না। লোভের বশে অতিরিক্ত আহার করিলে তাহা হজম করিতে জীবনী শক্তির অপচয় হয় এবং অধিক চালনার দরুণ পরিপাক-যন্ত্রণ ক্লান্ত হইয়া পড়ে। ক্রমাগত কিছুকাল এইরূপ করিতে থাকিলে উহারা উভয়েই দুর্বল হইয়া পড়ে এবং তাহার ফলে শরীরে নানা রোগের স্থষ্টি হয়। দিবসাপেক্ষা রাত্রির আহার অল্প হইবে এবং পাকস্থলীকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য মাদে অন্ততঃ দুই দিন উপবাস করিবে। আহারের সময় নিষিদ্ধ রাখিবে এবং ধাতুদ্রব্যগুলিকে ধীরে ধীরে উত্তমরূপে চর্বণ করিয়া গিলিবে। কখনও ক্রোধ বা বিরক্তির সহিত আহার করিবেনা; কিন্তু তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করিবার চেষ্টা পাইবেন। অধিক উশ্চি, অতিশয় শীতল, বাসি বা পচা জিনিষ (তাহা ষত মুখরোচকই হউক) বাজারের খাবার, চা, বরফ, মোড়া, লেমনেড এবং সর্বপ্রকার মাদক দ্রব্য বর্জন করিবে। অধিকাংশ রোগই আহারের দোষে জনিয়া থাকে, এজন্য স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ে আহারের গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা বেশী। যে সকল শিক্ষার্থী এই উপদেশগুলি পালন করিয়া চলিতে পারিবে, বৃক্ষ বয়স পর্যাপ্তও তাহাদের স্বাস্থ্য ও কর্ম-শক্তি অটুট থাকিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সম্মোহন বিষ্টা

শারীরিক পরিশ্রম

ভূক্ত দ্রব্যের শৈঘ্র পরিপাক, স্ফুলিঙ্গ, দেহের জড়তা নাশ ও কর্মশক্তির উন্নীপনার জন্য শারীরিক পরিশ্রম আবশ্যিক । যে সকল শিক্ষার্থীর দৈহিক শ্রম কম হয়, তাহাদের মধ্যে যাহারা শুবক, তাহারা নিয়মিতরূপে পরিষ্ঠিত মাত্রায় কোন ব্যায়ামাভ্যাস করিবে; আর যাহাদের বয়স ৪০ এর উর্দ্ধে তাহারা প্রতাহ বিশুদ্ধ বায়ুতে ভ্রমণ করিবে। শুবকদিগের মধ্যেও যাহারা দ্রুরূপ তাহদের পক্ষেও ভ্রমণ-ব্যায়ামই প্রশংসন্ত। আর যাহাদিগকে শারীরিক পরিশ্রমের কাষ করিতে হয়, তাহাদের ব্যায়ামের কোন আবশ্যিকতা নাই। শারীরিক বা মানসিক কোন শ্রমই বেশী ভাল নয়। ব্যায়ামের উপযুক্ত সময় সকাল এবং সন্ধ্যা; এই সময় সবল শুবকেরা শুণ্ড, ডাষ্টেল, কুস্তি ইত্যাদি অভ্যাস করিবে, আর অপর ব্যক্তিগুলি খোলা মাঠের রাস্তায় বিশুদ্ধ বায়ুতে ভ্রমণ করিবে। তাহারা শৃঙ্খোদরের পূর্বেই বেড়াইতে বাহির হইবে এবং শুবিধা হইলে পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে চলিবে। সান্ধ্য ভ্রমণে এই নিয়ম পালনের আবশ্যিকতা নাই। বেগে ভ্রমণের সময় হাত খোলা থাকিলে আঙ্গুলের অগ্রভাগ হইতে অধিক পরিমাণে জীবনী-শক্তি বহর্গত হইয়া যায়, এজন্য তখন হাত দুই থানা মুষ্টিবন্ধ করিয়া চলিবে। ব্যায়ামের সময় ও পরিমাণ নির্দিষ্ট থাক। উচিত।

দৈহিক পরিচ্ছন্নতা

শিক্ষার্থীর বাসগৃহ যথা সম্ভব আলোক ও বাতাস শুক্র হইবে এবং সে সর্বদা পরিষ্কার ও পরিচ্ছুর থাকিবে, যেন সহজে ঘৰ্ষ বাহির হইয়া থাইতে পারে। এজন্য সে দুই-চার দিন অন্তর অন্তর সমস্ত শরীরে মাঝান মাঝিয়া

আহার-বিহার, মানসিক শুণাঞ্চণ ইত্যাদি

উহা শুকাইয়া লইবে, পরে অন্ন অল গরম জল ঢালিয়া গায়ছা দ্বারা উহা উত্তমরূপে রংগড়াইয়া ফেলিবে। ইহাতে শরীরে কোন দুর্গম্ভ থাকিলে তাহা নাশ হইবে এবং রোম কৃপশুলির মুখও খুব পরিষ্কৃত থাকিবে। মুখে দুর্গম্ভ হইলে উপযুক্ত দাতের আজন বা দাতন ব্যবহার করিবে। হাত পায়ের নখ বড় হইলে উহাদের ভিতর নানা প্রকার দুষ্মিত পদার্থ আশ্রয় গ্রহণ করে এবং সশ্রোতন করিবার সময় জীবনী-শক্তি প্রবাহের বাধা জন্মাইয়া থাকে ; এজন্ত খুব অন্ন দিন অন্তর অন্তর নখ-শুলিকে ছোট করিয়া কাটিয়া ফেলিবে। শিঙ্কার্থীর পোষাক-পরিচ্ছদ সুরুচি সঙ্গত ও পরিষ্কৃত হইবে। ময়লা বস্ত্রাদি পরিধান করিলে যে স্থু মনের অফুলতা নষ্ট হয়, তাহা নয়, তদ্বারা অপরের মনেও ঘৃণার ভাব উদ্বেক হইয়া থাকে। এই সকল কারণে যদি তাহার উপর কাহারও অশ্রদ্ধা বা অভক্তি জন্মে, তবে সে তাহার উপর শক্তি গ্রহণ করিয়া কথনও সাফল্য লাভে সমর্থ হইবেন। কার্য-কুশল সশ্রোতনবিদগণের পোষাক-পরিচ্ছদ, কথা-বার্তা, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার ইত্যাদিতে বিশ্বাস, ভালবাসা, শ্রদ্ধা, ভক্তি ইত্যাদি আকৃষ্ট হইয়া থাকে এবং তাহাতেই তাহারা অধিকাংশ লোকের মনের উপর সহজে আধিপত্য করিতে সমর্থ হয়েন। যাহারা এই সকল বিষয় অবহেলা করে, তাহারা কথনও উচ্চশ্রেণীর কার্যকারক হইতে পারেন।

মানসিক ব্যায়াম

শিঙ্কার্থী দেহ সুস্থ রাখিবার জন্ত যেমন পরিমিত মাত্রায় শারীরিক শ্রম করিবে, তাহার মনের উন্নতি সাধনের জন্তও তাহাকে সেইস্কল

সম্মোহন বিষ্টা

মানসিক ব্যায়াম করিতে হইবে। তজ্জগ সে প্রতিদিন নিয়মিতকৃপে কোন বস্ত বা বিষয়ের গ্রাতি মন শ্লির করণ অভ্যাস করিবে। ইহার নামই ‘একাগ্রতা’ এবং এই একাগ্রতা হইতেই মনের শাবতীয় শক্তির শূরণ হইয়া থাকে। একাগ্রতা অভ্যাসের নিমিত্ত কয়েকটি উত্তম অঙ্গশৈলন “চিন্তাপঠন বিষ্টাৱ” প্রদত্ত হইয়াছে; শিক্ষার্থীর সুবিধার নিমিত্ত নিম্নেও তিনটি অঙ্গশৈলন প্রদান কৰা হইল।

(১) পাঁচ মিনিট কাল চলন্ত হাত-ঘড়ির সেকেণ্ডের কাটার গতি দৃষ্টি দ্বারা অনুসরণ করিবে। যতক্ষণ উহা করিতে থাকিবে, ততক্ষণ মুহূর্তের জন্মও অগ্রমনক্ষ হইবেন।

(২) কোন পুস্তক হইতে একটি ছোট কঠিন বাক্য মনোনীত করতঃ উহার অর্থ বাহির কৱিবার চেষ্টা পাইবে। উহার প্রত্যেকটি শব্দের ভিন্ন ভিন্ন ষষ্ঠ প্রকার অর্থ হইতে পারে, তাহার খুব মনোযোগের সহিত চিন্তা করতঃ লেখকের অভিপ্রায় হস্যস্পন্দন কৱিবার প্রয়াস পাইবে। পাঁচ হইতে দশ মিনিট কাল এইরূপ অভ্যাস করিবে।

(৩) কোন একটি কার্যা আৱাঞ্ছের পূৰ্বে চক্ষু বুজিয়া উহার সংস্কে নিয়োক্ত ক্লপ চিন্তা করিবে। উহার উদ্দেশ্য—উপকাৰিতা ও অপকাৰিতা, কি প্ৰণালীতে কাষ কৱিলে উহা সুসম্পন্ন হইবে এবং তাহা অনুসরণের সুবিধা ও অনুবিধা ইত্যাদি। পাঁচ হইতে দশ মিনিট কাল এইরূপ অভ্যাস করিবে।

এই ব্রকমের নানা প্রকার অঙ্গশৈলনের সাহায্যে শিক্ষার্থী তাহার একাগ্রতা শক্তি বৃদ্ধি কৱিতে যত্নবান হইবে। এতদ্বাতীত আত্ম-সম্মোহনের সাহায্যে তাহাকে শাবতীয় মন্ত্র অভ্যাস পৱিত্যাগ্য, অনিষ্টকর

ଆହାର-ବିହାର, ମାନସିକ ଗୁଣାଗୁଣ ଇତ୍ୟାଦି

ପ୍ରବୃତ୍ତି ସମ୍ବୂହେର ଦମନ ଏବଂ ସଂବୃତି ନିଚ୍ଯେର ବିକାଶ ସାଧନ ପୂର୍ବକ ସାଧୁଭାବେ
ଜୀବନ ଧାପନେ ଅଭାଙ୍ଗ ହିତେ ହିବେ । ଏହି ସକଳ ବିଷୟେର ସଂସମ ଦ୍ୱାରା
ଯେମନ ତାହାର ଶକ୍ତି ଫ୍ରୂଣ୍ପେର ସାହାଧ୍ୟ ହିବେ, ତେମନି ସେ ଲୋକେର ବିଦ୍ୟାମ,
ପ୍ରୀତି, ଅଙ୍କା, ଭକ୍ତି ଓ ସଦେଚ୍ଛା ଲାଭ କରିଯା ବୈଷୟିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ
ଜୀବନେ ଓ ସଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ସାଧନେ ସମର୍ଥ ହିବେ ।

ସଂସାରୀ ଲୋକେର ପକ୍ଷେ ଏହି ସକଳ ବିଷୟେର ଖୁବ କଠୋର ସାଧନା ସନ୍ତ୍ଵ
ନାହିଁ ବଲିଯା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କେ ତାହାର ସାଧ୍ୟ ଓ ମୁଖ୍ୟାମ୍ଭୁତ୍ସାରେ ସାଧନା କରାଇ ଇଞ୍ଜିନ୍ଯୁ
କରା ହିଲ । କିନ୍ତୁ ହେଲା ପ୍ରତୋକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କେହି ବିଶେଷକ୍ରମେ ଅରଣ ରାଖିତେ
ହିବେ ଯେ, ଆତ୍ମ-ସଂସମ୍ଭାବରେ ଉତ୍ସାହ ନାହିଁ ହିଲା ଯାଏ । ମୁତରାଂ ଯେ ସତ୍ୟାନ୍ତିରି
ସାଧନା କରିତେ ପାରିବେ, ତାହାର ମିଳି ଲାଭ ଓ ଠିକ ସେଇକ୍ରମ ହିବେ । ଏହି
ସକଳ ସଂସମ ସମ୍ବନ୍ଧେ ବହୁ ତତ୍ତ୍ଵ “ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି”ତେ ସନ୍ତ୍ଵିଷ୍ଟ ହିଲାଛେ ।
ଶିକ୍ଷାଭିଲାଷୀ ଉତ୍ସକ୍ରମେ ଶରୀର ଓ ମନ ଗଠନ ପୂର୍ବକ ଶିକ୍ଷାରଙ୍ଗ କରିଲେ
ତାହାର ମିଳି ଲାଭ ଖୁବ ସହଜ ହିବେ ବଟେ, କିନ୍ତୁ ତତ ଦିନ ତାହାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ
ଧାରିବେ କି ନା ସନ୍ଦେହ । ଏହା ମେମେରାଇଜ୍ କରିବାର ନିୟମ-ପ୍ରଣାଳୀ
ଶିକ୍ଷାର ସଙ୍ଗେଇ ଏହି ସଂସମ ବା ସାଧନାମ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହିବେ ।

তৃতীয় পাঠ

কিরূপ লোক মোহ নিদ্রায় অভিভূত হয়

যে সকল লোক হিপ্পোটাইজড হয়, তাহাদের গ্রন্থি সমস্কে ষাবতীয় বিষয় প্রথম ধণ্ডের চতুর্দশ পাঠে বিস্তারিতকরণে বলা হইয়াছে, এখন যেকোন গ্রন্থির লোকেরা মেস্মেরিক্ বা মোহ নিদ্রায় অভিভূত হয়, তাহাদের সমস্কে আলোচনা করা যাইতেছে। পাঠের গ্রন্থি সমস্কে হিপ্পোটিষ্ট, ও মেস্মেরিষ্টদের মধ্যে হই এক বিষয়ে মত ভেদ দৃষ্ট হয়। হিপ্পোটিষ্ট্রা বলেন, যাহাদের সম্মোহন আদেশের প্রতি উপযুক্ত পরিমাণে সংবেদনা আছে এবং যাহারা মোহিত হইবার সময় আদিষ্ট বিষয়ে অনঃসংযোগ করিতে সমর্থ, তাহাদের প্রতোক্তেই হিপ্পোটাইজ করিতে পারা যায়। আর যাহারা সম্মোহনের সময় শক্তির গতি বোধ করিবার চেষ্টা করে বা অতিরিক্ত পরিমাণে উৎস্ফুর বা অনুসন্ধিৎসু এবং ভীত হয় তাহাদিগকে মোহিত করা যায়না। এই সংবেদনা সমস্কে হিপ্পোটিষ্ট দের সহিত মেস্মেরিষ্টদের কোন মত ভেদ নাই। তাহারা ও এই সংবেদনা মোহ নিদ্রা উৎপাদনের নিমিত্ত অত্যাবশ্রুকীয় বলিয়া স্বীকার করেন এবং পাঠের মনে উদ্বিঘ্নতা, ঔৎস্ফুর, রোধ প্রবণতা ইত্যাদি ভাব বর্ত্মান থাকিলেও তাহাকে মোহ নিদ্রায় আচ্ছন্ন করা যায়ন। বলিয়া থাকেন। আর তাহারা যে স্বত্বাব ক্রপ ও অভাব ক্রপের (positive and negative) * কথা বলিয়া থাকেন, হিপ্পোটিষ্ট্রা দেক্কপ কিছু বলেন না।

* স্বর্গীয় ব্রাম্মেন হন্দুর ত্রিবেদী এম-এ মহাশয়ের অনুবাদ।

କିର୍ତ୍ତପ ଲୋକ ମୋହ ନିଜ୍ରାୟ ଅଭିଭୂତ ହୟ

ମେସମେରିଷ୍ଟରା ବଳେନ, ଶାହୁସ ସ୍ଵଭାବକ୍ରମ ବା ଅଭାବକ୍ରମ ଗୁଣ ବା ଧର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ । ଉହାଦେର ଏକଟ ଅପରାଟିର ବିପରୀତ । ସ୍ଵଭାବକ୍ରମ ବ୍ୟକ୍ତିରା ଅଭାବକ୍ରମ ବ୍ୟକ୍ତିଦିଗଙ୍କେ ମେସମେରାଇଜ୍ କରିତେ ପାରେ ; କିନ୍ତୁ ଅଭାବକ୍ରମ ବ୍ୟକ୍ତିରା ସ୍ଵଭାବକ୍ରମ ବ୍ୟକ୍ତିଦିଗଙ୍କେ ଆୟତାଧୀନ କରିତେ ସମର୍ଥ ହୟନା । କୋନ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ସକଳେର ନିକଟେଇ ସ୍ଵଭାବକ୍ରମ ବା ଅଭାବକ୍ରମ ନଥା । ଅତଏବ କ, ଥ ଏର ନିକଟ ଅଭାବକ୍ରମ ହିଁଯା ଗ ଓ ସ ଏର ନିକଟ ସ୍ଵଭାବକ୍ରମ ହିଁତେ ପାରେ । ଗ ବା ସ ଆବାର ଥ ଏର ନିକଟ ସ୍ଵଭାବକ୍ରମ ବା ଅଭାବକ୍ରମ ଦୁଇ-ଇ ହିଁତେ ପାରେ । ସମାଜେର ଉଚ୍ଚତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଦିଗେର ନିକଟ ନିମ୍ନତରେର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କେଇ ଅଭାବକ୍ରମ ହିଁତେ ଦେଖା ଯାଇ । ଏହି ନିମିତ୍ତ ସମୟ ସମୟ ଏକପ ଘଟିଗ୍ରା ଥାକେ ଯେ, କୋନ ଏକଜନ ଅଭିଜ୍ଞ ବା ଚତୁର ମେସମେରିଷ୍ଟ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ସରେଓ ଯାହାକେ ମେସମେରାଇଜ୍ କରିତେ ପାରେନା, ସେ ହୟତ ଅପେକ୍ଷା କୃତ କମ ଶକ୍ତି ସମ୍ପଦ ଅଛ ଏକଜନ କାର୍ଯ୍ୟକାରକେର ଦ୍ୱାରା ସହଜେଇ ମୋହିତ ହିଁଯା ପଡ଼େ ।

ମେସମେରିଷ୍ଟଦେର ମତେ ଦୁର୍ବଲ ଲୋକେରା ଉତ୍ତମ ପାତ୍ର । ଏହି ଦୁର୍ବଲତା ଶାରୀରିକ କି ମାନସିକ ତାହା ପ୍ରଷ୍ଟ ନହେ । ସେ ସକଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଦ୍‌ବୀନ ଅକ୍ରତିର (passive) ତାହାରା ସହଜେ ମେସମେରିକ ଶକ୍ତି ଆୟତାଧୀନ ହିଁଯା ଥାକେ । ଚୋଥ-ମୁଖେର ଭାବେ ଯାହାଦିଗଙ୍କେ ସ୍ଥଳ୍ୟବୁନ୍ଦି ବା ଅସାବଧାନ ବନିଆ ବୌଧ ହୟ ଏବଂ ଯାହାଦେର ଉତ୍ତେଷ୍ଠ ବହିଗୀମୀ (ସାମନ୍ନେର ଦିକେ ବାହିର କରା) ଓ ଶିଥିଲ ତାହାରା ସହଜେଇ ମେସମେରାଇଜ୍ ହୟ ବଟେ, କିନ୍ତୁ ତାହାଦେର ନିକଟ ହିଁତେ କୋନ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ହୟନା । ଦୀର୍ଘତ୍ବୀ ବ୍ୟକ୍ତିରା ମୋହ ନିଜ୍ରାୟ ସର୍ବଦା ଅଭିଭୂତ ହିଁଲେଓ ଉତ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ପାତ୍ର ନଥା । ଶିକ୍ଷିତ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଦେର ମଧ୍ୟେ ଯାହାରା ମୋହ ନିଜ୍ରାୟ ନିତ୍ରିତ ହିଁତେ ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛୁକ, ତାହାଦେର ମଧ୍ୟେ

সম্মোহন বিষ্ণা

অনেকে খুব তাঁড়াতাঁড়ি উহাতে অভিভূত হইয়া থাকে। কিন্তু অনেকে সময় আবার এই শ্রেণীর কোন কোন লোককে আপাত দৃষ্টিতে সংবেদ্ধ বলিয়া বৌধ হইলেও তাহারা উত্তম পাত্র হয়না। যখন কার্য্যকারক, হাব-ভাব, কথা-বার্তা ইত্যাদি দ্বারা কোন পাত্রের মনে উদাসীন ভাব শৃঙ্খি করিতে পারিয়াছে, তখনই সে তাহার উপর কোন পরীক্ষার প্রয়াস পাইতে পারে।

হিপ্পোটিজমের সহিত মেসমেরিজমের আর একস্থলে প্রভেদ এই যে, হিপ্পোটাইজ্ করিবার সময় পাত্রকে আদৃষ্ট বিষয়ের প্রতি মনঃসংযোগ করিতে বলা হয়, আর মেসমেরাইজ্ করিবার কালীন তৎপরিবর্ত্তে তাহাকে কেবল শৃঙ্খল মনে অবস্থান করিতে উপদেশ দেওয়া হয়।

যে সকল দ্বী বা পুরুষের চোখ কোটিরগত (গর্ভের মধ্যে অবস্থিত) এবং ঘন সন্নিবিষ্ট (নাসা-মূলের খুব নিকট স্থিত) সম্মোহন শক্তির প্রতি তাহাদের সংবেদনা অপরাপর লোকাপেক্ষা বেশী। গোলাকার অপেক্ষা দীর্ঘীকার মুখ মণ্ডল অধিক সংবেদনার পরিচারক। যাহাদের চক্ষু বড় এবং ঘণ্টির উপরের অংশ সর্বদা পাতা দ্বারা আবৃত থাকে (যাহাকে অর্ক-নিমীলিত চক্ষু বলে) এবং চক্ষু বৃজিবার সময় ঘণ্টি প্রথম উপরের দিকে উল্টোয়া গির্যা পরে চোখের পাতা বন্ধ হয়, তাহারা দিব্যদৃষ্টি, দিব্যাক্ষতি, দিব্যাশুভূতি ইত্যাদি বিকাশের উপযুক্ত পাত্র। *

* ফলিত জ্যোতিষের মতে জলরাশি (কক'ট, বৃক্ষিক ও সীন) লগ্ন হইয়া তাহাতে চক্ষু অবস্থিতি ধাকিলে কিম্বা উহাতে বৃহস্পতি বা ইউরেনাস (Uranus) এর বোগ ধাকিলে জাত ব্যক্তির mediumistic susceptibility সূচৰা করিয়া থাকে। এতস্যজীৱ রাশি ও ভাব বিশেষে শহগণের দৃষ্টি ও যোগ দ্বারা ও তাহার Psychic tendency and ability সূচিত হয়।

চতুর্থ পার্ট

মেস্মেরিজমে ব্যবহৃত বিশেষ পাস

প্রথম খণ্ডের সপ্তম পার্টে বিবৃত হইয়াছে যে পাস দ্বারা জীবনী-শক্তি, আকর্ষণী শক্তি বা মেস্মেরিক শক্তির প্রেরণ, বণ্টন, সঞ্চালন এবং লক্ষ্যাভিযুক্ত পরিচালন ক্রিয়া সম্পাদিত হয় এবং এই সকল কার্যের ফলেই মেস্মেরিক বা মোহ নিদ্রা উৎপাদিত এবং অপস্থিত হইয়া থাকে। শুতরাঙ্গ কাহাকেও মেস্মেরাইজ করিতে কিন্তু মোহ নিদ্রা হইতে তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে পাসের ব্যবহার অপরিহার্য। উক্ত জীবনী বা আকর্ষণী শক্তি আঙ্গুলের অগ্রভাগ হইতে নিঃস্থিত হইয়া থাকে, এজন্য বিশেষ প্রণালীতে হস্ত চালনা করিয়া ঐ সকল ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়।

মেস্মেরিক পাসের সংখ্যা চারিটি :—(১) দীর্ঘ পাস (Long or Full Length pass), (২) উপশম পাস (Relief Pass), (৩) স্কুল বা হানৌর পাস (Short or Local Pass) (৪) এবং কেন্দ্রীভূত জীবনী-শক্তি (Focussed Magnetism)। ইহাদের মধ্যে ৪র্থ ভিন্ন আর সকল শুণি পাসই স্পর্শযুক্ত ও স্পর্শহীন ভাবে এবং নিয়গামী ও উর্জগামীরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; আর ৪র্থ পাসটি কেবল স্পর্শযুক্ত ভাবেই সর্বদা প্রযুক্ত হয়। পাত্রকে মেস্মেরাইজ করিতে এই পাসগুলিকে নিয়গামীরূপে, আর তাহাকে মোহ নিদ্রা হইতে প্রকৃতিস্থ করিতে উর্জগামীরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

সম্মোহন বিষ্ণু

স্পর্শযুক্ত নিষ্পত্তিগামী দীর্ঘ পাসের প্রণালী :—এই পাস পাত্রের মাথার উপর হইতে আরম্ভ করতঃ পা পর্যন্ত আনিয়া শেষ করিতে হয়। ইহা করিতে কার্য্যকারক উভয় হাতের আঙ্গুলগুলি অল্প ফাঁক ও প্রস্তাবণ করতঃ উহাদিগকে (চেয়ারে উপবিষ্ট বা বিছানায় শায়িত) পাত্রের মাথার উপর পাশাপাশি ভাবে স্থাপন পূর্বক ছই-তিনি সেকেগু রাখিবে ; পরে হাত হইখানা ধীরে ধীরে কাপাইয়া কাপাইয়া ধখাক্রমে তাহার কপাল মুখ, চিবুক, বক্ষঃস্থল ইত্যাদির উপর দিয়া স্পর্শযুক্ত ভাবে বরাবর নীচের দিকে টানিয়া লইয়া আসিবে। যখন উহারা পায়ের শেষ সীমায় আসিয়া পৌছিয়াছে, তখন সে উভয় হাতের আঙ্গুলগুলি মুষ্টিবদ্ধ করণান্তর হাত হইখানাকে তাহার (পাত্রের) শরীরের ছই পার্শ্বে লইয়া গিয়া জোরের সহিত একবার ঝাড়িয়া ফেলিবে। হাতের মুঠায় ধূলা বা বালি থাকিলে উহা দূরে নিক্ষেপ করিতে যেমন ভাবে হাত ঝাড়িতে হয়, এই ঝাড়নটাও ঠিক সেইরূপ হইবে। ঝাড়নের বাতাস পাত্র বা তাহার নিজের গায়ে লাগিতে না পারে, হাত ছই খানাকে একপ দূরে লইয়া গিয়া ঝাড়িতে হইবে। হাত ঝাড়ার অব্যবহিত পরে সে পুনরায় উভয় হাতের আঙ্গুল গুলি মুষ্টিবদ্ধ করণান্তর হাত হইখানাকে পাত্রের মাথার উপর লইয়া যাইবে এবং যখন উহারা দেখানে আসিয়া পৌছিয়াছে, তখন আবার জোরের সহিত উহাদিগকে মাথার উপর ঝাড়িবে। এই বাবের ঝাড়নের বাতাসটা সম্পূর্ণরূপে তাহার মাথার উপর গিয়া লাগা চাই। অথবা ঝাড়ার পর যখন হাত হইখানাকে মাথার উপর আনিবে, তখন উহাদিগকে পাত্রের শরীরের ছই পার্শ্বের বাহির দিয়া লইয়া যাইতে হইবে। কারণ উহাদিগকে তাহার শরীরের উপর দিয়া লইয়া গেলে, উহা

মেস্মেরিজমে ব্যবহৃত বিশেষ পাস

বিপরীত বা উর্কগামী পাসের আৰু কার্য কৰতঃ পূৰ্ব অন্ত পাসের ক্রিয়া
নষ্ট কৰিয়া ফেলিতে পারে ; এজন্ত একটি নিম্নগামী পাস দেওয়াৰ পৰ,
হাত দুই থানাকে শৰীৱেৰ বাহিৰ দিয়া মাথাৰ উপৰ লইয়া ধাইতে হয়।
বিতীয় বাবেৰ ঝাড়ন শেষ হওয়া মাত্ৰাই হাত দুইথানাকে আবাৰ পূৰ্বেৰ
আৰু মাথাৰ উপৰ স্থাপন কৰতঃ উজ্জলপে পাস দিবে। যতক্ষণ পাত্ৰ
মেস্মেরিক নিৰ্দায় অভিভূত না হয়, ততক্ষণ ক্ৰমাগত উহার পুনৰাবৃত্তি
কৰিবে।

শ্পৰ্শহীন নিম্নগামী দীৰ্ঘ পাসেৰ প্ৰণালী :— ইহা পূৰ্বোক্ত
পাসেৰই অনুৰূপ ; কেবল প্ৰভেদ এই যে, ইহাতে উভয় হাতেৰ আঙুল
গুলিকে এমন জোৱেৱ সহিত টান্ কৰিয়া ৱাখিতে হয়, যেন উহারা
পিছনেৰ দিকে ধনুকেৰ আঘায় বাকিয়া থাকে। এইৱেপে আঙুলগুলি ঠিক
কৰিয়া লইবাৰ পৰ, হাত দুইথানাকে পাত্ৰেৰ মাথাৰ উপৰ (মাথা হইতে
এক বা দেড় ইঞ্চি উচ্চে শুণ্ঠেৰ উপৰ) দুই-তিন সেকেণ্ড স্থাপন কৰিয়া
ৱাখিবে ; পৱে উহাদিগকে নীচেৰ দিকে ধীৱে ধীৱে টানিয়া আনিবে।
বলা বাছল্য যে, উহা কৰিবাৰ সময় হাত দুইথানাকে শৰীৱ হইতে বৱাৰ
অতটুকু উচ্চে ৱাখিয়াই নীচেৰ দিকে লইয়া আসিতে হইবে এবং প্ৰথম ও
বিতীয় বাবেৰ ঝাড়নও পূৰ্বোক্ত পাসেৰ অনুৰূপ হইবে।

উপশম পাসেৰ প্ৰণালী :— ইহাৰও প্ৰৱোগ-প্ৰণালী দীৰ্ঘ পাসেৰই
অনুৰূপ ; কেবল প্ৰভেদ এই যে, নিম্নগামী দীৰ্ঘ পাস মাথা হইতে আৱল্ল
কৰিয়া পা পৰ্যন্ত আসিয়া শেষ কৰিতে হয় ; আৱ ইহা মাথা হইতে আৱল্ল
কৰিয়া ইঁটু, কোমৰ, পেট, বক্ষঃহল, গলদেশ বা চিবুক পৰ্যন্ত আনিয়া
সমাপ্ত কৰিতে হয়। পাত্ৰকে নিৰ্দিত কৰিবাৰ জন্য একাধিকমে

সশ্মোহন বিষ্ণা

কতকগুলি নিয়গামী দীর্ঘ পাস দেওয়ার পর, সশ্মোহনবিং শ্রম লাঘবের জন্য এই পাস বাবহার করিয়া থাকে ; কিন্তু ইহা দীর্ঘ পাসের সহিতও পর্যায় ক্রমে অযুক্ত হইতে পারে। এই পাসেরও পূর্বে এবং পরে পূর্বকথিত প্রণালীতে ছাইবার হাত বাড়িতে হয় ।

স্কুড় বা স্থানীয় পাসের প্রণালীঃ—এই পাস সাধারণতঃ চিকিৎসার জগতে অযুক্ত হইয়া থাকে । শরীরের কোন স্থানে কোন রোগ হইলে রোগীকে সশ্মোহিত না করিয়া তাহা আরোগ্যের উদ্দেশ্যে ইহা প্রয়োগ করা হয় । নিয়গামী দীর্ঘ বা উপশম পাস যেমন পাত্রের মাথা হইতে আরম্ভ করিতে হয়, ইহা সেকলে করা হয়না । এই পাস রোগাক্ত স্থানের ধানিকটা উপর হইতে আরম্ভ করিয়া উহার কিন্তু র নীচের দিকে আনিয়া শেষ করিতে হয় । সশ্মোহনবিং এই পাস দ্বারা আকর্ষণী শক্তিকে কেবল কম্প স্থানের উপর সঞ্চালন করিয়া থাকে এবং তাহাতেই রোগ আরোগ্য হয় । স্কুড়োঁ ইহা দ্বারা রোগীর শরীরের অংশ কোন স্থান আক্রান্ত বা প্রভাবিত হয়না । বিশেষ ভাবে হাত, পা, বুক, পিট বা অন্য কোন স্থানে কোন রোগ হইলে, রোগীকে মোহিত না করিয়া এই পাস দ্বারা তাহা আরোগ্যের চেষ্টা পাওয়া যাব । এই পাস অধিকাংশ স্থলে স্পর্শযুক্ত আৰ সৰ্বদাই নিয়গামী হয় এবং উহার শেষে হাতখানাকে একবার বাড়িয়া ফেলিতে হয় ।

(৫) কেন্দ্রীভূত আকর্ষণী শক্তির প্রয়োগ প্রণালীঃ—কাহারও শরীরের কোন অংশ পীড়িত হইলে তাহা আরোগ্যের জন্য সেইস্থানে কেন্দ্রীভূত আকর্ষণী শক্তির নিয়োগ আবশ্যক হইয়া থাকে । নিয়োজ্ঞ ভাবে ইহা করিতে হয় । দক্ষিণ হাতের আঙুলগুলির প্রম্পর্যের মধ্যে

মেস্মেরিজমে ব্যবহৃত বিশেষ পাস

উইথ ফাঁক রাখিয়া উহাদের অগ্রভাগগুলি অসংযুক্ত ভাবে একত্রিত করিবে। এখন আঙুলের মাথাগুলি, পীড়িত স্থানের এক ইঞ্চি (শুণ্ঠের) উপরে, ঐ স্থান লক্ষ করতঃ স্থাপন করিবে, অর্থাৎ আঙুলের মাথাগুলিকে পীড়িত স্থান হইতে এক ইঞ্চি শুণ্ঠের উপর উপর করিয়া ধরিয়া রাখিবে। তৎপরে হাতখানাকে ধীরে ধীরে কাঁপাইবে এবং সেই সঙ্গে খুব একাগ্রমনে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিবে যে, আঙুলগুলির অগ্রভাগ হইতে যে আকর্ষণী শক্তি নিঃস্ত হইতেছে, তাহা পীড়িত স্থানে প্রবিষ্ট হইয়া ঐ স্থান নিরাময় করুক। ইহার সহিত আঙুলগুলির উপর আস্তে আস্তে ফুঁ দিলে, উহাদের অগ্রভাগ হইতে আকর্ষণী শক্তি নিঃস্বরূপের বিশেষ সাহায্য হইয়া থাকে। কাহার শরীরের অংশে কোন বেদন বা দ্বা হইলে কিন্তু আঘাত লাগিয়া থেত্লাইয়া গেলে, অথবা চক্ষু, কর্ণ বা অপর কোন ইঞ্জিয় দুর্বল হইলে এই প্রণালীতে তাহা আরোগ্য করা যায়। পাত্রকে মেস্মেরাইজ করিবার সময় তাহার চক্ষু, কপাল বা ঘাড়ের প্রশংস্তির উপর উচ্চরপে আঙুলের মাথাগুলি মাঝে মাঝে ধরিয়া রাখিলে মোহ নিদ্রা উৎপাদনের বিশেষ সাহায্য হইয়া থাকে।

শারীরিক ও মানসিক আকর্ষণী স্পর্শঃ—মেস্মেরাইজ করিতে এই প্রক্রিয়া দ্রুটি ও সর্বদা প্রযুক্ত হইয়া থাকে; যেহেতু উহাদের দ্বারা ও মেস্মেরিক শক্তি পাত্রের শরীরীভ্যস্তরে সঞ্চালিত হইয়া থাকে। শারীরিক আকর্ষণী স্পর্শ (Physical Magnetic Contact) করিতে কার্যকারক নিজের দক্ষিণ হাতের আঙুলগুলি পাত্রের মাথার উপর স্থাপন পূর্বক বৃক্ষাঙ্গুলিটি তাহার নাসিকা-মূলে অল্প জোরে চাপিয়া ধরিয়া (যেন সে ব্যথা না পায়) অভৌতিক বিষয়ে তাহাকে মৌধিক বা মানসিক

সঙ্গোহন বিষ্টা

আদেশ দিয়া থাকে । এই প্রণালীতে আদেশ দিলে তাহা বেশ কার্যকর হয় । আর “মানসিক আকর্ষণী স্পর্শ” (Mental Magnetic Contact) সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার । পাত্রের নাসিক-মূলে স্থির ও প্রথর দৃষ্টি স্থাপন পুরুক খুব একাগ্রমনে মানসিক আদেশ দিলেই ইহা সম্পাদিত হইয়া থাকে । পাত্র মেসমেরাইজড হওয়ার পর সঙ্গোহনবিদের মনের সহিত তাহার মনের খুব গভীর ঐক্য স্থাপিত হইলেই বিশেষ ভাবে ইহা কার্যকর হয় । স্বতরাং সকল অবস্থার সকল পাত্রের উপর ইহা কার্য করেনা ।

বিপরীত বা উর্ধ্বগামী পাসের প্রণালী :—ইহা স্পর্শযুক্ত বা স্পর্শহীন উভয় রকমেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে ; কিন্তু সচরাচর ইহা স্পর্শহীন ভাবে নিয়গামী পাসের ক্রিয়া নষ্ট বা বিদ্যুরিত করিতে অর্থাৎ মোহিত ব্যক্তিকে প্রক্রিতি করিতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে । এই পাস পাত্রের পা হইতে আরম্ভ করতঃ মাথা পর্যন্ত আনিয়া শেষ করিতে হয় । নিয়গামী পাসের সময় আঙুলের অগ্রভাগ উপরের দিকে এবং মণিবজ্জ্বল নীচের দিকে থাকে ; আর ইহাতে আঙুলের মাথাগুলি নিয়াভিযুথে ও মণিবজ্জ্বল উপরের দিকে অবস্থিত থাকিয়া হাত দ্রুইখানা উর্ধ্ব দিকে চালিত হয় । উক্তরূপে পা হইতে স্বরূপ হইয়া যখন পাসটি মাথা পর্যন্ত আনিয়া পৌছিয়াছে, তখন পাত্রের মাথার দুই পাশের বাহিরে হাত দ্রুইখানাকে পূর্বোক্তরূপে একবার ঝাড়িয়া ফেলিবে (এই ঝাড়ার বাতাসও তাহাদের কাছারও গাঁথে লাগিবেনা) । স্বতরাং নিয়গামী দীর্ঘ পাসের সময় যেমন হাত দ্রুইখানা উহার প্রারম্ভে ঝাড়িতে হয়, ইহাতে তাহা করিবার আবশ্যকতা নাই । বলা বাহ্যিক যে, এই পাস করিবার সময় হাতের তালুস্বর পাত্রের শরীরের

মেস্মেরিজমে ব্যবহৃত বিশেষ পাস

দিকে থাকিবে, যেহেতু হাতের পিঠ দ্বারা পাস করিলে উহার কোন ফলই হবনা। উচ্চগামী বা বিপরীত উপশম পাস দ্বারাও মোহ নির্দ্রাঘ অভিভূত ব্যক্তিকে প্রক্রিতিষ্ঠ করা যায়। তাহা করিতে পাত্রের ইঁটু, কোমর, বুক বা গলদেশ হইতে পাসটি আরম্ভ করতঃ তাহার মাথা পর্যন্ত আনিয়া শেষ করিতে হয় এবং পাসের শেষে হাত দ্রুইখানাকে পূর্ব কথিত নিয়মে একবার ঝাড়িয়া ফেলিতে হয়।

স্পর্শযুক্ত ও স্পর্শহীন পাসের গুণের বিভিন্নতা :—পাত্রকে সতেজ বা উৎসাহিত করিতে, কিম্বা তাহার শরীরের অংশ বিশেষকে কঠিন বা সঙ্কোচিত করিতে, অথবা তাহার কোন বেদনা বা যন্ত্রণা দ্রুইভূত করিতে স্পর্শযুক্ত পাস, আর তাহাকে মেস্মেরিক বা মোহ নির্দ্রাঘ অভিভূত করিয়া প্রচুর আরাম দিতে কিম্বা তাহার সমস্ত শরীর বা উহার অংশ বিশেষকে সঞ্চীবনী শক্তি (vitalising force) দ্বারা আক্রান্ত করিতে অথবা স্পর্শযুক্ত পাস দ্বারা উৎপাদিত মোহিতাবস্থা অপস্থত করতঃ তাহার জীবনী-শক্তিকে পুনরায় স্বাভাবিক বিহৃত আনয়ন করিতে স্পর্শহীন পাস ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

স্পর্শযুক্ত ও স্পর্শহীন উভয় পাস দ্বারাই পাত্রকে নির্দিত এবং প্রক্রিতিষ্ঠ করিতে পারা যায় ; কিন্তু স্পর্শযুক্ত পাসের উৎপাদিত নির্দ্রা অপেক্ষা স্পর্শহীন পাসের নির্দ্রা বেশী গভীর ও আরামপ্রদ হয়। মোহ নির্দ্রার যে সকল স্তরে পাত্রের আল্লিক শক্তি সমূহের বিকাশ হয়, সেই সকল স্তর কেবল স্পর্শহীন পাসের মাহায়েই উৎপাদিত হইয়া থাকে।

পঞ্চম পাঠ

মোহ নিদ্রার বিভিন্ন স্তর

মেস্মেরিক বা মোহ নিদ্রার পাঁচটি ভিন্ন স্তর বা অবস্থা আছে। কেহ কেহ বলেন উহার স্তর ছয়টি। এই পুনর্কে পাঁচটি স্তরই স্বীকৃত এবং উহাদের লক্ষণ সকল বর্ণিত হইল।

গ্রথম স্তর—উদাসীনাবস্থা (Passive Condition), দ্বিতীয় স্তর—শারীরিকাবস্থা (Physical Condition), তৃতীয় স্তর—মানসিকাবস্থা (Mental Condition), চতুর্থ স্তর—আধ্যাত্মিক বা আত্মিকাবস্থা (Spiritual or Psychical Condition), এবং পঞ্চম স্তর—উচ্চাবস্থা (Elevated Condition).

(১) উদাসীনাবস্থা :—ইহাই মোহনিদ্রার গ্রথম স্তর। সমোহন-বিদের (mesmerist) উপস্থিতি, হাব-ভাব, কথা-বার্তা বা সরাসরি আদেশ হইতে প্রথমে পাত্রের মনে যে সংস্কার বা ধারণা জয়ে, তাহা হইতেই ইহা উৎপাদিত হইয়া থাকে। পাত্রের মনে পূর্বে কোনরূপ উত্তেজনা, স্নায়বিক দুর্বলতা, রোষ প্রবণতা ইত্যাদি বর্তমান থাকিলে তাহা এই অবস্থার দণ্ডিত হইয়া থাকে। ইহাতে কোন ইন্তিয়গাহ ব্যাপারের সংঘটন হয়না। পরবর্তী স্তর সকল ইহা হইতেই প্রকাশিত হইয়া থাকে।

এই অবস্থার পাত্রের মনে নিরোক্ত ভাব সকল উৎপাদিত হইয়া থাকে। যথা—পূর্ণ মনোযোগ, কার্য্যকারকের মনের সহিত তাহার

মোহ নিদ্রার বিভিন্ন স্তর

মনের ঈক্য এবং পরবর্তী স্তরে পৌছিবার আকাঙ্ক্ষা। এই অবস্থায় নিজের শরীর ও মনের উপর তাহার সম্পূর্ণ আধিপত্য এবং চতুঃপার্শ্বই বস্ত, বিষয় বা অবস্থা সবকে তাহার পূর্ণ জ্ঞান বর্তমান থাকে।

লক্ষণ :—এই স্তরে পাত্রের উপরোক্ত লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে।

(২) **শারীরিকাবস্থা :**—এই স্তরে পাত্রের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের স্পৃহা ছান্স পায় এবং তাহার শরীর ও মন সম্পূর্ণরূপে স্থির হয়। তাহার উপর নিদ্রা উৎপাদনের প্রগাঢ়ী অ্যুক্ত হওয়ার পর, যেমন এই অবস্থা গাঢ় হইতে থাকে, সেই সঙ্গে তাহার নড়া-চড়ার ইচ্ছাও অধিকতর রূপে কমিয়া শাইতে থাকে এবং সে ক্রমে মেদ্রেরিক শক্তির আঘাতাধীন হইয়া পড়ে। যদিও মনোবৃত্তি সমূহের উপর তাহার সম্পূর্ণ কর্তৃত থাকে, তথাপি তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের ক্ষমতা অস্তর্হিত হয়।

এই স্তরে পাত্রের শরীরের স্বতঃই সম্মোহনবিদের আকর্ষণী শক্তির বশীভূত হয়। যদিও সে নড়া-চড়া করিতে অক্ষম, তথাপি তাহার চৈতন্য পূর্ণ মাত্রায় সজাগ থাকে। এই অবস্থায় পাস দ্বারা তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি শক্ত বা শিথিল করিয়া দেওয়া যায়। যে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি সে ইচ্ছা মাত্র নড়া-চড়া করিতে সমর্থ (যেমন হাত, পা, মুখ, চোখ ইত্যাদি) উহারা কার্য্যকারকের আঘাতাধীন হইয়া থাকে। এই স্তরে সে সকল ইচ্ছিয় গ্রাহ ব্যাপার ঘটে সেগুলি সম্পূর্ণরূপে শারীরিক বিষয়ের অস্তর্গত। যদিও কাহারও মন আঘাত করা অপেক্ষা স্ফূলতা: এই সকল ব্যাপার জটিল বলিয়া বোধ হয়, তথাপি তাহাকে শারীরিক পরীক্ষা দ্বারা অভিভূত করা সর্বাপেক্ষা সহজ। যে সকল ব্যক্তি এই স্তরে বেশ সংবেদনীয়

সন্মোহন বিষ্ণা

পরিচয় দেয়, তাহাদের মধ্যেও কেহ কেহ কার্য্যকারকের ঘর্থা সাধ্য চেষ্টা
সম্বেদ ইহার প্রবর্তী স্তরে পৌছাইলা।

লক্ষণঃ—স্বাভাবিক নিদ্রার পূর্বে মুহূর্তে গোকের ষেক্সপ অবস্থা হয়,
এই স্তরের প্রথমে পাত্রের ঠিক মেইন্সপ অবস্থা প্রকাশ পাইয়া থাকে।
ইহাতে পাত্র উদাসীন থাকে এবং তাহাকে বাহুতঃ নিদ্রিত বলিয়া বোধ
হইলেও তাহার সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকে এবং সে চতুঃপার্শ্ব বস্ত, বিষয় বা
অবস্থা সম্যক্রমপে উপলব্ধি করিতে পারে। তাহার চক্ষু বক্ষ বা খোলা
থাকিতে পারে; বক্ষ থাকিলে পাতার ভিতরেও উহারা চঞ্চল থাকে।
তখন তাহাকে জাগ্রত করিয়া দিলে, যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহা সে সঠিক
ক্রম বর্ণনা করিতে পারে। এই অবস্থা আর একটু গভীর হইয়াই পাতলা
মেস্মেরিক নিদ্রার পরিণত হয়। তখন তাহাকে সন্মোহনবিঃ বা অপর
কেহ কোন প্রশ্ন করিলে সে উত্তর দিবার পূর্বে জাগিয়া যায়, (তখনও
তাহার চক্ষু বক্ষ বা খোলা থাকিতে পারে) কিন্তু সে উহাতে চম্কিয়া
উঠিয়া শরীরটি অধিকতর আরাম জনক ভাবে স্থাপন করতঃ পুনরায়
শুমাইয়ার চেষ্টা পায়। বোধ হয় ইহাতে তাহার শাস্তি ভঙ্গ হয় বলিয়াই
যেন সে একটু বিরক্ত হইয়া অনিচ্ছুক ভাবে ও আলগ্য জড়িত কর্তৃ জবাব
দিয়া থাকে। ইহা সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন অবস্থা নয়; কেবল অস্পষ্ট চৈতন্য
বিস্তুমানতার নির্দেশক মাত্র। যদি এখন তাহার উপর কোন পরীক্ষা
করা যায় এবং তাহার ফল উত্তৰণ হয়, তবে ইহা নিশ্চিতক্রমে বুঝিতে
হইবে যে, তাহার আজ্ঞ সংযমের ক্ষমতা বিস্তুমান রহিয়াছে।

(৩) মানসিকাবস্থাঃ—এই স্তরে উপনীত পাত্রের যে কেবল সমস্ত
শরীর কার্য্যকারকের বশতাপন হয়, তাহা নয়, তাহার মনোধৃতি সকলও

মোহ নিজোর বিভিন্ন স্তর

তাহার আবস্থাধীন হইয়া থাকে। এই অবস্থার পাত্রের মন সম্মোহন শক্তি মানিয়া লয় এবং তাহার চৈতন্য সম্মোহনবিদের সংজ্ঞার বশবর্তী হয়। সম্মোহনবিদের আকাঙ্ক্ষা খুব প্রবল হইলে, সে যাহা চিন্তা করে, পাত্রের মনেও সেই ভাবই উদ্বৃত্ত হয়, অধিকস্ত পাত্র ঐ ভাবকে স্বীয় মনের অভিব্যক্তি বলিয়া ধারণা করতঃ তাহা দ্বারাই অপ্রতিহত ভাবে চালিত হইয়া থাকে। এই অবস্থাতেই সম্মোহনবিদের ইচ্ছা বা আদেশে নানাক্রমে ইন্দ্রিয়গ্রাহ বাধার সংঘটিত হইয়া থাকে।

এই অবস্থা আরও গাঢ় হইলে পর, বাহিরের গোলায়াল, শব্দ, শব্দশৰ্ষ ইত্যাদি আর পাত্রের উপর কোন অভাব বিস্তার করিতে পারে না। যে শক্তি দ্বারা দর্শন, শ্রবণ, আস্থাদন, আঘাণ ইত্যাদি কার্য্য মিষ্টান্ন হয়, তাহার ক্রিয়া আপাততঃ স্থগিত থাকে বলিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের সজ্ঞান কর্ম-শক্তি লোপ পায় এবং পাত্র কার্য্যকারিকের উপস্থিতি সম্বন্ধেই সজ্ঞান থাকে। ইহাতে পাত্র একান্ত সংবেদ্ধ হয় যে, সম্মোহনবিদ তাহাকে যাহা করিতে আদেশ করে, সে বিনা আপন্তিতে ক্রীড়া পুতুলীর ঘায় তাহাই করিয়া থাকে। এখন তাহার স্বেচ্ছাকৃত ব্যবহারী কর্ম দম্পত্তি হইয়া থাকে এবং তাহার কল্পনাকে আদেশ দ্বারা বহু দ্রু পর্যাপ্ত বিস্তৃত করা যায়। এই স্তরে কার্য্যকারক ইচ্ছামাত্র তাহার মনে যে কোন প্রকার মায়া ও ভ্রম স্ফটি এবং তাহার বহু প্রকার রোগ আরোগ্য করিতে পারে। সম্মোহন ক্রীড়াতে যে অবস্থায় মোহিত পাত্রগণ মায়া ও ভ্রমের অধীন হয় বর্তমান অবস্থা তাহার সদৃশ।

লক্ষণঃ—এই স্তরে পাত্রের আত্ম সংযমের ক্ষমতা যাহা পূর্বে বর্তমান ছিল, তাহা লোপ পায় এবং সে ক্রমশঃ সংজ্ঞা হীন হইয়া পড়ে। এখন

সম্মোহন বিষ্ণা

তাহার চতুর্পার্শ্ব গোলমাল, শব্দ ইত্যাদি সম্বন্ধে কোন জ্ঞান থাকেনা এবং সম্মোহনবিং ব্যতীত অপর কেহ কোন প্রশ্ন করিলে সে তাহা গ্রাহ করে না। তাহার চক্ষুর চঞ্চলতা দূর হইয়া যায়, এবং উহারা সম্পূর্ণক্ষণে স্থির ভাব ধারণ করে এবং নিজা গভীরতর হইলে স্পর্শ ঘারাও আর বিচলিত হয়না। এখন আর কিছুতেই তাহাকে বিচলিত করিতে পারেনা; কিন্তু যদি দৃঢ়তাৱ সহিত পুনঃ পুনঃ গোলমাল কৰা যাব, তবে সে অস্থির হইয়া উঠিতে পারে; তথাপি তাহার ভাব-গতিকে উপরোক্ত অবস্থাই প্রকাশ পাইয়া থাকে। যদি তাহার হাত বা পা ধাপছাড়া ভাবে রাখা যায়, তবে উহা সেই ভাবেই অবস্থিত থাকে। যদি তাহাকে কোন প্রশ্ন কৰা যায়, তবে সে প্রথম উত্তর দিতে ইতস্ততঃ করে এবং পরে যেন সম্মোহন শক্তি প্রভাবে বাধ্য হইয়াই কতকটা অচেতন ভাবে যা-কিছু-একটা উত্তর দেয়; এবং পরক্ষণেই নিজা মগ্ন হইয়া পড়ে। এই অবস্থা গভীরতর হইলে সে কার্য্যকারকের স্বেচ্ছাকৃত প্রশ্ন ব্যতীত অপর কোন প্রশ্নের উত্তর দেয় না। যদি তখন তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা কৰা যায়, তবে সে নিশ্চল ও নিঃস্তর থাকে; কিন্তু উহা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিলে অস্পষ্টভাবে কয়েকটি দুর্বোধ্য বাক্য উচ্চারণ কৰিয়া থাকে মাত্র। ইহাতে বোধ হয়, যেন সে এখনও সন্তোষ জনক উত্তর দিবার অবস্থায় উপনীত হয় নাই, স্বতরাং কি উত্তর দিবে তাহা স্থির কৰিয়া উঠিতে পারে নাই। এই লক্ষণটি তাহার গভীরতর মোহ নিজাৰ পৌছিবাৰ ক্ষমতা সূচক। তৎপরে পাত্ৰের নিজা আৱাও গভীৰ হইলে সে যে অবস্থায় উপনীত হয়, উহাকে কেহ কেহ “অচেতন চৈতন্যাবস্থা (unconscious consciousness) বলিয়া অভিহিত কৰিয়াছেন। এই অবস্থায় পাত্ৰ

মোহ নিদ্রার বিভিন্ন স্তর

স্পষ্টতঃ চৈতন্যের সহিত পরিকারকরণে যে কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, এবং জাগরণের পর তাহার কিছুই শ্মরণ থাকে না। এই স্তরের শেষ সীমার পৌছিলে পাত্রের শরীর অসার হইয়া থায়, স্মৃতির তখন সে কোনৰূপ বেদনা বা উভেজনা অন্তর্ভুক্ত করিতে পারে না। যদি তখন তাহার শরীরে কাঁটা বা স্ফুচ বিন্দু করা থায়, কিম্বা চিমুটি কাঁটা থায়, অথবা ঢীংকার ইত্যাদি করা থায়, তখাপি তাহার একটুও শাস্তি ভঙ্গ হয়না; সে এমন স্থিরভাবে নিদ্রা মগ্ন থাকে যেন কিছুই ঘটে নাই। ইহাই তাহার মানসিক স্তরে উপস্থিতির নিঃসন্দেহ প্রমাণ।

(৪) আধ্যাত্মিক বা আত্মিকাবস্থা :—পূর্বোক্ত মানসিকাবস্থা হইতে নৌরব, শাস্তি, গভীর বা মোহ নিদ্রাকারে এই অবস্থা প্রকাশ পায়। পূর্ববর্তী স্তরে সশ্মোহনবিধি স্বাধীনভাবে নিজের ইচ্ছামত আদেশ দ্বারা পাত্রকে যে কোন কার্যের জগ্ন বাধ্য করিতে পারে, কিন্তু এই স্তরে তাহার সেক্রেপ করার কোন ক্ষমতা থাকে না। এই অবস্থায় পাত্রের লুকাইত আত্মিক শক্তি ও মনোবৃত্তি সমূহের বিকাশ হয় এবং সে আর পূর্বের গ্রায় কার্যকারকের আদেশ পালনে বাধ্য থাকে না।

এই স্তর উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণ সশ্মোহনবিধি পাত্রের প্রতি সহায়তাবী হইয়া ধীরতা, সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়ের সহিত উপযুক্ত পরিমাণে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ ও পাস প্রদান পূর্বক তাহাকে সাহায্য করিবে; কখনও জ্ঞান অবরদণ্ডি করিয়া ইহাতে আনিবার চেষ্টা পাইবেন। তাহা করিলে সে উহাতে সম্পূর্ণরূপে অক্তকার্য হইবে। সশ্মোহনবিধি এই স্তরের বিকাশ বা বর্জন সম্পূর্ণরূপে তাহার আত্মিক সংবেদনার উপর গ্রস্ত রাখিয়া, উক্ত ভাব অবলম্বন পূর্বক কথিতরূপে শক্তি ও নিয়ম-প্রণালী প্রয়োগ করিবে,

সম্মোহন বিষ্টা

বদি তাহার উপরুক্ত পরিমাণে সংবেদনা থাকে, তবে সে নিচয় এই স্তরে উপনীত হইবে, অন্তর্ধায় হইবে না। স্মৃতির সকল পাত্র ইহাতে পৌছে না। এই স্তরে উপনীত পাত্রের আভিক শক্তি সকল—দিব্যদৃষ্টি, দিবাক্ষতি, চিন্তা-পঠন, অন্তর্দৃষ্টি (intro-vision) পূর্বদৃষ্টি (revision) ইত্যাদি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বিকশিত হইয়া থাকে ; এবং পাত্র উহাদের দ্বারা সম্মোহনবিষ্টকে তাহার চর্চা বা অহসকানে সিদ্ধির উপযোগী পদ্ধা নির্দেশ করতঃ যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে এবং বিশেষ কোন রোগ চিকিৎসার সময়ও, যে প্রণালীতে কার্য করিলে তাহা সত্ত্ব নিরাময় হইবে, সে সম্বন্ধেও মূল্যবান উপদেশ দিয়া সহায়তা করিতে পারে।

লক্ষণ :—এই স্তরের লক্ষণ সকল অপেক্ষাকৃত জটিল। তন্মধ্যে অধান লক্ষণগুলি এই :—

(ক) যখন পাত্র মানসিকাবস্থা হইতে বর্তমান স্তরে পৌছে, তখন তাহার মাথা পূর্বের গ্রাম ইঁটুর দিকে ঝুঁকিয়া না পড়িয়া শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত উঠা-নামা করিতে থাকে—ধাম গ্রহণের সময় উপরের দিকে উঠে, আর ধাম ত্যাগের সময় নৌচের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। তখন তাহার মাংস-শেলিগুলির কোন বর্ত্তন না থাকাতে তাহার মাথা হঠাতে বুক বা ইঁটুর উপর পড়িয়াও যাইতে পারে। তাহার শ্বাস-প্রশ্বাস ধাহা পূর্বে কষ্টের সহিত বহিতেছিল বলিয়া বোধ হইতেছিল, তাহা এখন শান্ত ভাব ধারণ করে।

(খ) পাত্রের শরীর যেন এক রকমের সংকোচন ও প্রসারণের কার্য দ্বারা খুব সম্ভবতার সহিত সম্পূর্ণ শিথিল ও দৃঢ় হইতে থাকে। উহা অত শীত্র শিথিল হয়, তত শীত্রই আবার দৃঢ় ভাব ধারণ করে।' চক্ষু-গোলক

মোহ নিদ্রার বিভিন্ন স্তর

দুইটি উল্টোরা গিয়া অনুগ্রহ হয় এবং কেবল উহাদের সামা অংশই দেখা যায়। এই অবস্থায় তাহার চতুর্পার্শ্ব বস্তু, বিষম বা ঘটনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিস্তৃতি ঘটিয়া থাকে।

(গ) সম্মোহনবিং নিজের হাত পাত্রের মুদিত চক্ষুর সামনে আস্তে আস্তে এদিক-ওদিক চালনা করিলে পাত্রের মাথা উহার গতি অনুসরণ করিয়া থাকে। কারণ এখন তাহার আত্মিক ইন্সিগন কার্য্যাপমোগী ভাবে সজাগ হইয়া উঠে বলিয়া সে, উহাদের সাহায্যে সূক্ষ্মতর উপায়ে বস্তু বা বিষম সকল উপলক্ষ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে, সে কার্য্যকারককে দেখিতে পাইতেছে কিনা, তবে সে তাহাতে স্পষ্টরূপে সম্মতি স্ফুরণ করিব দিয়া থাকে। এখন তাহাকে যে কোন প্রশ্ন করিলে সে অন্যায়ে উহার উত্তর দিতে পারে।

(ঘ) উচ্চাবস্থা :— পূর্ববর্তী অবস্থাই গভীরতর হইয়া এই অস্তিম স্তরে পরিণত হয়। এই স্তর কদাচিং দৃষ্টি হয়। যে সকল পাত্রের আত্মিক সংবেদনা অত্যন্ত অধিক, তাহাদের মধ্যে যাহারা এই স্তরে পৌছিবার আন্তরিক অভিলাষী, তাহাদের কেহ কেহ কদাচিং এই স্তরে উপনীত হইয়া থাকে। সম্মোহনবিং স্বীয় শক্তি বা কৌশল দ্বারা কখনও কোন পাত্রকে এই স্তরে আনয়ন করিতে পারেনা, ইহা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বিকশিত হইয়া থাকে। এই স্তর স্ফুরণের নিমিত্ত কার্য্যকারক পাত্রকে গভীর মোহ নিদ্রায় অভিভূত রাখা ভিন্ন অন্ত কিছুই করিতে পারেনা। ইহাতে পাত্রের অভ্যন্তরীণ জাগরণ হয়, এবং তাহার অন্তর্নিহিত আত্মিক শক্তি ও বৃত্তি সমূহ পূর্ণ মাত্রায় স্ফুরিত হইয়া অতি উচ্চ শ্রেণীর রহস্যময় নানা প্রকার ইন্সিগন্যাত ব্যাপার সকল সংঘটন করিয়া থাকে।

সম্মোহন বিষ্টা

এই অবস্থা খুব অল্প দৃষ্টি হইলেও এবং তাহার বিকাশ সম্পূর্ণরূপে পাত্রের আত্মিক সংবেদনার উপর গৃহ্ণ থাকিলেও কার্যকারিক উপযুক্ত পাত্র সংগ্রহ করিতে পারিলে, তাহাকে এই স্তরে পৌছাইবার নিমিত্ত যথা নিয়মে সাহায্য করিতে ক্রটি করিবেন। যদি তাহার চেষ্টা বিফল হয় কোন ক্ষতি নাই; আর যদি সফল হয়, তবে সে তাহার উপদেশ দ্বারা জীবনে বহু বিষয়ে প্রভৃতি পরিমাণে উপকৃত হইতে পারিলে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

লক্ষণ :—পূর্বোক্ত স্তরে পাত্রের যে সকল লক্ষণ দৃষ্টি হয়, বর্তমান ক্ষেত্রে সেইগুলিই বর্দ্ধিতাকারে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এখন পাত্র যে কোন বিষয়ে অসাধারণ প্রাঞ্জলতার সহিত কথা কহিতে পারে এবং মনের ভাবগুলি অত্যন্ত স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিতে সমর্থ হয়। এই অবস্থায়ই তাহার দিব্যদৃষ্টি, দিব্যঞ্জিতি, দিব্যামুভূতি, অস্তদৃষ্টি ইত্যাদি শক্তি সমূহ চরম শুরু লাভ করে এবং তাহার নিকট হইতে অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ইন্দ্রিয়গুলি ব্যাপার সকল আশা করা যায়। এখন তাহাকে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সমস্কে যে কোন অঞ্চল জিজ্ঞাসা করিলে সে যথার্থ উক্তর দিতে পারে এবং নানা বিষয়ের গুরু তত্ত্বাদি প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

ষষ্ঠ পাঠ

মেসুমেরাইজ করা সম্বন্ধে প্রাথমিক উপদেশ

পাত্র উদাসীনাবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার পর তাহার উপর হিপোটিজমের গ্রাম কংয়েকটি শারীরিক পরীক্ষা করিবে। যদি সে উহাদের দ্বারা অভিভৃত হয়, তবে তাহাকে তখন দ্বিতীয় স্তর বা শারীরিকাবস্থার উপস্থিত বলিয়া মনে করিবে। এই অবস্থায় পাত্র কেবল ক্ষণকালের জন্য আংশিকরূপে সম্মোহন শক্তির বশতাপন হয়, স্মৃতরাঙ ইহা পূর্ণ সম্মোহনের অবস্থা নয়। শারীরিক পরীক্ষা শুলির দ্বারা পাত্র উত্তমরূপে বশীভৃত হওয়ার পর, অষ্টম পাঠের উপদেশামূলারে তাহার মোহ নিদ্রা উৎপাদনের চেষ্টা পাইবে। যখন সে এই নিদ্রার তৃতীয় স্তরে পৌছিয়াছে, তখন তাহার মনে নিজের ইচ্ছা মত হিপোটিজমের গ্রাম নানা প্রকার ভম ও মায়া উৎপাদন করিবে। তৎপরে তাহাকে আজ্ঞিক বস্থায় আনয়নের চেষ্টা পাইবে। কিন্তু ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, উপর্যুক্ত সংবেদনার অভাবে অধিকাংশ পাত্রই এই অবস্থায় পৌছিতে পারে না। অধিকস্তু পাত্র সংবেদ হইলেও সম্মোহনবিং স্বীয় শক্তি বলে, তাহাকে এই অবস্থায় আনয়ন করিতে পারে না। সে এই স্তরের বিকাশ সম্পূর্ণরূপে তাহার আজ্ঞিক সংবেদনার উপর গুরুত্ব রাখিয়া গভীরতর মোহ নিদ্রা উৎপাদন দ্বারা তাহাকে কেবল সাহায্য করিতে পারে নাত্র। এই শ্রেণীর পাত্রদিগের মধ্যে শাহারা সর্বোৎকৃষ্ট কেবল তাহাদের মধ্যেই কোন কোন বাস্তি চতুর্থ স্তর হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে পঞ্চম স্তর বা উচ্চাবস্থায় উপনীত হইয়া থাকে। ইহার বিকাশ অত্যন্ত বিরল।

সপ্তম পাঠ

পাত্রকে জাগ্রদবহ্নায় মেস্মেরাইজ করণ

পাত্রকে মোহ নিদ্রায় নিহিত করিতে প্রয়াস পাইবার পূর্বে হিপো-টিজমের গ্রায় তাহার উপর কয়েকটি শারীরিক পরীক্ষা করিয়া লইবে। শারীরিক পরীক্ষা না করিয়াও তাহাকে হিপোটিক বা মেস্মেরিক নিদ্রায় আচ্ছন্ন করা যায়; কিন্তু তৎপূর্বে তাহাকে এই পরীক্ষাগুলি দ্বারা অভিভৃত করিয়া লইলে, মেস্মেরিক শক্তির প্রতি তাহার সংবেদনা বৃক্ষি পাও এবং সে সহজে নিদ্রাভিভৃত হইয়া পড়ে। পাত্র প্রথম শ্বর বা উদাসীনাবহ্নায় উপনীত হওয়ার পর, এই পরীক্ষাগুলি সম্পাদনের চেষ্টা পাইবে, অন্তর্থায় উহাতে বিশেষ সাফল্য লাভ হইবেন। মেস্মেরিক পাত্রের উপরে এই পরীক্ষাগুলি করিতে হিপোটিজমের গ্রায় তাহাকে বেশী মৌখিক আদেশ দেওয়ার আবশ্যক হবে না। মেস্মেরিক শক্তি দ্বারা পাত্রের যে প্রত্যঙ্গ আক্রান্ত বা অভিভৃত করিতে ইচ্ছা করিবে, তাহার উপর ক্ষত্র বা স্থানীয় পাদ প্রদান এবং তৎসঙ্গে আকর্ষণী স্পর্শ ও মোহিনী দৃষ্টি স্থাপন করিয়া একাগ্র মনে মানসিক এবং মৌখিক আদেশ দিতে হয়।

প্রথম পরীক্ষা—পাত্রের চক্ষু জুড়িয়া দেওয়া

প্রথমে পাত্রের চক্ষু বক্তের পরীক্ষাটি করিবে। তজ্জগ তাহাকে বসাইয়া বা দাঁড় করাইয়া তাহার নাসিকা-মূলে আকর্ষণী স্পর্শও মোহিনী দৃষ্টি স্থাপন পূর্বক দৃঢ়ক্রপে চক্ষু বক্ষ করিতে বলিবে। সে তাহা করিলে

পাত্রকে জাগ্রদবস্থায় মেস্মেরাইজ করণ

পর, তাহার চোখ জুড়িয়া শাটক বলিয়া খুব একাগ্র মনে ইচ্ছাশক্তি পূর্ণ মানসিক আদেশ দিবে এবং তৎসঙ্গে বৃক্ষাঙ্গুলিটি এক একবার নাসা-মূলের নীচের দিকে টিপিয়া দিবে। তৎপরে তাহার মুদিত চোখের উপর কয়েকটি স্পর্শ যুক্ত ক্ষুদ্র পাস এবং উভয় বৃক্ষাঙ্গুলি দ্বারা মাঝে মাঝে দ্রষ্ট একবার অল্প জোরে চক্ষু হইটি টিপিয়া দিবে ও সেই সঙ্গে মানসিক আদেশ দিবে। এরপে কয়েকবার পাস ও আদেশ দেওয়ার পর, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে যে, সে চোখ খুলিতে পারে কি না? যদি পাত্র সংবেদ্ধ হয়, তবে তাহার চক্ষু দৃঢ়ক্রপে বন্ধ হইয়া থাকিবে এবং সে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও উহাদিগকে খুলিতে পারিবেনা।

তৃতীয় পরীক্ষা—পাত্রকে মুখ বন্ধ করিতে অসমর্থ করণ

পাত্রকে পূর্বের ত্বার চেষ্টারে বসাইয়া বা দাঁড় করাইয়া তাহার নাসিকা-মূলে সতেজ দৃষ্টি স্থাপন পূর্বক তাহাকে মুখ খুলিতে অর্থাৎ হা করিতে বলিবে। তৎপরে তাহার নাসা-মূলে আকর্ষণী স্পর্শ স্থাপন পূর্বক একাগ্রমনে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিবে যে, সে আর মুখ বন্ধ করিতে পারিবে না। দ্রষ্ট-এক মিনিট একল করার পর, আকর্ষণী স্পর্শ অপনারণ পূর্বক দ্রষ্ট হাত দ্বারা তাহার দ্রষ্ট চুরালের উপর কয়েকটি স্পর্শ যুক্ত ক্ষুদ্র পাস দিবে। কয়েকবার একল করিলেই সে আর মুখ বন্ধ করিতে সমর্থ হইবে না।

তৃতীয় পরীক্ষা—পাত্রের হাত শক্ত করিয়া দেওয়া

পাত্রকে বসাইয়া বা দাঁড় করাইয়া তাহার একধানা হাত (বাহু মূল হইতে আঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত) খুব শক্ত করিতে বলিবে। তৎপরে

সম্মোহন বিষ্টা

তাহার নাসা-মূলে আকর্ষণী স্পর্শ ও মোহিনী দৃষ্টি স্থাপন পূর্বক, তাহার হাতখানা ‘কঠিন হইয়া থাক’ বলিয়া দৃঢ়ভাবে ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ করিবে। এখন আকর্ষণী স্পর্শ অপসারিত করিয়া ঐ হাতের উপর কয়েকটি স্পর্শ যুক্ত ক্ষুদ্র পাস দিলেই উহা কঠিন হইয়া থাকিবে এবং সে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও উহা দাঁকাইতে বা গুটাইতে পারিবেন।

চতুর্থ পরীক্ষা—দাঁড়াইতে অসমর্থ করণ

পাত্রকে চেয়ারে বসাইয়া তাহার নাসা-মূলে আকর্ষণী স্পর্শ ও মোহিনী দৃষ্টি স্থাপন পূর্বক খুব দৃঢ় ভাবে ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ করিবে যে, তাহার সমস্ত শরীর চেয়ারের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে জোড়া লাগিয়া থাকিবে এবং সে আর কিছুতেই উঠিতে পারিবে না। তৎপর আকর্ষণী স্পর্শ অপসারিত করিয়া উভয় হাত দ্বারা তাহার কোমর হইতে পা পর্যন্ত এবং তাহার কোমরের চারিপার্শ্বে কয়েকটি পাস দিবে। সেই সময় একাগ্রতা ও বিশ্বাসের সহিত একপ চিন্তা করিবে যে, মেস্মেরিক শক্তি তাহার কোমর হইতে পা পর্যন্ত স্থানকে চেয়ারের সঙ্গে অত্যন্ত কঠিন রূপে জুড়িয়া দিতেছে এবং সে আর ঐ আসন হইতে উঠিতে পারিবে না। দ্রষ্ট-তিনি মিনিট উক্তক্রম পাস ও ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ করিলেই, সে আর চেয়ার হইতে উঠিতে পারিবে না।

পঞ্চম পরীক্ষা—পাত্রকে হাত খুলিতে অসমর্থ করণ

পাত্রকে চেয়ারে বসাইয়া বা দাঁড় করাইয়া তাহার এক হাতের আঙুলগুলি অপর হাতের আঙুলগুলির মধ্যে (হিপ্পোটিজমের ভূতীয়

পাত্রকে জাগ্রদবস্থায় মেস্মেরাইজ করণ

শারীরিক পরীক্ষার স্থায় প্রবেশ করাইয়া দিয়া একটি দৃঢ় মুষ্টি করিতে বলিবে। তাহা করা হইলে, তাহার নাসা-মূলে আকর্ষণী স্পর্শ ও মোহিনী দৃষ্টি স্থাপন পূর্বক দৃঢ় ভাবে ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ করিবে যে, তাহার হাত ছইখানা পরম্পরের সহিত অত্যন্ত দৃঢ়রূপে জোড়া লাগিয়া থাকিবে এবং সে আর উহাদিগকে খুলিতে পারিবে না। তৎপর ছই হাত দ্বারা পাত্রের উভয় বাহু মূল হইতে আরম্ভ করিয়া হাতের মুঠ পর্যন্ত স্পর্শযুক্ত পাস দিবে। এইরূপ কয়েকবার পাস ও মানসিক আদেশ দিলেই তাহার হাত ছইখানা দৃঢ়রূপে জোড়া লাগিয়া থাকিবে এবং সে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও উহাদিগকে খুলিতে সমর্থ হইবে না।

এই রকমের কয়েকটি পরীক্ষায় পাত্রকে অভিভূত করার পর, তাহার সংবেদনা বাড়াইবার জন্য তাহার উপর নিম্নোক্ত রূপ আরও ছই একটি পরীক্ষা করিবে। যেমন তাহার (নিজের) হাত ঘুরাণ, নাচা, চলন ইত্যাদি কার্য্যের গতিরোধ করণ। কার্য্যকারক নিজের বুদ্ধি বলেও এই রকমে নানারূপ কার্য্য পরীক্ষা করে গ্রহণ করতঃ তাহার উপর সম্পাদনের চেষ্টা পাইতে পারে।

ষষ্ঠ পরীক্ষা—হাত ঘুরাণ বন্ধ করিতে অসমর্থ করণ

পাত্রকে সম্মুখে দাঢ় করাইয়া তাহার নাসা মূলে আকর্ষণী স্পর্শ ও মোহিনী দৃষ্টি স্থাপন করিবে এবং তাহাকে তাহার উভয় হাতের নিম্নাঞ্চি (উভয় হাতের কহুইর নীচ হইতে আঙুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত অংশ) পেটের সম্মুখে পাশাপাশি ও অসংযুক্ত ভাবে স্থাপন করতঃ উহাদের একটিকে অপরটির চারি পাশে খুব তাড়াতাড়ি গোলাকারে শুরাইতে বলিবে। যখন

সম্মোহন বিষ্টা

সে তাহা করিতে ধাক্কিবে, তখন দৃঢ় ভাবে ইচ্ছাশক্তি পূর্ণ মানসিক আদেশ দিবে যে, সে আর তাহার হাত ঘুরাণ বন্ধ করিতে পারিবে না। করেক মিনিট একপ করিলেই সে ব্যথসাধ্য চেষ্টা করিয়াও উহা বন্ধ করিতে পারিবে না।

পাত্রকে প্রকৃতিশূ করণ

এই সকল শারীরিক পরীক্ষায় অভিভূত পাত্রের আক্রান্ত স্থানে উর্ক্কগামী পাশ, কু^{*} ও তৎসঙ্গে ইচ্ছাশক্তি পূর্ণ মানসিক বা মৌখিক আদেশ দিলেই সে প্রকৃতিশূ বা স্বাভাবিকাবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

অষ্টম পাঠ

পাত্রের মোহ নিদ্রা উৎপাদন

[মিঃ র্যাণ্ডেলের প্রণালী]

গ্রথম নিয়ম :—যে সকল ব্যক্তি কয়েকটি শারীরিক পরীক্ষার উত্তমরূপে অভিভূত হইয়াছে, মেসেরাইজ বা মোহনিদ্রা উৎপাদনের জন্য তাহাদের মধ্যে এক জনকে পাত্র মনোনীত করিবে। তজ্জন্ম সর্বাগ্রে একটি নীরব ও নির্জন স্থান পছন্দ করিয়া লইবে। যে স্থানে বাহিরের গোলমাল পৌছাব তাহা মোহ নিদ্রা উৎপাদনের কখনও উপযোগী নয়। স্থান নির্দিষ্ট হইলে মনোনীত পাত্রকে খুব আরামের সহিত একখানা ইঞ্জি বা সাধারণ চেয়ারে বসাইবে এবং তাহাকে সাধ্যমত শরীরটি শিথিল করতঃ শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকারে খুব শান্ত ভাব অবলম্বন করিতে বলিবে। সে সম্মোহিত হইবার জন্য অতিশয় ব্যগ্রও হইবে না, কিন্তু আদৌ মোহিত হইবে কি না সে বিষয়েও উদ্বিগ্ন হইবে না। উত্তরণে পাত্র উদাসীন ভাব প্রাপ্ত হওয়ার পর, তাহার মাথাটি সম্মুখের দিকে একটু নোয়াইয়া রাখিবে (উপবিষ্টবস্থায় ঘূম পাইলে মাথাটি যেকোপ সামনের দিকে ঝুকিয়া পড়ে, সেকেপ) এবং তাহার হাত ছাইখানা ছাই ইঁটুর উপর চিৎ ভাবে এবং পা ছাইখানা জোড়া করিয়া স্থাপন করিবে। যদি কার্য্যকারিক উপবিষ্টবস্থায় ধাকিয়া তাহাকে নিন্দিত করিতে ইচ্ছুক হয়, তবে সে পাত্রের সম্মুখে একখানা চেয়ারে বসিয়া নিজের একটি ইঁটু

সম্মোহন বিষ্টা

পাত্রের দুই ইঁটুর মধ্যে স্থাপন পূর্বক দুই হাত দ্বারা পাত্রের হাত দ্বাইখানা একটু সময় ধরিয়া রাখিবে। তৎপরে হাত দ্বাইখানা ছাড়িয়া দিয়া আকর্ষণী স্পর্শ স্থাপন করিবে এবং বাম হাতখানা পাত্রের দক্ষিণ স্কেলের উপর স্থাপিত রাখিবে। তৎপরে সে খুব স্থির ও প্রথম দৃষ্টিতে এক মিনিট বা যে পর্যাপ্ত তাহার সহিত পাত্রের ঐক্য স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া বোধ না করিবে, ততক্ষণ তাহার চোখের দিকে তাকাইয়া থাকিবে। তৎপরে পাত্রকে চক্ষু বন্ধ করিতে বলিবে এবং আকর্ষণী স্পর্শ অপসারিত করিবে। এখন পাত্রের মাথা দ্বাইতে আরম্ভ করিয়া পা পর্যাপ্ত স্পর্শহীন নিমগ্নামী পাস দিবে। এক এক মিনিটে ৪।৫টি হিসাবে পাস দিবে। বলা বাহ্যিক যে, প্রত্যেক পাসের শেষে ও প্রায়স্তে পূর্ব কথিত অগালীতে হাত দ্বাইখানা ছাড়িয়া ফেলিবে। খুব সতর্ক ভাবে এইরূপে ১২।১৩টি পাস দেওয়ার পর কিঞ্চিৎ ব্যবহৃত বোধ হইবে, তখন পর্যায়ক্রমে উপশম ও দীর্ঘ পাস প্রদান করিবে, অর্থাৎ একটি উপশম পাস দিয়া পরে একটি দীর্ঘ পাস এবং তৎপরে আবার উপশম ও দীর্ঘ পাস দিবে। একপ করিতে করিতে যখন তাহার তন্ত্রের লক্ষণ প্রকাশ পাইবে, তখন তাহার মুখমণ্ডলের উপর শুন্দর বা স্থানীয় পাস দিবে।

উক্তরূপে মিনিট দশকে পাস দিবার পর, যখন দেখিতে পাইবে যে, পাত্রের মাথা ক্রমেই অধিকতররূপে সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে এবং উহাদের আর পূর্বাবস্থায় প্রভ্যাবর্তনের ভাব প্রকাশ পাইতেছে না, তখন তাহা মোহ নিজার প্রাথমিক লক্ষণ বলিয়া মনে করিবে এবং তখন অধিক উৎসাহের সহিত কার্য করিতে থাকিবে। যে পর্যাপ্ত তাহার মাথা প্রাঙ্গ ইঁটুর উপর ঝুঁকিয়া না পড়িবে, ততক্ষণ উক্ত প্রণালীর অনুসরণ করিতে

পাত্রের মোহ নিদ্রা উৎপাদন

থাকিবে। মাঝে মাঝে দীর্ঘ পাস দ্বারা পাত্রের সমস্ত শরীরে আকর্ষণী শক্তি বন্টন করিয়া দিলে, নিদ্রার লক্ষণগুলি তাড়াতাড়ি প্রকাশ পাইবে। যখন তাহার মাথা উজ্জ্বাল আসিয়া পৌছিয়াছে, তখন তাহার ঘাড়ের গ্রন্থিতে আন্তে আন্তে ঝুঁটিবে এবং মাথার পশ্চান্তাগ হইতে আরম্ভ করিয়া মেঝেদণ্ডের উপর দিয়া উহার শেষ সীমা পর্যন্ত পাস দ্বারা উক্ত শক্তি সঞ্চালন করিয়া দিলে যে শীঘ্র নিদ্রাছন্ন হইয়া পড়িবে।

এই অবস্থায় উপর্যুক্ত পাত্রকে মোহ নিদ্রায় নির্দিত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। অবশ্য এই নিদ্রা স্থু বা গভীর উভয় রূপই হইতে পারে। উহা কিরূপ গভীর হইয়াছে, তাহা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়া লইবে। কোন নির্দিত বাস্তিকে জাগাইতে যেমন প্রথম তাহাকে আন্তে আন্তে নাড়িয়া পরে জোরে ধাক্কা দিতে হয়, তাহাকেও ঠিক সেইরূপ করিবে। যদি উহাতে সে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে এবং তাহার ঘূম না ভাঙ্গে, তবে তাহার গভীর মেস্যুরিক বা মোহ নিদ্রা হইয়াছে বলিয়া উপর্যুক্ত করিবে।

একজন লোককে সম্পূর্ণরূপে মোহনিদ্রাছন্ন করিতে যে সময় লাগে তাহা সম্পূর্ণরূপে তাহার সংবেদনার উপর নির্ভর করে। তবে অধিকাংশ স্থলে ২০ মিনিট সময়ই যথেষ্ট; কোন কোন ক্ষেত্রে তদপেক্ষা অর্ধ সময়েও পাত্রকে মোহ নিদ্রায় অভিভূত করা যায়। যদি এই সময়ের মধ্যে কোন পাত্র মোহিত না হয়, তবে আর সে দিন তাহার উপর অধিক চেষ্টা করিবেনা; পরে যত শীঘ্র সম্ভব তাহাকে এই নিয়মে পুনর্বার নির্দিত করিবার চেষ্টা পাইবে।

এই নিয়ম বা অপর কোন প্রণালী দ্বারা কোন পাত্র একবার মোহিত হইলে পরবর্তী বৈঠকগুলি (sittings) মোহ নিদ্রার গভীরতা উত্তরোত্তর

সম্মোহন বিষ্টা

বৃক্ষি পাইয়া থাকে। একবার যে পাত্র মোহ নির্জায় অভিভূত হয়, পরে তাহাকে সম্মোহিত করিতে কোন কষ্টই বোধ হয় না। তখন কেবল ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ ও কয়েকটি পাস দিলেই সে মোহিত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় নিয়ম

[মিঃ র্যাণ্ডেলের প্রণালী]

যে ব্যক্তি পুরোকৃত শারীরিক পরীক্ষায় অভিভূত হইয়াছে, তাহাকে পাত্র মনোনীত করিয়া সম্মুখে দাঁড় করাইবে। সে এই অবস্থায় তাহার শারীরিক ঘথনসম্বন্ধ শিথিল করতঃ সম্মোহনবিদের কার্য্য প্রণালীতে সম্পূর্ণরূপে আজ্ঞা সমর্পণ করিবে। কার্য্যকারক এখন পাত্রের মাথা ও কাঁধ ছাইটি একটু সামনের দিকে নোয়াইয়া রাখিবে এবং তাহার হাত ছাইখানা শিথিলভাবে তাহার দ্রুই পার্শ্বে (কতকটা সামনের দিকে আনিয়া) স্থাপন করিবে। তাহাকে এই ভাবে দাঁড় করাইলে তাহার মাংসপেশী শুলির কাঠিগু দূর হইবে এবং সে উদাসীন ভাব প্রাপ্ত হইবে। এখন কার্য্যকারক নিজের দক্ষিণ হাত পাত্রের পিঠের মধ্যস্থলে রাখিয়া এবং বাম হাত দ্বারা আল্গাভাবে পাত্রের নাসিকা-মূল আবৃত করিয়া ছাই হাতের অপরাংশ তাহার কপালের উপর স্থাপন করিবে। পাত্রের ছাই পায়ের পাতা জোড়া হইয়া থাকিবে, আর কার্য্যকারক নিজের বাম পায়ের পাতা (উহাদের সম্মুখে লইয়া গিয়া) উহাদের সহিত এবং তাহার বাম ইঁটু পায়ের ইঁটুস্বরের সহিত স্পর্শসূক্ষভাবে স্থাপন করিয়া রাখিবে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, সে পাত্রের সহিত সকল প্রকার সন্তুষ্ণনীয় উপায়ে

পাত্রের মোহ নিদ্রা উৎপাদন

স্পর্শযুক্তভাবে অবস্থান করিবে। এই অবস্থায় কয়েক মিনিট অবস্থান করণাত্তর ডান হাত দ্বারা পাত্রের ঘাড়ের প্রাচি হইতে আরম্ভ করিয়া পিঠের উপর দিয়া মেরুদণ্ডের শেষ সীমা পর্যন্ত স্পর্শহীন ভাবে ক্ষুদ্র বা স্থানীয় পাস দিবে এবং বাম হাত দ্বারা মাঝে মাঝে তাহার কপাল, চক্ষু ও গাল অর্থাৎ মুখমণ্ডলের উপর এক একটি পাস দিবে। তারপর ইঁটুর স্পর্শ অপসারিত করিয়া তাহার মন্তকের পশ্চাতান্ত্বের নিয়ন্ত্রণ হইতে আরম্ভ করিয়া মেরুদণ্ডের শেষ সীমা পর্যন্ত একটি নিঃঘাস ফেলিবে।

যে পর্যন্ত পাত্রের চক্ষুর পাতা আংশিক ভাবে অবনত বা বন্ধ হইয়া তাহার শরীরে ঈষৎ কম্পন আরম্ভ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কার্যকারিক উক্ত প্রণালী প্রয়োগ করিতে থাকিবে। তৎপরে ডান হাতের বৃক্ষাঙ্গুলি দ্বারা আকর্ষণী স্পর্শ স্থাপন পূর্বক “গুম” বলিয়া তাহাকে চোখ বুজিতে আদেশ করিবে। যে পর্যন্ত তাহার শরীরে উক্ত কম্পন বর্দিত না হয়, এবং তাহার ফলে সে সমতা হারাইয়া দাঢ়াইয়া থাকিতে অসমর্থ না হয়, ততক্ষণ তাহাকে পুনরায় পাস দিতে থাকিবে। এই নিয়মটি প্রয়োগ করিবার সময় কার্যকারিক অত্যন্ত সতর্ক থাকিবে যে, যদি পাত্রের পিছনের দিকে পড়িয়া যাইবার উপক্রম হয়, তবে সে তৎক্ষণাত্ত তাহাকে দৃঢ়রূপে ধরিয়া রাখিবে। তখন সে নিজের হাত দ্রুইখানা পাত্রের পিঠের উপর স্থাপন করিলে সে স্থির হইবে। তৎপরে তাহার পিঠের উপর দ্রুই হাত দ্বারা পুনরায় পাস দিবে এবং তৎসঙ্গে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিবে যে, পাত্র তাহার হাতের প্রতি আকৃষ্ণ হইয়া পিছনের দিকে পড়িয়া যাটক। এরপ করিলে সে গভীর মোহ নিদ্রায় অভিভূত হইয়া সম্মোহনবিদের বাহুর উপর পড়িয়া যাইবে।

সম্মোহন বিষ্ণু

কার্য্যকারক এখন তাহাকে ঘরের মেঝেতে বা বিছানার উপর চিৎভাবে শোওয়াইবে। তৎপরে তাহার শরীরের উপর দীর্ঘ পাস দিবে এবং মাঝে মাঝে দক্ষণ বৃক্ষাঙ্গুলি দ্বারা তাহার নাসা-মূল চাপিয়া ধরিয়া “যুমাও”, “খুব যুমাও” ইত্যাদি বলিবে। ইহাতে কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাহার নিজে খুব গভীর হইবে। পরে পরীক্ষা দ্বারা তাহার নিজের গভীরতা স্থির করিয়া লইবে।

যদি এই নিজে পূর্ণ হয়, তবে পাত্র সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞান হইয়া পড়িবে এবং সে কার্য্যকারকের ইচ্ছাক্ষেত্রে অধীন হইয়া থাকিবে। কেহ কেহ ইহা জিজ্ঞাসা করিতে পারে যে, সে কতক্ষণ এই অবস্থার থাকিবে? তদ্ভুতে বলা যাইতে পারে, যদি তাহাকে এই অবস্থায় ফেলিয়া রাখা যায় এবং কোন তৃতীয় ব্যক্তি কোনরূপে তাহার শাস্তি ভঙ্গ না করে, তবে সে দুই হইতে আট ঘণ্টার মধ্যে, অথবা রাত্রিতে সে যতক্ষণ যুমায়, ততক্ষণ পরে স্বতঃই জাগ্রত হইয়া উঠিবে।

তৃতীয় নিয়ম

[মিঃ র্যাণ্ডেলের প্রণালী]

এক সময়ে একাধিক ব্যক্তিকে মোহ নিজের নিজিত অর্থাৎ মেস্মেরাইজ করিতে এই প্রণালীটি বিশেষ কার্য্যকর হইবে। পাত্রদিগকে এক শ্রেণীতে সারিবদ্ধ ভাবে চেয়ারে বসাইবে এবং মেই চেয়ারগুলির সম্মুখে ও পশ্চাতে একপ স্থান রাখিবে, যেন স্বিধাজনকভাবে তাহাদিগকে পাস দেওয়া যায়। অতোক পাত্র তাহার পার্শ্বস্থ অপর ব্যক্তির সহিত ইঁটু দ্বারা স্পর্শযুক্তভাবে অবস্থান করিবে; ইহাতে তাহাদের আকর্ষণী শক্তি

পাত্রের মোহ নিজা উৎপাদন

সমতা প্রাপ্তি হইয়া সম্পূর্ণ একটা জিনিষের মত হইবে। তাহাদের মাধ্যাগুলি সামনের দিকে নোরাইয়া রাখিবে এবং হাতগুলি তাহাদের ইঁটুর উপর স্থাপন করিবে। যখন সমস্ত ঠিক হইয়াছে এবং স্থানটি খুব নীরব হইয়াছে, তখন তাহাদিগকে হিঁর দৃষ্টিতে মনোযোগের সহিত শৌয় শৌয় নাসিকার অগ্রভাগের প্রতি তাকাইয়া ধাক্কিতে বলিবে। সঙ্গেহন-বিং তাহাদিগকে সেই সময়ে বুরাইয়া বলিবে যে, যখন তাহাদের চোখ বুজিবার ইচ্ছা হইবে, তখন ঘেন তাহারা বল পূর্বক উহাদিগকে খোলা রাখিবার চেষ্টা না পাইয়া, তৎক্ষণাত বন্ধ করিয়া ফেলে। এখন তাহাদের সম্মুখ দিয়া বরাবর চলিয়া যাইবে এবং তাহাদের প্রত্যেককে, মাথা হইতে আরম্ভ করিয়া ইঁটু পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে উপশম পাস দিবে এবং পশ্চাদিকে শাইয়া মাথার পিছন দিক হইতে আরম্ভ করিয়া পিঠের উপর দিয়া মেরুদণ্ডের শেষ সীমা পর্যন্ত পাস দিবে। একবার কি ছইবার একল করিবে এবং মাঝে মাঝে তাহাদের প্রত্যেকের নাসা-মূলে আকর্ষণী স্পর্শ সংযোগ করিবে।

উক্তক্রমে পাস দিবার সময় তাহাদের মাথা সামনের দিকে আরও বেশী ঝুইয়া পড়ে কি না, কার্য্যকারক সেই দিকে বিশেষ লঙ্ঘ্য রাখিবে। তাহাদের মধ্যে যাহার একল ভাব দৃষ্ট হইবে, কার্য্যকারক তাহার নিকট শাইয়া ডান হাতে বৃক্ষাঙ্গুলি দ্বারা তাহার নাসা-মূলে আকর্ষণী স্পর্শ স্থাপন পূর্বক অপর আঙ্গুলগুলি তাহার মাথার উপর রাখিবে। সে উক্ত বৃক্ষাঙ্গুলি দ্বারা মৌলায়েমভাবে অথচ দৃঢ়তার সহিত নাসা-মূলের নীচের দিকে চাপ দিবে এবং তাহাকে চোখ বুজিতে আদেশ করিবে। তৎপরে আরও একটি দৃঢ় চাপ দিয়া বলিবে, “যুমাও” এবং সেই সময়

সংশোহন বিষ্টা

তাহার মাথা উঠাইয়া চেয়ারের হেলান দিবার কাঁচি খণ্ডের উপর স্থাপন করিবে এবং ডান হাতের আঙুলগুলি যাহা তাহার মাথার উপর স্থাপিত ছিল, উহাদিগকে অপসারিত করিয়া তাহার যুথমগুলোর উপর স্কুদ্র পাস দিবে। বলা বাহ্য্য যে, তখন উক্ত আকর্ষণী স্পর্শ অপস্থত হইবে।

সকল পাত্রের উপরই এই প্রণালী প্রয়োগ করিবে, তবে তাহাদের মধ্যে যাহারা অধিক সংবেদ অগ্রে তাহাদিগকেই মনোনীত করতঃ ইহা প্রয়োগ করিবে। যাহাদের কেবল চক্ষু বজ্ঞ ও যুমের ভাব হইবে, তাহাদের উপর আরও কতকগুলি পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাদিগকে রাখিয়া অবশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি হয় উপেক্ষা প্রদর্শন করিবে, অথবা তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে বলিবে। তৎপরে যাহারা সংবেদ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, তাহাদিগকে আরও গভীররূপে নির্দিত করিতে প্রয়াস পাইবে। যতক্ষণ পর্যাপ্ত তাহারা এক এক করিয়া গভীর নিদ্রায় অভিভূত না হয়, ততক্ষণ তাহাদের উপর দৃঢ় সংকল্পের সহিত তাড়াতাড়ি বা সভেজভাবে পাস দিতে থাকিবে। তৎপরে সংশোহনবিঃ প্রথম ও দ্বিতীয় নিয়মোক্ত পরীক্ষা পাত্রের শরীরের শিথিল বা আল্গা ভাব অথবা চতুঃপার্শ্ব বস্ত, বিষয় বা ঘটনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচৈতন্য ভাব দ্বারা উক্ত নিদ্রার গভীরতার পরিমাণ উপলক্ষ করিতে সমর্থ হইবে।

চতুর্থ নিয়ম

(কান্তান জেমেসের প্রণালী)

সংশোহনবিঃ পাত্রকে খুব আরামের সহিত একখানা ইঞ্জি চেয়ারে বসাইবে বা বিছানার শোওয়াইবে। এখন সে পাত্রের মন্ত্রে দাঢ়াইয়া

পাত্রের মোহ নিদ্রা উৎপাদন

বা বসিয়া দুই হাতের আঙুলগুলি প্রসারণ করতঃ পাত্রের মাথার উপর স্থাপন করিবে। তৎপরে সে পাত্রের মাথার উপর হইতে আরম্ভ করিয়া শরীরের উপর দিয়া পা পর্যন্ত স্পর্শহীন দীর্ঘ পাস দিবে। এইরূপ কতকগুলি পাস দেওয়ার পর, হাতের আঙুলগুলির অগভাগ দ্বারা পাত্রের চক্ষু দুইটি লক্ষ্য করিবে (যেন সে, আঙুলগুলি দ্বারা চোখ দুইটিকে খোঁচা দিবে, এরপ ভাবে উহাদের মাথা চোখের সামনে ধরিয়া রাখিবে)। অনেক ক্ষেত্রে পাস অপেক্ষা ইহার কার্যকরী শক্তি অধিক হইয়া থাকে। প্রথম বৈঠকে ২০ মিনিট কাল এই সম্পূর্ণ প্রণালীটি প্রয়োগ করিলে পাত্রের সংবেদনামুসারে ইহা অন্নাধিক পরিমাণে ফলোৎপন্নান করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

যদি সম্মোহনবিহ একগ বোধ করে যে, পাত্রের যুমের ভাব হইয়াছে, তবে সে তাহার চক্ষু বজ্জ না হওয়া পর্যন্ত তাহাকে উভয়রূপে পাস দিবে; আর যদি তাহার চোখের পাতার কম্পন দৃষ্ট হয়, তবে তাহার চেষ্টা নিশ্চয় সফল হইবে বলিয়া বুবিবে।

কখন কখন পাত্রের কপালের উপর আন্তে আন্তে ফুঁ দিলে কিঞ্চিৎ একখানা হাত স্থাপন করিয়া রাখিলে নিদ্রা গাঢ় হইয়া থাকে। কিন্তু অপরিপক্ষ কার্যকারিক পাত্রের মাথা বা হৃদযন্ত্রের উপর আকর্ষণী শক্তি একাগ্রীভূত না করিয়া পাস দ্বারাই তাহাকে নিয়িত করিতে চেষ্টা পাইবে। যদি ২০ মিনিটের মধ্যে তাহার নিদ্রার কোন লক্ষণ প্রকাশ না পাও, তবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে যে, এই সম্পূর্ণ প্রণালীটি প্রয়োগ করিবার সময় সে, বিশেষ রকমের কোন অভ্যন্তরি বোধ করিয়াছে কিনা ? যদি বোধ করিয়া থাকে, তবে কি উহা পাসের সময়ই অধিকতররূপে

সম্মোহন বিষ্ণু

অনুভূত হইয়াছে ?—না আঙ্গুল গুলিকে চোখের উপর বা সমুখে ধরিয়া রাখার সময় তাহা হইয়াছে ? এই প্রশ্ন দ্বারা সম্মোহনবিং তাহাকে নির্দিত করিবার সর্বোৎকৃষ্ট প্রণালী অবগত হইতে পারিবে। যদি সে প্রথম বা পরবর্তী কয়েকটি বৈঠকেও বিশেষ আশাজনক কোন ফল উৎপাদন করিতে না পারে, তথাপি নিরাশ হইবে না। মোহ নিদ্রা উৎপাদন না করিয়াও বেদনা দূরীভূত, রোগ আরোগ্য বা সমধিক পরিমাণে প্রশংসিত করা থায়। অনেক পাত্র ধাহারা সপ্তাহের পর সপ্তাহ পর্যন্ত কার্য্যকারকের যথাসাধ্য চেষ্টা সহ্বেও ঘোষিত হয় নাই, শেষে তাহারা গভীর মেস্মেরিক নিদ্রায় অভিভূত হইয়া থাকে।

পঞ্চম নিয়ম

[মিঃ জেমস কৌটস্ এর প্রণালী]

পাত্রকে খুব আরামের সহিত একখানা চেয়ারে বসাইয়া সম্মোহনবিং তাহার সমুখে বা পাশে বসিবে বা দাঁড়াইবে। পাত্র তাহার চতুর্পার্শ্ব বস্ত, বিষয় বা বাপারের প্রতি উদাসীন থাকিয়া কার্য্যকারকের নিকট আত্মসমর্পণ করিবে। সে চক্ষু বস্ত না রাখিতে পারে, কিন্তু কার্য্যকারকের চোখের দিকে তাকাইয়াও থাকিতে পারে। সম্মোহনবিং পূর্বে তাহাকে বলিয়া রাখিবে যে, যদি তাহার অবসন্নতা, দৃষ্টি ক্ষীণতা, স্বাস্থ্যবিক ছর্বলতা, ঘুমের ভাব ইত্যাদি অনুভূত হয়, তবে যেন সে তাহা রোধ করিয়ার চেষ্টা না পাইয়া সেই ভাবেই থাকে।

তৎপরে সম্মোহনবিং সহজভাবে ও আরামের সহিত পাত্রের হাত দ্রুইথানা ৫৭ মিনিটের জন্য ধরিয়া থাকিবে। পাত্র ইচ্ছা করিলে তাহার

পাত্রের মোহ নিদ্রা উৎপাদন

হাত ছইখানা নিজের ইঁটুবয়ের উপরও বাধিতে পারে এবং কার্য্যকারক নিজের হাত ছইখানা পাত্রের হাত ছইখানার উপর অল্প জোরে চাপ দিয়াও স্থাপন করিতে পারে। যে পর্যন্ত তাহাদের উভয়ের হাতের মধ্যে উভাপের স্পষ্টতা কোন প্রভেদ অনুভূত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহারা উভক্রমে স্পর্শ যুক্ত ভাবে অবস্থান করিবে। সম্মোহনবিধি এখন পাত্রের নাসিকা-মূলে স্থির ও সতেজ দৃষ্টি স্থাপন পূর্বক, পাত্র মোহিত হটক একপ চিন্তা করিয়া ইচ্ছাক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে থাকিবে। তৎপরে সে পাত্রের হাতের উপর হইতে নিজের হাত ছইখানা আস্তে সরাইয়া লইয়া উহাদিগকে পাত্রের মাথার উপর ২৩ মিনিটের জন্য এমন ভাবে স্থাপন করিবে যেন, দক্ষিণ ও বাম তালুর গভীর স্থান দ্বয় যথাক্রমে পাত্রের কপালের বাম ও দক্ষিণ পার্শ্ব দ্বয় আবৃত করে এবং উভয় হাতের আঙ্গুল-গুলি মাথার বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে নিপত্তিত হয় এবং বৃক্ষাঙ্গুল ছাইটি নাসিকা-মূলে স্থাপিত হয়। কার্য্যকারক পাত্রের কপালের উভয় পার্শ্বে হাত দ্বারা আস্তে আস্তে চাপ দিলে ঐ স্থানের ধমনীর ভিত্তি দিয়া যে রক্ত মাথার দিকে সঞ্চালিত হয়, তাহা বাধা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এখন সম্মোহনবিধি পাত্রের মন্ত্র আরও বেশী পরিমাণে মেসমেরিক শক্তি দ্বারা আক্রান্ত করিবার জন্য তাহার সমস্ত মাথার চারিপার্শ্বে উপরের দিক হইতে আরম্ভ করিয়া নীচের দিকে) পাস দিবে। কার্য্যকারক আঙ্গুলের অগ্রভাগ দ্বারা তাহার চক্ষু ও কপালের ছাই পার্শ্ব লক্ষ্য করিয়া ধরিলে সে উক্ত শক্তি দ্বারা শীঘ্র আক্রান্ত হইয়া থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার চোখের পাতাগুলির কম্পন আরম্ভ না হয়, কিন্তু উহারা ভারী বা বন্ধ হইয়া না যায়, ততক্ষণ ত্রি পাস ও আঙ্গুলগুলির দ্বারা উভক্রমে আকর্ষণী

সম্মোহন বিষ্টা

শক্তি চালনা করিবে। কোন কোন ক্ষেত্রে পাত্রকে চঙ্গ বুজিতে বলিয়া নিয়ে গামী পাস দ্বারা উহাদিগকে বক্ষ করিয়া দিলে, শীত্র ফল লাভ হয়। কার্যকারক এই নিয়মগুলি সর্বত্র ধীরভাবে প্রয়োগ করিবে, কখনও তাড়াতাড়ি করিবে না। যখন পাত্রের উক্ত লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়াছে, তখন সম্মোহনবিঃ উভয় হাতের আঙ্গুলগুলি প্রসারণ করতঃ তাহার মাথা হইতে আরম্ভ করিয়া উভয় বাহুর ভিতর ও বাহিরের দিকের উপর দিয়া আঙ্গুল পর্যন্ত এবং তৎপর আবার কপাল হইতে আরম্ভ করিয়া নীচের দিকে পাকহলীর মূল ও ইঁটু পর্যন্ত, আন্তে আন্তে স্পর্শহীন স্থানীয় ও দীর্ঘ পাস দিবে। পাত্র বাহুতঃ নিদ্রাভিভূত না হওয়া পর্যন্ত উভয়রূপ পাস দিতে থাকিবে।

যদি সম্মোহনবিঃ প্রথম চেষ্টাতে কৃতকার্য্য না হয়, তবে সে উপর্যুক্তির কয়েকদিন তাহার উপর চেষ্টা করিবে এবং পরবর্তী চেষ্টাগুলি এমন ভাবে করিবে, যেন সে পূর্ণে কখনও অক্ষতকার্য্য হয় নাই। সে একবার কাহাকেও মোহিত করিতে পারিলেই তাহার শক্তি বৃদ্ধি পাইবে এবং ক্রমে ক্রমে সে অধিক সংখ্যক মোক মোহিত করিতে সমর্থ হইবে। সে পাত্রের নিদ্রার সম্মোহনক গ্রামণ পাওয়ার, তৃতীয় বৈঠক পর্যন্ত তাহার উপর কোন পরীক্ষা করিবে না। প্রত্যেক বৈঠকে তাহাকে কিছুক্ষণ নিদ্রা উপভোগ করিতে দিয়া, আন্তে আন্তে জাগ্রত্ত করিয়া দিবে; কখনও এই বিষয়ে তাড়াতাড়ি করিবে না। কারণ তাহা করিলে, সে হয়ত একটি উভয় পাত্রকে চিরকালের জন্য নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে। সে পাত্রের সম্মুখে বা পশ্চাতে দাঢ়াইয়া তাহার মুখ মণ্ডলের সামনে প্রথম আন্তে আন্তে, পরে তাড়াতাড়ি স্পর্শহীন ‘উর্ক্ষগামী

পাত্রের মোহ নিঙ্গা উৎপাদন

পাদ এবং তাহার কপালের উপর আস্তে আস্ত ফুঁ দিলে পাত্র, এই শুনিদ্বা
উপভোগ দ্বারা খুব বিস্ময়াবিষ্ট ও উপকৃত হইয়া জাগিয়া উঠিবে।

ষষ্ঠি নিয়ম

(মিঃ কলকুহন্ এর প্রণালী)

একটি বিশেষ প্রণালীতে হস্তসঞ্চালন (manipulation) দ্বারা
আকর্ষণী শক্তির চিকিৎসা (magnetic treatment) সম্ভব হইয়া
থাকে। ইহার ব্যবহারিক প্রণালী এই—উভয় হাতের তালু ও আঙু-
লের অগ্রভাগ দ্বারা রোগীর শরীরের এক দিক হইতে অপর দিকে অল্প
জোর পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে হয়। ইহা রোগীর মাথার উপর হইতে
আরম্ভ করতঃ ক্রমাগত উহার পুনরাবৃত্তি করিতে করিতে পা পর্যাস্ত লইয়া
আসিতে হয়। একবার এইরূপ করা হইলে পর, হাতখানাকে রোগীর
ছাই পার্শ্বের বাহিরে একবার ঝাড়িয়া ফেলিয়া পুনর্বার উহাদিগকে মাথার
উপর লইয়া গিয়া স্থাপন করিবে; কিন্তু তাহা করিতে উভয় হাতের তালু
বাংলের দিকে ও হাতের পিঠ রোগীর দিকে রাখিয়া, তাহার ছাই পার্শ্বের
বাহির দিয়া অক্ষ বৃত্তাকারে হাত ছাই খানাকে উপরের দিকে লইয়া ধাইতে
হইবে; অন্তর্থায় পূর্ব প্রদত্ত আঘাতের ক্রিয়া নষ্ট হইয়া ধাইবে। ইহার
বিপরীত ভাবে অর্থাৎ পা হইতে মাথা পর্যাস্ত উক্তক্রপে আঘাত করিলে
যে, উহা ফেবল নিম্নগামী আঘাতের ক্রিয়া নষ্ট করে তাহা নয়, বিশেষ
ভাবে উদ্বীগনীয় বা রোধ প্রবণ পাত্রদিগের ক্ষেত্রে ইহা প্রতিরোধিক বা
হানিজনক ভাবে কার্য্য করিয়া থাকে। যদি আমরা হাতের পিঠ দ্বারা

সম্মোহন বিষ্টা

পাস বা আঘাত করিতে চেষ্টা পাই, তবে সম্ভবতঃ ইহা রোগী বা পাত্রের শরীরে কোন ফলই উৎপাদন করিবে না।

যদি ইহা রোগীর শরীর স্পর্শ করিয়া দেওয়া যায়, তবে উহাকে “স্পর্শ যুক্ত হস্ত সঞ্চালন” আৰ স্পর্শহীন ভাবে করিলে উহাকে “স্পর্শহীন হস্ত-সঞ্চালন” বলে। স্পর্শযুক্ত পাস আবার দ্রুই প্রকার। যথা—জোৱা আঘাত ও মৃচ্ছ আঘাত। কঠিন স্পর্শযুক্ত হস্ত সঞ্চালন নিশ্চয়ই খুব প্রাচীন এবং অত্যন্ত সার্বজনীনভাবে ব্যবহৃত প্রণালী।

আমাৰ অভিজ্ঞতামূলক ইহা উপলক্ষ্মি হইয়াছে যে, স্পর্শহীন ও মৃচ্ছ স্পর্শ-যুক্ত হস্ত সঞ্চালন দ্বাৰা ইহা সৰ্বোৎকৃষ্ট ফল লাভ হইয়া থাকে। উভয় শ্ৰেণীৰ পাত্ৰ এবং সংৰেত রোগীদিগকে অন্ত কোন প্রকার চিকিৎসা করিলে, তাহাদেৱ আয়োজন ও মন্তিক্ষেৱ উত্তেজনা অগ্নায়কলপে উত্তেজক করিয়া থাকে। স্বতৰাং যদি পাসেৱ উদ্দেশ্য নিৰ্দ্বাকৰ্ষণ, বেদনা উপশম ও রোগ আৱোগ্য হয়, তবে ইহা অবশ্য পরিত্যাগ কৰিবে।

সপ্তম নিয়ম

[মিঃ ডিলুজ এৰ প্ৰণালী]

পাত্রকে একখানা চেয়াৱে যথা সম্ভব আৱামেৱ সহিত বসাইয়া সম্মোহনবিধি তাহাৰ সম্মুখে মুখামুখি হইয়া অপেক্ষাকৃত আৰ একখানা উচ্চ চেয়াৱে এমন ভাবে বসিবে যেন, তাহাৰ ইঁটুৰৰ কাৰ্য্যকাৱকেৱ ইঁটু ইঁটুৰ মধ্যে এবং কাৰ্য্যকাৱকেৱ পায়েৱ পাতা ইহাটি পাত্রেৱ দ্রুই পায়েৱ পাতাৰ মধ্যে স্থাপিত হয়। এখন পাত্ৰ সম্মোহনবিদ্বেৰ নিকট

পাত্রের মোহ নিজা উৎপাদন

আত্মসমর্পণ করতঃ চিন্তাশূন্য মনে অবস্থান করিবে। পাত্র নিজের শরীরে আকর্ষণী শক্তির ক্রিয়া পরীক্ষা করিতে উদ্গীব হইয়া মন বিক্ষিপ্ত করিবেনা এবং ভয় পরিত্যাগ করিয়া মোহিত হইবার জন্য আশান্বিত ভাবে অবস্থান করিবে এবং যদি আকর্ষণী শক্তি প্রয়োগের ফলে তাহার শরীরে ক্ষণিকের জন্য বেদনা জন্মায়, তথাপি সে নিরুৎসাহ বা উদ্বিগ্ন হইবেন। একাপে সমস্ত ঠিক হইয়া গেলে, কার্য্যকারক পাত্রের বাম ও দক্ষিণ বৃক্ষাঙ্গুলি ছুইটি যথাক্রমে নিজের দক্ষিণ বৃক্ষাঙ্গুলি ও অনামিকার মধ্যে এবং পাত্রের দক্ষিণ বৃক্ষাঙ্গুলি নিজের বাম বৃক্ষাঙ্গুলি ও অনামিকার মধ্যে এমন ভাবে স্থাপন করিবে, যেন তাহার বৃক্ষাঙ্গুলিদ্বয়ের ভিতরের দিক পাত্রের বৃক্ষাঙ্গুলি ছুইটির ভিতরের দিকের সঙ্গে সংলগ্ন থাকে। তৎপরে সে পাত্রের নাসা-মূলে স্থির ও অন্যর দৃষ্টি স্থাপন করিবে। কার্য্য-কারক এইরূপ স্পর্শযুক্ত অবস্থায় ছই হইতে পাঁচ মিনিট বা যতক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের বৃক্ষাঙ্গুলি ছুইটিতে সমান উভাপ অনুভূত না হইবে, ততক্ষণ উক্তাবস্থায় অবস্থান করিবে। তৎপরে কার্য্যকারক পাত্রের বৃক্ষাঙ্গুলি ছুইটি ছাড়িয়া দিয়া নিজের দক্ষিণ ও বাম হাতের কব্জী ছুইটি এমন ভাবে ঘূরাইবে, যেন তাহাদের ভিতরের দিক বাহিরের দিকে প্রকাশ পায়। পরে সে, এই হাত ছুইখানা পাত্রের মাথা অপেক্ষাও কিঞ্চিং উচ্চে উভোলন করিয়া পরে উহাদিগকে তাহার কাঁধের উপর এক মিনিটের জন্য স্থাপন করিবে। এখন উহাদের দ্বারা এই স্থান হইতে পাস আরম্ভ করিয়া স্পর্শযুক্তভাবে বাহুর উপর দিয়া আঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত আনিয়া শেষ করিবে (বলা বাহুল্য যে, কার্য্যকারকের দক্ষিণ ও বাম হাত যথাক্রমে পাত্রের বাম ও দক্ষিণ স্বন্দের উপর স্থাপিত হইবে, স্বতরাং

সম্মোহন বিষ্ণা

কার্যাকারককে ডান হাত দ্বারা পাত্রের বায় হাতের এবং বাম হাত দ্বারা পাত্রের ডান হাতের উপর স্পর্শযুক্ত পাস করিতে হইবে)। এইরূপে ৫৬টি পাস দিবে এবং প্রতিবারেই পাস শেষ হওয়ার পর, হাত ছাইখানা উহাদের নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপনের জন্য আনিতে পূর্ব কথিতরূপে পাত্রের শরীরের দ্বাই পার্শ্বের বাহির দিয়া লইয়া যাইতে হইবে। তৎপরে সম্মোহনবিং হাত ছাইখানাকে একটু সময় তাহার মাথার উপর শৃঙ্গে রাখার পর, এই স্থান হইতে আরম্ভ করতং তাহার মুখমণ্ডলের উপর দিয়া স্পর্শহীন ভাবে পাকস্থলীর মূলে এবং অপর আঙুল গুলিকে পাঁজরের নৌচে স্পর্শযুক্ত ভাবে স্থাপন করিবে। তৎপরে আবার সেখান হইতে হাত ছাইখানাকে নৌচের দিকে প। পর্যন্ত এবং অঙ্গবিধা বোধ না করিলে, পায়ের আঙুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত লইয়া আসিবে। বৈঠকের বেশী সময়ই এই প্রণালীটির পুনরাবৃত্তি করিবে। সম্মোহনবিং স্ববিধা বোধ করিলে, মাঝে মাঝে হাত ছাইখানা পাত্রের কাঁধের পিছনে স্থাপন করিবে এবং সেখান হইতে আবার আস্তে আস্তে পিঠের উপর দিয়া নিতুষ্ট দেশ পর্যন্ত এবং আবার সেখান হইতে উকুর উপর দিয়া ইঁটু পর্যন্ত এবং সেখান হইতে পায়ের পাতা পর্যন্ত লইয়া আসিবে। প্রথম পাসের পর পাত্রের মাথার উপর আর হাত স্থাপনের আবশ্যকতা নাই। উহার পরবর্তী পাসগুলি পাত্রের বাহির উপর করা যাইতে পারে। যদি আধ ষষ্ঠার ধার্থে কোন ফল না হয়, অর্থাৎ পাত্র নির্দিত না হয়, তবে বৈঠক ক্ষান্ত করিবে এবং দুই-তিন বৈঠক পর্যন্ত পাত্রের উপর এই প্রণালী গ্রহণের ক্ষেত্রে ইহার মধ্যেই সাক্ষ্য লাভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

পাত্রের মোহ নিন্দা উৎপাদন

কেহ কেহ ইহাকে খুব ধীর প্রণালী বলিয়া মনে করিতে পারেন,
তথাপি ইহা মেস্মেরাইজ করিবার পূর্বাতল নিয়ম শুণির একটি সুস্পষ্ট
আদর্শ এবং ইহা দ্বারা উৎকৃষ্ট ফল লাভ হইয়া থাকে। অদম্য অধ্যবসায়
সহিষ্ণুতা, ধীরতা ও নিয়ত শ্রমশীলতার সহিত কার্য্য করার অভ্যাস না
থাকিলে কখনও উচ্চ শ্রেণীর কার্য্যকারক হওয়া যায় না।

নবম পাঠ

মোহ নিদ্রায় মায়া ও ভ্রম উৎপাদন

পাত্র মেসমেরিক্ নিদ্রায় অভিভূত হওয়ার পর, তাহার মনে হিপ্পো-টিজমের শায় নানা প্রকার মায়া ও ভ্রম উৎপাদন করিবার প্রয়োগ পাইবে। যখন বুঝিতে পারিবে যে, সে মোহ নিদ্রায় তৃতীয় স্তরে উপনীত হইয়াছে, তখন সম্মোহনবিং স্বীয় মনের সহিত তাহার মনের ঐক্য বৃদ্ধি করিবার জন্য পাস ও আদেশ দ্বারা তাহার নিদ্রা আরও একটু গভীর করিয়া তাহাকে ঐ অবস্থায় একটু সময় থাকিতে দিবে, পরে তাহাকে চক্ষু খুলিতে বলিয়া অর্দ্ধ সজ্ঞানাবস্থায় আনিবে। এই অবস্থায় তাহাকে স্পর্শ করিলে বা তাহার সহিত কথা-বার্তা কহিলেই সে অর্দ্ধ-সজ্ঞান হইবে। তখন বাহু দৃষ্টিতে তাহাকে সজাগ বলিয়া বোধ করিলেও সে অর্ধ-মোহ নিদ্রাচ্ছন্ন বলিয়া বুঝিবে। এই অবস্থায়ই কার্য্যাকারক তাহার মনে পঞ্জ-জ্ঞানেন্দ্রিয়ের নানা প্রকার মায়া ও ভ্রম সৃষ্টি করিবে।

ইচ্ছাশক্তি পূর্ণ মানসিক আদেশ দ্বারাই মায়া সৃষ্টি করিবে; কিন্তু যদি আবশ্যিক হয়, তবে উহার সহিত খুব অল্প কথায় দুই-একটি মৌখিক আদেশও প্রদান করা যাইতে পারে। যে বস্তু বা বিষয় স্মরণে মায়া জন্মাইতে ইচ্ছা করিবে, তাহা অগ্রে খুব একাগ্র মনে চিন্তা করতঃ পাত্রের মনে প্রেরণ করিবে অর্থাৎ উক্ত চিন্তা বা ভাবটি তাহার মনে প্রতিফলিত হউক এবং ইচ্ছা করিবে। কার্য্যাকারক স্মৃতিধা মনে করিলে তজ্জন্ম হিপ্পোটিজমের প্রণালীও অবলম্বন করিতে পারে। এক টুকরা গোলাকার পিস্বোর্ড, মোটা কাগজ বা একটা গাছের পাতা লইয়া

ମୋହ ନିଦ୍ରାୟ ମାୟା ଓ ଭ୍ରମ ଉତ୍ପାଦନ

ଉହାକେ ଲୁଚି ବଲିଯା ଏକଟୁ ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିଯା, ପରେ ଇହା ପାତ୍ରେର ହାତେ ଦିଲା ବଲିବେ—“ଏହି ଦେଖ, ଏକଥାନା ମୁହଁରୁ ଲୁଚି ! ଏହି ଲୁଚିଥାନା ଥାଇଯା ଫେଲ !” କିମ୍ବା ତାହାର ସାମନେ ଏକଥାନା ଲାଟି ବା ଏକଗାଛା ଦକ୍ଷି ଫେଲିଯା ରାଖିଯା ଉହାକେ ସାପ ବଲିଯା ଏକଟୁ ଚିନ୍ତା କରାର ପର ବଲିବେ— ଏହି ଦେଖ, ତୋମାର ମୟୁଖେ ମତ ଏକଟା ସାପ ପଡ଼ିଯା ରହିଯାଛେ !” ଅଥବା ତାହାର ଦୀତେର ବେଦନା ହିଁଯାଛେ ଏକମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିଯା ନିଜେର ହାତ ଦ୍ୱାରା ତାହାର ଗାଲେର କୋନ ଏକ ସ୍ଥାନେ ଟିପିଯା ଦିଯା ବଲିବେ—“ତୋମାର ଏହି ସ୍ଥାନେର ଦୀତ ଶୁଣିତେ ବଡ଼ ବେଦନା ହେଁଥେ,—ତୋମାର ବଡ଼ ସଞ୍ଚାର ବୌଧ ହଚେ !” ଇତ୍ୟାଦି । ଏହି ରୂପ ଇଚ୍ଛାମାତ୍ର ତାହାର ମନେ ଯେ କୋନ ପ୍ରକାର ମାୟା ଶୃଷ୍ଟି କରିତେ ପାରା ଯାଏ । ଉତ୍ପାଦିତ ମାୟାଟି ତାହାର ମନ ହଇତେ ବିଦୂରିତ କରିତେ ଏକାଗ୍ରମନେ ଏହିରୂପ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ଉହା ଦୂରୀଭୂତ ହଟକ । ଆବଶ୍ୟକ ହଇଲେ ତ୍ୟଙ୍କେ “ମେରେ ଗେଛେ—ସବ ମେରେ ଗେଛେ” ବଲିଯା ମୌଖିକ ଆଦେଶ ଓ ଦେଓଯା ଯାଏ । ତ୍ୟଙ୍କେ ତାହାର ମନେ ଭ୍ରମ ଶୃଷ୍ଟି କରିବେ । ତଜ୍ଜନ୍ତ ତାହାକେ କମେକଟି ପାସ ଦ୍ୱାରା ଆରା ଗଭୀର ନିଦ୍ରାୟ ଅଭିଭୂତ କରଣୀୟର ଏହି ଅବଶ୍ୟକ କିଛୁକ୍ଷଳ ଧାରିକିତେ ଦିବେ । ଇହାତେ ତାହାର ମନେର ସହିତ ପାତ୍ରେର ମନେର ତ୍ରିକ୍ୟ ଆରା ବର୍ଦ୍ଧିତ ହିଁବେ ଏବଂ ତାହାର ମନ ମହଜେଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରକେର ମାନାସକ ଆଦେଶେର ସାଡା ଦିବେ । ଏହିକ୍ଷଣ ତାହାକେ ଚକ୍ର ଖୁଲିତେ ବଲିଯା ପୂର୍ବେର ହାୟ ଅର୍ଦ୍ଧ ମଜ୍ଜାନାବହ୍ୟ ଆନନ୍ଦନ କରିବେ । ତ୍ୟଙ୍କେ ଯେ ଭମଟି ଶୃଷ୍ଟି କରିତେ ଇଚ୍ଛା କରିବେ, ତାହା ଖୁବ ଏକାଗ୍ରମନେ ଚିନ୍ତା କରିଯା ପୂର୍ବେର ହାୟ ତାହାର ମନେ ପ୍ରେରଣ କରିବେ । ସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟକାରକ ତାହାକେ ବୀଦର ନାଚ ଦେଖାଇତେ ଇଚ୍ଛା କରେ, ତବେ ମେ ନିଜେର ମନେ ତ୍ରିକ୍ୟ ଏକଟି ଚିତ୍ର କଲନ୍ତି କରିଯା ତାହାର ମନେ ଉହା ପ୍ରେରଣ କରିବେ ଏବଂ ତ୍ୟଙ୍କେ ତାହାକେ ନିମୋକ୍ଷ

সম্মোহন বিষ্টা

রূপ কিছু জিজ্ঞাসা করিবে—তুমি কি “তোমার সামনে যে কয়েকটা বাঁদর নাচিতেছে, তাহা তুমি কি দেখিতে পাইতেছ ?” যদি সে সম্ভতি-সূচক উক্তর দিতে ইতস্ততঃ করে, তবে তাহার সম্মুখে অঙ্গুলি নির্দেশ পূর্বক বলিবে—“এই দেখ বড় বাঁদরটা, এই দেখ বাঁদরীটা ; আর ঐ যে উহাদের বাঁচাণগুলি !” দেখত, উহারা কেমন তালে তালে অঙ্গ ভঙ্গী করিয়া নাচিতেছে ?” ইত্যাদি। যদি সে তাহাকে মেঘ গর্জন শুনাইতে ইচ্ছা করে, তবে মেঘাবৃত আকাশ ও মেঘ গর্জনের একটি চিত্র স্বীয় মনের মধ্যে আঁকিয়া উহা তাহার মনে প্রেরণ করিবে এবং উক্তরূপ ছাই একটি মৌখিক আদেশ দ্বারা ঐ ভাব তাহার মনে শুল্পষ্ঠক্রমে ফুটাইয়া তুলিবে এবং তাহার কর্ম প্রবৃত্তি জাগাইবে ।

এই অবস্থায় সম্মোহনবিং পাত্রের অভ্যাসারে নিজের মুখে মিষ্ট টক, ঝাল, তেঁতো ইত্যাদি কোন রসের আশ্বাদন করিলে, কিম্বা নিজের শরীরের কোন স্থানে চিম্টি কাটিলে বা স্থচ বিধাইলে পাত্র স্বীয় জিহ্বাতে সেই স্বাদ বা তাহার শরীরের সেই স্থানে উক্ত আঘাত জনিত যন্ত্রণা অন্তর্ভুব করিতে পারে । এখন তাহার মন্তকের উপর বা উহার পশ্চাতে (তাহাকে না দেখাইয়া) কোন জিনিষ ধরিলেও সে উহার নাম বলিয়া দিতে পারে । পাত্র খুব সংবেদ্ধ না হইলে এবং গভীর নিদ্রাগত হইয়া সম্মোহনবিদের মনের সহিত তাহার মনের দৃঢ় এক্ষণ্য স্থাপিত না হইলে, এই শ্রেণীর পরীক্ষায় বিশেষ সাফল্য লাভ হয় না ।

পাত্রের মনে কয়েকটি অম জন্মাইবার পর, তাহাকে পুনরায় নির্দিত করিবে এবং কিছুক্ষণ পরে কয়েকটি উর্কগামী পাস ও কপালের উপর ঠাণ্ডা বাতাস বা ঝুঁ দিয়া তাহাকে জাগ্রত করিয়া দিবে ।

ଦଶମ ପାଠ

ପାତ୍ରେର ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ବିକାଶ କରଣ

ମୋହିତ ବାକ୍ତିର ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ମ ବିକାଶ କରିଲେ ସମ୍ମୋହନବିଂ ହିପ୍ପୋଟିଜମେର ଅଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ ନା କରିଯା ମେସମେରିଜମେର ସାହାର୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । କାରଣ ହିପ୍ପୋଟିକ୍ ନିନ୍ଦାପେକ୍ଷା ମେସମେରିକ ମୋହ ନିନ୍ଦା ସ୍ଵଭାବତଃ ଗାଡ଼ତର ହୟ ବଲିଯା ଉହାତେ ପାତ୍ରେର ବାହୁଜାନ (objective consciousness) ସମ୍ବଧିକ ପରିମାଣେ ଲୋପ ପାଇ ଏବଂ ତାହାର ଅନ୍ତର ଚିତ୍ତ (subjective consciousness) ସଜାଗ ହଇଯା ଉଠେ । ଏହି ଅନ୍ତର ଚିତ୍ତ ହଇତେଇ ମାନବ ମନେର ନାନା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହୟ । ମେସମେରିଜମେର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତର, ସାହା ଆତ୍ମିକାବସ୍ଥା ବଲିଯା ଥାତ, ହିପ୍ପୋଟିଜମେର ଅଣାଳୀତେ କଥନ୍ତି ତାହା ଉତ୍ପାଦନ କରା ସାର ନା ।

ସେ ସକଳ ବାକ୍ତିର ଆତ୍ମିକ ସଂବେଦନ ଅଧିକ, ତାହାଦେର ମଧ୍ୟ ହଇତେ ଏକଟି (ପୁରୁଷ ବା ମ୍ଳୀ) ପାତ୍ର ଲାଇଯା ତାହାର ଶକ୍ତି ବିକାଶର ଚେଷ୍ଟା ପାଇବେ । ସେ ସଂବେଦ୍ଧ ନୟ, ତାହାର ଉପର ଚେଷ୍ଟା କରା ବୁଝା । ମନୋନୀତ ପାତ୍ରେର ବସନ୍ତ ୧୫ ହଇତେ ୨୫ ବ୍ୟସରେର ମଧ୍ୟେ ହଇବେ ଏବଂ ସେ ଆଶ୍ଵାବାନ ଓ ସଂସଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ତାହାର ନୈତିକ ଚରିତ୍ର ଉନ୍ନତ ହଇବେ । ୧୫ ବ୍ୟସରେର କମ ଏବଂ ୨୫ ବ୍ୟସରେର ଅଧିକ ବସନ୍ତ ବାକ୍ତିଦିଗେର ମଧ୍ୟେ କଥନ କଥନ ଏହି ସକଳ ଶକ୍ତି ବିକାଶ କରିଲେ ପାରା ଗେଲେଓ, ଉହାଇ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଉପ୍ୟୁକ୍ତ କାଳ । କେହ କେହ ବଲେନ, ପୁରୁଷ ପାତ୍ରଗଣେର ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଲାଭ ହିଲେ ତାହାରୀ ତଥାରା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ବିଷୟ-କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମାଧାନେର ବେଶୀ ଉପ୍ୟୁକ୍ତ

সম্মোহন বিষ্টা

হয়, আর স্তু পাত্রিগণ উহা দ্বারা প্রত্যাদেশ ও অন্তর্দৃষ্টি সম্বলেই অধিক শ্বেগ্যতা প্রদর্শন করিয়া থাকে। এই মত অভাস্ত বলিয়া বৌধ হয়না। কারণ পাত্রিগণের দ্বারা ও নানাবিধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আবিষ্কার ও বিষয়-কর্ষ সংক্রান্ত অনেক প্রশ্নের সমাধান হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

পাত্র সংগ্রহ হইলে পর কার্যকারিক তাহাকে এইরূপ বলিবে, “আমি এখন তোমার আত্মিক শক্তি—চিন্তা-পঠন, দিবাদৃষ্টি ইত্যাদি বিকাশের অন্ত তোমাকে গভীরতর মোহ নিদ্রায় নিদ্রিত করণাত্মক নানা একার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব। আমার ফোন একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পর, তোমার মনে প্রথম যে ভাবটি উদয় হইবে, বা তুমি অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা যাহা প্রথম দেখিতে বা বুঝিতে পাইবে, তুমি তাহাই করিবে বা উত্তর স্বরূপ আমাকে বলিবে। যদি তুমি তাহা না করিয়া অন্ত কিছু বল বা কর, তবে তাহা ভুল হইবে এবং আমাদের চেষ্টা বিফল হইবে।” একপ উপদেশ দেওয়ার পর, তাহাকে মেসেদেরাইজ করতঃ তৃতীয় স্তরে আনন্দন করিবে। যখন সে উক্তাবস্থায় আসিয়া নানা একার মায়া ও অমের অধীন হইয়াছে, তখন তাহাকে ৪ৰ্থ স্তরে পৌছাইবার প্রয়াস পাইবে। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, এই স্তরের বিকাশ মস্তুর্গিপে পাত্রের আত্মিক ক্ষমতার (psychic ability) উপর নির্ভর করে বলিয়া, কার্যকারিক শ্বীঘ্র শক্তি দ্বারা কোন পাত্রকেই এই অবস্থায় আনন্দন করিতে পারে না—কেবল গভীর নিদ্রা উৎপাদন করতঃ তাহার সাহায্য করিতে পারে মাত্র। স্বতরাং সে উপর্যুক্ত পরিমাণে পাস, আকর্ষণী স্পর্শ, মোহিনী দৃষ্টি ও ইচ্ছা শক্তির প্রয়োগ দ্বারা পাত্রের নিদ্রা তাহার

পাত্রের আঘির শক্তি বিকাশ করণ

সাধা মত গভীর করিতে প্রয়াস পাইবে। কিছুক্ষণ উহাদিগকে প্রয়োগ করার পর, যখন উক্ত স্তরের লক্ষণগুলির দ্রুই-একটি প্রকাশ পাইতে থাকিবে, তখন সে আরও বেশী উৎসাহের সহিত, সম্পূর্ণ লক্ষণগুলি প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত উহা করিবে। পরে যখন সে ঐ স্তরে পৌছিবাছে বলিয়া বোধ হইবে, তখন তাহাকে আধ ঘটা বা এক ঘটা কাল ঐ ভাবে রাখিয়া আস্তে আস্তে জাগ্রত করিয়া দিবে; এই অবস্থা হইতে কথনও তাহাকে তাড়াতাড়ি জাগাইবার চেষ্টা করিবেন। কারণ এই সময় তাহার চক্ষুর মণি উল্টা ভাবে (উল্টায়া গিয়া) কপালের নীচে অবস্থিত থাকে বলিয়া, উহাদের স্বাভাবিকাবস্থায় কিরিয়া আসিতে একটু সময়ের আবশ্যক হয়।

এই স্তরে উপনীত পাত্রকে দ্রুই-তিনি বৈঠক পর্যন্ত কোন পরীক্ষা করিবেন; তৎপরিবর্তে প্রতি বৈঠকেই কিছুক্ষণ তাহার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতঃ তাহাকে জাগ্রত করিয়া দিবে। তাহাতে এই অবস্থার সহিত সে স্বপ্নরিচিত হইবে এবং কার্যকারকের মনের সহিত তাহার মনের গ্রিক্য ও খুব বৃদ্ধি পাইবে। আর তাড়াতাড়ি ফল লাভের জন্য ব্যন্ত হইয়া প্রথম বা দ্বিতীয় বৈঠকেই কোন পরীক্ষা করার চেষ্টা পাইলে যদি সে উহাতে বিরক্ত হইয়া উঠে, তবে তাহার সহিত সাফল্য লাভের কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। অতএব এই ক্ষেত্রে সম্মোহনবিদকে খুব ধীরতা ও স্ববিবেচনার সহিত কার্য করিতে হইবে।

চতুর্থ বৈঠকে পাত্র এই স্তরে উপনীত হওয়ার পর, তাহার নাসা-মূলে আকর্ষণী স্পর্শ ও মেহিনী দৃষ্টি স্থাপন পূর্বক তাহাকে নিম্নোক্তরূপ দ্রুই-একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে—“তুমি কি এখন বেশ ভাল বোধ

সংশোহন বিষ্ণা

করিতেছ ?” কিন্তা, “তুমি কি আমার কার্য-প্রণালী সম্বন্ধে আমাকে কোন উপদেশ দিবার অবস্থায় পৌছিয়াছ ?” অথবা, “তুমি কি এখন চিন্তা-পঠন বা দিব্যদৃষ্টি সহকীয় কোন পরীক্ষার জন্য গুরুত আছ ?” এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পর তাহার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিবে। যদি তাহার উত্তর দিতে বিলম্ব হয়, তবে উহাদের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি দ্বারা তাহার শাস্তি ভঙ্গ করিবে না। কারণ তাহাতে সে বিরক্ত হইতে পারে। আর যদি মে আর্দ্দে কোন উত্তর না দেয়, তবে সে তখনও গভীর মোহ নির্দ্রাছন্ন হয় নাই বলিয়া বুঝিবে। স্মৃতরাঙ তখন তাহাকে আরও কয়েকটি পাস দিবে এবং পুনর্বার ঐরূপ প্রশ্ন করিবে। অনেক সময় পাত্র কার্যকারীকের এই সকল প্রশ্নের উত্তরে, যে প্রণালীতে কার্য করিলে তাহার নিজে গাঢ়তর বা তাহার শক্তি বিকশিত হইবে, তাহা বলিয়া দিয়া থাকে। কার্যকারক পাত্রের নিকট হইতে ঐরূপ কোন উপদেশ পাইলে, সে অবগ্নি তদনুযায়ী কার্য করিবে; তাহাতে সে সহজে সাফল্য লাভে সমর্থ হইবে। পাত্র উক্ত প্রশ্নগুলির সম্বত্তি স্থচক জবাব দিবার পর, প্রথম তাহার উপর চিন্তা-পঠন বিষয়ক পরীক্ষার চেষ্টা পাইবে।

পাত্রের চিন্তা-পঠন শক্তি বিকাশ করণ

এই বিষয়ের পরীক্ষা আরম্ভ করিবার পূর্বে সংশোহনবিঃ পাত্রকে বলিয়া রাখিবে যে, সে (নিজে) ১ হইতে ৯ পর্যন্ত সংখ্যাগুলির মধ্যে কোন একটি সংখ্যা চিন্তা করিবে এবং তাহাকে (পাত্রকে) তাহা বলিয়া দিতে হইবে। তৎপরে সে নিজের ইচ্ছামত কোন একটি সংখ্যার চির মনের মধ্যে আঁকিয়া একপ ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিবে যে, ‘‘ গ্রি সংখ্যা’’র চিত্রটি

পাত্রের আত্মিক শক্তি বিকাশ করণ

পাত্রের নামা-মূলের মধ্য দিয়া তাহার মনে প্রবেশ করুক। এই সঙ্গে তাহার কপালের উপর ও উহার উভয় পার্শ্বে হাতখানা একবার আস্তে চালনা করিবে ও মনে করিবে যে, এই পাস দ্বারা তাহার মনে প্রেরিত চিন্তাটির প্রবেশের সাহায্য হইতেছে। এই সময় কার্য্যকারক মুহূর্তের জগ্নও অন্তমনষ্ঠ হইবেন।; অগ্রথায় পরীক্ষাটি পুনরায় আরম্ভ করিতে হইবে। মোহিত বাত্তি ঐ সংখ্যাটি বলিতে পারিলে, এই রকমের আরও কয়েকটি পরীক্ষা করিবে। পাত্র এই পরীক্ষাগুলিতে কৃতকার্য্য হওয়ার পর, কার্য্যকারক অপেক্ষাকৃত কঠিন বিষয়,—হই বা তিনি সংখ্যার একটি রাশির চিত্র লইয়া পরীক্ষা করিবে এবং যখন সে তাহাও বলিতে পারিবে, তখন কার্য্যকারক একটি অঙ্গর, শব্দ, বাক্য বা কোন পুস্তকের অংশ বিশেষ ও পরীক্ষার জগ্ন মনোনীত করিতে পারে। পাত্র এই শেষোক্ত পরীক্ষা গুলিতেও কৃতকার্য্য হইলে, তখন সে নানা বিষয়ের জটিল চিন্তা সকলও বলিয়া দিতে সমর্থ হইবে।

তৎপরে সঞ্চোহনবিধি ঘরের কোন একটা জিনিয় মনোনয়ন পূর্বক স্বীয় চিন্তা-শক্তি (thought-power) দ্বারা পাত্রকে চালনা করতঃ তাহা বাহির করিবার চেষ্টা পাইবে। এই পরীক্ষায় সে পাত্র হইতে দূরে অবস্থান পূর্বক চিন্তা প্রেরণ করিবে, আর পাত্র মোহ নিদ্রার অবস্থাতেই ঐ শক্তি দ্বারা চালিত হইয়া মনোনীত বস্তুটি বাহির করিয়া দিবে। বলা বাহুল্য যে, পাত্র মোহ নিদ্রাচ্ছন্ন থাকিলেও সে নির্দিষ্ট স্থানে গমন পূর্বক মনোনীত বস্তুটি অনায়াসে বাহির করিয়া দিতে পারিবে। কার্য্যকারক চিন্তা প্রেরণের পর, যখন পাত্র তাহার চিন্তাহৃষ্যাগ্রী পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন সে (কার্য্যকারক) মুহূর্তের জগ্নও অন্তমনষ্ঠ হইবে না;

সম্মোহন বিষ্টা

যদি তখন তাহার চিন্তা-স্মৃতি ছিল হইয়া যায়, তবে পাত্র চলিতে চলিতে হঠাৎ থামিয়া যাইবে, এবং পুনরায় উহার ঠিক ভাবে প্রেরণ না হওয়া পর্যাপ্ত সেইখানেই দাঢ়াইয়া থাকিবে। এই শ্রেণীর পরীক্ষার পূর্বেও কথিত নিয়মে পাত্রের কপালের উপর পাস দিতে হয়।

পাত্রের দিব্যদৃষ্টির বিকাশ করণ

সম্মোহনবিং পাত্রের চিন্তা-পঠন শক্তির সন্তোষজনক প্রয়োগ পাইবার পর, তাহার দিবাদৃষ্টি বিকাশের প্রয়োগ পাইবে এবং তজ্জন্ম সে উচ্চ অগলীয় অবলম্বন করিবে। কিন্তু চিন্তা-পঠনের পরীক্ষার সময় ষেমন সে স্বীর চিন্তা দ্বারা পাত্রকে ঢালিত করিয়াছে, দিবাদৃষ্টি বিকাশ করিতে কদাপি তাহা করিবে না। চিন্তা-পঠনে পাত্র কার্য্যকারক বা অপরের ঘনের ভাব ভাড়িত বার্তার আবির্গ গ্রহণ করতঃ উহা প্রকাশ বা কার্য্য পরিণত করিয়া থাকে, আর দিবাদৃষ্টিতে সে জড় দর্শনেজ্ঞের সাহায্য ব্যতিকেকে নিকট বা দূরের বস্ত বা ঘটনা মনস্তক দ্বারা দর্শন বা প্রতাঙ্গ করিয়া থাকে। অতএব চিন্তা-পঠনে সে যদ্রে আবির্গ পরাধীন, আর দিবাদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ স্বাধীন। এই জ্ঞেত্রে কার্য্যকারক তাহার কাছে জিজ্ঞাস্ত মাত্র। চিন্তা-পঠন পরীক্ষার সময় কার্য্যকারক চিন্তাযুক্ত মনে রহিয়াছিল, এখন তাহাকে ত্বরিপরীত ভাবে অর্থাৎ ভাবনা-শূন্ত মনে (with a blank mind) অবস্থান করিতে হইবে; অগ্রথায় সে পাত্রের নিকট হইতে যথার্থ সংবাদ অবগত হইতে পারিবে না। কারণ সে যদি পাত্রকে কোন প্রক জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার নিকট হইতে নিজের মনের মত একটি উচ্চর পাইবার জন্ম আশান্বিত থাকে, তবে তাহার সেই মনোভাব বা চিন্তা

পাত্রের আভিক শক্তি বিকাশ করণ

মানসিক আদেশের হাঁয় তাহার (পাত্রের) মনে প্রবেশ করিবে এবং সে (পাত্র) সম্মোহন জিজ্ঞানের বিধি অঙ্গসারে তাহাই বলিতে বাধ্য হইবে । দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যদি কার্যকারিক নিজের হাতে একটা টাকা রাখিয়া পাত্রকে একপ জিজ্ঞাসা করে, “বলত আমার হাতে কি রহিয়াছে ?” এবং পাত্র উহার উত্তরে “টাকাই” বলিবে একপ চিন্তা করে, তবে সে তাহাই বলিতে বাধ্য হইবে । অতএব কার্যকারিক তাহাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া সম্পূর্ণশূন্য মনে তাহার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিবে ; যদি সে উপযুক্ত অবস্থায় পৌছিয়া থাকে, তবে সে স্বীয় আজ্ঞাবোধ (intuition) হইতে যাহা উত্তর দিবে, তাহা ঠিক হইবে । স্ফুরণ কার্যকারিক এই সময় তাহাকে যে সকল বিধম জিজ্ঞাসা করিবে, তাহা সর্বোত্তমভাবে প্রশ্নবোধক হইবে ; কখনও আদেশাত্মক কোন ভাব উহাতে ধারিবে না । সময় সময় দক্ষ সম্মোহনবিদগণেরও প্রশ্নের এই দোষে আভিকাবস্থায় উপনীত পাত্রের প্রদত্ত উত্তরও মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয় ।

পাত্র খুব গভীর মোহ নিদ্রায় অভিভূত হওয়ার পর কার্যকারিক তাহার মুখ্যমন্ত্রের উপর কয়েকটি পাস দিয়া জিজ্ঞাসা করিবে—“তুমি কি এখন (তোমার চক্ষু বন্ধ অবস্থায়) আমাকে দেখিতে পাইতেছ ?” কিন্তু “আমার হাতে কি আছে, তাহা কি তুমি বলিতে পার ?” যদি সে সম্মতি স্বচক উত্তর দেয়, তবে তাহার উপর নিম্নোক্ত পরীক্ষাগুলি সংশ্লিষ্ট করিবার প্রয়াস পাইবে । আর যদি সে উত্তর না দেয়, বা অস্বীকার করে, তবে তাহার নিজে আরও গভীর করতঃ আবার ঐ প্রশ্ন করিবে । পাত্রের নিজে যখনই গভীর হইতে গভীরতর করিবার

সম্মোহন বিষ্ট।

আবশ্যক হইবে, তখনই “যুম—গভীর নিদ্রা—গাঢ় নিদ্রা” এইরূপ ছই-একবার মৌখিক আদেশ এবং তৎসঙ্গে পাস দিবে। তৎপরে তাহার সম্মতি স্থচক উত্তর পাওয়ার পর, কার্য্যকারক একথানা হাত নিজের মাথা, গলা, বুক, কাঁধ বা অন্ত কোন স্থানে রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিবে—“বলত, আমার হাত থানা এখন কোথায় রহিয়াছে ?” যদি সে ঠিক উত্তর দিতে সমর্থ হয়, তবে তাহার উপর এই মত আরও কতকগুলি পরীক্ষা করিবে। এক্লপ অভ্যাস দ্বারা তাহার শক্তি আরও শ্ফুরিত হইলে, কার্য্যকারক ঐ ঘরের এক স্থান হইতে অগ্রসনে গমন কিম্বা অঙ্গ প্রতাঙ্গের কোন প্রকার চালনা করিলে, সে তাহা বলিয়া দিতে পারিবে। এখন কাহার ঘড়িতে কয়টা বাজিয়াছে ?” মেই স্থানে কয়জন লোক উপস্থিত আছে ? কোন ব্যক্তির নিকট কি কি জিনিষ রহিয়াছে ? উপস্থিত ব্যক্তিদের পোষাক-পরিচ্ছন্দ কিরূপ ? ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিবে। যখন সে এই সকল প্রশ্নেরও ঠিক উত্তর দিতে পারিবে, তখন তাহার শক্তির বেশ শ্ফুরণ হইয়াছে বলিয়া বুঝিবে। এখন সে পাশের ঘরে বা বাড়ীতে কিম্বা রাস্তার উপর কি ঘটিতেছে না ঘটিতেছে, তাহাও যথার্থক্রমে বলিয়া দিতে পারিবে। তৎপরে সে দূর—দূরান্তের বস্ত, বিষয় বা ঘটনা ও সর্বিস্তারে ঠিকরূপে বর্ণনা করিতে সমর্থ হইবে। স্থানের দূরত্ব বা মধ্যাবর্তী পদার্থ সকলের বিশ্মানতা বা অবস্থিতি, আর তখন তাহার শক্তির বাধা জন্মাইতে পারিবে না। তখন কার্য্যকারক তাহাকে ভূত এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সহজ সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে সে তাহার যথার্থ উত্তর দিতে পারিবে।

যে সকল পাত্রের আভ্যন্তর সংবেদনা অত্যন্ত অধিক, তাহাদের কেহ কেহ চতুর্থ স্তর হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে পঞ্চম স্তর বা উচ্চাবস্থায়

পাত্রের আত্মিক শক্তি বিকাশ করণ

উপনীত হইয়া থাকে। অবশ্যই একপ পাত্রের সংখ্যা নিতান্ত বিরল। এই অবস্থায় পাত্রের আত্মিক শক্তি সকল পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত হইয়া উঠে এবং সে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সম্বন্ধে যাবতীয় প্রশ্নের সত্য উত্তর দিতে সমর্থ হইয়া থাকে। তঙ্গিল সে জটিল রোগাদির প্রকৃত কারণ নির্ণয়, বাস্তি বিশেষের মনোভাব অবগত, বা তাহার জীবনের ঘটনাবলীর রহস্য পরিজ্ঞাত এবং বিশেষ কোন বল্প, বিবয় বা ঘটনার অভ্যন্তরীণ বিষয় প্রত্যক্ষ করিতে পারে। উভাবস্থায় কার্য্যকারক নিজের কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধে বা স্বীয় শারীরিক, মানসিক, বৈষম্যিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতি বিষয়ে জিজ্ঞাসু হইলে, তাহার নিকট হইতে যথার্থ মূল্যবান উপদেশ লাভ করিতে পারে। যে সকল পাত্র একবার এই অবস্থায় উপনীত হয়, তাহাদের কাহার কাহারও এই শক্তি স্থায়ীরূপে লাভ হইয়া থাকে। তখন সে কোন কার্য্যকারকের সাহায্য ভিন্ন, কেবল নিজের ইচ্ছাশক্তি বলেই উহাকে জাগ্রত করিয়া প্রয়োজনীয় কার্য্যে নিয়োগ করিতে পারে।

কার্য্যকারক সঞ্চোহন বিজ্ঞানের এই উচ্চতর শাখায় সাফল্য লাভের অস্তিত্বাবী হইলে, তাহাকে পাত্রের আত্মিক শক্তি এবং স্বীয় ক্ষমতার প্রতি আহ্বান হইয়া চর্চা বা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত থাকিতে হইবে। সে সংকলনশীলতা, অধ্যবসায় ও ধীরতার সহিত উপযুক্ত বিচারবৃক্ষ লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে এবং তৎকালে সন্দেহ, বিরক্তি ও ভয় পরিত্যাগ করিবে। তাহার গ্রাম পাত্রও স্বীয় শক্তি সমূহের প্রতি দৃঢ় আহ্বান থাকিবে এবং মোহ নিদ্রার সাহায্যে যে উহারা স্ফূরিত হইতে পারে, তাহা বিশ্বাস করিবে এবং তদ্বাতীত শক্তি বিকাশের জন্য তাহার আন্তরিক

সম্মোহন বিষ্ণা

আগ্রহ এবং যত্নও থাকা চাই। কার্যকারিক ছই-চার দিনের চেষ্টাতেই কাহার চিন্তা-পঠন বা দিবানৃষ্টি বিকাশের আশা করিবে না; যেহেতু কোন কোন স্থলে সাফল্য লাভ করিতে ক্রমাগত সপ্তাহের পর সপ্তাহ বৈঠক দিবে এবং বিশেষ কোন অস্তরায় না ঘটিলে কোন দিন উহা বক্তৃতাখণ্ডে না। যদি সে ক্রমাগত ছই-তিনি মাসের চেষ্টাতেও কোন একটি পাত্রের এই শক্তি বিকাশ করিতে সমর্থ হয়, তথাপি তাহার পরিশ্রম সার্থক হইবে। কারণ সে পাত্রের মধ্যবর্তীভায় সময় সময় এমন মূল্যবান উপদেশ লাভ করিতে পারিবে, যাহা অপর কোন লোকের নিকট চইতেই পাইবার আশা নাই। আত্মিক শক্তি বিকাশের জন্য যাহাকে পাত্র মনোনীত করিবে, তাহাকে সাধারণ পাত্রের গ্রাম হিপ্পোটাইজ্ বা মেস্মেরাইজ্ করিবা (অর্থাৎ তাহার মনে মাঝা ও ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়া) কখনও কোন খেলা দেখাইবে না, কারণ তাহাতে তাহার সুস্পন্দন আত্মিক সংবেদনা নষ্ট হইয়া যাওয়ার বিশেষ সন্তাননা আছে।

একাদশ পাঠ

মোহ নিদ্রা দূরীভূত করণ

কার্য্যকারক সম্মোহন করিবার বিভিন্ন প্রণালী শিক্ষার সঙ্গে মোহিত পাঠকে অঙ্গুতিস্থ করিবার উপায় শুলিও সুন্দর রূপে হস্তান্তর করিয়া লইবে। যেহেতু তৎস্থলে তাহার ভাল রূপ জ্ঞান না থাকিলে, সে কাহাকেও মোহিত করণাত্মক পুনরায় স্বাভাবিকাবস্থায় আনয়ন করিতে পারিবে না এবং তাহাতে সে নিচ্ছয় ভীত ও বিচলিত হইবা পড়িবে। মোহিতাবস্থায় পাঠের মন অতিশয় সংবেদ এবং কার্য্যকারকের মনের সহিত তাহার মনের খুব ক্রিক্য স্থাপিত হয় বলিয়া, তাহার (কার্য্য কারকের) মনে কোন উভেজনা পূর্ণ চিন্তা থাকিলে তাহা পাঠের মনে (telepathically) প্রবেশ কারিয়া তাহাকে আরও বেশী উভেজিত করিয়া থাকে এবং তাহাতে সময় সময় “ক্রস-মেসমেরিজম্” বা “ক্রস-ম্যাগ্নেটিজম্” (Cross-Mesmerism or Cross-Magnetism) নামক একটা অঙ্গুতিকর অবস্থা উৎপাদিত হইতে পারে। মোহিত বাক্তি এই অবস্থায় পৌছিলে তাহাকে জাগ্রত করা খুব কষ্ট সাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঢ়ায়। কেবল তাহাই নয়, উহা হইতে মোহিত ব্যক্তির শরীর এবং মনের অনেক প্রকার অনিষ্টও হইতে পারে। অত্যন্ত মোহিত ব্যক্তিকে কার্য্যকারক ভিন্ন অপর কোন লোক স্পর্শ করিলেও উক্ত

সম্মাহন বিষ্ণা

বিসদৃশ অবস্থা উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। অতএব কার্যকারিক নিজের মোহিত পাত্রকে কখনও অপর কোন লোকের দ্বারা স্পর্শিত হইতে দিবে না।

মোহ নিজ্ঞা অপসারণ অর্থাৎ পাত্রকে জাগ্রত করিবার জন্য নিম্নে যে কয়েকটি প্রণালী প্রদত্ত হইল, কার্যকারিক উহাদের সাহায্যে যে কোন স্তরে উপনীত পাত্রকে প্রকৃতিশূ করিতে সমর্থ হইবে।

(১) মোহিত ব্যক্তির শরীরের উপর কয়েকটি বিপরীত বা উর্কগামী লম্বা কিঞ্চি উপর্যুক্ত পাস প্রদান করণস্তর মাথা ও মুখমণ্ডলের উপর ফুঁ বা বাতাস দিলে, সে জাগ্রত ও প্রকৃতিশূ হইয়া থাকে।

(২) মোহিত ব্যক্তির মুখ মণ্ডলের উপর ঝুমাল বা পাখা দ্বারা তাড়াতাড়ি বাতাস-দিলে, ঐ শীতল বায়ু-প্রবাহ তাহার ফুস্কুলের ভিতর প্রবেশ করিয়া রক্ত সঞ্চালনের ক্রিয়া বৃদ্ধি করে এবং তাহাতে তাহার মস্তিষ্কের রক্ত সরবরাহ বর্দ্ধিত হইয়া তাহাকে জাগ্রত করিয়া থাকে। পাত্রের কাথ বা পিঠের উপর জোরে (অবশ্যই সে বাধা না পায়) হাত ঢাপড়াইয়া, “জাগ, জাগ” বলিয়া আদেশ দিলেও সে প্রকৃতিশূ হইয়া থাকে। এই প্রণালীটি সচরাচর হিপোটিক নিজ্ঞা অপসারণের জন্যই ব্যবহৃত হয়। ইহাতে পাত্রের দুঃ হঠাত ভাঙিয়া যাও বলিয়া তাহার স্বায় মণ্ডলীতে অল্প বিস্তর আৰাত লাগে। এই প্রণালীটি খুব নির্দেশ নয়।

(৩) মোহিত ব্যক্তির শরীরের উপর পা হইতে আরস্ত করিয়া মাগা পর্যন্ত অর্থাৎ উর্কগামীভাবে জোরের সহিত পাখার বাতাস দিলে তাহার নিজ্ঞা ভঙ্গ হইয়া থাকে। প্রথম বৈঠকে নির্দিত পাত্রকে

ମୋହ ନିଜ୍ରା ଦୂରୀଭୂତ କରଣ

ଜ୍ଞାଗ୍ରତ କରିତେ ସେଇପଥ ସମସ୍ତ ଲାଗେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଠକେ ଆର ତତ ସମସ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଯ ନା ।

(୪) ଅଧିକାଂଶ ମୋହିତ ପାତ୍ରେର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ବା ମାଧ୍ୟାର ଉପର ଫୁଁ ବା ବାତାସ ଦିଲେ ତାହାରା ଜ୍ଞାଗ୍ରତ ହଇଯା ଥାକେ । ସଦି କୋନ ପାତ୍ର ଚୋଥ ଖୁଲିତେ ଅମସର୍ଥ ହୁଯ, ତବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରକ ନିଜେର ଦକ୍ଷିଣ ଓ ବାମ ବୃକ୍ଷାଙ୍ଗୁଳ ଦୁଇଟି ପାତ୍ରେର ନାସା-ମୂଳେ ସ୍ଥାପନ କରତଃ, ଉହାଦେର ଦ୍ୱାରା ସଥାକ୍ରମେ ପାତ୍ରେର ବାମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାବ ଉପର ଅଳ୍ପ ଜୋରେ ଅର୍ଥଚ ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ଦର୍ଶଣ କରିତେ କରିତେ ଉହାଦିଗକେ ବିପରୀତାଭିଯୁକ୍ତେ, ଉତ୍କ ଜ୍ଞାନସେବର ସୀମାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲହିଯା ଯାଇବେ । କରେକବାର ଏଇଇପଥ ପାଦ କରାର ପର, ତାହାର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ବା ମାଧ୍ୟାର ଉପର ଫୁଁ ବା ବାତାସ ଦିଲେ ପାତ୍ର ପ୍ରକୃତିଷ୍ଠ ହଇବେ ।

(୫) ଉପରୋକ୍ତ ଦୁଇ-ତିନାଟ ନିୟମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାର ପରେଓ ପାତ୍ର ପ୍ରକୃତିଷ୍ଠ ନା ହଇଲେ, ତଥନ ଆର ତାହାର ଉପର ଅଗ୍ର କୋନ ନିୟମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇବେନା । କାର୍ଯ୍ୟକାରକ ତଥନ ତାହାକେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବେ ସେ, ମେ ଏଥନ ଜ୍ଞାଗ୍ରତ ହିତେ ଇଚ୍ଛୁକ କି ନା ? ସଦି ଜାଗିତେ ନା ଚାଯ, ତବେ କଥନ ଜାଗିବେ ? ସଦି ମେ ଦୁଇ-ତିନ ସଂଟା ବା ତତୋଧିକ ସମସ୍ତ ପରେ ଜାଗିବେ ବଲିଯା ପ୍ରକାଶ କରେ, ତବେ ମେ ନିଶ୍ଚଯ କଥିତ ସମସ୍ତ ନିଜେଇ ଜାଗିଯା ଉଠିବେ ବଲିଯା କାର୍ଯ୍ୟକାରକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥାକିତେ ପାରେ ।

ମୋହିତ ପାତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ପ୍ରକୃତିଷ୍ଠ ନା ହେଉଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରକ ତାହାକେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଯା ଯାଇବେ ନା ; କିମ୍ବା ତାହାକେ ପର୍ଯ୍ୟ କଥିତ କାରଣେ ଅପର କୋନ ଶୋକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶିତ ହିତେଓ ଦିବେ ନା ।

সম্মোহন বিষ্টা

মে নিজে কোন বাত্তি কর্তৃক মোহিত হইলে, উক্তাবস্থায় তাহার নিকট হইতে ঘেরপ ব্যবহারের আশা করে, মে তাহার পাত্রের সঙ্গে সর্বদা ঠিক মেইন্সেপ ব্যবহার করিবে। মে পাত্রের সঙ্গে সর্বদা উক্তরূপ ব্যবহার করিলে আর কোনরূপ ভয় বা বিপদের কিছুমাত্র আংশকা ধার্কিবে না।

ତୃତୀୟ ଅଳ୍ପ

ପ୍ରଥମ ପାଠ

ଆନ୍ତିକ ଚିକିତ୍ସା

(Psychic Healing)

ମନଃଶକ୍ତି ବଲେ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା କରାକେ ଇଂରାଜୀତେ “ମାଇକିକ ହିଲିଂ” (Psychic Healing) ବଲେ । ବାନ୍ଦଲାମ ଇହାକେ “ଆନ୍ତିକ ଚିକିତ୍ସା” ବଲିଯା ଆଖା ଦେଓଯା ଯାଇତେ ପାରେ । ସାଧାରଣତଃ ଇହ ‘ହିପ୍ରୋଟିକ’ ‘ମେସମ୍ବେରିକ’ ବା ‘ମ୍ୟାଗ୍ରେଟିକ ହିଲିଂ’ ନାମେ ଅଭିହିତ ହଇଯା ଥାକେ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ‘ସାଙ୍ଗେମ୍ବୁତ୍-ଥେରାପିଟିକ୍ସ’ (Suggestive Therapeutics), ‘ମାଇକୋ-ଥେରାପିଟିକ୍ସ’ (Psycho-Therapeutics) ‘ମ୍ୟାଗ୍ରେଟିକ ହିଲିଂ’ (Magnetic Healing), ‘ବିଶ୍ୱାସ-ଆରୋଗ୍ଯ’ (Faith Cure) ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଣାଲୀର ଚିକିତ୍ସା ଇହାରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ । ଏତଦ୍ୱାତୀତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିକିତ୍ସା” (Spiritual Healing) ନାମକ ଏକ ପ୍ରଣାଲୀର ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ଓ ନାନା ଅକାର ରୋଗ ଆରୋଗ୍ୟ ହଇଯା ଥାକେ । ଇହାରା ନାମେ ବିଭିନ୍ନ ହିଲେନ୍ ପ୍ରାୟ ଏକଇ ରକମେର ଚିକିତ୍ସା ।

সংশোহন বিধি

আঞ্চিক চিকিৎসা প্রধানতঃ দ্রুই প্রকারে করা হইয়া থাকে। প্রথম প্রকার—রোগীকে সংশোহিত বা মোহ নির্জায় নির্দ্রিত করিয়া; অন্ত প্রকার—তাহাকে মোহিত না করিয়া—তাহাকে কেবল উদাসীনাবস্থায় (passive state) আনয়ন করিয়া। এই উভয় প্রণালীতেই রোগীকে রোগারোগ্যের উপর্যোগী ইচ্ছা শক্তিপূর্ণ মৌখিক বা মানসিক আদেশ প্রদান এবং তাহার পীড়িত স্থানে পাস দিতে হয়; আর রোগ চরিত্র গত বা মানসিক হইলে কেবল উপযুক্ত মৌখিক বা মানসিক আদেশ দিতে হয়। সংশোহনবিধি এই প্রণালীতে কোন রোগ চিকিৎসা করিতে, রোগী বা তাহার আজীবের নিকট হইতে রোগোৎপত্তির বিবরণ সম্যক্ষে কারণে অবগত হইয়া, উপযুক্ত আদেশের সাহায্যে সর্বাগ্রে উহার মূল কারণ দূরীভূত করিতে চেষ্টা পাইবে। রোগ মানসিক হইলে কোন আজীব অপেক্ষা রোগী নিজেই উহার কারণ সঠিকরণে বর্ণনা করিতে পারিবে। সময় সময় কোন কোন রোগী স্বাভাবিক বা জাগ্রদবস্থায় রোগোৎপত্তির এক ক্লুপ বিবরণ দিয়া, মোহিতাবস্থায় আবার উহার সম্পূর্ণ বিভিন্ন ইতিহাস প্রদান করে; এক্লুপ স্থলে কার্য্যকারক তাহার মোহিতাবস্থায় প্রদত্ত বর্ণনার উপরই অধিক নির্ভরশীল হইয়া তাহার চিকিৎসা করিবে। এতদ্বায়ীত তাহাকে সর্বদা রোগের শুরুত্ব বুঝিয়াও কার্য্য করিতে হইবে। রোগ কঠিন হইলে তাহা আরোগ্য করিতে প্রয়োজন হইবে বেশী দিন চিকিৎসার আবশ্যিক হইয়া থাকে। রোগী সংবেদ্ধ হইলে সময় সময় অনেক কঠিন রোগও ৪।৫টা বৈঠকেই আরোগ্য হইতে পারে; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্ৰেই চিকিৎসককে (healer) খুব ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতাৰ সহিত কার্য্য কৰিতে হয়। যে সকল সংশোহনবিধি আজ্ঞা ক্ষমতাৰ প্রতি দৃঢ় আশ্বাবান ও প্রথম

আঞ্চিক চিকিৎসা।

ইচ্ছাশক্তিশালী এবং অবিচলিত সঙ্গে, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সহিত কার্য করিতে সমর্থ, কেবল তাহারাই এই প্রণালীর চিকিৎসায় সমধিক পরিমাণে সাফল্য লাভ করিয়া থাকেন। অতএব শিক্ষার্থী এই শাখায় পারদর্শিতা শালের অভিলাষী হইলে, তাহাকে অত্যাবশ্টকীয়রূপে এই সকল গুণ অর্জন করিতে হইবে।

প্রথম নিয়ম

রোগীকে সাধারণ নিয়মে মোহিত করিবে। যখন সে নিদ্রাভিত্তি হইয়াছে বলিয়া বোধ হইবে, তখন কার্যাকারক দক্ষিণ হাত দ্বারা তাহার পীড়িত স্থানের উপর পাস দিবে, কিম্বা উহা আন্তে আন্তে মণিয়া দিবে এবং তৎসঙ্গে দৃঢ় ও গভীর স্বরে রোগারোগের উপর্যোগী আদেশ দিবে। রোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত, প্রতিদিন বা একদিন অন্তর নিয়মিতরূপে ছই বার বা একবাব করিয়া বৈঠক (sitting) দিবে। সম্মোহন আদেশের প্রতি রোগীর উপযুক্ত সংবেদনা থাকিলে, অতি অন্ত সংখ্যক বৈঠকে ও নানা প্রকার রোগ আরোগ্য করা যায়।

দ্বিতীয় নিয়ম

রোগীকে একথানা আরাম কেদারায় বসাইয়া বা বিছানায় শোওয়াইয়া, সাধ্য মত তাহার শরীর শিথিল করিতে বলিবে। তৎপরে তাহাকে দৃঢ়রূপে চক্ষু বুজিয়া একাগ্রমনে ১০।১২ মিনিট কাল ঘুমের বিষয় ভাবিতে উপদেশ দিবে। ইহাতে তাহার ঘুম হউক, আর না হউক, যখন ঐ সময় অতীত হইয়া গিয়াছে, তখন দক্ষিণ হাত দ্বারা তাহার পীড়িত স্থানের উপর পাস দিবে, অথবা উক্ত স্থান আন্তে আন্তে মণিয়া দিবে ও

সম্মোহন বিষ্টা

তৎসঙ্গে রোগারোগ্যের উপরোগী আদেশ প্রদান করিবে। বলা বাহুল্য থে, রোগ আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত প্রতি দিন বা একদিন অস্তুর নিয়মিতক্রপে ছই বার বা এক বার করিয়া বৈঠক দিবে। এই প্রণালীতে রোগ আরোগ্য করিতে সময় অপেক্ষাকৃত বেশী লাগে; কারণ পূর্বোক্ত প্রণালীতে রোগী মোহিতাবস্থার আদেশ প্রাপ্ত হয় বলিয়া, উহা তাহার মনে অত্যন্ত দৃঢ়ক্রপে অক্ষিত হয় এবং তাহাতে তাহার অন্তর্নিহিত আরোগ্য-শক্তি শীঘ্ৰ সতেজ হইয়া উঠে। এজন্ত অথবা প্রণালীতে বে রোগ ২৩ দিনে আরাম হইতে পারে, এই নিয়মে তাহা আরোগ্য করিতে ৮।১০ দিন এবং কোন কোন ক্ষেত্ৰে তদপেক্ষাও অধিক সময় লাগিতে পারে। যাহা হউক, কার্য্যকারীক স্বীয় শক্তিৰ প্রতি দৃঢ় আস্থাবান ধাকিয়া যথা নিয়মে কার্য্যে রত ধাকিলে, এই নিয়মেও মে কোন কোন ক্ষেত্ৰে, অন্ন সময়ের মধ্যে অভৌষ্ঠ ফল লাভ করিতে সমর্থ হইবে। ইহার ছই-তিনটি বৈঠকেও কয়েক স্থলে আশ্চৰ্য্যীত রূপে সাফল্য লাভ হইয়াছে। এই প্রণালীৰ চিকিৎসার প্রতি রোগীৰ বিশ্বাস থাকা একান্ত প্রয়োজন।

আজ্ঞিক চিকিৎসার দ্বারা মাঝুমের প্রায় সকল প্রকাৰ রোগ আরোগ্য করিতে পারা গেলেও, বিশেষ ভাবে ইহা মানসিক, স্বায়বিক ও যান্ত্ৰিক কার্য্য সম্বন্ধীয় রোগেই সমৰ্থিক ফলপ্রদ। উহা দ্বারা যে সকল রোগ সর্বদা আরোগ্য হয়, নিয়ে উহাদেৱ কতকগুলিৰ নামোঝেখ কৰা গেল। যথা—পিত্তশূল, দস্তশূল, কৰ্ণশূল, সর্বপ্রকাৰ শরীৰ বেদনা, শিৱংগীড়া, কাশী, হিঙ্কা, ইঁপানি, মনোগ্রাহি, কোষ্ঠবক্ষতা, বাতব্যাধি, অবশাঙ্গ, বধিৱতা, নিদ্রালুতা, স্বপ্নদোষ, জৰ, মুত্রোগ, স্বপ্নলম্বণ, বিকট স্বপ্নদৰ্শন, 'নিদ্রাবস্থায়-দস্ত-কড়মড়ি' ও শয্যায় মুক্ত তাগ, হিটিৰিয়া, অনিয়মিত

আঞ্চিক চিকিৎসা

বজ্জ্বাব, বাধক-বেদনা, গর্ভাবস্থায় বমন, তোতলামি, মাদক দ্রব্য সেবন-স্পৃহা, কাষ-পীড়া, আরবিক হুর্বলতা, স্ফুতিশক্তি-হ্রাস ও সর্বপ্রকার অভ্যাস দোষ ইত্যাদি।

(১) শিরঃপীড়ার চিকিৎসা করিতে নিম্নোক্তরূপ আদেশ দিবে। বলিবে—“তোমার মাথা ধরা ক্রমে ক্রমে কমিতেছে,— ক্রমে ক্রমে আরও কমিতেছে,—খুব কমিতেছে এবং এখনই উহা সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইয়া যাইবে,—নিশ্চয়ই সারিয়া যাইবে।” এইরূপ ৭৮ বার বলিয়া আবার বলিবে—“এখন তোমার মাথা ধরা সম্পূর্ণরূপে আরাম হইয়া গিয়াছে এবং উহা আর তোমাকে আক্রমণ করিবে না।”

একথানা সাধারণ ক্রমাল তিন-চার ভাঁজ করিবে ; তৎপরে উহা বেদনাযুক্ত স্থানের উপর রাখিয়া, উহার উপর জোরের সহিত এমন ভাবে কয়েকটা ফু দিবে, যেন গরম খামগুলি বেদনার উপর গিয়া পৌছে। সমস্ত প্রকার বেদনাতে এই প্রক্রিয়াটি বিশেষ উপকারী। ইহা সচরাচর রোগীর স্বাভাবিক অবস্থায় প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

(২) তোতলামির চিকিৎসা করিতে নিম্নোক্তরূপ আদেশ দিবে। বলিবে—“তুমি কথা কহিবার সময় আর তোতলামি করিবেনা :—কথা বলিবার সময় তোমার জিহ্বায় আর কোন শব্দ বা কথা আটকাইবে না,—তুমি আমাদের মত সুস্পষ্ট রূপে সকল কথা উচ্চারণ করিতে পারিবে ;—তুমি আমাদের মতই পরিষ্কার রূপে সকল কথা কহিতে পার ; তুমি আর

সম্মোহন বিষ্টা

কখনও তোতলামি করিবেনা,—তোমার তোতলামি সম্পূর্ণ-
রূপে সারিয়া গিয়াছে।”

(৩) কোষ্ঠকাঠিন্য রোগের চিকিৎসা করিতে নিয়মিতকৃপ
আদেশ করিবে। বলিবে—“আজ হইতে তোমার আর কোষ্ঠবন্ধ
হইবে না,—তুমি যাহা খাইবে, তাহা সুন্দররূপে পরিপাক হইয়া
যাইবে এবং সকাল ও সন্ধ্যায় দুই বার বাহ হইয়া তোমার
কোষ্ঠ সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হইয়া যাইবে; তোমার প্রত্যহ
নিয়মিতকৃপ দুই বার করিয়া পরিষ্কার বাহ হইবে।”

(৪) বাত-রোগের চিকিৎসা করিতে নিয়োক্তকৃপ আদেশ
দিবে। বলিবে—“যখন আমি তোমাকে জাগ্রত করিয়া দিব,
তখন তোমার পায়ের (শরীরের যে স্থানে বেদনা হইয়াছে,
সেই স্থানের নামোল্লেখ করিয়া বলিবে) বেদনা দূর হইয়া যাইবে।
তোমার পায়ের সমস্ত বেদনা নিশ্চয় বিদূরিত হইবে। প্রত্যেক
বৈঠকেই তুমি অপেক্ষাকৃত সুস্থিতা ও সবলতা বোধ করিবে।
তুমি চোখ খোলার পর তোমার শারীরিকাবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ
পরিবর্ণন বোধ করিবে। তোমার বেদনা সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য
হইয়া যাইবে।”

(৫) হৃদয়রোগের চিকিৎসা করিতে নিয়োক্তকৃপ আদেশ
দিবে। বলিবে—“যখন আমি তোমাকে জাগ্রত করিয়াদিব, তখন
তোমার হৃদযন্ত্রের সকল যন্ত্রণা বিদূরিত হইবে। প্রতি বৈঠকেই

আঞ্চিক চিকিৎসা

তোমার যন্ত্রণা অপেক্ষাকৃত কম হইবে এবং তোমার হৃদ্যন্ত
স্বাভাবিক ভাবে স্পন্দনে রত থাকিবে এবং কখনও উহা
অনিয়মিত বা অস্বাভাবিক ভাবে স্পন্দিত হইবে না। দিন দিন
তুমি অধিক উপশম বোধ করিতে থাকিবে এবং শীত্রই তোমার
রোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়া যাইবে। তুমি জাগ্রত হওয়ার
পর হইতেই পূর্ববাপেক্ষা অনেকটা স্থূল ও সবল হইবে।”

(৬) পক্ষাঘাতের চিকিৎসা করিতে নিম্নোক্তরূপ আদেশ
দিবে। বলিবে—“যখন আমি তোমাকে জাগ্রত করিয়া দিব,
তখন তুমি পূর্ববাপেক্ষা অনেকটা স্থূলতা বোধ করিবে, তোমার
মাংসপেশীর বল বৃদ্ধি পাইবে এবং তোমার অবশাঙ্গতা অনেক
পরিমাণে বিদূরিত হইয়া যাইবে। তুমি প্রত্যেক বৈঠকেই
অধিকতর স্থূলতা বোধ করিবে এবং শীত্রই তোমার রোগ
সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়া যাইবে।”

(৭) পৃষ্ঠ দেশের বেদনা চিকিৎসা করিতে নিম্নোক্তরূপ
আদেশ দিবে। বলিবে—“যখন আমি তোমাকে জাগ্রত করিয়া
দিব, তখন তোমার পিঠের বেদনা অনেকটা কমিয়া যাইবে।
তুমি জাগ্রত হওয়ার পর খুব স্থূলতা ও সবলতা অনুভব
করিবে। তুমি শীত্রই সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিবে।”

(৮) হিষ্টিরিয়ার চিকিৎসা করিতে নিম্নোক্তরূপ আদেশ
প্রদান করিবে। বলিবে—“আমি তোমাকে জাগ্রত করিয়া দিবার

সম্মোহন বিষ্টা

পর, তোমার রোগ আরোগ্য হইয়া যাইবে। যেরূপ মানসিক উত্তেজনা বশতঃ তোমার ফিট হয়, তোমার মনে সেরূপ উত্তেজনা আর কখনও হইবে না। কোন অবস্থায়ই তোমার মন আর উত্তেজিত হইবে না; কোন বিষয়ই তোমার মনকে আর গভীর ভাবে আলোড়িত করিতে পারিবে না। তুমি জাগ্রত হওয়ার পর তোমার মন অত্যন্ত দৃঢ় হইবে এবং তোমার রোগ সম্পূর্ণ-ক্রপে আরোগ্য হইয়া যাইবে।”

(৯) স্বপ্নদোষ রোগ চিকিৎসা করিতে নিম্নোক্তরূপ আদেশ দিবে। বলিবে—“আজ হইতে তুমি আর স্বপ্নে কখনও স্ত্রীলোক দর্শন করিবে না এবং নিদ্রাকালীন তোমার মন কামভাবে আর কখনও উত্তেজিত হইবে না। প্রতিদিনই তোমার খুব গভীর নিদ্রা হইবে এবং নিদ্রার সময় স্ত্রীলোক সম্বন্ধীয় কোন স্বপ্ন দর্শন করিবে না ও সেই সময় তোমার বীর্য আর কখনও স্থলিত হইবে না। তুমি জাগ্রত হওয়ার পরই তোমার রোগ সম্পূর্ণক্রপে আরোগ্য হইয়া যাইবে।”

(১০) শুচিবাই রোগ চিকিৎসা করিতে নিম্নোক্তরূপ আদেশ দিবে। বলিবে—“আজ হইতে তুমি আর এত বেশী পরিমাণে শুচিতা সম্পন্ন থাকিতে ইচ্ছা করিবে না। সংসারের অপরাপর লোক যেরূপ ভাবে কায়-কর্ণ, চলা-ফেরা ইত্যাদি করে, তুমিও ঠিক তাহাদের আঘাত সম্পন্ন কার্য করিবে এবং তাহারা যাহা

আঞ্চিক চিকিৎসা

শুচি মনে করে, তুমিও ঠিক তাহাই শুচি জ্ঞান করিবে এবং উক্ত বিষয়ে তুমি কখনও কোনরূপ বাড়াবাড়ি করিবে না। তুমি আজ হইতে আর কখনও এই হাস্তকর রোগের অধীন হইয়া থাকিবে না। তুমি জাগ্রত হওয়ার পর হইতেই শুচিতা সম্বন্ধে তোমার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে।”

(১১) অঙ্গোপচারের নিমিত্ত রোগীর শরীরে বোধরহিতাবস্থা উৎপাদন করিতে নিম্নোক্তরূপ আদেশ দিবে। এই বিষয়ে উপদেশ এই যে, যে রোগীর শরীরে অস্ত্র চিকিৎসা করিতে হইবে, সে অভ্যাসতঃ সংবেচ্ছ হইলে তাহার শরীরে বোধরহিতাবস্থা (anaesthesia) উৎপাদন করিয়া বড় রকমের অঙ্গোপচারও (major operation) বিনা যন্ত্রণায় সম্পন্ন হইতে পারিবে; অন্যথায় কেবল ছোট ছোট অঙ্গোপচার (minor operation) করা যাইবে। রোগীকে সাধারণ নিয়মে মোহিত করিয়া যে স্থানে অস্ত্র চিকিৎসা করিতে হইবে, সেই স্থানে দক্ষিণ হাত দ্বারা থুব আস্তে আস্তে পাস করিতে করিতে (অথবা পাস না করিয়া) বলিবে—“এইক্ষণ তোমার হাতের (যে স্থানে অঙ্গোপচার করিতে হইবে, উহার নামোল্লেখ করিয়া বলিবে) এই স্থানের অনুভূতি ক্রমে ক্রমে ঝাস পাইতেছে। ক্রমে ক্রমে তোমার হাত থানা অসার ও বোধশূণ্য হইয়া যাইতেছে। তোমার হাতে এখন আমি একটা স্তু বিধাইয়া দিব, কিন্তু তুমি উহাতে একটুও বেদনা পাইবে না,—বিন্দু মাত্রও জালা-যন্ত্রণা

সম্মোহন বিষ্টা

বোধ হইবেনা ; তোমার হাত খানা এখন সম্পূর্ণরূপে বোধ শুঁগ হইয়া গিয়াছে।” দুই-তিনি বার এইরূপ আদেশ করার পর, ঈষ্টানে প্রথম আস্তে আস্তে একটা স্থচ বিধাইয়া দিবে। যদি উহাতে তাহার যন্ত্রণা বোধ না হয়, তবে উহাকে আরও গভীর ভাবে বিধাইয়া দিবে। যদি ঐরূপ করাতেও তাহার যন্ত্রণা না হয়, তবে তখন উপস্থিতি ডাক্তারকে অঙ্গোপচার করিতে বলিবে। অন্ত করিবার সময়ও মাঝে মাঝে উক্তকৃপ আদেশ দিবে। অঙ্গোপচারের পর নিম্নোক্তকৃপ আদেশ প্রদান করিলে, রোগী জাগ্রত হওয়ার পরেও কোনরূপ জালা-যন্ত্রণা অনুভব করিবে না এবং তজ্জ্বল তাহার মনে কোনরূপ ধাক্কা বা আঘাত (shock) লাগিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। বলিবে—“এখন আমি তোমাকে জাগ্রত করিয়া দেওয়ার পর, অঙ্গোপচার জনিত তোমার কোনরূপ জালা-যন্ত্রণা বোধ হইবে না, অথবা তজ্জনিত তোমার মনে কোনরূপ ধাক্কা বা আঘাত লাগিবে না। উহাতে তোমার শরীর বা মনে বিন্দুমাত্রও মন্দ ক্রিয়া হইবে না। তুমি জাগ্রত হওয়ার পর খুব সুস্থতা ও সবলতা অনুভব করিবে এবং তোমার ঘাও ঘুব শীত্র শীত্র আরোগ্য হইয়া যাইবে।”

সম্মোহন নিদ্রাপেক্ষা মোহ নিদ্রাতেই বোধরহিতাবস্থা সহজে উৎপাদিত হয়। হিপ্পোচিজমের প্রণালীতে এই অবস্থা উৎপাদন করিতে পুনঃ পুনঃ আদেশ দিতে হয়, কিন্তু মেসমেরিক পাত্রকে তাহা দিবার আবশ্যক হয় না। সে মোহ নিদ্রার তৃতীয় স্তরে উপনীত হইলেই তাহার শরীরে তখন কাঁটা বা স্থচ বিধাইলে, কিছু ছোট বী বড় অঙ্গোপচার

আঞ্চিক চিকিৎসা

করিলে উহাতে তাহার বিন্দুমাত্রও যন্ত্রণা বোধ হয়না। ১৮৪০ খঃ অঃ
কলিকাতার মেসেরিক হাসপাতালে এসডেইল (Esdaile) নামক একজন
ডাক্তার মোহ নিদ্রার সাহায্যে এই অবস্থা উৎপাদন পূর্বক বহু সংখ্যক
রোগীর শরীরে ছোট বড় নানা প্রকার অস্ত্রোপচার করিয়া গুৰু কৃতকার্য
হইয়াছিলেন এবং তাহাতে তদানীন্তন চিকিৎসক মহলে একটা হৈ ৱৈ
পড়িয়া গিয়াছিল। যদি দেশের অন্ত্র চিকিৎসকগণ এই বিদ্যা শিক্ষা
করিয়া কথিত প্রণালীতে অস্ত্রোপচার করেন, তবে যে তাহাদের
ব্যবসায়ের বিশেষ প্রসার হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

(১২) প্রমেহ বা ধাতু দৌর্বল্য রোগ চিকিৎসা করিতে
নিম্নোক্তরূপ আদেশ দিবে। বলিবে—“আজ হইতে তোমার
ব্যারামের উপসর্গগুলি সম্পূর্ণরূপে বিদ্রিত হইয়া যাইবে।
প্রতিদিনই তুমি অধিকতর সুস্থতা ও সবলতা বোধ করিতে
থাকিবে। তুমি শীঘ্ৰই সম্পূর্ণরূপে সুস্থ ও নীরোগ হইবে।”

(১৩) পাকস্থলীর রোগ চিকিৎসা নিম্নোক্তরূপে আদেশ
দিবে। বলিবে—“যখন আমি তোমাকে জাগ্রত করিব, তখন
তোমার পাকস্থলীর গোলমাল দূর হইয়া যাইবে। আজ
হইতেই তোমার হজম শক্তি বৃদ্ধি পাইবে এবং তুমি যাহা
থাইবে, তাহা সুন্দররূপে পরিপাক হইয়া যাইবে; এবং
প্রত্যহ দুইবার তোমার পরিষ্কার বাহ হইবে। তুমি এখন
হইতেই বেশ ভাল বোধ করিবে। তুমি দিন দিনই অধিকতর

সংশোহন বিষ্টা

সুস্থতা ও সবলতা বোধ করিতে থাকিবে এবং অন্ন দিনের মধ্যেই তুমি নিশ্চিতরপে সম্পূর্ণ সুস্থ ও নীরোগ হইবে।”

(১৪) শূলবেদনা চিকিৎসা করিতে নিয়মিতি আদেশ দিবে। বলিবে—“তোমাকে জাগ্রত করার পরই তুমি বেশ ভাল বোধ করিবে। এখন হইতে তোমার হজম শক্তি বৃক্ষি পাইবে, প্রতিদিন নিয়মিতরূপে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে এবং ক্ষুধা বৃক্ষি পাইবে। আজ হইতেই তোমার বেদনার প্রকোপ কমিতে থাকিবে এবং কয়েক দিনের মধ্যেই তুমি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়া উঠিবে। তুমি নিশ্চয় আরোগ্য হইবে।

(১৫) নিদ্রালভ রোগ চিকিৎসা করিতে নিয়মিতরূপ আদেশ দিবে। বলিবে—“আজ হইতে তোমার ঘুম গভীর ও দীর্ঘ হইবে। তুমি প্রতিদিন নিয়মিতরূপে ৭াট ঘণ্টা কাল ঘুমাইবে এবং ঘুমের সময় তোমার পাকস্থলী ও মাথা বেশ ঠাণ্ডা থাকিবে এবং তুমি আর কোন খারাপ স্বপ্ন দেখিবেনা। দিন দিনই তোমার নিদ্রা অধিক গাঢ় ও দীর্ঘ হইবে। অন্ন দিনের মধ্যেই তোমার এই রোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়া যাইবে—নিশ্চয় আরোগ্য হইবে।”

(১৬: হিকার (Hiccough) চিকিৎসা করিতে নিষ্ঠোক্ত উপায় অবলম্বন করিবে। রোগীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার নাসা-মূলে হিক দৃষ্টি স্থাপন করণান্তর তাহাকে, ডান হাত থানা যথে সন্তুষ্য জোরের

আত্মিক চিকিৎসা

সহিত টান্ করিয়া লম্বাভাবে উপরের দিকে থাঢ়া করিতে বলিবে। এই অবস্থায় তাহাকে এক মিনিট কাল থাকিতে দিবে; পরে তাহাকে চোখ বন্ধ করিতে বলিয়া তাহার গলার উপর (উহার এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্যাপ্ত) কিঞ্চিৎ নিম্নভিত্তিক করিয়া তিনিটি পাস দিবে এবং তৎসঙ্গে রোগ আরোগ্য হটক বলিয়া ইচ্ছাক্ষেত্রে পূর্ণ মানসিক আদেশ দিবে। এই সহজ প্রক্রিয়াটির দ্বারা কঠিন রকমের হিকাও আরোগ্য করা যাইবে।

উভয় প্রকার প্রণালীতেই চিকিৎসা করিবার কালীন রোগীকে উক্ত রূপ আদেশ দিতে হইবে; সুতরাং একটি আদেশ উভয় প্রণালীতেই প্রয়োগ করা যাইবে। আদেশগুলিকে খুব গম্ভীর ও দৃঢ় স্বরে রোগীর শনে অঙ্কিত করিয়া দিবে। সময় সময় সরলভাবে না দিয়া ঘুরাইয়া আদেশ প্রদান করিলে, তাহা সহজে কার্য্যাকর হয়। লেখাপড়ায় অমনে-যোগী বালককে, কেবল “তুমি প্রতিদিন নিরমিতরূপে আট ষষ্ঠা পড়িবে” না বলিয়া যদি, “তুমি প্রতিদিন নিরমিতরূপে আট ষষ্ঠা পড়িবে—না পড়িলে তোমার শরীর ও মন ভাল লাগিবেনা”—বলা যায়, তবে তাহা অনেক সময় অধিক কার্য্যাকর হইয়া থাকে। সঙ্গেছনবিং বিজ্ঞানের এই অংশে সাফল্য লাভের প্রয়োগী হইলে তাহাকে নিজ ক্ষমতার প্রতি অতিশয় আস্থাবান হইয়া কর্তৃত্ব প্রবৃত্ত হইতে হইবে। এতদ্বাতীত তাহার যথেষ্ট অধিবসায়, ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতাও থাকা চাই। সে প্রথম নানা রকমের সহজ সহজ রোগ আরোগ্য করিবার চেষ্টা পাইবে এবং তাহাতে ক্রতৃকার্য্যতা লাভের পর কঠিন রোগের চিকিৎসায় হস্তক্ষেপ করিবে। শিক্ষার প্রারম্ভেই জটিল রোগ লইয়া চেষ্টা করিলে সাফল্য লাভ অত্যন্ত

সম্মোহন বিষ্টা

কঠিন হইবে; স্মৃতিরাগ এই বিষয়ে সে খুব বিবেচনার সহিত কার্য করিবে। উপরূপ সংবেদনার অভাবে সকল শোককে মোহিত করা যায় না এবং যাহারা সংবেদ্ধ তাহারাও রুগ্ন হইলে, অনেক সময় রোগ ঘন্টার জগ্ন মন স্থির করিতে পারেনা বলিয়া মোহিত হয়ন। আবার যাহারা মোহিত হয়, তাহারাও সকলেই গভীর নিদ্রার অভিভূত হয়না, এজন্ত সম্মোহন আদেশ তাহাদের উপর তেমন কার্যাকর হয়ন। ইহা যে এই বিজ্ঞানের অক্ষমতা তাহা অবশ্য স্বীকার্য। এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি কারণ বর্তমান আছে, যেজন্ত জন সাধারণের মধ্যে এই চিকিৎসার তাদৃশ প্রসার হইতে পারিতেছেন। সময় সময় ডাক্তার কবিগঞ্জগণের পরিভ্রষ্ট কঠিন রোগীরাও এই চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সত্ত্বই রোগ মুক্ত হইবার আশা করে। যদি তাহারা ছই-চার দিনের মধ্যে আরোগ্য না হয়, কিন্তু বিশেষ রকমের একটা উপশম বোধ না করে, তবে তাহারা ইহার প্রতি বিশ্বাসহীন হয় এবং ‘ইহা কিছুই নয়’ বলিয়া শোকের নিকট নানা প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহাদের রোগ যে অত্যন্ত জটিল এবং তাহা আরোগ্যের জগ্ন যে উপরূপ কাল চিকিৎসার অধোজন, ইহা তাহারা বুঝিয়াও যেন বুঝেন। এই চিকিৎসার আমি নিজে যে সকল ক্ষেত্রে অকৃতকার্য হইয়াছি, সেই সকল হালে রোগীদিগের অসহিত্বাত্তাই উহার প্রধান কারণ। যদি তাহারা রোগের গুরুত্ব ও স্থায়িত্ব বিবেচনা পূর্বক ধৈর্যাবলম্বন করিয়া উপরূপ কাল আমার চিকিৎসাবীনে থাকিত তবে যে, তাদের অনেকেই আরোগ্য লাভ করিতে পারিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার এক শ্রেণীর চিকিৎসক আছেন, তাহারা এই চিকিৎসার বিরোধী।’ ইহার প্রতি

আঞ্চিক চিকিৎসা

তাহাদের বিরোধ বা বিষেরের কারণ অজ্ঞতা ব্যতীত আর কি হইতে পারে, তাহা বুঝা কঠিন। তাহারা হিপ্পোটিক বা মেস্মেরিক চিকিৎসার নাম শুনিলেই নাসিকা কুঁকিত করেন, আবার কেহ কেহ নানাকৃত ঠাট্টা-বিজ্ঞপ্তি বা বদনাম করতঃ ইহার প্রতি সাধারণের বিশ্বাস খর্ব করিবার চেষ্টা পাইয়া থাকেন। এই শ্রেণীর বৈদ্যগণ নিজেদের অবলম্বিত প্রণালী অপেক্ষা আর সকল চিকিৎসাই ছীন মনে করিয়া থাকেন। ইহারা অত্যন্ত সেকেলে-ধরণের ও গোড়া প্রকৃতির। ডাঙ্কার ব্রেইড, চারকো, লিবো, ব্রামওয়েল, বাণহিম, ফরেল, ট্লি, রিমেনবাক্, বিল্ট, ভেট্টি-ভেগ্নি, ওয়াটারষ্টাগু, প্রভৃতি ইয়ুরোপীয় নানাদেশের প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ যে, এই চিকিৎসা দ্বারা বহু প্রকার রোগ আরোগ্য করিয়াছেন এবং বর্তমান সময়েও উচ্চ উপাধিধারী অনেক ধ্যাতনামা ডাঙ্কার এই প্রণালীতে বহু রোগ আরোগ্য করিতেছেন, এবং তাহাদের প্রচেষ্টার ফলে যে ইহা ক্রমশঃ চিকিৎসা জগতে উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থান অধিকার করিতেছে, তাহা বোধ হয় তাহাদের সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ; অগ্রথায় তাহারা ইহার প্রতি নিশ্চয় শুদ্ধাবান হইতেন। তাহারা বোধ হয় ইহা জানেন না, অথবা জানিলেও ইহা স্বীকার করিতে অস্তত নহেন যে, ঔষধে রোগ আরোগ্য হয় না। আরোগ্য-শক্তি (healing power) রোগীর নিজ শরীরেই নিষ্ঠেজাবস্থায় বিদ্যমান থাকে এবং ঔষধ কেবল উহাকে সতেজ করিবার নিমিত্ত প্রযুক্ত হইয়া থাকে মাত্র। যদি ঔষধের নিজস্ব আরোগ্যকরী শক্তি ধাক্কিত তবে সমস্ত রোগই উহা দ্বারা আরোগ্য হইত। সকল চিকিৎসারই উদ্দেশ্য রোগীর এই আরোগ্য শক্তিকে উদ্বৃত্তি করা।

সম্মোহন বিষ্ণু

সকল কার্যাকারক উত্তম শ্রেণীর চিকিৎসক হইতে পারে না ; কারণ
সকলের রোগ/রোগ্যের ক্ষমতা—যাহাকে “হাত যশঃ” বলে, তাহা ন্যূনই ;
ইহা ঈশ্বর দত্ত। যাহাদের এই শক্তি আছে, কেবল তাহারাই ইহাতে
সমধিক পরিমাণে সাফল্য লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। এই শক্তি সমন্বিত
বাক্তিগণ যত সহজে নানা প্রকার রোগ আরোগ্য করিতে পারেন, অপরে
তাহা পারে না।

ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ

ମନ୍ତ୍ରପୂତ ଜଳ ବା ଜଳ-ପଡ଼ା

(Magnetised Water)

“ମନ୍ତ୍ରପୂତ ଜଳ” ବା “ଜଳ-ପଡ଼ାର” ଆରୋଗ୍ୟକରୀ ଶକ୍ତି ସର୍ବତ୍ର ସୁବିଦିତ । ପୃଥିବୀର ସାବତୀୟ ସଭ୍ୟାମନ୍ୟ ଜାତି ବା ସମ୍ପଦାୟେର ମଧ୍ୟେଇ ଅଜ୍ଞ ବିଜ୍ଞର ଇହାର ପ୍ରେଚଲନ ଆଛେ । ଇହା ଦ୍ୱାରା ସମୟ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କଟ ବ୍ୟାଧିଓ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକଙ୍କପେ ଆରୋଗ୍ୟ ହଇଯା ଥାକେ । ଇହାତେ କୋଷ୍ଟକାଟିଗ୍ରୁ, ଉଦରାୟମ୍, ଆମାଶୟ, ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ, ହିଟିରିଆ ବା ମୁଛ୍ଚୀ, ମୃଗୀ, ବାତ-ବ୍ୟାଧି, ଅବଶ୍ୟକ ବହୁ ମୃତ୍ତ, ଶିରଃ ରୋଗ, ସର୍ବପ୍ରକାର ବେଦନା, ଶୂଳ, ହାପାନି, ଜର, କୁଠ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆରୋଗ୍ୟ ହଇଯା ଥାକେ । ଆମି ନିଜେଓ ଇହା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ରକମେର ବ୍ୟାର୍ଗମ ଆରୋଗ୍ୟ କରିଯାଛି, ଏବଂ କୋନ କୋନ ଶ୍ଲେ ଇହାର ଆରୋଗ୍ୟ କରୀ ଶକ୍ତି ଦେଖିଯା ରୋଗୀ ଅପେକ୍ଷା ଆମି ନିଜେଇ ଅଧିକ ବିଶ୍ଵିତ ହଇଯାଛି । ଇହା ଦ୍ୱାରା ଗାତ୍ରୀରେ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆରୋଗ୍ୟ ହଇଯା ଥାକେ । ଯେ ସକଳ ଗାଇ ଦୁଧାଳ କିନ୍ତୁ କୋନ କାରଣେ ଦୁଧ ଦେଓରା ବକ୍ଷ କରିଯାଛେ, ସେଇ ସକଳ ଶ୍ଲେଓ ଇହାର ଅମ୍ବୋଗେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫଳ ପାଓଯା ଗିଯାଛେ । ଏହି ଜଳ-ପଡ଼ା ପ୍ରସଥର ଅନ୍ତର୍ଗ୍ରହ ରୋଗୀଙ୍କେ ଅତ୍ୟହ ନିୟମିତ କ୍ଳପେ ୩୪ ବାର ମେବନ କରାଇତେ ଏବଂ ରୋଗକ୍ରାନ୍ତ ହାନେ ପ୍ରମୋଗ କରିବେ ହୁଏ । ତଦ୍ୱାତୀତ ଇହା ରୋଗୀର ଆହତ ହାନେଓ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ବୀଧିଯା ପ୍ରମୋଗ କରା ଯାଏ ଏବଂ ତାହାର ଆନେର ଜଳେ ମିଶାଇରୀଓ ବ୍ୟବହାର କରା ଯାଇତେ ପାରେ । ଏହି ଜଳ ଛୁଇ-ଏକ ଦିନେର ବେଳେ ଭାଲ ଥାକେ ନା—ପୋକୀ ପଡେ; କିନ୍ତୁ ଗନ୍ଧାର ଜଳ ହଇଲେ

সম্মোহন বিষ্টা

বহুদিনও অবিকৃত থাকে । এ জন্য বিদেশেষ রোগীকে ইহা দেওয়া যায় না । সেই সকল স্থলে হোমিওপ্যাথিক ভেষজ বর্জিত “সুগার পিল” (unmedicated sugar pill) দেওয়া যাইতে পারে এবং উহাও জল-পড়ার গ্রাঘ কাষ করিয়া থাকে । ইহা মন্ত্রপূর্ত করার প্রণালী খুব সহজ ; স্তরাং শূতন কার্যাকারক ও ইহার সাহায্যে অনেক প্রকার রোগ আরোগ্য করিতে পারিবে ।

হাত দুইখানি নির্মল জলে উত্তমরূপে ধুইয়া শুক ও পরিষ্কার ঝুমাল দ্বারা মুছিবে । উৎপরে উভয় হাতের তাঙ্গ একত্রিত করিয়া বলের সহিত ঘর্ষণ করতঃ তাপ উৎপন্ন করিবে এবং ঘর্ষণ করিবার সময় খুব একাগ্রমনে চিঞ্চা করিবে যে, দেহের আকর্ষণীশক্তি এই প্রক্রিয়ার দ্বারা হাতের অঙ্গুলীতে ঘনীভূত হইতেছে । এই প্রক্রিয়াটি ২১০ মিনিট করার পর ঐ জলপূর্ণ প্লান্ট বায় হাতে ধারণ পূর্বক দক্ষিণ হাতের অঙ্গুলিশুলি নিম্নাভিমুখী করিয়া জলের উপর (জল স্পর্শ না করিয়া) ৫৭ মিনিট সময় রাখিবে এবং খুব একাগ্রমনে চিঞ্চা করিবে যে, এই প্রক্রিয়া দ্বারা দেহের আকর্ষণী-শক্তি জলে প্রবেশ করিয়া উহাকে আরোগ্যাকরী শক্তি সমর্পিত করিতেছে এবং উহা রোগীকে নিষ্ঠয় আরোগ্য করিবে । এই মন্ত্রপূর্ত জল দিবসে তিন-চার বার রোগাক্রান্ত স্থানে লাগাইবে ও পান করিবে । অতিদিন টাট্টকা পরিষ্কার জল মন্ত্রপূর্ত করিয়া দিবে । পূর্বকথিত প্রণালীর চিকিৎসার সহিত এই জল-পড়াও চলিতে পারে ।

তৃতীয় পাঠ

মন্ত্রযেতর প্রাণী মোহিত করণ

মন্ত্রযেতর প্রাণী—পশু, পক্ষী, সরীসূ�, মৎস্ত ইত্যাদি প্রাণীদিগকে মোহিত করা যায় কিনা, সে সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ এক মত নহেন। কেহ বলেন, উহাদিগকে মোহিত করা যায়; আবার কেহ বলেন যে, যথোর্থ-কল্পে মোহিত করা যায় না, কেবল মোহিতাবস্থার সহিত সাদৃশ্য বিশিষ্ট একটি অবস্থায় অন্নাধিক সময়ের জন্য উহাদিগকে অভিভূত রাখিতে পারা যায়। বস্তুত: মানুষ মোহিত হইয়া যেকোন অবস্থায় উপনীত হয়, উহাদিগকে মোহিত করিয়া কখনও সেইকল অবস্থায় আনন্দন করা যায় না। উহাদিগকে “মোহিত করা” অর্থে কেবল “স্তুক করা” বা “হতবৃক্ষি করা”ই উপলব্ধি হইয়া থাকে :

দীর্ঘকাল ব্যাপী নানা প্রকার পরীক্ষার পর, বিশেষজ্ঞগণ নিম্নোক্ত প্রাণীদিগকে সংবেদ্ধ বলিয়া হির করিয়াছেন। যথা—বানর, ঘোড়া, নেকড়া বাঘ, ধরগোস, কাঠ বিড়াল, ইনুব, কুকুর, বিড়াল, হাঁস, রাঙ-হাঁস, তোতা, কবুতর, ঘূঘূ, মুরগী, কুমৌর, টিকটিকি, সাপ, ব্যাঙ ইত্যাদি, এতদ্বাতীত ইঘুরোপ ও আমেরিকার নানা প্রকার পাখী এবং মৎস্ত অভূতি। এই সকল প্রাণীদিগের মধ্যে কতকগুলিকে মোহিত করার অণালী নিষ্পে প্রদত্ত হইল।

(১) কবুতর মোহিত করণ

একটা কবুতরের ঠোঁটের উপর থানিকটা সাদা পুটিন, (যতক্ষণ না পাথীটা উহা দেখিতে পায়, ততক্ষণ) হিঁরভাবে ধরিয়া রাখিবে। কিছুক্ষণ

সম্মোহন বিষ্টা

৪

পরে মন্ত্রের চক্ষের গ্রাম উহার চক্ষু বৃক্ষিয়া থাইবে এবং পাখীটা মোহিত হইয়া পড়িবে। উক্তাবস্থার উহার শরীর শক্ত করিয়া দেওয়া ব্যতীত অন্য কিছুই করা যায় না। উহার মাথার উপর ক্রমাল দ্বারা বাতাস কিম্বা ফু দিলেই মোহিতাবস্থা বিদ্রিত হইয়া থাকে।

(২) মুরগী, ইঁস, বাজহাঁস ইত্যাদি মোহিত করণ

একটা মুরগীকে টেবিলের উপর রাখিয়া তর্জনী দ্বারা উহার মাথা হইতে ঠোঁট পর্যন্ত কয়েকবার পাস দিবে। তৎপর একটা দড়ি দ্বারা উহার ঠাঁং ছুইটা ধাঁধিয়া ঘরের মেঝেতে শায়িত করতঃ, ঠোঁট হইতে কিছু দূর পর্যন্ত ঘরের মেঝেতে স্থস্পষ্টরূপে চক্ দ্বারা একটা রেখা আঁকিবে। একপ করার কয়েক মিনিট পরেই পাখীটা সম্পূর্ণরূপে শিথিল ও অবসন্ন হইয়া পড়িবে। তখন উহার পায়ের বাঁধন খুলিয়া দিয়া মাথা পাথার নীচে রাখিলে কিম্বা উহাকে অন্য কোন অবহায় রাখিলে বা ঠেলা দিলে, সেই অবহাতেই উহা জড়ের গ্রাম পড়িয়া থাকিবে এবং নড়া-চড়া করিবার কিছু মাত্র চেষ্টা পাইবেন। কবুতর জাগ্রত করার গ্রাম উহাকে জাগাইবে।

(৩) কুকুর, বিড়াল, ছাগল, খরগোস ইত্যাদি মোহিত করণ

কুকুর, বিড়াল, ছাগল, খরগোস ইত্যাদি জন্মদিগের পিঠের উপর (মাথা হইতে লেজ পর্যন্ত) সর্বদা হাত বুলাইয়া দিলে, কিম্বা আস্তে আস্তে চাপরাইলে উহারা স্বভাবতঃই, যে উহা করে, তাহার বশতা স্বীকার করিয়া থাকে। উহাদের কাহাকেও মোহিত' করিতে উহার

ମାଥା ହିତେ ଚକ୍ରର ଉପର ଦିଯା ନାକେର ଅଗ୍ରଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପ୍ତେ ଆପ୍ତେ କିଛୁକ୍ଷଣ ପ୍ଲାସ ଦିବେ । ଯଦି ଉହା ଚଞ୍ଚଳତା ପ୍ରକାଶ କରେ, କିମ୍ବା ଉହାର ଶରୀର କାପିଯା ଉଠେ, ତବେ ମେ ମୋହିତ ହିବେ ବଲିଯା ବୁଝିବେ । ଉହାର ଚୋଥ ଛାଟ ଆଙ୍ଗୁଲେର ସାହାଯ୍ୟେ ବନ୍ଧ କରିତେ ଚେଟୀ ନା ପାଇଯା, ଉହାଦିଗଙ୍କେ ଆପନା ହିତେ ବନ୍ଧ ହିତେ ଦିବେ । ଉତ୍କଳପେ କିଛୁକ୍ଷଣ ପାସ ଓ ମାନସିକ ଆଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଲେ ଉହାର ଚକ୍ର ସତଃଇ ବନ୍ଧ ହିଯା ଯାଇବେ । କୁକୁରଦିଗଙ୍କେ ମୋହିତ କରିତେ କେବଳ ପାସେର ଉପର ନିର୍ଭର ନା କରିଯା ମୋହିନୀ ଦୃଷ୍ଟିର ସହାୟତା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କାରଣ ଉହାରୀ ସମୟ ସମୟ ପାସେର ଦ୍ୱାରା ମୋହିତ କରିବାର ଶକ୍ତିର ଗତି ରୋଧ କରିଯା ଥାକେ । ମୁତରାଂ ଉତ୍କ ଶ୍ଳେ ମୋହିନୀ ଦୃଷ୍ଟିର ସାହାୟ୍ୟାଇ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ।

(୪) ବ୍ୟାଙ୍ଗ, ଟିକଟିକି ଇତ୍ୟାଦି ମୋହିତ କରଣ

ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରାଣିଦିଗଙ୍କେ ଚିଂଭାବେ ମାଟିତେ ଫେଲିଯା ରାଖିଯା, ଦୁଇଗାଛା ମୋଟା କୁତ୍ତାଦ୍ଵାରା ଉହାଦେର ସାମନେର ପା ଛାଇଟା ବୀଧିବେ । ପରେ ଐ ଶ୍ରତ ହଇ ଗାଛକେ ମାଟିତେ ପୋତା ଛାଇଟା ଖୁଁଟିର ସହିତ ଏମନ ଭାବେ ବୀଧିବେ, ସେଳ ବେଶୀ ନଡ଼ା-ଚଡ଼ା କରିତେ ନା ପାରେ । ସତକ୍ଷଣ ଚଞ୍ଚଳତା ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ତତକ୍ଷଣ ଏହି ଅବସ୍ଥାଯାଇ ରାଖିବେ । ପରେ ଖୁଁଟିର ବୀଧନ ଖୁଲିଯା ଦିଯା ଆପ୍ତେ ଆପ୍ତେ ନଡ଼ା-ଚାଢ଼ା କରିଲେଓ, ଉହାରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍‌ଦୀନୀନେର ଶାରୀ ଉତ୍କାବହାରାଇ କିଛୁକ୍ଷଣ ପଡ଼ିଯା ଥାକିବେ ।

ଦୁଷ୍ଟ ଘୋଡ଼ା ବଶୀଭୂତ କରଣ

ମୃଶୋହନବିଶ ନିର୍ଭୟେ ଓ କ୍ରତ୍ପଦେ ଆନ୍ତାବଳେ ପ୍ରବେଶ କରିଯା ଅର୍ଥେର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହିବେ । ଯଦି ତାହାକେ ଦେଖିଯା ଉହା ଗର୍ଜନ କରେ, କିମ୍ବା

সম্মোহন বিষ্টা

কামড়াইতে আসে, তবে সে তাহাতে ভয় পাইবে না। সে উহার সম্মুখে দোড়াইয়া ক্ষিপ্রকারিতার সহিত দক্ষিণ হাত দ্বারা উহার মাথার সম্মুখস্থ কেশগুচ্ছ ধরিয়া ফেলিবে, এবং বাম বৃক্ষাঙ্গলি ও তর্জনী উহার নাসারক্ষ স্থানে প্রবেশ করাইয়া দিয়া বিছিন্নকারী পরদাটাকে (যে পরদাটা ছিদ্র করিয়া বলদের নাকে দড়ি বাঁধে) শক্তক্রপে ধরিয়া রাখিবে। তৎপরে বলের সহিত উহার মাথা নীচের দিকে টানিয়া ধরিয়া ৩৬ মিনিটকাল জোরের সহিত অথচ ধীরে ধীরে উহার কাণের মধ্যে ফুঁ দিবে। কিছুক্ষণ এক্ষণ করিলে সে আর লাফ-বাপ দিবে না এবং কামড়াইতেও আসিবে না; পক্ষান্তরে উহার মাথা হইতে পা পর্যন্ত কাঁপিতে থাকিবে। এখন উহাকে কাঁধের উপর শাস্তভাবে ২৩ট চাপড় দিবে এবং দৃঢ় স্বরে অথচ সদরভাবে—যেমন মাঝমের সহিত কথা বলা যায়, মেইলেপে উহাকে শাস্ত ও বাধ্য হইতে বলিবে। তৎপরে, বাম হাত দ্বারা নাকের খুত পরদাটা ছাড়িয়া না দিয়া, ডান হাত দ্বারা মাথার উপর হইতে আরম্ভ করিয়া, পিঠের উপর দিয়া যতদূর হাতে পাওয়া যায়, ততদূর পর্যন্ত কতকগুলি পাস দিবে। যদি উহা সম্মোহনবিদের হাত হইতে বিছিন্ন হইয়া থাইতে, কিঞ্চিৎ লাফ-বাপ দিতে বা লাধি মারিতে চেষ্টা করে, তবে সে ডান হাত দ্বারা খুব জোরের সহিত উহার কেশগুচ্ছ বা একটা কাণ ধরিয়া ফেলিবে এবং পুনর্বার মাথাটা নীচের দিকে টানিয়া আনিয়া উক্ত প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করিবে। উহা শাস্ত হওয়া মাত্র আবার পাস দিবে ও কাঁধ চাপড়াইবে কিঞ্চিৎ মাথার উপর হইতে আরম্ভ করিয়া নাসারক্ষ পর্যন্ত পাসও দেওয়া থাইতে পারে। যে পর্যন্ত জন্মটা সম্মোহনবিদের বশীভূত না হয়, অর্থাৎ বাধ্যতার সহিত তাহার ছক্ষু'পালন না করে, ১

ମୁଖ୍ୟତର ପ୍ରାଣୀ ମୋହିତ କରଣ

ତତକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଫୁଁ ଦେଓଯା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିର ପୁନରାୟୁତି କରିବେ । ତେଥରେ ଉହାକେ ଆସ୍ତାବଲେର ମଧ୍ୟେ ଛଇ-ଏକବାର ଏଦିକ-ଓଦିକ ଚାଲାଇବାର ପର, ବାହିରେ ଲାଇସା ଗିଯା ତାହାର ଉପର ଚଢ଼ିବେ, ତଜ୍ଜନ୍ତ ଲାହା ଜିନ ଓ ଚାରୁକ ବ୍ୟବହାର କରିବେ । ଏଥିନ ତାହାକେ ହାଟିତେ ବା ଦୌଡ଼ାଇତେ ଦିବେ ଏବଂ ଯଥିଲ ଉହାର ଶରୀରେ ଧାମ ଦେଖା ଦିବେ, ତଥିଲ ଉହାକେ ଆସ୍ତାବଲେ ଲାଇସା ଗିଯା ଉତ୍ତମରୂପେ ଉହାର ଶରୀର ବୁଝିଲ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଗ କରିଯା ଏକଟୁ ଶାନ୍ତ ହିତେ ଦିବେ । ଏକ ସମ୍ପାଦକ କାଳ ପ୍ରତିଦିନ ନିୟମିତରୂପେ ଏକ ସଂଟା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିଲେ ମେ ମୃଦୁରୂପେ ବାଧ୍ୟ ହିବେ । ଦୌର୍ଘ ସମୟ ଉତ୍ତମରୂପେ ପାସ ଦିଲେ ଉହାକେ ସମ୍ମୋହନ ନିଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରିତତ୍ତ୍ଵ କରିତେ ପାରା ଯାଉ ।

ସେ ସକଳ ବନ୍ଧୁ ଜନ୍ମର ନିକଟେ ଯାଇତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରକେର ଭବ ହୁଁ, ତାହାର ପକ୍ଷେ ଉହାଦିଗକେ ସମ୍ମୋହିତ କରାର ଚେଷ୍ଟା ବୁଝା । ଇହା କେବଳ ଇତର ଅନ୍ତର ସମ୍ମୋହନ ସଧକେ ନାହିଁ, ମାନୁମେର ସମ୍ମୋହନ ବିଷୟେ ତୁଳ୍ୟରୂପେ ଅଧ୍ୟୋଜ୍ୟ । କାର୍ଯ୍ୟକାରକ ଗୃହପାଳିତ ବା ବନ୍ଧୁ ଜନ୍ମଦିଗେର ସମ୍ମୋହନ ବିଷୟେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭେର ପ୍ରୟାସୀ ହିଲେ, ତାହାକେ ବିଶେଷଭାବେ ଉହାଦେର କୁଚି ପ୍ରକୃତି ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବନ୍ଧେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିତେ ହିବେ । ତଜ୍ଜନ୍ତ ମେ ନାନାହାନେ ସାଇସା ଚିର୍ଦ୍ଦିର୍ବାଧାନା, ସାର୍କେସ ପାଟିର ପଞ୍ଚଶାଲା ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖିବେ ଏବଂ ସେ ସକଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଉହାଦିଗକେ ପାଲନ କରେ ବା ଶିକ୍ଷା ଦେଇ, ତାହାଦେର ସଙ୍ଗେ ସନିଷ୍ଠଭାବେ ମିଳାମିଶା କରିଯା ଏବଂ ତାହାଦେର କାର୍ଯ୍ୟ-ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଖିଯା ନାନା ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା କରିବେ, ଅନ୍ୟଥାର ମେ ଏହି ବିଷୟେ ବିଶେଷ ସାଫଲ୍ୟ ଲାଭ କରିତେ ପାରିବେ ନା । ଏହି ନିୟମ-ପ୍ରଣାଳୀଶ୍ଵର ଅଧିକାଂଶରେ ମିଃ ଜେମ୍ସ୍ କୌଟମ୍ ଏର ବର୍ଣ୍ଣିତ ।

চতুর্থ পাঠ

ক্রিষ্টেল গেইজিং (Crystal Gazing)

ক্রিষ্টেল নামক কাল বর্ণের এক প্রকার স্বচ্ছ প্রস্তর বা কাচ আছে, নির্দিষ্ট প্রণালীতে উহার প্রতি দৃষ্টি ক্ষেপনকেই “ক্রিষ্টেল গেইজিং” বলে। ইহা স্বারা ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সম্পর্কে নানা বিষয় জানিতে পারা যায়; স্বতরাং ইহা দিবাদর্শন বা দিবাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত। আমাদের দেশে “নথদর্পণ” নামে একটা বিষয় আছে, অনেকেই হয়ত উহার নাম শুনিয়াছেন, ক্রিষ্টেল গেইজিং সেইস্থলে হইলেও উহা অপেক্ষা উচ্চতর বিষয়। নথ-দর্পণে ক্রিষ্টেল গেইজিং এর গ্রাম সকল বিষয়েরই ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান জ্ঞাত হওয়া যাব কিনা, তাহা জানি না, তবে আমি কেবল উহা চোর ধরিবার উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হইতে দেখিয়াছি।

যে সকল ব্যক্তির হৃদয়ে উপস্থুক্ত পরিমাণে দিবাদর্শন শক্তি-বীজ নিহিত আছে, কেবল তাহারাই ক্রিষ্টেলের ভিতর নানা প্রকার চিআদি বা ভিশান্ন (visions) দর্শন করিয়া থাকে, অপর লোকেরা উহাতে কিছুই দেখিতে পায় না। স্বতরাং সকল লোক ইহাতে সাফল্য লাভ করিতে পারে না। যাহাদের হৃদয়ে উক্ত শক্তি-কণা নিহিত আছে, তাহাদের অনেকেই ইহাতে অল্পাধিক সময়ের মধ্যে শফলমনোরথ

ক্রিষ্টেল গেইজিং

হয়, আর যাহাদের উহা নাই, তাহারা ক্রমাগত মাসের পর মাস চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্যাতা লাভে সমর্থ হয় না।

‘যে কার্য্যকারক এই বিষয় চেষ্টা করিতে আগ্রহাপ্তি হইবে তাহাকে একটি ক্রিষ্টেল গেইজিং যন্ত্র (Crystal Gazing Apparatus) সংগ্ৰহ করিয়া * ইহা অভ্যাস করিতে হইবে। অথবা সে নিজেও নিয়োজ প্ৰণালীতে একটি যন্ত্র প্ৰস্তুত কৰিয়া অভ্যাস করিতে পাৰে। একটা সাধাৰণ সাদা কাঁচেৰ প্লাসেৰ (ordinary tumbler) কে ভাগ পৰিকল্পনাৰ জলে পূৰ্ণ কৰতঃ একখনা কাল কুমাল বা কাল কাগজ দ্বাৰা উহার বাহিৱেৰ দিকটা এমন ভাবে আবৃত কৰিয়া দিবে, যেন উহার অভ্যন্তৰস্থ জল খুব কাল দেখায়; কিংবা ঐ জলেৰ মধ্যে কয়েক ফোটা কাল কালি ঢালিয়া উহাকে খুব কাল কৰিয়া লইলেও তদ্বাৰা ক্রিষ্টেল গেইজিং অভ্যাস কৰা যাইতে পাৰে। প্লাসেৰ জল প্ৰতিদিনই বদলাইতে হয়।

অভ্যাসেৰ প্ৰণালী :—একটা খুব নীৰব ও নিৰ্জন গ্ৰহে দিবসে বা রাত্ৰিতে ইহা অভ্যাস কৰিবে। অভ্যাসকাৰী চেয়াৰে বসিয়া ডান হাতে ক্রিষ্টেলটি ধাৰণ পূৰ্বক ঐ হাতখনা নিজেৰ কোলেৰ উপৰ রাখিবে। আৱ যদি সে প্লাস লইয়া অভ্যাস কৰিতে ইচ্ছা কৰে, তবে চেয়াৰে বসিয়া প্লাসটিকে কাল রংয়েৰ অয়েল কুখ বা কাপড় দ্বাৰা ঢাকা টেবিলেৰ উপৰ এমন ভাবে স্থাপন কৰিবে যেন, উহার অভ্যন্তৰস্থ কাল জলেৰ প্ৰতি দৃষ্টি-পাত কৰিলে, উহাতে তাহার মুখেৰ ছবি প্ৰতিবিষ্ঠিত না হয়। দিনেৰ

* ক্রিষ্টেল গেইজিং যন্ত্ৰেৰ মূল) ও প্ৰাপ্তি হান মন্ত্ৰে পৰিশিষ্ট ঝষ্ট্য।

সম্মোহন বিষ্ণা

বেলা অভ্যাস করিলে ঘরের উত্তর দিকের জানালার ভিতর দিয়া বিশ্বিষ্ট
সূর্য-কিরণ প্রবেশ করিতে পারে, এমন ভাবে জানালা খোলা রাখিয়া
উহার দিকে পিছন দিয়া, আর রাখিতে অভ্যাস করিলে বাঁতির
আলোকের দিকে পিছন দিয়া বসিবে। আহারের হই ঘণ্টা পূর্বে বা
পরে অভ্যাসের সময় নির্দিষ্ট রাখিবে ; যেহেতু খুব ভরা বা খালি পেটে
ইহা অভ্যাস করা উচিত নহে। কথিত নিয়মে ক্রিষ্ণে বা গ্লাসটি স্থাপন
পূর্বক চিঞ্চাশৃঙ্গ ও একাগ্রচিন্তে (ক্রিষ্ণে হইলে) উহার উপরি ভাগের
উপর, আর গ্লাস হইলে, উহার অভ্যন্তরস্থ জলের উপর, স্থির দৃষ্টিতে
কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিবে। তখন চোখের পলক পড়িলেও কোন
ক্ষতি নাই। একপ শাস্তিভাবে ১০ হইতে ২০ মিনিট কাল তাকাইয়া
থাকিলে, যদি অভ্যাসকারীর আত্মিক সংবেদনা থাকে, তবে সে ক্রিষ্ণে
বা ঐ কাল জলের উপর প্রথম অস্পষ্ট খুমের গ্রাম বাস্প দেখিতে পাইবে
এবং উহা তখনই সাদা মেঘের আকার ধারণ করিবে ও উহার মধ্যে
ইতস্ততঃ ভ্রমণশীল বহু সংখ্যাক শুন্দু শুন্দু আলোক-কণা দৃষ্টি হইবে। তাহার
দৃষ্টি তখন পর্যন্ত নির্দিষ্ট বিন্দুতে স্থির না হওয়া বশতঃ চক্ষুর মণি তাড়া-
তাড়ি সঙ্কোচিত ও প্রসারিত হইতে থাকিবে, এবং ক্রিষ্ণে বা গ্লাসটা
যেন এক একবার আঁধারে অন্তর্গত হইয়া যাইতেছে বলিয়া বোধ হইবে।
প্রথম প্রথম কয়েক বৈঠক পর্যন্ত (কোন কোন ক্ষেত্রে অনেক বৈঠক
পর্যন্তও) এইকল দৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহা সাফল্যের লক্ষণ। তৎপরে,
হঠাতে একদিন ঐ ভাগ্যনান আলোক-বিন্দুর সহিত পরদ্বাৰ গ্রাম সাদা
মেঘ থানা সরিয়া গিয়া, উজ্জ্বল নীলাকাশ-বক্ষে দ্রষ্টব্য বস্তু সকল (visions)
প্রতিফলিত হইয়া উঠিবে।

ক্রিটেল গেইজিং

যখন অভ্যাসকারীর শরীরে একের পর একটি করিয়া নিম্নোক্ত লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে থাকিবে, তখন দ্রষ্টব্য বস্ত বা ভিশান্ নিশ্চিতকার্যে দেখা দিবে বলিয়া বুঝিবে। মেগুলি এই :—(১) মেরুদণ্ডের ভিতরে, ঘাড়ের মূল হইতে মেরুদণ্ডের শেষ সীমা পর্যন্ত, শীতল জল ধারার গ্রাম ঠাণ্ডা থাই ; (২) পরক্ষণেই, আবার মেরুদণ্ডের মূল হইতে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত স্থানে, আকস্মিক উত্তাপ প্রবাহের অন্তর্ভুক্তির গ্রাম উহার প্রত্যাবর্তন ; (৩) খোলা ও বক্ষ হওয়ার মত মাথার ভিতর আক্ষেপ বা খেঁচুনি ; (৪) সর্বশেষে একটি গভীর দীর্ঘ নিখাস এবং চতুঃপার্শ্ব বস্ত, বিষয় ও অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিশ্বতি। তত্ত্বাতীত দীর্ঘকাল বৈঠক দিলে অভ্যাসকারীর শরীরে আরও নানা রকমের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে।

দ্রষ্টব্য বস্ত বা ভিশান্গুলি দুই রকমে প্রকাশিত হইয়া থাকে ; সরল ভাবে এবং সাক্ষেত্ত্বিক রূপে। যে ঘটনা কোন অতীত কালে ঘটিয়াছে, অথবা বর্তমানে ঘটিতেছে কিঞ্চিৎ ভবিষ্যৎ কালে ঘটিবে, উহার অবিকল চিত্র ক্রিটেলে প্রতিফলিত হইলে উহাকে সরল বা “ডাইরেক্ট ভিশান্” (direct vision), আর কোন সাক্ষেত্ত্বিক চিহ্ন বা চিত্র দ্বারা প্রকাশ পাইলে, উহাকে “সিম্বলিক ভিশান্”(symbolic vision) বলে। ডাইরেক্ট ভিশান্ সহজেই বুঝা যায়, কিন্তু সিম্বলিক ভিশান্ বুঝা কঠিন ; কারণ উহাতে কেবল একটি মাত্র সঙ্কেত দ্বারা কোন একটি বিষয় বা ঘটনা প্রকাশিত হইয়া থাকে। যদি কেহ এক্সেপ স্বপ্ন দেখে যে তাহার কোন বক্স রোগাক্রান্ত হইয়া মারা গেল এবং তাহা সত্তা হয়, তবে উহাকে “ডাইরেক্ট ভিশান্” বলে ; আর কোন একটি ক্রম আচীম বা বক্সের আরোগ্যের জন্য

সম্মোহন বিষ্টা

কোন ব্যাকুল চিন্ত ব্যক্তি যদি স্বপ্নে তাহাকে বা অপর কোন ব্যক্তিকে আঙ্গুলাদের সহিত নদী বা পুরুরে সাঁতার দিতে দেখে, এবং তৎপরেই সেই কথ ব্যক্তির আরোগ্য লাভ হয়, তবে উহাকে “সিদ্ধান্তিক ভিশান্” বলে।
কোন সংবাদ জানিবার জন্য যাহার মন খুব ব্যাকুল, সে স্বপ্নে জাহাজ আসিতেছে দেখিলে, তাহার ঐ সংবাদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এই সকল ভিশান্কে সিদ্ধান্তিক ভিশান্ অফ ড্রিম (symbolic visions of dream) বলে।

অভ্যাসকারীর প্রকৃতি অনুসারে দ্রষ্টব্য বস্ত বা ভিশান্ গুলি তাহার মানস-নয়নের সম্মুখে প্রকাশ পাইয়া থাকে। যদি সে স্বভাবকৃণ (positive) হয় তবে ভিশান্তগুলি সিদ্ধান্তিক বা সাক্ষেতিকরণে, আর সে অভাবকৃণ (negative) হইলে ডাইরেক্ট বা সরল ভাবেই তাহাকে দেখা দিয়া থাকে। যাহাদের নিকট উহারা সাক্ষেতিকরণে প্রকাশ পায়, তাহারা নিজের অভিজ্ঞতা ও বিচার-বুদ্ধি দ্বারা অনুবাদ করিয়া উহাদের অর্থ বাহির করিবার চেষ্টা পাইবে; তবাতীত উহার আর অন্য কোন সরল পথ নাই।

পঞ্চম পাঠ

সম্মোহন-শক্তির আরোপিত অনিষ্টকারিতা

সম্মোহন বিদ্যা সম্বন্ধে শাহাদের ব্যক্তিগত আদৌ কোন অভিজ্ঞতা নাই, তাহাদের অনেকের বিশ্বাস, যাহাকে মোহিত করা যায়, তাহার মানসিক শক্তি হ্রাস পায় এবং পুনঃ পুনঃ মোহিত করিলে তাহার মন অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে এবং তখন আর তাহার কিছুমাত্র স্বাধীন ইচ্ছা থাকেনা। তাহারা আরও বলিয়া থাকে যে, সম্মোহনবিং ইচ্ছামাত্রই মাঝুমের দ্বারা নরহত্যা, চুরি, ডাকাতি, প্রতারণা ইত্যাদি বহু প্রকার অপকর্ষ করিতে এবং সাধুী রমণীগণকেও ব্যভিচারে লিপ্ত করিতে পারে। এরপ ধারণা নিতান্ত অমূলক। উপরোক্ত ব্যক্তিগণের অনেকেই সন্তুষ্ট: অঙ্গুত কাহিনীপূর্ণ সম্মোহন উপন্যাসাদি (hypnotic novels etc.) পড়িয়া ঐরূপ ভাস্তু ধারণার বশবর্তী হইয়া থাকে। উপন্যাসকারগণ তাহাদের পৃষ্ঠাকে বৈজ্ঞানিক সত্য প্রচারের জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত না হইয়া, উহাদিগকে সাধারণের চিন্তাকর্ষক করিবার জন্যই নানারূপ মিথ্যা ও অসন্তুষ্ট কাহিনীর অবতারণা করিয়া থাকেন। সুতরাং যাহারা কেবল উপন্যাসাদি পড়িয়া এই বিজ্ঞানের প্রতি দোষারোপ করেন, তাহাদের কথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়।

মনোবিজ্ঞান ও শারীরতত্ত্ববিং পশ্চিতগণ বলেন যে, সম্মোহন নিজে সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিক নিজাত অমূলক, সুতরাং যখন স্বাভাবিক নিজা মাঝুমের শরীর কিছু মনের কোন প্রকারে হানিকর নয়, তখন

সম্মোহন বিষ্ণু

সম্মোহন নিদ্রাও মোহিত ব্যক্তির কিছুমাত্র অনিষ্টিকর হইতে পারেন। সম্মোহন নিদ্রা পাত্রের পক্ষে ক্ষতিকর নহে বলিয়া, তাহাকে পুনঃপুনঃ মোহিত করিলেও তাহার কোনক্লিপ অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। পক্ষান্তরে, মোহিত হইবার সময় পাত্রকে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে হয়; সুতরাং তাহাকে পুনঃপুনঃ মোহিত করিলে, তাহার একাগ্রতা শক্তিই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কতিপয় প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও উচ্চ উপাধি-ধারী কয়েকজন ধ্যাতনামা ডাক্তারের (চিকিৎসকের) দ্বারা পরিচালিত নিউইয়র্কের একটি প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক সমিতি হইতে প্রকাশ পাইয়াছে যে, উক্ত সমিতি ত্বরান্বসন্ধানের জন্যে সকল পাত্রকে নিয়মিতভাবে প্রত্যাহ হইবার করিয়া ক্রমাগত দশ বৎসর কাল মোহিত করিয়াছেন, সেই সকল লোকও শারীরিক কিম্বা মানসিক কোন বিষয়েই অপরাপর ব্যক্তি অপেক্ষা দ্রুতগত নহে। সম্মোহনবিধি ইচ্ছাপূর্বক মোহিত ব্যক্তিকে তাহার শরীর বা মনের হানিকর কোন আদেশ না দিলে, তাহার বিন্দুমাত্র অনিষ্টের কোন সম্ভাবনা নাই।

সম্মোহন-শক্তি যথার্থ সংস্কৃতাব বিশিষ্ট শ্রী-পুকুষগণকে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কুকুর্যে প্রবৃত্ত করিতে পারে না। কারণ বাণ্যাকাল হইতে যে কার্যগুলি তাহাদ্বা নৈতিক পাপ কর্ম বলিয়া শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের অস্তর্মন সেই সকল কার্য করিতে কথনও স্বীকৃত হয়না। নৱহত্যা, ডাক্তাতি, চুরি, ব্যভিচার ইত্যাদি নৈতিক পাপ কর্ম; সুতরাং কোন চরিত্রবান পুরুষকে ঐ সকল কার্যে প্রবৃত্ত করিতে কিম্বা কোন সাধ্বী গ্রন্থীকে ব্যভিচারে লিপ্ত করিতে পারা যায় না। যদি সম্মোহনবিধি উক্ত প্রকৃতি বিশিষ্ট কোন ব্যক্তিকে একপ কোন কার্য করিতে আদেশ

সম্মোহন-শক্তির আরোপিত অনিষ্টকারিতা

করে, তবে সে উহা করিতে নিশ্চয় অস্বীকার করিবে এবং তজ্জ্ঞ বেশী জিন্দ
করিলে স্বতঃই জাগিয়া উঠিবে। যাহারা চরিত্রাত্মীয় এবং স্মৃতিধা পাইলে,
স্বার্থ সিদ্ধির নিষিদ্ধ নৌভি-বিগ়ৃহিত কার্য করিতে দিখা বোধ করে না,
সম্মোহন-শক্তি কেবল তাহাদিগকেই পাপ কার্য্যে উত্তেজিত করিতে
সমর্থ। আসাদের ভিত্তি সুদৃঢ় হইলে যেমন উহা প্রবল ঝড়েও অটল
থাকে, সেইরূপ নৈতিক চরিত্র সুগঠিত হইলে উহা পাপ কর্মোভেজক
সকল প্রকার আদেশের বিরুদ্ধে অবিচলিত থাকিতে পারে। আর
সম্মোহনবিং ষে, সকল লোককে মোহিত করিতে পারে না, একথা
ইতঃপূর্বে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে ; সুতরাং উহার পুনরূপ নিষ্পত্তোজন।
সম্মোহন-শক্তি সাহায্য ষে, কোন দায়িত্বজনহীন বা স্বার্থলোকুপ
কার্য্যকারক লোকের কোন অপকার করিতে পারে না, আমি এরূপ
বলিতেছিলাম ; কিন্তু তাহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ বলিয়া সে, কোন শুরুতর
পাপ কার্য্য করিতে সমর্থ হয়না।

সময় সময় তথা-কথিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্মোহন বিষ্টাৰ প্রতি জন
সাধাৱণেৰ ভয় ও ভক্তি আকৰ্ষণ কৰিবাৰ উদ্দেশ্যে, ইহার কার্য্যকারিতা
সম্বৰ্দ্ধে নানা প্রকার আজগবী গল্প প্রচার কৰেন, তাহাতে তাহারা ইহাকে
ভৌতিৰ চক্ষেই দৰ্শন কৰিবা থাকে। যদি তাহারা তাহা না কৰিয়া ইহার
ষথার্থ স্বরূপ প্রকাশ কৰেন, অর্থাৎ ইহা দ্বাৰা যে লোকেৰ প্ৰভৃতি বিষয়ে
মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, তাহা প্রচার কৰে, তবে এই বিষ্টা-চৰ্চা
জন সাধাৱণেৰ মধ্যে সহজেই প্ৰসাৰিত হইতে পারে।

উপসংহার

শিক্ষার্থিগণ ইহা বিশেষক্রমে স্মরণ রাখিবেন যে, কেবল ছই-চার^১ অন্ত লোককে সম্মোহিত করিয়া নানা প্রকার ক্ষোড়া প্রদর্শনই সম্মোহন বিষয়। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য নয়। ইহার চরম উদ্দেশ্য নানা প্রকার রোগারোগ্য ও চরিত্র দোষাদি সংশোধন করিয়া লোকের উপকার ও আত্ম সংযম শিক্ষা দ্বারা নিজের আধা-অভিক সম্বন্ধি লাভ এবং কর্ম-জীবনে যে সকল লোকের সংশ্রবে আসিতে হয়, তাহাদের মনের উপকার আধিপত্য স্থাপন পূর্বক গ্রাহ্য ভাবে বৈষম্যিক উন্নতি সাধন। যাহারা এই সকল উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া শিক্ষার প্রযুক্ত হইবেন, তাহারা উপযুক্ত যত্ন, চেষ্টা ও পরিশ্রম করিতে পারিলে যে তাহাদের সিদ্ধিগ্রাহ নিশ্চিত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আর যাহারা কোন মন্দ উদ্দেশ্যে—অর্থাৎ কাহারও শারীরিক, মানসিক, নৈতিক বা বৈষম্যিক বিষয়ের কোনক্রম ক্ষতি করিবার জগত শিক্ষার্থী প্রযুক্ত হইবে তাহারা ইহাতে কথন ও পূর্ণ মাত্রায় সাফল্য লাভে সমর্থ হইবেন। অপরের অনিষ্ট করিলে যে নিজের অনিষ্ট হয়, একজনকে আবাত করিলে যে উহার দ্বিগুণ আবাত নিজের শরীরে আসিয়া লাগে, ইহা তাহাদিগকে সর্বদা বিশেষক্রমে স্মরণ রাখিতে হইবে। যাহারা সচল্দেশ্যের সহিত শিক্ষায় নিযুক্ত হইবেন, তত্ত্বান্বয় তাহাদিগকে শিক্ষার সিদ্ধি দান করিবেন।

সম্পূর্ণ

পরিশিষ্ট শিক্ষার্থীর জ্ঞাতব্য

হিপ্নোটিজম, মেস্মেরিজম, সাইকিক হিলিং ইত্যাদি সমন্বে এ ধাৰণাৰ বাস্তুলায় এমন কোন পুস্তক প্ৰকাশিত হয় নাই, যাহা দ্বাৰা উহাদেৱ বিস্তৃত ইতিহাস, সিদ্ধান্ত ইত্যাদি জানা যাইতে পাৰে। তাহা জানিতে হইলে ইংৰাজী পুস্তকেৱ সাহায্য গ্ৰহণ ভিল উপাৰ নাই। যে সকল শিক্ষার্থী ইংৰাজী ভাষাভিজ্ঞ, তাহারা এই বিষয়গুলি বিস্তৃতভাৱে অধ্যয়ন কৰিতে ইচ্ছুক হইলে, নিম্নোক্ত পুস্তকগুলি পাঠ কৰিতে পাৰেন।

1. Hypnotism—By Dr. Albert Moll.
2. The Law of Psychic Phenomena.
By Dr. T. J. Hudson.
3. Hypnotism : Its History, Practice & Theory.
By J. M. Bramwell M. B. C. M.
4. Your Mesmeric Forces and How to Awaken Them. By R. H. Randall.

নিম্নোক্ত স্থানে এই সকল বিষয়েৱ ধাৰণীৰ পুস্তক এবং ক্রিষ্টেল গেইজিং স্ট্রাদি (Crystal Grazing Apparatus) কিনিতে পাওয়া যাব। একটি সাধাৰণ ক্রিষ্টেল মূল্য ১০ হইতে ২০ শিলিং।

পুস্তক বিক্ৰেতাদেৱ ঠিকানা।

1. Messers L. N. Fowler & Co.
2. Imperial Arcade, Ludgate Circus, London. E. C.
3. Messers William Rider & Co. Ltd.
4. Patternoster Row, London. E. C.

নিম্নোক্ত স্থানেও অনেক পুস্তক পাওয়া যায়।

3. Theosophical Publishing Co. Adyar, Madras.

পরিশিষ্ট সম্পূর্ণ

୧। ଚିନ୍ତା-ପଠନ ବିଷୟ

ଏই ପୁସ୍ତକେର ସାହାଯ୍ୟେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ମତ ଚିଠି-ପତ୍ରେ ଉପଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାଭିଲାଷୀଙ୍କେ “ଥାର୍ଟ୍-ରିଡିଙ୍” (Thought-Reading) ବା “ଚିନ୍ତା-ପଠନ ବିଷୟର” ନିୟ ଓ ଉଚ୍ଚଶାଖା “ମାସଲରି-ଡିଙ୍” ଓ “ଟେଲିପ୍ୟାଥ୍” (Muscle Reading and Telepathy) ହାତେ-କଳମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଓଇବା ହୁଏ । ଶିକ୍ଷାର ଫିଃ ମର୍ଡାକ ୩୫/୦ ମାତ୍ର । ଶିକ୍ଷାଭିଲାଷୀ ଏହି ଫିଃ ଅଗ୍ରିମ ମନି ଅର୍ଡାରେ ପାଠାଇଲେଇ ତାହାକେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରିଯା ବିନା ମୂଲ୍ୟ ଏହି “ଚିନ୍ତା-ପଠନ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷାର ଉପଦେଶମାଳା” ଦେଓଇବା ହିଁଯା ଥାକେ ।

୨। ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି

ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି କି ? କି ଉପାୟେ ଉହା ସହଜ ପ୍ରାଣୀତେ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଯା ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ନୈତିକ, ବୈବରିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ସତି ଲାଭ କରା ଯାଏ, ମେ ସୟଙ୍କେ ଏହି ପୁସ୍ତକେ ସରଳ ଭାଷାମ୍ବ ବିଶ୍ଵତ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦତ୍ତ ହିଁଯାଛେ । ଏତ୍ସାତୀତ ଇହାର ସାହାଯ୍ୟେ ଦୂରତ୍ତ ଦ୍ଵୀ ପୁରୁଷଦିଗଙ୍କେ ତାହାଦେର ଅଞ୍ଜାତ ସାରେ ବୀର୍ଭୂତ ଏବଂ ନାନାପ୍ରକାର ଅଲୋକିକ କାର୍ଯ୍ୟାଦି ସାଧନ କରା ଯାଇବେ । ସାହାରା ଜୀବନେର ଉତ୍ସତି କାମୀ ତାହାଦେର ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଲୟେର ପ୍ରତ୍ୟକ ଛାତ୍ରେର ଏହି ପୁସ୍ତକ ପାଠ କରା ଏକାନ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଯେ ସକଳ ବାଣିକ ଓ ଯୁଦ୍ଧକ କୁଅଭ୍ୟାସ ଲିଙ୍ଗ ହିଁଯା ନାନାପ୍ରକାର କଟିଲ ବ୍ୟାଧି ଗ୍ରସ୍ତ ହିଁଯାଛେ, ଏହି ପୁସ୍ତକେର ଉପଦେଶଗୁଣି ପାଇନ କରିଯା ତାହାରା ଉହାଦେର କବଳ ହିଁତେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିତେ ସମର୍ଥ ହିଁବେ । ଶତ ଶତ ଲୋକ ଇହାର ସାହାଯ୍ୟେ ତାହାଦେର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଯା ନାନାବିଷୟେ ଆପନାପନ ଅଭୀଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧ କରିତେ ସମର୍ଥ ହିଁଯାଛେ । ମୂଲ୍ୟ ୧୦ ମାତ୍ର ; ଡାକ ମାଣ୍ଡଳ ୧୦ ଆନା ।

৩। হিস্টোটিজম ও মেসমেরিজম শিক্ষক

যাহারা ছবি টাকা ব্যাবে সম্মোহন বিষ্ঠা প্রাপ্তি করিতে অসমর্থ বা অনিচ্ছুক, বিশেষভাবে তাহাদিগের জন্যই এই পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। ইহাতে সম্মোহন বিষ্ঠার প্রাপ্ত সমস্ত বিষয়ই সংক্ষেপে সরলভাষ্য সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে, স্মৃতিরং ইহাকে উক্ত পুস্তকের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বলা যাইতে পারে। যাহারা ইহার নিয়ম প্রণালী যথাযথভাবে অনুসরণ করিবেন, তাহারা বাড়ী বসিয়া বিনা শিক্ষকের সাহায্যেই এই বিষ্ঠা হাতে-কলমে শিক্ষা করিতে পারিবেন। এই পুস্তক সাধারণভাবে বিক্রয়ের জন্য লিখিত হইয়াছে, অতএব শিক্ষার্থী শ্রেণীভুক্ত না হইয়াও ইহা ক্রয় করিতে পারিবেন। বহু লোক ইহার সাহায্যে শিক্ষা করিয়া সফল মনোরথ হইয়াছেন। পুরু কাগজে পরিষ্কার অক্ষরে মুদ্রিত, মুদ্রন কাগজের বাঁধাই ১৬৮ পৃষ্ঠা। মূল্য ২় টাকা; ডাক মাংসল ।০/০ আনা স্বতন্ত্র।

সম্মোহন চক্র

এই “চক্র” বা ষষ্ঠি দ্বারা সম্মোহন বিষ্ঠা শিক্ষার্থী এবং ইচ্ছাপত্তি চর্চাকারীর শিক্ষা ও সাধনার বিশেষ সাহায্য হইয়া থাকে। যাহারা সাধারণ নিয়মে সম্মোহিত হয় না, তাহাদের অনেককে ইহা দ্বারা মোহিত করা যায়। ইহা দ্বারা নিজে নিজেকে সম্মোহিত করিয়া বহু প্রকার শারীরিক অভ্যাস ও চরিত্র দোষ বিদূরিত করা যায়। অস্বাভাবিক ভাবে ইচ্ছিক চালনা ইত্যাদির ফলে যাহারা নানাপ্রকার ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াও উক্ত অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন, কিঞ্চিৎ যাহারা মনের সদ্ব্যুতিগুলি বিকাশ করিবার অভিলাষী, ইহা তাহাদের উদ্দেশ্য সাধনের বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে। এই চক্র সাহায্যে অন্ন শ্রমেই ‘চকুর মোহিনী শক্তি’, ‘একাগ্রতা শক্তি’ ইত্যাদি বর্জন করা যায়। সকল শিক্ষার্থীরই ইহা নিত্য ব্যবহারোপযোগী ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামগ্ৰী। পুরু পিস্বোর্ডে আটা, উজ্জল কালিতে চিত্ৰিত “ব্যবহাৰ বিধিসহ” এই চক্রের মূল্য ।০/০ আনা মাত্ৰ।

প্রাকটিকেল ট্রেনিং ক্লাস (Practical Training Class)

যে সকল শিক্ষার্থী এবং ক্লাসে ভর্তি হইবেন, তাহাদিগের প্রতোষ্ঠাৰ্থে চার সপ্তাহের মধ্যে মূলৱৰপে সংশোহন বিষ্ণা—হিপ্নোটিজম্ ও মেসমেরিজম্ চিন্তা-পঠন বিষ্ণা ও শাধা বিজ্ঞান সমূহ হাতে-কলমে (Practically) শিখাইয়া কৃতকার্য্য কৰিয়া দেওয়া হইবে। শিক্ষার ফিঃ—সংশোহণ বিষ্ণা ও শাধা বিজ্ঞান সমূহ শিক্ষার জগ্ন ১০০ টাকা, এবং চিন্তা-পঠন বিষ্ণা শিক্ষার জগ্ন ১৫ টাকা, মোট ৬৫ টাকা (উপদেশ মালাৰ মূল স্বতন্ত্র)। এই ফিঃ অগ্রিম দেয়। এই ক্লাসে ভর্তি হইলে শিক্ষার্থী শিক্ষায় কৃতকার্য্যতা স্বনিশ্চিত। অন্তথাম তাহার প্রদত্ত এই ফিৰ সমস্ত টাকা তাহাকে দেওয়া হইবে।

আত্মিক চিকিৎসা (Psychic Healing)

হিপ্নোটিজম্, মেসমেরিজম্ ইত্যাদি দ্বারা বহু প্রকার শারীরিক ও মানসিক ৱোগ চিকিৎসা এবং সর্বপ্রকার অভ্যাস ও চরিত্র দোষাদি বিদূরিত কৱা হইয়া থাকে। এ ধাৰণ বহু কঠিন ৱোগী আৱোগ্য এবং নৈতিক বাধিগ্রস্ত লোককে সংশোধিত কৱা হইয়াছে। এ সমষ্টি অনেক প্রশংসন্মূলক আছে। চিকিৎসা প্রার্থিগণ ৱোগেৰ বিস্তৃত ইতিহাস ও উত্তৱেৰ জগ্ন এক আনন্দ ডাক টিকেট সহ নিয়ম টিকানাৰ পত্ৰ লিখুন।

প্রফেসোৱ রাজেন্দ্ৰনাথ রুদ্রজ্ঞ,
১০০/১৫ সুৱেন্দ্ৰনাথ বানাঙ্গি ৰোড, কলিকাতা।

অথবা
সাধনা কুটিৱ, পোঃ আলমনগৱ, রংপুৱ।

Thanks to all
From Ezaz Risan
fb.com/ezaz.risan